ওয়েন কোলফার

আর্টেমিস ফাউল

রূপান্তর- মোঃ ফুয়াদ আল ফিদাহ

লোকে বলে, আর্টেমিস ফাউল এই শতাব্দীর বড় বড় প্রত্যেকটা অপরাধের সাথে জড়িত!

মাত্র বারো বছর বয়সেই, অপরাধ জগতের এক উজ্জ্বল নক্ষত্রে পরিণত হয়েছে সে। দুর্নীতি আর অপহরণকে পুঁজি করে বাড়িয়ে তুলতে চাচ্ছে পরিবারের ঐশ্বর্য।

আরও নির্দিষ্ট করে বলতে গেলে, এক ফেয়ারিকে অপহরণ করতে চাইছে। পাতালপুরীতে বাস করে এমন একদল ভয়ঙ্কর আর প্রযুক্তিগত দিক দিয়ে মানুষের চাইতে যোজন যোজন এগিয়ে থাকা ফেয়ারিদের খোঁজ পেয়েছে সে। কিন্তু তাদের ক্ষমতার প্রচণ্ডতা ঠিক ঠাহর করে উঠতে পারেনি। অপহরণ করলেই যে মুক্তিপণ মিলবে না! তার জন্য ফেয়ারিদের মুহূর্মুহু আক্রমণ সহ্য করতে হবে!

মানুষ আর ফেয়ারি, এই দুই সম্প্রদায়ের মাঝে রক্তক্ষয়ী এক যুদ্ধের সূচনা এই হলো বলে!

ISBN 978 984 91917 7 3

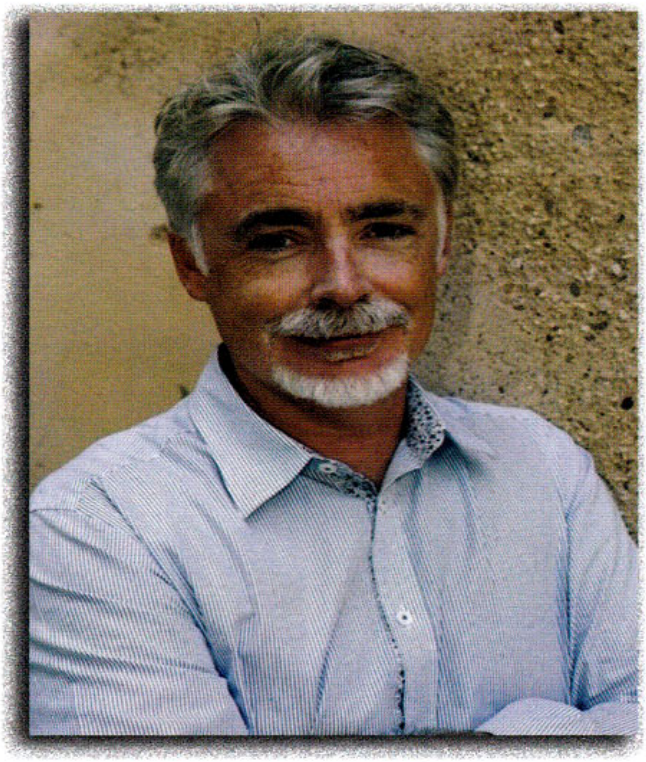

ওয়েন কোলফারের জন্ম ১৯৬৫ সালে, আয়ারল্যান্ডের ওয়েক্সফোর্ডে। স্কুল শিক্ষক বাবা আর ড্রামা শিক্ষিকা মায়ের আদরে সেখানেই বড় হয়েছেন তিনি ও তার চার ভাই। প্রাইমারি স্কুল থেকেই তার মাঝে লেখার প্রতিভা লক্ষ্য করা যায়।

তার লেখা প্রথম বই, বনি অ্যান্ড ওমার, প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৯৮ সালে। ২০০১ সালে আর্টেমিস ফাউল সিরিজের প্রথম বইটি প্রকাশ পাবার পর, তিনি শিক্ষকতা ছেড়ে দিয়ে পুরোপুরি লেখালেখিতে মন দেন। এখন পর্যন্ত সারা বিশ্বে এই সিরিজের মোট আটটি বইয়ের দুই কোটিরও বেশি কপি বিক্রি হয়েছে।

আর্টেমিস ফাউল

ওয়েন কোলফার

রূপান্তর-মোঃ ফুয়াদ আল ফিদাহ

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

প্রকাশক
নাফিসা বেগম
আদী প্রকাশন
ইসলামী টাওয়ার , ৩য় তলা, ঢাকা- ১১০০
ফোন : ০১৬২৬২৮২৮২৭
প্রকাশকাল সেপ্টেম্বর ২০১৬
© মারজিয়া সুলতানা
অলংকরণ : মোঃ ফুয়াদ আল ফিদাহ
অনলাইন পরিবেশক : www.rokomari.com/adee
মূল্য : ২৮০টাকা

Artemis Fowl, By Eoin Colfer
Published by Adee Prokashon
Islamia Tower , Dhaka-1100
Printed by Adee Printers
Price 280 Tk. U.S. 10 $ only
ISBN 978 984 91917 7 3

উৎসর্গ

লিসা আর নিয়ালকে

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

ভূমিকা

আর্টেমিস প্রথম পড়েছিলাম ২০১৩ সালে। তখনই মনে হয়েছিল, জীবনে কখনও যদি সুযোগ পাই, এই বইয়ের অনুবাদ করবই। সেই আশার পালে হাওয়া দেবার জন্য সাজিদ ভাইকে ধন্যবাদ। আর বইটির সাথে পরিচয় করিয়ে দেবার জন্য ধন্যবাদ ডাঃ রাফসান রেজা রিয়াদকে।

সেই সাথে ঘরের জনকে ধন্যবাদ কবিতাগুলোর একটা আকার এনে দেবার জন্য। বিশাল, মারুফ, শুভ, রাফি, সামান্তা-এদেরকে ধন্যবাদ বেটা রিডার হিসেবে কাজ করার অনুরোধটা গিলেছে।

কথা হচ্ছে, ফ্যান্টাসী অনুবাদ করা বড় কঠিন কাজ। আমাদের সাথে অন্যান্যদের রূপকথা বা কাল্পনিক চরিত্রগুলোর মিল পাওয়া বড় কঠিন। এই যেমন, ফেয়ারি শব্দটাই ধরা যাক। এর বাংলা পরী হলেও, এই বইতে সব ধরনের রূপকথার প্রাণিকে বোঝেতে ফেয়ারি ব্যবহার করা হয়েছে। তাই বাধ্য হয়ে আমাকেও তাই করতে হয়েছে। একই কথা খাটে গবলিন, সেন্টর, স্প্রাইট, গ্রেমলিন ইত্যাদি শব্দের ক্ষেত্রেও।

বইয়ের শেষে কিছু সংযুক্তি আছে, যা আমার পক্ষ থেকে। ছবিগুলো নেট থেকে নেয়া আর বিবরণ উইকিপিডিয়াসহ বিভিন্ন সাইট থেকে। ভেতরে ইলাস্ট্রেশন হিসেবে যে ছবিগুলো ব্যবহার করা হয়েছে, তা এই বইয়ের গ্রাফিক নভেল থেকে নেয়া।

তবে জানি, অগণিত ভুল রয়ে গিয়েছে। আরও সুন্দর করা যেত। আরও ভালো হতে পারত। আশা করি পাঠকেরা সেই সীমাবদ্ধতাকে ক্ষমা সুন্দর চোখে দেখবেন।

ডাঃ মোঃ ফুয়াদ আল ফিদাহ
ঢাকা, ২০১৬

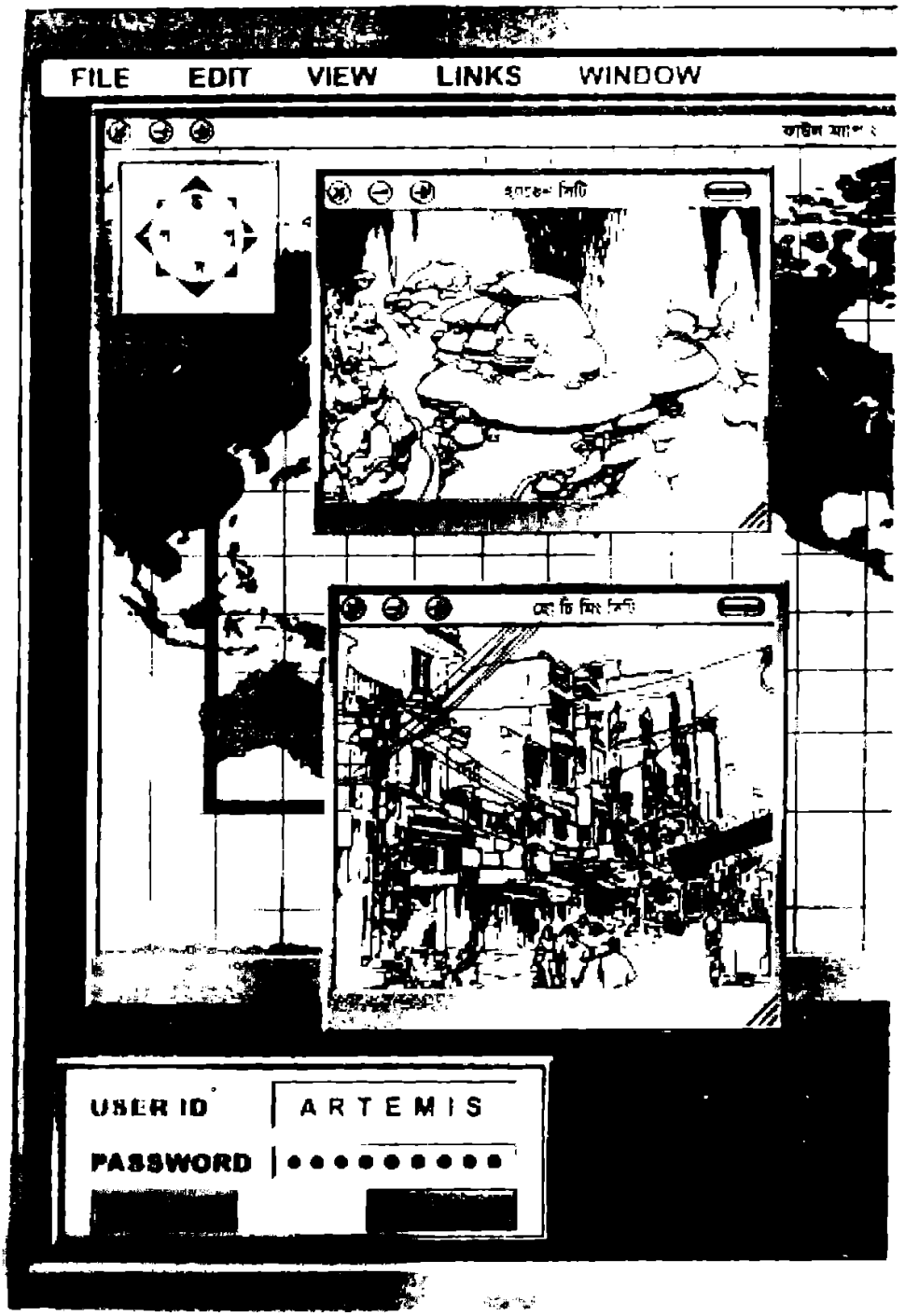

FILE
EDIT
VIEW
LINKS
WINDOW
USER ID
ARTEMIS
PASSWORD
●●●●●●●●●●

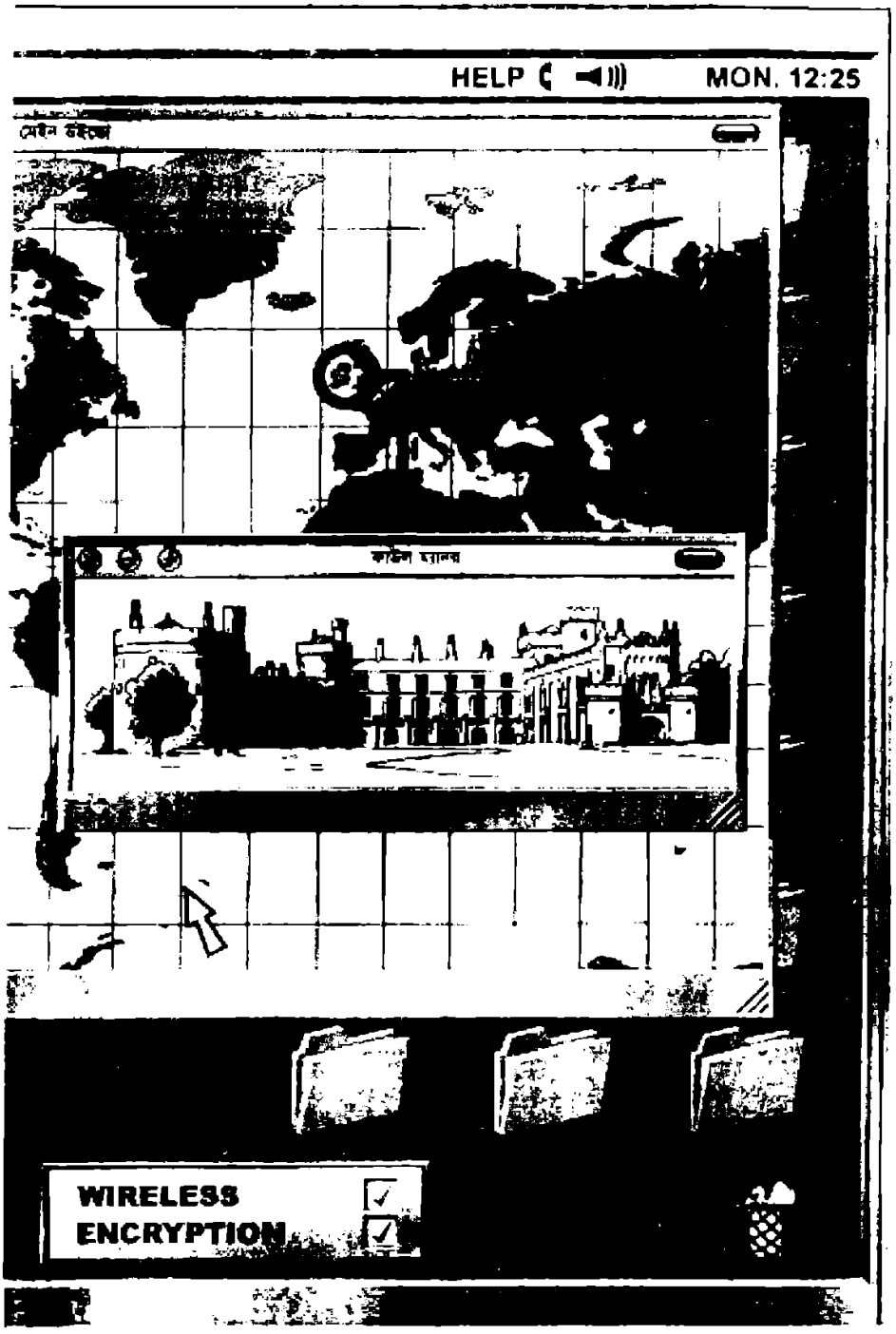

HELP
MON. 12:25
WIRELESS
ENCRYPTION

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

পূর্ব কথা

আর্টেমিস ফাউলকে বর্ণনা করা? কাজটা খুব একটা সহজ না। অনেক নামকরা মনোবিজ্ঞানী চেষ্টা করে দেখেছেন, কিন্তু ব্যর্থতা ছাড়া আর কিছু জোটেনি তাদের ভাগ্যে।

সেই ব্যর্থতার প্রধান কারণ? অবশ্যই, আর্টেমিসের বুদ্ধিমত্তা। ওকে উদ্দেশ্য করে ছুঁড়ে দেয়া প্রতিটা টেস্টে সে মনোবিজ্ঞানীদের ঘোল খাইয়ে ছেড়েছে। সেরা চিকিৎসকদের মনস্তত্ত্বের বারোটা বাজিয়ে ওদেরকেই পাগলা গারদে ভর্তি করিয়েছে!

আর্টেমিস যে একটা প্রতিভা, সে ব্যাপারে কারও সন্দেহ নেই। কিন্তু এমন বুদ্ধিমান একজন কেন অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডের সাথে জড়িয়ে পড়বে, তা ভেবে সবাই হয়রান। এই প্রশ্নের উত্তর কেবল একজন দিতে পারে-আর্টেমিস নিজে। তবে জানা কথা, সেই উত্তর ওর পেটে বোমা মারলেও বের হবে না!

তাই মনস্তত্ত্ব বর্ণনা না করে, ওর নানা অপরাধের বিস্তারিত বিবরণ দেয়াই সঙ্গত বলে মনে করছি। এই রিপোর্টে আমি আর্টেমিসের নানা অপরাধের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত ও ভুক্তভোগীদের সরাসরি সাক্ষাৎকার উল্লেখ করছি। পড়লেই বুঝতে পারবেন, কাজটা খুব একটা সহজ ছিল না।

আমাদের গল্পের শুরু বেশ কয়েক বছর আগে, একবিংশ শতাব্দীর সায়াহ্নে।

প্রায় ফুরিয়ে আসা পারিবারিক সম্পত্তি আবার নতুন করে গড়ে তোলার জন্য এক নৃশংস পরিকল্পনা করেছে আর্টেমিস। কাজে লাগাতে পারলে, পরিকল্পনাটা ধ্বংস করে দেবে সভ্যতা। পৃথিবী দেখবে এক প্রজাতির সাথে অন্য প্রজাতির মরণাপন্ন যুদ্ধ।

তখন ওর বয়স মাত্র বারো...

একঃ পবিত্র বই

গরম কাকে বলে, সে কথা বুঝতে চাইলে গ্রীষ্মের সময়ে হো চি মিং শহরে আসতেই হবে! তাই বলাই বাহুল্য, খুব গুরুত্বপূর্ণ কিছু একটা এই শহরে না থাকলে, আর্টেমিস ফাউল এতো কষ্ট সহ্য করত না। কিন্তু কী আর করা! পুরো পরিকল্পনার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বস্তুটাই যে এখানে!

সূর্যের সাথে সম্ভবত ছেলেটার বিশেষ কোনও শত্রুতা আছে। ওটা বেচারাকে দেখতেই পারে না। অবশ্য এর জন্য দীর্ঘদিন বাড়ির ভেতরে মনিটরের সামনে বসে থাকাও দায়ী হতে পারে। এখন আর্টেমিসকে দেখলে প্রথমেই মনে হয়, মানুষ না। ভ্যাম্পায়ার দাঁড়িয়ে আছে সামনে!

'আশা করি মরীচিকার পেছনে ছুটে বেড়াচ্ছি না, বাটলার,' নরম কিন্তু কাটাকাটা স্বরে বলল সে। 'কায়রোর পুনরাবৃত্তি চাচ্ছি না আমি।'

কথাটার মাঝে হালকা তিরস্কারের সুর স্পষ্ট, বাটলারের আনা তথ্যের কারণেই কায়রো ভ্রমণ করতে হয়েছে ওদেরকে।

'না, স্যার। এবার আমি নিশ্চিত, নোয়েন ভালো লোক।'

'হুম,' আর্টেমিস খুব একটা প্রভাবিত হয়েছে বলে মনে হলো না। আশেপাশে যদি কোনও পথচারী থাকত, তাহলে হয়ত বাটলারের মতো দশাসই একজন মানুষের আর্টেমিসের মতো এক পিচ্চিকে 'স্যার' সম্বোধন করতে দেখে অবাক হতো।

তবে তারা জানে না, বাটলার আর আর্টেমিসের সম্পর্কটা আর দশটা সাধারণ সম্পর্কের মতো না। আর ওরাও কোনও সাধারণ টুরিস্ট নয়।

ডং খি স্ট্রিটে, রাস্তার পাশের এক ক্যাফেতে বসে আছে ওরা, দেখছে সামনের চত্বরে তরুণদের বাইক নিয়ে কারিকুরি।

নোয়েন আসতে দেরি করে ফেলেছে, সূর্যের আলো থামাতে ব্যর্থ ছাতার নিচে বসে ক্ষণে ক্ষণে চড়ছে আর্টেমিসের মেজাজ। তবে কিনা, ছেলেটার মেজাজও এমনিতেই সবসময় চড়ে থাকে।

তবে মেজাজের আড়ালে একটা ক্ষীণ আশাও লুকিয়ে আছে। আসলেই কি কাজ হবে? বইটা কি খুঁজে পাবে সে? আশায় বুক বাঁধতেও ভয় হচ্ছে বেচারার।

আচমকা এক ওয়েটার এসে ওদের টেবিলের পাশে দাঁড়াল।

'আরেকটু চা দেই, স্যার?' জানতে চাইল সে।

'নাটকীয়তা বন্ধ করে...,' ফোঁস করে উঠল আর্টেমিস। 'বসে পড়ো।'

BanglaBook.org

বাটলারের দিকে চাইল ওয়েটার, হাজার হলেও এখানে সে-ই প্রাপ্ত বয়স্ক। 'বসব? কিন্তু স্যার, আমি তো এক নগণ্য ওয়েটার মাত্র!'

বিরক্ত হয়ে টেবিলে চাপড় বসাল আর্টেমিস। 'তুমি ঘরে তৈরি লোফার[১] পরে আছ। সেই সাথে সিল্ক শার্ট আর হাতে দেখতে পাচ্ছি তিনটা সোনার আঙটি। তোমার উচ্চারণে অক্সফোর্ডের টান আছে, নখগুলোর অতি সম্প্রতি যত্ন নেয়া হয়েছে। তুমি 'নগণ্য ওয়েটার' হতেই পারো না। তুমি নোয়েন হুয়ান, ছদ্মবেশ নিয়ে এসেছ আমাদের সাথে অস্ত্র আছে কিনা তা দেখতে। তবে মাফ করবে, খুব একটা ভালো ছদ্মবেশ নিতে পারোনি।'

নিচে নেমে গেল নোয়েনের কাঁধ জোড়া, 'অসাধারণ!'

'খুব একটা অসাধারণ কিছু না। পুরাতন একটা অ্যাপ্রন পরলেই ওয়েটার হওয়া যায় না।'

বসে পড়ল নোয়েন, একটা ছোট চায়না কাপে চা ঢালল।

'আগে তোমাকে আমাদের অস্ত্রের ব্যাপারে বলে নেই,' থামেনি আর্টেমিস। 'আমার কাছে কোনও অস্ত্র নেই। কিন্তু এই যে বাটলারকে দেখছ, ওর কাঁধের হোলস্টারে একটা সিগ সয়্যার আছে। বুটে আছে দুটো ছুরি, দুই গুলির একটা ডেরিঞ্জার লুকিয়ে রেখেছে কোটের হাতায়, ঘড়িতে আছে চিকন দড়ি, আর বিভিন্ন পকেটে আছে তিনটা স্টান গ্রেনেড। কিছু কি বাদ গেল, বাটলার?'

'কোশটা[২] বাদ গিয়েছে, স্যার।'

'ও হ্যাঁ, শার্টের ভেতর একটা কোশও আছে।'

কম্পিত হাতে চায়ের কাপটা ঠোঁটে ছোঁয়াল নোয়েন।

'তবে ভয় পেও না, মি. হুয়ান।' হাসল আর্টেমিস। 'একটা অস্ত্রও তোমার ওপর ব্যবহার করার জন্য আনা হয়নি।'

নোয়েনকে দেখে মনে হলো না যে সে খুব একটা নিশ্চিন্ত হয়েছে।

'দরকারই নেই ব্যবহারের,' বলল ছেলেটা। 'বাটলার কোনও অস্ত্র ব্যবহার না করেই তোমাকে একশ একটা উপায়ে হত্যা করতে পারে।'

এতোক্ষণে নগুয়েনের পিলে চমকে গিয়েছে। আর্টেমিস অবশ্য চাইলেই যে কারও 'পিলে' চমকে দিতে পারে। তার জন্য ভ্যাম্পায়ারের মতো সাদা চামড়ার একটা বাচ্চার মুখে এসব কথা শুনতে পাওয়াটাই যথেষ্ট। এর আগেও ফাউল নামটা শুনেছে নোয়েন। আসলে অপরাধ জগতের সবাই কম-বেশি নামটার সাথে পরিচিত। কিন্তু নোয়েন ভেবেছিল, আর্টেমিস সিনিয়রের সাথে দেখা করতে এসেছে এখানে, এই পিচ্চির সাথে না!

তবে এই রোগা ছেলেটাকে আর যাই হোক, পিচ্চি বলা মানায় না। পাশে বসা দানবাকৃতি বাটলারের কথা নাহয় বাদ-ই দেয়া গেল। বিশাল বিশাল হাত জোড়া চাইলেই যে কারও ঘাড় মটকে দিতে পারে। নোয়েনের মনে হচ্ছিল, টাকার

BanglaBook.org

লোভে এদের সাথে দেখা করাটা একদমই উচিত হয়নি।

'কাজের কথায় আসা যাক,' টেবিলে একটা ছোট রেকর্ডার রাখতে রাখতে বলল আর্টেমিস। 'তুমি আমাদের অনলাইন বিজ্ঞাপনে সাড়া দিয়েছিলে।'

নড করল নোয়েন, মনে মনে ইতিমধ্যে প্রার্থনা শুরু করে দিয়েছে। *হে ঈশ্বর, যে তথ্যটা এনেছি, সেটা যেন সঠিক হয়!*

'জ্বী, মিস্টার...মাস্টার[৩] ফাউল। আপনি যেটা খুঁজছেন...সেটার অবস্থান আমার জানা আছে।'

'তাই? প্রমাণ কী? তুমি এমন কোন সত্যবাদী যুধিষ্ঠির যে তোমার মুখের কথায় বিশ্বাস করতে হবে? হয়ত আমাকে ফাঁদে ফেলার জন্য তোমার এখানে আগমন। আমার পরিবারের শত্রু সংখ্যাও তো কম না।'

ঠিক সেই মুহূর্তে, মনিবের কানের পাশে উড়ে বেড়ানো একটা মশাকে পিষে মারল বাটলার।

'না, না,' ভয়ার্ত কণ্ঠে বলে উঠল নোয়েন। পকেট থেকে ওয়ালেট বের করে বলল, 'এই যে, দেখুন।'

সন্দেহের চোখে পোলারয়েড ছবিটা দেখল আর্টেমিস। খুব কষ্ট করে পাগলা ঘোড়ার মতো ছুটতে চাওয়া হৃদপিণ্ডটাকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে হচ্ছে। ছবিটা দেখে তো আসল বলেই মনে হলো, কিন্তু একটা কম্পিউটার আর স্ক্যানার থাকলে যে কোনও কিছুর নকল বানানোটা আজকাল ছেলে খেলা হয়ে গিয়েছে। ছবিতে দেখা যাচ্ছে, ছায়ার ভেতর থেকে একটা হাত বেড়িয়ে এসেছে। একটা সবুজ হাত!

'হুম,' বিড়বিড় করে বলল সে। 'ব্যাখ্যা করো।'

'এই মহিলা, টু ডু স্ট্রিটের কাছে থাকে। নিজেকে সর্বরোগের আরোগ্যকর্ত্রী বলে দাবি করে সে। মদের বিনিময়ে কাজ করে, পাঁড় মাতাল একটা।'

নড করল আর্টেমিস। মিলে যাচ্ছে। মাতালই হবার কথা। ওর গবেষণা থেকে খুব অল্প নির্ভরযোগ্য তথ্য বেরিয়ে এসেছে। তাদের মাঝে এটা একটা। উঠে দাঁড়াল ও, পরনের পোলো শার্টটার ভাঁজ ঠিক করে নিল। 'খুব ভালো, মিস্টার নোয়েন। এবার পথ দেখাও।'

দড়ির মতো দেখতে গোঁফ থেকে ঘাম মুছল নোয়েন। 'পথ দেখাব? আমার তো শুধু তথ্য দেবার কথা ছিল। কোনও অভিশাপের ভাগীদার হতে চাই না আমি।'

দক্ষতার সাথে লোকটার ঘাড় ক্যাঁক করে ধরল বাটলার।

'আমি দুঃখিত, মি. নোয়েন। তোমার ভাগ্য এখন আর তোমার হাতে নেই।'

প্রতিবাদরত ভিয়েতনামীজ লোকটাকে ঘাড়ে ধরে ভাড়া করা গাড়িতে এনে তুলল বাটলার। গাড়িটা ফোর-হুইল ড্রাইভ প্রযুক্তির। অবশ্য হো চি মিং, যেটাকে স্থানীয়রা আদর করে সাইগন বলে ডাকে,-এর রাস্তায় এমন গাড়ির দরকার পড়ে না। তবে আর্টেমিস চায়, যতটা সম্ভব স্থানীয়দের থেকে দূরে থাকতে। তাই এই ব্যবস্থা।

BanglaBook.org

বিরক্তিকর ধীর গতিতে এগিয়ে চলছে জিপটা। এমনিতেই আর তর সইছে না আর্টেমিসের, তার উপর শ্লথ গতিতে মেজাজ আরও খিঁচড়ে উঠছে। নিজেকে আর ধরে রাখতে পারছে না সে। এতোদিনের প্রতীক্ষার কি অবসান ঘটল অবশেষে? তিন মহাদেশে ছয়টা ব্যর্থ অভিযানের পর, এই পাঁড় মাতাল মহিলা কি ওকে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছে দিতে পারবে?

ওদেরকে আসতে দেখে, রাস্তা থেকে সরে যাচ্ছে বাইকগুলো। কিন্তু লোকের ভিড়ও কম নয়। প্রায় প্রতিটা গলি ফেরিওয়ালা আর ভিক্ষুক দিয়ে ভর্তি। রাঁধুনিরা মাছের কাটা মাথা ফুটতে থাকা তেলে ডুবাচ্ছে, টোকাই শিশুগুলো এদিক ওদিক ঘুরে বেড়াচ্ছে মূল্যবান কিছু পাবার আশায়। অনেকে ছায়ায় বসে আছে, একমনে যার যার গেমবয়ে খেলছে।

ঘামে ভিজে গিয়েছে নোয়েনের খাকি পোষাক। নাহ, এই ঘাম আর্দ্রতার জন্য নয়। হো চি মিং-এর আর্দ্র আবহাওয়া ওর সয়ে গিয়েছে। ঘামছে এই অভিশপ্ত পরিস্থিতিতে পড়ে। অপরাধ আর জাদু যে মিশ খায় না, তা আগেই বোঝা উচিত ছিল ওর। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করল, এখান থেকে ঘাড় বাঁচিয়ে ফিরতে পারলে ভালো হয়ে যাবে। অনলাইন বিজ্ঞাপন? চুলোয় যাক। সেই সাথে চুলোয় যাক ইউরোপিয়ান ক্রাইম লর্ড আর তার পুত্র সন্তানেরা।

জিপে করে বেশিদূর যাওয়া যায় না, ফোর-হুইল ড্রাইভ জিপগুলো আকারে বেশ বড়। এদিকে গলিমুখ সরু হতে হতে একসময় একটু বেশিই সরু হয়ে গেল। নোয়েনের দিকে ফিরল আর্টেমিস। 'এখান থেকে মনে হয় হেঁটে এগোতে হবে মি. নোয়েন। চাইলে পালাবার চেষ্টা করে দেখতে পার। কিন্তু তাতে যদি দুই কাঁধের মাঝখানে ছুরি ঢুকে যায়, আমাকে দুষতে পারবে না।'

বাটলারের দিকে তাকালো নোয়েন। বিশালদেহী দেহরক্ষীর চোখগুলো ঘন নীলচে রঙের, প্রায় কালোই বলা চলে। কিন্তু ওই চোখ দুটোতে দয়ার লেশমাত্র নেই। 'চিন্তা করবেন না,' বলল সে। 'আমি পালাবার চেষ্টা করব না।'

গাড়ি থেকে নেমে এলো সবাই। ওদেরকে অন্ধকার গলির দিকে এগোতে দেখে হাজারটা চোখ সন্দেহের চোখে তাকাল। এক হতভাগা বাটলারের পকেট কাটার চেষ্টা করতেই বেচারার আঙুল ভেঙ্গে দিল দেহরক্ষী। তাও একেবারে না তাকিয়েই! সাথে সাথে সবাই যার যার কাজে মনোযোগ দিল।

গলিটা সরু হতে হতে একটা চিকন রাস্তায় এসে শেষ হয়েছে। কর্দমাক্ত মাটিতে এসে পড়ছে ময়লা আর ড্রেনের পানি। বোঝাই যাচ্ছে, এই রাস্তার অধিকাংশ অধিবাসী একেবারে ভিক্ষুক শ্রেণীর।

'দেখাও,' আদেশ করল আর্টেমিস। 'কোথায় সেই মহিলা?'

মরিচা পরা এক ফায়ার এস্কেপের দিকে আঙুল তুলে দেখাল নোয়েন। 'ওই যে, ওটার নিচে। মহিলা কখনও বের হয় না। এমনকি কিছু কেনার দরকার পড়লেও

আরেকজনকে পাঠায়। এবার কি আমি যেতে পারি?'

উত্তর দেবার প্রয়োজন বোধ করল না আর্টেমিস, চুপচাপ সামনের দিকে এগিয়ে গেলো। মনে হলো, অন্ধকারের আড়াল নিয়ে কেউ বা কিছু একটা নড়াচড়া করছে।

'বাটলার, গগলসটা দাও তো!'

বেল্টে ঝোলানো নাইট-ভিশন গগলসটা খুলে আর্টেমিসের বাড়ানো হাতে তুলে দিল বাটলার।

যন্ত্রটা চোখে ধরল আর্টেমিস, সাথে সাথে সবুজাভ আলোতে ভরে উঠল সারা দুনিয়া। একটা দীর্ঘশ্বাস নিয়ে, ছায়ার নড়াচড়ার দিকে লক্ষস্থির করল ও। কিছু একটার নড়ে ওঠা ধরা পরল প্রায় সঙ্গে সঙ্গে। ফোকাস ঠিক করে নিল আর্টেমিস। ছোট একটা অবয়ব দেখা যাচ্ছে, এতো ছোট কোনও মানুষের হবার কথা না। ওটার দেহ ময়লা একটা শাল দিয়ে জড়ানো। আশেপাশে ছড়িয়ে আছে মদের ভাণ্ড। একটা হাত বেরিয়ে এসে ভাণ্ডগুলোর একটা স্পর্শ করল। দেখে তো হাতটাকে সবুজ বলেই মনে হলো, কিন্তু নাইট-ভিশন গগলসের দুনিয়ায় সবই যে সবুজ!

'ম্যাডাম,' বলে উঠল আর্টেমিস। 'আপনার জন্য একটা প্রস্তাব আছে।'

পাঁড় মাতাল মহিলার মাথা নড়ে উঠল।

'মদ,' ক্যাঁচকঁ্যাচে স্বরে বলে উঠল সে। 'মদ। ইংরেজ নাকি তুমি?' ভিয়েতনামে আছে ওরা। অথচ মহিলা ইংরেজিতে কথা বলছে!

মৃদু হাসল আর্টেমিস। নানা ভাষায় কথা বলার ক্ষমতা, আলো থেকে দূরে থাকা...মিলে যাচ্ছে সব।

'ইংরেজ না, আইরিশ। যাক গে, প্রস্তাবের কথা বলব?'

আরোগ্যকর্ত্রী শুকিয়ে হাড় হয়ে যাওয়া আঙুল নাড়তে নাড়তে বলল, 'প্রথমে মদ। এরপর কথা।'

'বাটলার?' ইঙ্গিত দিল আর্টেমিস।

পকেটে হাত ঢুকিয়ে সেরা মানের একটা আইরিশ হুইস্কির বোতল বের করে আনল দেহরক্ষী। ওটা হাতে নিয়ে, ছায়ার ঠিক বাইরে ধরে রাখল আর্টেমিস। যেন প্রলোভন দেখাচ্ছে। চোখ থেকে গগলস খোলার আগে, থাবার মতো একটা হাত অন্ধকার থেকে বেরিয়ে এসে বোতলটাকে ছিনিয়ে নিল। আর কোনও সন্দেহ রইল না আর্টেমিসের মনে, হাতটা সবুজ রঙের!

হাসতে গিয়েও, নিজেকে সামলে নিল আর্টেমিস।

'আমাদের বন্ধুর প্যাওনা পুরোপুরি মিটিয়ে দাও বাটলার। আর মিস্টার নোয়েন, আশা করি মুখ বন্ধ রাখার কথাটা বলে দিতে হবে না। নইলে আবার বাটলারের কষ্ট করে তোমাকে খুঁজে বের করতে হবে।'

BanglaBook.org

'না, না, মাস্টার ফাউল। আমার মুখ বন্ধই থাকবে।'

'সেটাই ভালো হবে। নয়ত বাটলার তোমার মুখই অবশিষ্ট রাখবে না।'

দৌড়ে পালাল নোয়েন, বেঁচে আছে বলে বারবার ভাগ্যকে ধন্যবাদ জানাচ্ছে। হাতে ধরে আছে বিশ হাজার ডলার। সাধারণত টাকা হাতে পাবার পর গুণে দেখে লোকটা। কিন্তু আজ তার ধারে কাছে দিয়েও গেল না।

আরোগ্যকর্ত্রীর দিকে মনোযোগ দিল আর্টেমিস।

'এবার ম্যাডাম। কথা শুরু করা যাক তাহলে?'

মুখের কোনা দিয়ে গড়িয়ে পড়তে থাকা মদের ফোঁটাটাও চেটে খাচ্ছে মহিলা।

'ওহ, আইরিশ। মাথা ব্যথা আর দাঁতে সমস্যা। আমি সুস্থ করি।'

চোখে আবার নাইট-ভিশন গগলস পরে, হাঁটু গেঁড়ে পাঁড় মাতাল মহিলার সমান উচ্চতায় চলে এলো আর্টেমিস। 'আমি একেবারে সুস্থ, ম্যাডাম। অবশ্য ধুলোতে কিছুটা অ্যালার্জি আছে। তবে মনে হয় না আপনি সে ব্যাপারে কিছু করতে পারবেন। যাই হোক, আপনার কাছে আমি অন্য কাজে এসেছি। আমার সেই 'বই'টা চাই।'

জমে গেল যেন মহিলা, শালের নিচ থেকে উজ্জ্বল চোখে তাকাল।

'বই?' সাবধানতার সাথে শব্দটা উচ্চারণ করল সে। 'আমি কোনও বই-টই এর ব্যাপারে জানি না। বই লাগবে? লাইব্রেরিতে যাও। এখানে কেন?'

ধৈর্যহারা হয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলল আর্টেমিস। 'তুমি কোনও সাধারণ মহিলা নও।' গলায় কাঠিন্য ঢেলে বলল, 'তুমি স্প্রাইট বা কা-ডালুন বা রূপকথার প্রাণী। তোমার বইটা আমার চাই।'

দীর্ঘ একটা মুহূর্ত চুপ করে রইল আরোগ্যকর্ত্রী, এরপর কপালের উপর থেকে শালটা এক ঝটকায় সরিয়ে ফেলল। নাইট-ভিশনের সবুজাভ আলোতে আর্টেমিসের মনে হলো, যেন হ্যালোউইনের কোনও মুখোশের দিকে তাকিয়ে আছে। প্রাণিটার নাক লম্বা আর বাঁকানো, সোনালী দুটো চোখে ওর দিকেই তাকিয়ে আছে। কান গুলো সুঁচালো।

'বইটার কথা যদি জানো মাড ব্লাড*,' মদের প্রভাব কাটাবার আপ্রাণ চেষ্টা চালাচ্ছে প্রাণিটা, 'তাহলে নিশ্চয় এটাও জানো যে আমার দুই হাতের মাঝে জাদু লুকিয়ে আছে। এক তুড়িতে চাইলেই তোমাকে মেরে ফেলতে পারি!'

শ্রাগ করল আর্টেমিস। 'আমার তা মনে হয় না। নিজেকে আয়নায় দেখেছ দিন দুয়েকের মাঝে? মৃত-প্রায় অবস্থা! মদ তোমার অনুভূতিকে ভোঁতা করে দিয়েছে। দুঃখজনক ব্যাপার। যাক, আমি এসেছি তোমাকে রক্ষা করতে। বিনিময় হিসেবে চাই বইটা।'

'আদমজাতের এই বই-এর সাথে কী কাজ?'

'ও নিয়ে তোমার মাথা না ঘামালেও চলবে। কেবল একটা জিনিসই জানা

BanglaBook.org

দরকার, আর তা হলো কী কী পথ তোমার সামনে খোলা আছে।'

রূপকথার প্রাণিটার সূচালো কান খাড়া খাড়া হয় গেল, পথ?

'এক নাম্বার, তুমি আমাদেরকে বই দিতে অস্বীকার করতে পার। আমরা ঘরে ফিরে যাব আর এই ময়লা নর্দমায় পচে মরবে তুমি।'

'ভালো পথ,' বলল ফেয়ারি। 'এটাই আমার পছন্দ।'

'আহ, এতো তাড়াতাড়ি সিদ্ধান্ত নিলে হবে কী করে! আমরা যদি এখান থেকে বই ছাড়া খালি হাতে ফিরে যাই, একদিনের মাঝে তুমি মারা পড়বে।'

'এক দিন! এক দিন!' অট্টহাসিতে ফেটে পড়ল প্রাণিটা। 'তোমার মৃত্যুর শত বর্ষ পরেও আমি বেঁচে থাকব। মনুষ্য পৃথিবীতেও আমরা, ফেয়ারিরা, দীর্ঘজীবী।'

'তা ঠিক। তবে যদি আধ-পাইন্ট পবিত্র পানি মিশ্রিত মদ পেটে যায়, তবে?' খালি হুইস্কির বোতলটায় টোকা দিল আর্টেমিস।

প্রথমে ঢেকুর তুলল ফেয়ারি, এরপর চিৎকার করে উঠল।

'পবিত্র পানি! তুমি আমাকে খুন করে ফেলেছে, মাড ব্লাড।'

'হুম,' মেনে নিলো আর্টেমিস। 'যেকোনও মুহূর্তে তোমার ভেতরটা পুড়তে শুরু করার কথা।'

নিজ পাকস্থলীতে খোঁচা দিল ফেয়ারি। 'দ্বিতীয় পথ?'

'এতোক্ষণে মাথা ঠাণ্ডা করে শুনতে শুরু করেছ দেখছি! ঠিক আছে, বলছি। তুমি আমাদেরকে মাত্র ত্রিশ মিনিটের জন্য বইটা দেবে। আর আমি তোমাকে তোমার জাদু ফিরিয়ে দেব।'

হাঁ হয়ে গেল ফেয়ারির মুখ। 'জাদু ফিরিয়ে দেবে? অসম্ভব!'

'সম্ভব, সম্ভব। এই যে দেখছ, আমার হাতে দুটো অ্যাম্পুল আছে। একটায় আছে টারার বলয়ের ঠিক ষাট মিটার নিচে অবস্থিত ফেয়ারি ঝর্ণার পানি। জায়গাটা সম্ভবত পৃথিবীর সবচাইতে জাদুময়ী স্থান। পবিত্র পানির প্রভাবকে সহজেই হটিয়ে দেবে।'

'আর অন্যটায়?'

'অন্যটায় আছে মানুষের জাদু। একটা বিশেষ ভাইরাস আছে এতে, তোমার শরীর থেকে সব অ্যালকোহল শুষে নেবে। সেই সাথে ক্ষতিগ্রস্ত কলিজাকেও আবার নতুন করে তুলবে। কষ্ট হবে, তবে মাত্র একদিনের জন্য। এরপর জাদু ফিরে পাবে তুমি। এমনভাবে তিড়িং বিড়িং করে লাফাতে পারবে যেন তোমার বয়স মাত্র একহাজার বছর!'

ঠোঁট ভেজাল স্প্রাইট। তাহলে কি নিজ প্রজাতির কাছে ফিরে যেতে পারবে সে? লোভনীয় প্রস্তাব, সন্দেহ নেই।

'তোমাকে কীভাবে বিশ্বাস করব, আদমজাত? এরিমাঝে একবার তো ধোঁকা দিয়েই ফেলেছ।'

BanglaBook.org

'ভালো কথা বলেছে। ঠিক আছে, বলছি। বিশ্বাস স্থাপনের জন্য আমি তোমাকে এই পানিটা দিচ্ছি। এরপর তুমি বইটাকে আমার হাতে দেবে, কাজ শেষ হলে পাবে পরের অ্যাম্পুল। চলবে?'

চুপচাপ কিছুক্ষণ ভাবল ফেয়ারি। পাকস্থলিতে আস্তে আস্তে বাড়তে থাকা ব্যথাটা সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করল।

'চলবে।'

'আমিও তাই ভেবেছিলাম। বাটলার?' দেহরক্ষীকে আবারও ইঙ্গিত দিল আর্টেমিস।

বিশালদেহী লোকটা একটা বাক্স থেকে সিরিঞ্জ গান বের করে আনল। দুই অ্যাম্পুলের একটা ওতে ভরে, স্প্রাইটের হাতে তরলটুকু সিরিঞ্জ গানের সাহায্যে ঢুকিয়ে দিল। একমুহূর্তের জন্য শক্ত হয়ে গেল প্রাণিটা। এরপর আবার শান্ত হয়ে এলো।

'শক্তিশালী যাদু।' বলল সে।

'হ্যাঁ। কিন্তু দ্বিতীয় অ্যাম্পুলের তরল পাবার পর, তোমার জাদু এর চাইতেও বেশি শক্তিশালী হয়ে উঠবে। যাই হোক, বইটা দাও।'

ময়লা রোবের ভেতর হাত ঢুকিয়ে দিল স্প্রাইট, অনেকক্ষণ খোঁজাখুঁজি করল। এদিকে আর্টেমিস দম বন্ধ করে অপেক্ষা করছে। এতো দিনের কষ্ট, এতো পরিশ্রমের ফল চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছে ও। আর্টেমিস পরিবার আবার তাদের আগের মর্যাদায় ফিরে যাবে। আর দ্বিতীয় আর্টেমিস হবে তার প্রধান।

মুষ্টিবদ্ধ হাত বের করে আনল ফেয়ারি।

'এমনিতেও তোমার কোনও কাজে আসবে না। প্রাচীন ভাষায় লেখা হয়েছে বইটা।'

নড করল শুধু আর্টেমিস, কথা বলার সাহস পাচ্ছে না।

মুষ্ঠি খুলল স্প্রাইট, হাতের তালুতে একটা ছোট সোনালী রঙা বই দেখা গেল। আকারে ম্যাচবক্সের সমান হবে।

'এই নাও, আদমজাত। মনে রেখ, সময় মাত্র ত্রিশ মিনিট।'

বাটলার সম্মানের সাথে ছোট বইটা হাতে তুলে নিল। একটা ডিজিটাল ক্যামেরা বের করে এনে, প্রতিটা পৃষ্ঠার ছবি তুলতে শুরু করল। কয়েক মিনিটের মাঝেই শেষ হয়ে গেল কাজ। পুরো বইটার কপি এখন ক্যামেরার মেমরিতে রাখা আছে। তবে আর্টেমিস সাবধানী মানুষ। বিমান বন্দরের সিকিউরিটির হাতে পড়ে, এর আগেও অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য বৈদ্যুতিক যন্ত্র থেকে মুছে গিয়েছে। তাই দেহরক্ষীকে ফাইলগুলো ওর হ্যান্ডসেটে পাঠিয়ে দিতে বলল। সেখান থেকে সেগুলো মেইল করে দিল ডাবলিনের ফাউল ম্যানরে। শেষ পর্যন্ত ফাউল সার্ভারে গিয়ে জমা হবে ওগুলো।

BanglaBook.org

কাজ শেষে বইটা তার মালিকের কাছে ফিরিয়ে দিল আর্টেমিস।
'তোমার সাথে লেনদেন করে ভালো লাগল।'
লাফিয়ে উঠল স্প্রাইট। 'আর অন্য ওষুধটা?'

এই নাও, আদমজাত। মনে রেখ, সময় মাত্র ত্রিশ মিনিট।

মুচকি হাসল আর্টেমিস। 'ওহ হ্যাঁ, ওয়াদা করেছিলাম যে দেব।'

'হ্যাঁ, আদমজাত। ওয়াদা করেছিলে।'

'ঠিক আছে, কিন্তু আগে একটা কথা জানিয়ে রাখি। ওটা দেবার পর, বেশ কিছুটা অসুবিধা হতে পারে। বিশেষ করে যে হারে মলত্যাগ করতে হয় তাতে...'

চারপাশের ময়লা-আবর্জনা হাত দিয়ে দেখাল ফেয়ারি। 'তোমার কী মনে হয়, এভাবে থাকতে আমার ভালো লাগে? আমি আবার উড়তে চাই।'

দ্বিতীয় অ্যাম্পুলটাও সিরিঞ্জগানে ভরে ফেলল বাটলার। এরপর সরাসরি প্রাণিটার গলার ধমনীতে ওষুধ প্রবেশ করিয়ে দিল।

সাথে সাথে মাদুরের উপর ঢলে পড়ল স্প্রাইট, সারা দেহ পাতার মতো কাঁপছে!

'যাবার সময় হয়েছে,' মন্তব্য করল আর্টেমিস। 'শত বছরের অ্যালকোহল একসাথে কোনও শরীর থেকে বেরিয়ে আসা দেখাটা সুখকর হবে না।'

বাটলার পরিবার দীর্ঘদিন ধরে ফাউলদেরকে সেবা দিয়ে আসছে। কীভাবে চুক্তিটা হলো বা কবে হলো, তা এখন আর নিশ্চিত করে কেউ বলতে পারে না। যতদূর জানা যায়-ভার্জিল বাটলার, বাটলার পরিবারের এক সদস্য, লর্ড হুগো ডি পোল নামক এক ব্যক্তির দেহরক্ষী কাম ভৃত্য কাম রাঁধুনির দায়িত্ব নিয়েছিল। তাও সেই প্রথম নরম্যান ক্রুসেডের আমলে।

দশ বছর বয়সে পা রাখার সাথে সাথে, বাটলার পরিবারের বাচ্চাদের ইসরায়েলের একটা বেসরকারী প্রশিক্ষণ সেন্টারে পাঠিয়ে দেয়া হয়। যেখানে তাদেরকে ফাউল পরিবারের বর্তমান সদস্যদের কাজে আসবে এমন সব কাজ শেখানো হয়। তার মাঝে আছে রান্না, মার্কসম্যানশিপ, নানা ধরনের মার্শাল আর্টসের এক বিশেষ মিশ্রণ, জরুরী চিকিৎসাবিদ্যা এবং তথ্য প্রযুক্তি। যদি প্রশিক্ষণ শেষে সেবা করার মতো কোনও ফাউলকে পাওয়া না যায়, তাহলে বাটলারদের নিয়োগ হয় বিভিন্ন রাজকীয় পরিবারের সদস্যদের দেহরক্ষী হিসেবে। বিশেষ করে মোনাকো আর সৌদি আরবের রাজবংশ ওদেরকে নেবার জন্য মুখিয়ে থাকে।

একবার যখন কোনও বাটলার আর কোনও ফাউলের জোড়া হয়ে যায়, তখন সারা জীবনের জন্য আর সেই জোড়া ভাঙে না। হ্যাঁ, কাজটা অনেক বেশি পরিশ্রমের। সেই সাথে একাকীত্বে ভরা। কিন্তু তার বিনিময়ে যে পুরস্কার পাওয়া যায়, তা-ও কম নয়। আর যদি কোনও বাটলার কর্মক্ষেত্রে মারা যায়, তাহলে ছয় অংকের একটা এককালীন ক্ষতিপূরণের পাশাপাশি মাসিক মাসোহারা পায় তার পরিবার।

বর্তমান বাটলার প্রায় বারো বছর ধরে আর্টেমিস ফাউলের সাথে আছে, একদম ছেলেটার জন্মের দিন থেকেই। যদিও প্রাচীন প্রথার প্রতি সম্মান দেখায়

BanglaBook.org

দুজনেই, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাদের সম্পর্ক আর দশটা মনিব-কর্মচারীর মতো না। বন্ধু বলতে যা বোঝায়, বাটলারের জন্য আর্টেমিস তাই। আবার পিতার কাছাকাছি একটা জায়গায় বাটলারকে বসিয়েছে নিয়েছে ছেলেটা।

ব্যাংকক থেকে হিথ্রোগামী বিমানে ওঠার আগ পর্যন্ত চুপ করে রইল বাটলার। এরপর জানতে চাইল, 'আর্টেমিস?'

কোলের ওপর থাকা ল্যাপটপ থেকে নজর উপরে তুলল আর্টেমিস, এরিমাঝে বই ভাষান্তরের কাজ শুরু করে দিয়েছে।

'বলো।'

'আচ্ছা, এই স্প্রাইটের বইটা দখল করে ওকে মেরে ফেললে না কেন?'

'মৃতদেহ থাকা মানে, জায়গাটা কোনও অপরাধের অকুস্থল, বুঝলে বাটলার? আর যা করলাম, তাতে বেহুদা সন্দেহের উদ্রেকও হবে না কারও মনে।'

'কিন্তু স্প্রাইটটা যদি মুখ খোলে?'

'কী বলবে? আমি একটা আদমজাতকে পবিত্র বইটা দেখিয়েছি? মনে হয় না। আর তাছাড়া, দ্বিতীয় ওষুধে কিছুটা স্মৃতি নষ্টকারী রসায়নিক মিশিয়ে দিয়েছি। জেগে ওঠার পর সে টের পাবে, গত এক সপ্তাহের কথা কেমন আবছা আবছাভাবে মনে আছে। পুরোপুরি নেই!'

অনুমোদনের ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল বাটলার, মাস্টার আর্টেমিস সব সময় দুই ধাপ এগিয়ে থাকে।

মানুষ বলে, আর্টেমিসের চিন্তা ভাবনা নাকি পুরানো দিনের মানুষের মতো! কত বড় ভুল কথা! আর্টেমিস! পুরনো দিনের! হাহ, যারা ওসব বলে, তারা ওর মনিবের মতো কাউকে জীবনে দেখেইনি।

সন্দেহ দূর হলে, বাটলার ওর *গানস অ্যান্ড অ্যামো* ম্যাগাজিনে মন দিল। মহাবিশ্বের রহস্য সমাধানটা তার চাইতে তার মনিবই অধিক দক্ষতার সাথে সামলাতে পারবে।

BanglaBook.org

দুইঃ ভাষান্তর

আর্টেমিস যে নিজের লক্ষ্য পূরণ করার জন্য কতদূর পর্যন্ত যেতে পারে, তা নিশ্চয় এতোক্ষণে সবার কাছে পরিষ্কার হয়ে গিয়েছে! কিন্তু ওর লক্ষ্যটা আসলে কী? মদ্যপ এক স্প্রাইটকে ব্ল্যাকমেইল করে আসলে সে কী পেতে চায়? উত্তর-সোনা!

লক্ষ্য পূরণের জন্য গত দুই বছর ধরে খাটছে ছেলেটা। ব্যাপারটা প্রথমে ওর নজরে এসেছিল ইন্টারনেটে ঘোরাঘুরি করার সময়। অদ্ভুত একটা সাইট খুঁজে পেয়েছিল সে। ভিনগ্রহের প্রাণী কর্তৃক অপহরণ, উড়ন্ত সসার এবং অতিপ্রাকৃত সব বিষয় নিয়ে সাজানো ছিল সাইটটা।

গিগাবাইটের পর গিগাবাইট ডাটা খুঁজে বেরোবার পর, বিশ্বের নানা দেশে শত শত ফেয়ারি দেখতে পাবার প্রমাণ খুঁজে পেয়েছিল আর্টেমিস। প্রতিটা সভ্যতা এই রূপকথার প্রাণিদের নানা নামে ডেকে থাকে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে যে তারা একই, সে ব্যাপারে কোনও সন্দেহ নেই। এমনকি একটা বিশেষ বই-এর ব্যাপারে বেশ কিছু গল্পও খুঁজে পেয়েছে ও। তথ্য মতে, বইটা ফেয়ারিদের জন্য পবিত্র। তাতে লেখা আছে ওদের ইতিহাস এবং অবশ্য পালনীয় সব নিয়মনীতি। বলাই বাহুল্য, বইটা লেখা হয়েছে নোমিশ ভাষা বা ফেয়ারিদের ভাষায়। জীবিত কোনও মানুষের সেটা পড়তে পারার কথা না।

তবে আর্টেমিসের ধারনা, আধুনিক প্রযুক্তি সেই অসাধ্য সাধন করতে সক্ষম। আর একবার ভাষান্তর করা হয়ে গেলে, নতুন প্রজাতির এই প্রাণিদের ব্যাপারে অনেক কিছু জানা যাবে।

শত্রুকে জেনে, তারপর কাজে নামার নীতিতে বিশ্বাস করে আর্টেমিস। এবারও তার ব্যতিক্রম হলো না, দ্য পিপল (ফেয়ারিরা নিজেদেরকে এই নামেই ডাকে)-এর ব্যাপারে যা যা তথ্য পেল তার সব কিছু একটা ডাটাবেসে জমা করল সে। কিন্তু এতোটুকুই যে যথেষ্ট নয়! আরও তথ্য চাই ওর, আর সেজন্যই একটা বিজ্ঞাপনও দিয়ে দিল ইন্টারনেটেঃ আইরিশ ব্যবসায়ী কোনও পিক্সি বা ফেয়ারি বা স্প্রাইট বা লেপ্রিকনের সাথে দেখা করার বিনিময়ে মোটা অংকের টাকা দেবে। যারা যারা সাড়া দিয়েছে, তাদের অধিকাংশই ভণ্ড হলেও এই হো চি মিং শহরে তার ব্যতিক্রম দেখা গেল।

সারা বিশ্বে সম্ভবত আর্টেমিসই একমাত্র মানুষ, যার বইটার অর্থোদ্ধার করতে পারাও কিছুটা হলেও সম্ভাবনা আছে! এখনও বাচ্চাদের মতো জাদুর ওপর তার অগাধ বিশ্বাস। আবার বড়দের মতো মাথা ঠাণ্ডা রেখে সামনে থাকা তথ্যগুলো ঘাঁটাঘাঁটি করে একটা সঠিক সিদ্ধান্তেও উপনীত হতে পারে।

BanglaBook.org

ভোরের দিকে ফাউল ম্যানর-এ এসে উপস্থিত হলো ওরা। আর্টেমিসের তর সইছিল না, সাথে সাথে কম্পিউটারের সামনে বসে পড়তে চাইছিল। কিন্তু সিদ্ধান্ত নিল, আগে একবার মা'র সাথে দেখা করে আসবে।

অ্যাঞ্জেলিন ফাউল শয্যাশায়ী হয়ে পড়েছেন তাও অনেকদিন হতে চলল। যখন থেকে তার স্বামী নিরুদ্দেশ হয়ে গিয়েছেন, তখন থেকে।

ডাক্তারদের মতে, ব্যাপারটা মনোরোগ আর মানসিক চাপ ছাড়া আর কিছুই না। শুধু বিছানায় শুয়ে বিশ্রাম আর ঘুমের ওষুধ খেলেই হবে। তবে এই কথাটা তারা বলেছিলেন প্রায় এক বছর আগে!

বাটলারের ছোট বোন, জুলিয়েট বসে ছিল সিঁড়ির গোড়ায়। এমনভাবে দেয়ালের দিকে তাকিয়ে ছিল, যেন নজর দিয়েই সেটা ফুটো করে ফেলবে। এমনকি চোখে লাগানো ঝকমকে মাসকারাও চেহারাটায় নরম ভাব এনে দিতে ব্যর্থ হয়েছে। আর্টেমিস অবশ্য এই চেহারার সাথে পরিচিত। একবার এক বেয়াদব পিজ্জা বয়কে মাথার উপরে তুলে আছাড় দেবার সময় এমন চেহারা করেছিল মেয়েটি। আর্টেমিস যতদূর বুঝেছে, ওই প্যাঁচটা ছিল রেসলিং বা কুস্তির একটা মার। সাধারণ কিশোরী এক মেয়ের ওসব খেলা নিয়ে এমন অস্বাভাবিক আগ্রহ থাকার কথা না, তবে কিনা জুলিয়েট সাধারণ কোনও কিশোরী না। মেয়েটা একজন বাটলার!

'কোনও সমস্যা, জুলিয়েট?'

তাড়াতাড়ি নিজেকে সামলে নিল জুলিয়েট। 'আমার-ই দোষ, আর্টেমিস। আমি সম্ভবত জানালার পর্দা ঠিক মতো লাগিয়ে রাখিনি। মিসেস আর্টেমিস আলোর যন্ত্রণায় ঘুমাতে পারছেন না।'

'হুম,' বিড়বিড় করে বলল আর্টেমিস, সিঁড়ি বেয়ে উঠতে শুরু করেছে।

খিলান করা দরজায় নক করল আর্টেমিস।

'মা? জেগে আছো?'

দরজার ওপাশে কিছু একটা বাড়ি খাবার আওয়াজ হলো, আওয়াজ শুনেই মনে হলো যে জিনিসটা দামী কিছু হবে!

'অবশ্যই জেগে আছি! এই আলোতে মানুষ ঘুমায় কীভাবে?'

BanglaBook.org

'হুম,' বিড়বিড় করে বলল আর্টেমিস, সিঁড়ি বেয়ে উঠতে শুরু করেছে

ভেতরে প্রবেশ করল আর্টেমিস। চার খুঁটির অ্যান্টিক খাটটা অন্ধকারে অদ্ভুত সব ছায়ার জন্ম দিয়েছে। মখমলের পর্দার ফাঁক দিয়ে সরু এক চিলতে রূপালী আলো ঘরটাকে উজ্জ্বল করার আপ্রাণ চেষ্টায় ব্যর্থ।

উবু হয়ে বিছানায় বসে আছেন অ্যাঞ্জেলিন ফাউল, ধূসর হাত-পাগুলো হালকা আলোয় উজ্জ্বল দেখাচ্ছে।

'আর্টেমিস, বাছা, কেমন আছো?'

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল আর্টেমিস। মা ওকে চিনতে পেরেছেন! লক্ষণ ভালো।

'শিক্ষা সফরে গিয়েছিলাম, মা। অস্ট্রিয়ায় স্কি করতে নিয়ে গিয়েছিল।'

'আহ, স্কিইং,' আদুরে ভঙ্গিতে বললেন অ্যাঞ্জেলিন। 'কতদিন স্কি করি না। তোমার বাবা ফিরে এলে যাব ভাবছি।'

গলায় কিছু একটা যেন দলা বেঁধে এলো আর্টেমিসের, এমনটা সাধারণত হয় না।

'ঠিক, হয়ত বাবা ফিরে এলে...'

'বাছা, এই অভিশপ্ত পর্দাগুলো একটু টেনে দাও না। আলো সহ্য করতে পারছি না।'

'এখুনি দিচ্ছি, মা।'

অন্ধকারে হাতড়ে হাতড়ে এগোতে হলো ছেলেটাকে, চারপাশে ছোট ছোট কাপড় রাখার বাক্স ছড়িয়ে আছে মেঝেতে। বেশ কিছুক্ষণ পর মখমলের স্পর্শ পেল হাতে, বুঝতে পারল পৌঁছে গিয়েছে লক্ষ্যে। এক মুহূর্তের জন্য ভাবল, বন্ধ

BanglaBook.org

করার পরিবর্তে পুরোটা খুলে দেবে কিনা! কিন্তু তারপরেই দীর্ঘশ্বাস ফেলে ফাঁকটা বন্ধ করে দিল।

'ধন্যবাদ, সোনামণি। ভালো কথা, এই পরিচারিকা একদম অদক্ষ। ওকে তাড়িয়ে দিতে হবে।'

চুপ করে রইল আর্টেমিস। গত তিন বছর ধরে ফাউল পরিবারের জন্য নিরলস কাজ করে যাচ্ছে জুলিয়েট। সিদ্ধান্ত নিল, মা'র কোনও কথা মনে রাখতে না পারার ফায়দা নেবে সে।

'ঠিক বলেছ তুমি। আমিও তাই ভাবছিলাম। বাটলারের একটা ছোট বোন আছে, এই কাজের জন্য একেবারে নিখুঁত প্রার্থী। আগেও তো তোমাকে বলেছি, জুলিয়েট নাম। মনে নেই?'

ভ্রূ কুঁচকে ফেললেন অ্যাঞ্জেলিন। 'জুলিয়েট? নামটা তো পরিচিতই লাগছে। যাক গে, এখনকার মেয়েটার চাইতে ভালো কাজ অন্য যে কেউ দেখাতে পারবে। কখন কাজ শুরু করতে পারবে তোমার এই জুলিয়েট?'

'এখন থেকেই। তুমি চিন্তা করো না, বাটলারকে বলে দিচ্ছি।'

'তুমি খুব ভালো ছেলে, আর্টেমিস। এখন মাকে একবার জড়িয়ে ধরো।'

অ্যাঞ্জেলিন রোব পরে ছিলেন। তার ছায়াছন্ন ভাঁজের ফাঁকে প্রায় হারিয়ে গেল যেন আর্টেমিস। মা'র দেহ থেকে মিষ্টি একটা গন্ধ আসছে, যেন পানিতে ভিজিয়ে রাখা হয়েছে কোনও গোলাপের পাঁপড়ি! তবে তার হাত দুটো ঠাণ্ডা আর দুর্বল।

'ওহ, ডার্লিং,' ফিসফিস করে বললেন তিনি। শব্দ দুটো শোনা মাত্র শিরদাঁড়া দিয়ে ভয়ের একটা শীতল স্রোত বয়ে গেল আর্টেমিসের। 'মাঝে মাঝে আমি কিছু শব্দ শুনি। বিশেষ করে রাতে। শব্দগুলো বালিশ বেয়ে আমার কানে এসে প্রবেশ করে।'

আবারও গলায় কিছু একটা আটকে আসার অনুভূতি হলো আর্টেমিসের। 'পর্দাটা সরিয়ে দেব নাকি, মা?'

'না,' ফুপিয়ে উঠলেন ওর মা, আলিঙ্গন থেকে ছেড়ে দিলো ছেলেটাকে। 'না, খুলো না। তাহলে শোনার সাথে সাথে ওগুলোকে দেখতেও হবে আমার।'

'মা, প্লিজ।'

কিন্তু লাভ হলো না কোনও। ততক্ষণে অ্যাঞ্জেলিন ওকে ছেড়ে আবার বিছানার আশ্রয়ে ফিরে গিয়েছেন।

'নতুন মেয়েটাকে পাঠিয়ে দাও।'

'অবশ্যই মা।'

'সাথে করে শশার টুকরা আর পানি দিয়ে দিও।'

'জ্বী, মা।'

BanglaBook.org

সন্দেহের চোখে আর্টেমিসের দিকে তাকালেন অ্যাঞ্জেলিন। 'আর আমাকে মা-মা করবে না তো। আমি তো তোমাকে চিনিই না! আমার ছেলে একটাই, আর্টি। তুমি আবার কে!'

অবাধ্য কয়েকটা অশ্রুবিন্দুকে ফেরত পাঠালো আর্টেমিস। 'অবশ্যই, মাফ করবেন ম-দুঃখিত।'

'হুম। আর এখানে দ্বিতীয়বার যেন তোমাকে না দেখি। দেখলে কিন্তু আমার স্বামীকে বলে দেব। সে খুব ক্ষমতাশালী মানুষ, বুঝলে?'

'ঠিক আছে, মিসেস ফাউল। আমাকে আর দেখতে হবে না আপনার।'

'তাই যেন হয়,' বলতে বলতেই বরফের মতো জমে গেলেন যেন অ্যাঞ্জেলিন। 'শুনছ? শুনতে পাচ্ছ?'

মাথা নাড়ল আর্টেমিস। 'না, আমি তো কিছু-'

'ওরা আমাকে ধরতে আসছে। আমার সবদিকে দেখতে পাচ্ছি ওদের!' বিছানার চাদরের নীচে মুখ লুকালেন অ্যাঞ্জেলিন। মার্বেলের সিঁড়ি দিয়ে নামার সময়েও মা'র ফোঁপানোর আওয়াজ শুনতে পাচ্ছিল আর্টেমিস।

পবিত্র বইটি নিয়ে যতটা বেগ পেতে হবে ভেবেছিল, তার চাইতেও বেশি কষ্ট হচ্ছে আর্টেমিসের। মনে হচ্ছে যেন ইচ্ছাকৃতভাবে ওকে জ্বালাচ্ছে বইটা। কম্পিউটারে ভাষান্তরের অনেকগুলো প্রোগ্রাম চালিয়েও কোনও ফলাফল পেল না।

বাধ্য হয়েই প্রতিটা পাতা প্রিন্ট করে নিল আর্টেমিস, নিজের স্টাডির দেয়ালে লাগিয়ে রাখল। মাঝে মাঝে কাগজে লেখা দেখলে সুবিধা হয়। এখন যে লেখাগুলোর দিকে ও তাকিয়ে আছে, আগে কখনও এমন কোনও লেখা নজরে পড়েনি ওর। অথচ কেন জানি পরিচিত বলে মনে হচ্ছে। নিশ্চয় বর্ণ আর চিহ্ন নিয়ে গঠিত এই ভাষারূপ। কিন্তু হাজারবার দেখেও, কাগজের লেখার মাঝে কোনও অর্থবহ বিন্যাস খুঁজে পেল না।

ভাষান্তর করার প্রোগ্রামগুলোর কাজ করার একটা আলাদা পদ্ধতি আছে। কোনও একটা বিশেষ জায়গাকে কেন্দ্রে রেখে সে সামনে এগোয়। কাগজে লেখা প্রতিটা চিহ্নকে আলাদা আলাদা করে ইংলিশ, চাইনিজ, গ্রীক, আরবী আর সিরিলিক অক্ষরের সাথে মিলিয়ে দেখল আর্টেমিস। এমনকি অঘামও[৪] বাদ পড়ল না! কিন্তু কাজের কাজ হলো না কিছুই!

ব্যর্থতায় মেজাজ খারাপ করে জুলিয়েটকে ডাকল আর্টেমিস। মেয়েটাকে স্যান্ডউইচ আনতে পাঠিয়ে আবার মন দিল কাজে। চিহ্নগুলোর মাঝে কিছুক্ষণ পরপর একটা পুরুষ অবয়ব আসছে। অবশ্য আসলেই সেটা পুরুষ কিনা, সে

BanglaBook.org

ব্যাপারে আর্টেমিস নিশ্চিত নয়। ফেয়ারিদের ব্যাপারে বলতে গেলে কিছুই জানে না ও। তাই চিহ্নটা মহিলা হলেও হতে পারে। আচমকা একটা বুদ্ধি এলো মাথায়, প্রাচীন মিশরীয় ভাষার সাথে মেলাবার জন্য প্রোগ্রামটাকে কাজে লাগাল।

অবশেষে মিল পাওয়া গেল একটা! পুরুষ অবয়বটার সাথে আনুবিসের হায়ারোগ্লিফের দারুণ মিল! ওর গবেষণার অন্যান্য ফলের সাথেও অবশ্য ব্যাপারটা মিলে যায়। ফেয়ারিদের ব্যাপারে মানুষের প্রথম যে গল্পটা লেখা হয়েছে, তা পড়ে বোঝা যায় যে ওদের সভ্যতা মানব সভ্যতার চাইতেও পুরাতন। এখন তো মনে হচ্ছে, মিশরীয়রা পূর্ব থেকেই আছে এমন একটা লেখ্য ভাষাকে আত্তীকরণ করেছিল!

অন্যান্য মিলও আছে। তবে পার্থক্যও আছে কিছু, তাই নিজের হাতে প্রোগ্রামে মেলাতে হবে ওকে। প্রতিটা নোমিশ চিহ্নকে বড় করে নিয়ে হায়ারোগ্লিফের সাথে তুলনা করে দেখতে হবে।

বুকের ভেতর সফলতার উন্মাদনা টের পেল আর্টেমিস। প্রায় প্রতিটা নোমিশ চিহ্নের মতো একটা করে হায়ারোগ্লিফ চিহ্নের মিল আছে। অধিকাংশ একই অর্থ বহন করে বলে মনে হলো, যেমন সূর্য বা পাখি। কিন্তু কিছু কিছু জিনিসের মিশরীয় অর্থ নোমিশের সাথে একদম যায় না। এই যেমন আনুবিস, কুকুর মাথার এই দেবতার অস্তিত্ব ফেয়ারি জগতে নেই। তাই সেই চিহ্নটাকে আর্টেমিস ধরে নিল ফেয়ারি রাজার চিহ্ন বলে।

মাঝরাতের মাঝে প্রোগ্রামটাকে নতুন করে দাঁড় করাতে সক্ষম হলো আর্টেমিস। এখন শুধু ভাষান্তর করার আদেশ দিলেই হয়। অপেক্ষা না করে দিলও তাই। উত্তরে পেল বিশাল অথচ অর্থহীন একগাদা বাজে শব্দ!

সাধারণ কোনও বাচ্চা হলে, অনেক আগেই হাল ছেড়ে দিত। সাধারণ প্রাপ্তবয়স্ক কেউ এতোক্ষণে কী-বোর্ড থাবড়াতে শুরু করত! কিন্তু আর্টেমিস সাধারণ কেউ নয়। বইটা যতই দূরহ হয়ে ধরা দিচ্ছে, ততই জেদ বেড়ে যাচ্ছে ছেলেটার। বইটার সাথে এই যুদ্ধে ওকে জিততেই হবে।

অক্ষরগুলো যে ঠিক আছে, সে ব্যাপারে ওর কোনও সন্দেহ নেই। শুধু কোনটার পর কোনটা বসবে, সেটা নিয়ে কাজ করতে হবে।

চোখ ঘষে ঘুম তাড়াল আর্টেমিস। আবার তাকাল প্রিন্ট করা কাগজগুলোর দিকে। প্রতিটা অংশ বক্স করে দেয়া। হয়তো সেটা কোনও পরিচ্ছেদ বা কোনও অধ্যায় বোঝাচ্ছে। কিন্তু ইংরেজি যেমন বাঁ থেকে ডানে পড়তে হয়, এই লেখা তেমনি পড়তে হবে উপর থেকে নীচে।

পরীক্ষা করে দেখল আর্টেমিস। কী ভেবে যেন আরবীর মতো ডান থেকে বাঁয়েও দেখল, চাইনিজ নিয়মে কলাম করে সাজাতেও ছাড়ল না!

BanglaBook.org

কিন্তু লাভ হলো না কিছু। এরপর হঠাৎ করে ব্যাপারটা নজরে পড়ল ওর। প্রতিটা পাতার মাঝে একটা বিষয়ে মিল আছে-ঠিক মাঝখানের জায়গাটা। অন্যসব চিহ্ন এই এলাকার আশেপাশে সাজানো। তাহলে সম্ভবত ওটাকেই ভিত্তি করে এগোতে হবে। কিন্তু কোন দিকে? আরও কোনও মিল পাওয়া যায় কিনা সেটা খুঁজে বের করার চেষ্টা চালাল আর্টেমিস। বেশ কিছুক্ষণ খোঁজার পর, পেয়েও গেল! প্রতিটা পাতার এক কোণায় ছোট একটা বর্শার ফলা আঁকা। কোনদিকে পড়তে হবে, সেটা কি এই ফলার মাথা দিয়ে চিহ্নিত করা হচ্ছে?

যদি তাই হয়, তাহলে মাঝখান থেকে শুরু করতে হবে? এরপর ফলার নির্দেশিত দিক অনুসারে এগোতে হবে? নাকি বৃত্তাকারে ঘুরে ঘুরে পরতে হবে?

কম্পিউটার প্রোগ্রাম ওমন কঠিন কাজ করতে অক্ষম, তাই আর্টেমিসকে নতুন কোনও পদ্ধতিতে এগোতে হবে। একটা রুলার আর ছোট ছুরি নিয়ে, প্রথম পাতাটা টুকরো টুকরো করে ফেলল সে। এরপর সচরাচর যেভাবে পড়া হয়, সেভাবে বাঁ থেকে ডানে সাজালো। এরপর আবার পাতাটা স্ক্যান করে নতুন করে প্রোগ্রামটা চালু করে দিল।

গুন গুন করে উঠল কম্পিউটারটা, কাজ করা শুরু করে দিয়েছে।

বেশ অনেকবার থমকে গেল প্রোগ্রামটা, কোন চিহ্নটা কীভাবে পড়তে হবে তা জানতে চাইছে। তবে যতই সময় এগোল, তত কমে এলো এমন হওয়া। আস্তে আস্তে নতুন ভাষাটা শিখতে শুরু করেছে ওটা। বেশ কিছুক্ষণ পর, যে দুটো শব্দ মনিটরে দেখার জন্য উদগ্রীব হয়ে ছিল আর্টেমিস, সে শব্দদুটোকে দেখা গেলঃ **ভাষান্তর সমাপ্ত**।

ক্লান্তি আর উত্তেজনায় কাঁপতে থাকা আঙুলে 'প্রিন্ট' ক্লিক করল আর্টেমিস। একটা মাত্র পাতা প্রিন্ট হলো, ইংরেজী ভাষায় কিছু একটা লেখা হয়েছে ওতে। বানান ভুল আছে বটে, হয়ত ওটার পেছনে আরও পরিশ্রম দিতে হবে। কিন্তু যা লেখা আছে, তা বুঝতে একটুও কষ্ট হচ্ছে না!

BanglaBook.org

বিগত হাজার হাজার বছরে আর কোনও মানুষ সম্ভবত এই লেখাগুলোতে নজর বুলাবার সুযোগ পায়নি। আর্টেমিসও তা জানে। ডেস্কের বাতিটা জ্বালিয়ে দিয়ে পড়তে শুরু করল ওঃ

দ্য পিপলের পবিত্র বই

আমাদের জাদু আর জীবনের নিয়মকানুন কই।

সাথে রাখো আমায় সর্বদা, রাখো সাথে বুকে করে,
শিক্ষক তোমার আমি, ঔষধিবিদ্যা আর জাদুমন্ত্রে।
আমি মাধ্যম তোমার-শক্তির, রহস্যময়,
ভুলো যদি, জাদু তোমার হয়ে যাবে ক্ষয়।

দশ বার বলি শোন, দশটা অনুজ্ঞা আছে
সব রহস্যের সমাধান আছে ওদেরই মাঝে।

BanglaBook.org

উপকার আর অভিশাপ যত আলকেমির,
রহস্য সব তোমার হবে, আমার-ই মাধ্যমে।

কিন্তু, ফেয়ারি, মনে রাখো সবার আগে।
আমি যেন না পড়ি আদমজাতের হাতে।
আরও মনে রাখো, সে ধ্বংস হবে চিরতরে,
যে একের পর এক আমার রহস্য ফাঁস করে।

শিরায় শিরায় প্রবাহমাণ রক্তের প্রতিটা কণা যেন আলাদা আলাদা করে অনুভব করতে পারছে আর্টেমিস। অবশেষে...অবশেষে পেরেছে সে! এখন এই প্রবল পরাক্রমশালী ফেয়ারিদের স্থান হবে ওর পায়ের নীচে! রূপকথার এই প্রাণিদের প্রতিটা রহস্য ওর তথ্য-প্রযুক্তি ফাঁস করে দেবে। হঠাৎ করে ক্লান্তি যেন পেয়ে বসল আর্টেমিসকে। এখনও অনেক কাজ বাকি আছে। শুধু এই বইতেই এখনও তেতাল্লিশ পাতার ভাষান্তর করা বাকি!

ইন্টারকমের বোতামটা চেপে ধরল আর্টেমিস। পুরো বাড়ির যেখানে ইচ্ছা, সেখানে এই ইন্টারকম ওর আওয়াজ পৌঁছে দেবে।

'বাটলার, জুলিয়েটকে নিয়ে উপরে এসো। তোমাদের কিছু ধাঁধাঁর সমাধান বের করতে হবে।'

এখানে আর্টেমিস পরিবারের ব্যাপারে কিছু কথা বলে নেয়া ভালো।

ফাউল পরিবার পুরো ইউরোপজুড়ে অপরাধী পরিবার হিসেবেই পরিচিত। প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে আইনের সাথে মন কষাকষি চলছে তাদের। তবে একসময় এমন অর্থ জড়ো করতে সক্ষম হয়েছিল তারা যে অপরাধ জগত ছেড়ে দিতেও কষ্ট হয়নি কোনও। কিন্তু কিছুদিনের মাঝেই দেখা গেল, আর যাই হোক, আইন মেনে চলা ওদের ধাতে নেই। সাথে সাথে আবার ফিরে এলো পূর্বের পেশায়।

BanglaBook.org

তবে প্রথম আর্টেমিস, আমাদের আলোচ্য মানুষের বাবা, পরিবারের সম্পদকে ঝুঁকির মাঝে ফেলে দিয়েছিলেন। সমাজতান্ত্রিক রাশিয়া ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে যাবার পর, তিনি চেয়েছিলেন ওই এলাকার সাথে নৌ-সম্পর্ক গড়ে তুলতে। নতুন করে সৃষ্টি হওয়া গ্রাহকেরা নিশ্চয় নতুন নতুন দ্রব্য কিনতে চাইবে। রাশিয়ান মাফিয়া কিন্তু এই পদক্ষেপকে খুব একটা ভালোভাবে নেয়নি। পয়সা

আছে বলেই কোনও পশ্চিমাকে তো আর তাদের এলাকায় অনুপ্রবেশ করতে দেয়া যায় না! একে ছেড়ে দিলে দেখা যাবে পশ্চিমারা দলে দলে আসতে শুরু করেছে! তাই মাফিয়ারা একটা সতর্কবাণী পাঠাবার সিদ্ধান্ত নিল। ফাউল স্টার নামক জাহাজে চড়ে যখন প্রথম আর্টেমিস ফাউল কেবল মুরমানস্ক পার হয়েছেন, তখন একটা চোরাই স্টিংগার মিসাইল দিয়ে উড়িয়ে দেয়া হলো জাহাজটাকে। আড়াই লক্ষ কোকা কোলার ক্যান, প্রথম আর্টেমিস ফাউল আর বাটলারের চাচাকে নিয়ে বিস্ফোরণে টুকরা টুকরা হয়ে গিয়েছিল ওটা।

আর্টেমিস পরিবারকে অবশ্য পথে বসতে হয়নি, প্রচুর সম্পদ এখনও আছে ওদের দখলে। কিন্তু কোটিপতির মর্যাদা হারিয়ে ফেলে তারা। দ্বিতীয় আর্টেমিস চায়, পরিবারকে আবার তার আগের সম্মানিত স্থানে ফিরিয়ে আনতে। তবে কাজটা সে করবে নিজের মতো করে।

•

একবার বইটার ভাষান্তরের কাজ সমাপ্ত হলে পুরোদমে পরিকল্পনা করা শুরু করবে আর্টেমিস। নিজের চূড়ান্ত লক্ষ্য সম্পর্কে আগে থেকেই জানা আছে ওর, এখন শুধু দরকার সেই লক্ষ্যে পৌঁছাবার পথ আবিষ্কার করা।

সোনা-ই যে ওর লক্ষ্য, তা বলা বাহুল্য। যতদূর জেনেছে, ফেয়ারিরাও মানুষের মতো এই দুর্লভ ধাতুর প্রেমে অন্ধ। প্রতিটা ফেয়ারি নিজের মতো করে কিছু কিছু সোনা জমিয়ে রাখে। আর্টেমিসের পরিকল্পনা মতো কাজ হলে অবশ্য আর বেশিক্ষণ সেই সোনা জায়গামতো থাকবে না।

আঠারো ঘণ্টার ঘুম আর হালকা নাস্তার পর, বাবার কাছ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া স্টাডিতে গিয়ে বসল আর্টেমিস। ঘরটা সচরাচর অন্য সব স্টাডি যেমন হয়, তেমনই। ওক কাঠের তাক দিয়ে মেঝে থেকে ছাদ পর্যন্ত সাজানো। তবে ছেলেটা সেসব তাক বোঝাই করে রেখেছে অত্যাধুনিক সব প্রযুক্তি দিয়ে।

বাটলার ওর জন্যই অপেক্ষা করছিল। এরমাঝে আর্টেমিসের ম্যাকবুকটা[৫] চালু করে দিয়েছে।

'ওটা বাদে বাকি সব যন্ত্র বন্ধ করে দাও। আমার নীরবতা দরকার।'

চমকে উঠল দেহরক্ষী। বিগত এক বছর ধরে একটা মনিটরে সিএনএন-এর সাইট চালু ছিল, এক মুহূর্তের জন্যও ওটা বন্ধ করা হয়নি। আর্টেমিস নিশ্চিত ছিল যে ওর বাবাকে খুঁজে পাবার খবর একদিন না একদিন ঠিকই দেখাবে ওতে।

সেই মনিটর বন্ধ করে দেবার অর্থ, অবশেষে সত্যটা মেনে নিচ্ছে ছেলেটা।

'সবগুলো?'

BanglaBook.org

শেষবারের মতো সিএনএন-এর মনিটরটার দিকে তাকালো আর্টেমস। 'হ্যাঁ,' অবশেষে বলল সে। 'সবগুলো।'

মনিবের কাঁধে আলতো একটা চাপড় দিল বাটলার, তবে মাত্র একবারই।

হাতের জোড়াগুলো ফোটাল ছেলেটা। যে কাজটা খুব ভালো পারে, সেটা করার সময় হয়েছে।

কোন কাজ?

কোনটা আবার! অনেকে অনেক কিছুই পারে। তবে দুনিয়ার কেউ আর্টেমিসের মতো ধূর্ততার সাথে অপরাধের পরিকল্পনা করতে পারে না!

BanglaBook.org

তিনঃ হলি

বিছানায় শুয়ে আছে হলি, রাগে ফুঁসছে। অবশ্য ব্যাপারটা একদম অস্বাভাবিক কিছু না।

লেপ্রিকনরা[৬] এমনিতেও ঠাণ্ডা মেজাজের হয় না। তবে হলির মেজাজটা আজ একটু বেশিই খারাপ। হলি হচ্ছে একজন...এলফ[৭]। ফেয়ারি সাধারণত রূপকথার সব প্রাণিকেই বলা হয়ে থাকে। পেশাগত দিক থেকে চিন্তা করলে অবশ্য ওকে লেপ্রিকনও বলা চলে।

হলি শর্টের চামড়ার রঙ বাদামী, ছোট ছোট করে কাঁটা পিঙ্গল বর্ণের চুল আর চোখ হালকা বাদামী বর্ণের। নাকটা একটু বাঁকানো, মুখ পরিপুষ্ট আর দেখতে অনেকটা কিউপিডের[৮] মতো। অবশ্য তেমনটা হওয়াই স্বাভাবিক, যেহেতু কিউপিড ওর পরদাদা। হলির মা জন্মসুত্রে ইউরোপিয়ান, চড়া মেজাজের মহিলা ছিলেন তিনি। মা'র মতো হলিও শুকনো কিন্তু আকর্ষনীয় দেহবল্লরীর অধিকারী। ওর হাত দেখে মনে হয়, সেগুলো তৈরিই হয়েছে ব্যাটন ধরার জন্য। অন্য সব ফেয়ারির মতো, হলির কানও সূঁচালো। লম্বায় এক মিটার সে, কিন্তু সচরাচর ফেয়ারিরা আরও এক সেন্টিমিটার লম্বা হয়। শুনতে অবশ্য কমই শোনায়। তবে যখন উচ্চতা মাত্র একশ সেন্টিমিটার, তখন একটা মাত্র সেন্টিমিটারও অনেক বড় ব্যাপার।

হলির মেজাজের এই অবস্থার কারণ অবশ্যই কমান্ডার রুট। কাজে যোগ দেবার প্রথম দিন থেকেই লোকটা ওর পিছে লেগেছে, রিকনের ইতিহাসের প্রথম মহিলা অফিসার তার অধীনে নিয়োগ পেয়েছে দেখেই হয়ত। রিকন কী, তা তো এখনও বলাই হয়নি। এককথায় রিকন হচ্ছে এমন এক সংস্থা, যার সদস্যদের মৃত্যুর হার মাত্রাতিরিক্ত বেশি! কমান্ডারের ধারনা, কোনও মেয়ের জন্য উপযুক্ত জায়গা এটা নয়। অবশ্য কমান্ডার জুলিয়াস রুট কী ভাবল বা না ভাবল তাতে হলির কিছু যায় আসে না। ও থাকতেই এসেছে।

BanglaBook.org

অবশ্য হলির এই খারাপ মেজাজের আরও একটা কারণ থাকতে পারে- শিষ্টাচার! সব ফেয়ারির কিছুদিন পরপর এই শিষ্টাচার পালন করতে হয়। হলি বিগত কয়েক মাস ধরে কাজটা সারার কথা ভাবছিল, কিন্তু কেন জানি সময় করে উঠতে পারেনি। রুট যদি জানতে পারেন যে ওর জাদুর ভাণ্ডার প্রায় শূন্যের কোঠায়, তাহলে সরাসরি ট্রাফিক সামলাতে পাঠিয়ে দেবেন।

বিছানা ছেড়ে, গোসলখানায় ঢুকল হলি। পৃথিবীর কেন্দ্রের এতোটা কাছে থাকার এই একটা সুবিধা আছে, সবসময় গরম পানি পাওয়া যায়। প্রাকৃতিক আলো বলতে কিছু জোটে না বটে, কিন্তু নিরাপত্তার খাতিরে এতোটুকু ছাড় দেয়াই যায়। সারা বিশ্বে এখন একমাত্র একটাই মনুষ্যহীন জায়গা বাকি আছে-পাতাল। সারাদিনের পরিশ্রমের পর, ঘরে ফিরে এসে আরাম করার মতো শান্তি আর কিছুতে নেই। মাত্র একটা শব্দেই অনুভূতিটাকে প্রকাশ করা যায়-স্বর্গীয়।

গোসল শেষে ইউনিফর্ম পরে নিল ফেয়ারি মেয়েটি। হালকা সবুজ জাম্পস্যুট আর হেলমেট, কোনওটাই বাদ গেল না। লেপ-রিকনের আধুনিক ইউনিফর্মগুলো দারুণ মনোমুগ্ধকর। পুরনো দিনের অদ্ভুত আর বিশ্রী পোষাক এখন আর পরতে হয় না বলে, ভাগ্যকে ধন্যবাদ জানাল হলি। বাকল ওয়ালা জুতো আর ঢোলা পায়জামা! মাড ব্লাডদের গল্পে যে ফেয়ারিদেরকে কিম্ভূতকিমাকারভাবে বর্ণনা করা হয়েছে, তাতে আর আশ্চর্য কী! ভালোই হয়েছে অবশ্য, কাঁদামাটির মানুষ যদি জানত, ওদের বলা লেপ্রিকন শব্দটার উৎপত্তি হয়েছে লেপ-রিকন থেকে, তাহলে হয়ত যুদ্ধই ঘোষণা করে বসত। লেপ-রিকন পাতাল জগতের পুলিশ বাহিনীর সবচেয়ে দক্ষ বিভাগের নাম। লেপ অর্থ-লোয়ার এলিমেন্টার পুলিশ। আর রিকন-রেকি করা।

চাঁদ এরিমাঝে আকাশে উঠে এসেছে, তবে নাস্তার করার সময় নেই হাতে। কুলারে রাখা জুসের যতটুকু অবশিষ্ট আছে, সেটা গলায় ঢেলে সুড়ঙ্গে প্রবেশ করল হলি। যেমনটা সবসময় দেখে এসেছে, বিশৃঙ্খলা ভরে আছে প্রধান সুড়ঙ্গে। উড়তে সক্ষম এমন স্প্রাইটরা সবকিছু আটকে রেখেছে। নোমরাও[১] সাহায্য করছে না, যার যার মোটা নিতম্ব দিয়ে দুটো লেন আটকে রেখেছে।

ভিড়ের সাথে প্রায় যুদ্ধ করে এগোতে হচ্ছে হলিকে। স্পাডের দোকান, *স্পাড এম্পোরিয়াম*-এর সামনে এতোক্ষণে দাঙ্গা লেগে গিয়েছে। লেপ কর্পোরাল নিউট চেষ্টা করছে সেটা সামলাবার। হলি তো অন্তত মাটির উপরে কাজ করার সুযোগ পায় , কিন্তু বেচারার কপাল মন্দ...

লেপ-স্টেশনের সবগুলো দরজা প্রতিবাদকারী দিয়ে ভর্তি। গবলিন আর বামনদের যুদ্ধ আবার নতুন করে শুরু হয়েছে। প্রতিদিন সকালে আটককৃত গবলিন বা বামনদের বাবা-মা সব ছুটে আসছে স্টেশনে। আদরের সন্তানকে নিষ্পাপ দাবি করে তার মুক্তি প্রার্থনা করছে। কথাটা মনে পড়তেই, ঘোঁত করে উঠল ও। নিষ্পাপ গবলিন বড় দূর্লভ বস্তু, অমন কারও সাথে এখনও হলির দেখা পর্যন্ত হয়নি। এই মুহূর্তেও জেলের অনেকটা গবলিন দিয়েই ভর্তি, নিশ্চয় এখন একে অন্যের দিকে আগুনের গোলা ছোঁড়ায় ব্যস্ত তারা।

কাঁধ দিয়ে ধাক্কা দিতে দিতে এগোল হলি। 'জায়গা করে দিন,' বলল সে। 'পুলিশি কাজ।'

BanglaBook.org

মধুকে যেমন মাছি ঘিরে ধরে, তেমনি ওকে ঘিরে ধরল প্রতিবাদকারীরা।

'আমার ছোট্ট গ্রাম্পো নিরপরাধ!'

'পুলিশী স্বেচ্ছাচারিতা!'

'অফিসার, আমার বাবু সোনাটাকে এই কম্বলটা দিয়ে এসো না প্লিজ! ও এটা ছাড়া ঘুমাতেই পারে না।'

কোনও দিকে ভ্রুক্ষেপ না করে এগিয়ে গেল হলি। এমনও সময় ছিল, যখন উর্দি দেখতে পেলেই সবাই সশ্রদ্ধ ভঙ্গিতে রাস্তা ছেড়ে দিত। সেই দিন আর নেই। এখন যে উর্দি গায়ে দেয়, সে-ই যেন সবার লক্ষবস্তুতে পরিণত হয়! 'এক্সকিউজ মি, অফিসার। আমার আঁচিল ভর্তি পাত্রটা পাচ্ছি না।' 'আমার বিড়ালটা এক স্ট্যালেকটাইটের উপর উঠে বসে আছে। একটু নামিয়ে দেবে?' 'ক্যাপ্টেন, একটু নব যৌবনের ঝর্ণায় যাবার পথটা দেখিয়ে দাও না!' শিউরে উঠল হলি। পর্যটকের দল। এমনিতেই ঝামেলায় আছে বেচারি। তবে কতটা, তা এখনও জানে না। জানবে একটু পরে।

স্টেশনের লবিতে একটা বামন আশেপাশের সবার পকেট কাটছে। এমনকি যে অফিসার ওকে আটক করেছে, তার পকেটও বাদ দেয়নি। হলি ছিঁচকে চোরটার নিতম্বে, নিজের ব্যাটনটা একটু স্পর্শ করাল। বৈদ্যুতিক চার্জ বেচারা বামনের প্যান্টটা আরেকটু হলেই পুড়িয়ে ফেলছিল।

'কী করছ, মালচ?'

চমকে উঠল মালচ, আস্তিন থেকে চুরি করা জিনিসগুলো মাটিতে পড়ে গেল।

'অফিসার শর্ট,' গুঙিয়ে উঠল বামন। চেহারা এমন করে রেখেছে যেন মরমে মরে যাচ্ছে। 'আমার কী দোষ বলো? স্বভাব, বুঝলে? স্বভাব।'

'আমি জানি, মালচ। আমাদেরই বা দোষ কী বলো? তোমাকে জেলে পোরাটা যে আমাদের স্বভাব!'

এই বলে অন্য অফিসারের দিকে তাকাল হলি। 'আরেকটু সাবধানে কাজ করো।'

লজ্জায় লাল হয়ে গেল বেচারা অফিসার, ওয়ালেট আর ব্যাজ তুলে নেবার জন্য হাঁটু গেঁড়ে বসল।

রুটের অফিসের সামনে দিয়ে তাড়াতাড়ি পার হবার একটা চেষ্টা চালাল হলি। কোনওক্রমে যদি লোকটার নজরে না পড়ে নিজের কিউবিকলে যাওয়া যায়...

'হলি! এদিকে এসো!'

দীর্ঘশ্বাস ফেলল হলি, আবার শুনতে হবে বুড়োর বককানি।

বগলের নিচে হেলমেটটা ধরে, ইউনিফর্মটার ভাঁজ সোজা করে নিল হলি। এরপর মাথা উঁচু করে ঢুকে পড়ল কমান্ডার রুটের অফিসে।

BanglaBook.org

রাগে বেগুনী হয়ে আছে রুটের চেহারা। অবশ্য ফেয়ারিদের যেমন সবসময় মেজাজ চরে থাকে, তেমনি রুটের চেহারাও সবসময় বেগুনিই হয়ে থাকে। এজন্য তো তার নামই হয়ে গিয়েছে 'বিটরুট'[১০]। লোকটা কবে হৃদপিণ্ড ফেটে মরবে, তা নিয়ে অফিসে বাজী ধরা হয় নিয়মিতই। অধিকাংশের মতে, খুব বেশি হলে আর অর্ধ-শতাব্দী টিকবে ওটা!

হাতে পড়া মনোমিটারটায় টোকা দিলেন কমান্ডার রুট। 'কয়টা বাজে? এতোক্ষণে আসার সময় হলো?'

নিজের চেহারার রঙ পরিবর্তন নিজেই টের পাচ্ছিল হলি। খুব বেশি হলে এক মিনিট দেরি হয়েছে! অথচ এখনও ডজন খানেক অফিসারের কিউবিকল ফাঁকাই পড়ে আছে। কিন্তু তাদের কারও দিকে রুটের নজর পড়লে তো!

'প্রধান সুড়ঙ্গের,' অজুহাত দেবার ব্যর্থ চেষ্টা চালাল মেয়েটি। 'চারটা লেনে জ্যাম ছিল।'

'আমাকে অজুহাত শুনিয়ে লাভ হবে না!' গর্জে উঠলেন যেন কমান্ডার। 'এসব নিত্য দিন ঘটে, তা তুমি জানো না? দুই মিনিট আগে রওনা দিলে না কেন তাহলে?'

কথা সত্য, হ্যাভেন শহর কেমন তা হলির অজানা নেই। হাজার হলেও, এই শহরেই জন্ম আর বেড়ে ওঠা ওর। খনি নিয়ে মাড ব্লাডরা ব্যস্ত হয়ে ওঠার পর, হ্যাভেন শহরের অন্ধকার গলি আর ছায়াময় এলাকাগুলোয় ফেয়ারিরা আরও বেশি করে আশ্রয় নিয়েছে। শহরটায় এখন ধারণক্ষমতার অনেক বেশি সংখ্যক অধিবাসী বাস করছে। তার ওপর নতুন একটা দলের জন্ম হয়েছে, যারা শহরের মাঝে গাড়ি আনার অনুমতি চাইছে! যেন হ্যাভেন শহরকে দুর্গন্ধময় করার জন্য নোমেরা যথেষ্ট না!

রুট ঠিকই বলেছেন। আরেকটু আগে রওনা দিলে আর সমস্যা হয় না। তবে কথা হচ্ছে, হলি আরেকটু আগে রওনা দেবে কেন? অন্য কাউকে তো আর আগে রওনা দিতে হচ্ছে না!

'জানি তুমি কি ভাবছ,' বললেন রুট। 'কেন প্রতিদিন তোমাকে ঝাড়ি দেই আমি! কেন অন্য অলসদের প্রতি আবার নজর পড়ে না, তাই না?'

হলি কিছুই বলল না, কিন্তু সমগ্র দেহ দিয়ে বুঝিয়ে দিল যে সে ঠিক তাই ভাবছে।

'জানতে চাও, কেন এমন করি?'

সাহস সঞ্চয় করে মাথা নেড়ে হ্যাঁ বোঝাল মেয়েটা।

'কারণ, তুমি একটা মেয়ে।'

রাগে হাতটা মুষ্টিবদ্ধ হয়ে গেল হলির, উত্তরটা প্রত্যাশিতই ছিল।

BanglaBook.org

‘শুধু মেয়ে বলেই এমন করি, তা না।’ বলেই চলছেন রুট। ‘রিকনের ইতিহাসে তুমিই প্রথম মহিলা অফিসার। সত্যি কথা বলতে গেলে, তুমি একটা এক্সপেরিমেন্ট ছাড়া কিছু নও। আবার সেই সাথে আশার আলোও। লক্ষ-লক্ষ ফেয়ারি তোমার উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে রেখেছে। দেখছে তোমার প্রতিটি পদক্ষেপ। অনেক আশা ভরসার কেন্দ্র তুমি, আবার অনেক অবিচারেরও। এক কথায় বলতে গেলে, আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলোর ভবিষ্যৎ তোমার হাতে। দায়িত্বটা খুব একটা হালকা নয়।’

চোখ পিটপিট করে তাকাল হলি। এর আগে রুটের মুখ থেকে এমন ধরনের কথা শুনতে পায়নি। সাধারণত ‘হেলমেট ঠিক করে পর’, ‘সোজা হয়ে দাঁড়াও’ এই টাইপের কথা-ই বলেন তিনি।

‘নিজের সেরাটা দেখাতে হবে তোমাকে, শর্ট। হারাতে হবে অন্য সবাইকে। তবে...,’ দীর্ঘশ্বাস ফেলে চেয়ারে দেহ এলিয়ে দিলেন রুট। ‘হ্যামবার্গের ঘটনাটার পর, আমি সন্দিহান হয়ে পরেছি।’

চেহারা বিকৃত হয়ে গেল হলির। হ্যামবার্গের ঘটনাটাকে বাজে বললে কম বলা হয়। ওর অপরাধীদের একজন মাটির উপরে গিয়ে কাদামাটির মানুষদের কাছে আশ্রয় চেয়ে বসে। সময় স্তব্ধ করে, উদ্ধারদলকে খবর জানাতে বাধ্য হন রুট। সেই সাথে চার-চার জনের স্মৃতিও মুছে ফেলতে হয়। পুলিশ বাহিনীর অনেক সময় নষ্ট হয়। সব দোষ আসলেই হলির।

ডেস্কে রাখা একটা ফর্ম তুলে নিলেন কমান্ডার। ‘যাক, আর কথা বাড়িয়ে লাভ নেই। আমি সিদ্ধান্ত নিয়ে নিয়েছি। তোমাকে ট্রাফিক কন্ট্রোলে পাঠাচ্ছি আর কর্পোরাল ফ্রন্ডকে তোমার জায়গা আনছি।’

‘ফ্রন্ড!’ রাগে ফেটে পড়ল হলি। ‘সে তো বোকা বলদ, মাথায় ঘিলু বলতে কিছু নেই। আপনি ওকে আমার জায়গায় আনতে পারেন না!’

আরও বেগুনী হয়ে এল রুটের চেহারা। ‘আমি পারি এবং আমি আনব। হয় এখনও তোমার সেরাটা আমাকে দেখাতে পারোনি তুমি অথবা তোমার সেরাটা এখানে টেকার জন্য যথেষ্ট না। আমি দুঃখিত শর্ট, তুমি সুযোগ পেয়েছ...’

কথা শেষ না করেই কাগজে ডুব দিলেন কমান্ডার। ইঙ্গিত বুঝতে কষ্ট হলো না হলির, মিটিং শেষ। জুলিয়াস রুট তার সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছেন।

বিহ্বল হয়ে জায়গায় দাঁড়িয়ে রইল হলি, বিশাল একটা সুযোগ পেয়েছিল। আর সেই সুযোগ নষ্ট করে ফেলেছে! একটা মাত্র ভুল ওর ভবিষ্যতকে বানিয়ে দিয়েছে দূর অতীতের কোনও স্বপ্ন।

ঠিক না, একদম ঠিক না। নিজের ভেতরে অচেনা এক তীব্র রাগের অস্তিত্ব টের পেল মেয়েটি। কিন্তু গিলে ফেলল, এখন রাগ দেখাবার সময় না।

‘কমান্ডার রুট, স্যার। আমাকে আরেকটা সুযোগ দেয়া যায় না?’

‘কেন দেব?’ মুখ না তুলেই জানতে চাইলেন রুট।

দীর্ঘ একটা শ্বাস নিল হলি। ‘আমার অতীত ইতিহাস দেখে স্যার। হ্যামবার্গের ঘটনাটা ছাড়া আমার রেকর্ডে কোনও দাগ নেই। দশটা সফল রিকন সেরেছি। একবারও সময় থামাবার বা স্মৃতি মোছার দরকার হয়নি। শুধু...’

‘হ্যামবার্গের ঘটনাটা ছাড়া!’ ওর মুখ থেকে যেন কথা কেড়ে নিয়ে বললেন রুট।

দুঃসাহসিক এক কাজ করে বসল হলি। ‘যদি আমি পুরুষ হতাম, হতাম আপনার আদরের স্প্রাইটদের একজন-তাহলে হয়ত এই প্রসঙ্গটাও আজকে উঠত না।’

তীক্ষ্ণ চোখে ওর দিকে তাকালেন কমান্ডার। ‘এক মিনিট, ক্যাপ্টেন শর্ট-’

ডেস্কের উপরে রাখা একটা ফোন বেজে ওঠায়, কথায় বিরতি দিতে হলো তাকে। এরপর দুটো ফোন বেজে উঠল, পরমুহূর্তেই তিনটি। কমান্ডারের পেছনের দেয়ালের বিশাল স্ক্রিনটা হঠাৎ জীবিত হয়ে উঠল।

একটা মাত্র বোতাম টিপে সবাইকে একসাথে সংযুক্ত করলেন তিনি।

‘বলো?’

‘পলায়নরত একজনকে দেখতে পাচ্ছি আমরা।’

নড করলেন রুট। ‘স্কোপে কিছু আছে?’

স্কোপ বলতে আসলে আমেরিকান কমিউনিকেশন্স স্যাটেলাইটের সাথে সংযুক্ত ট্রাকারকে বোঝায়।

‘হ্যাঁ,’ দ্বিতীয় টেলিফোন থেকে একটা কণ্ঠ ভেসে এল। ‘ইউরোপে। দক্ষিণ ইতালিতে, কোনও ঢাল নেই।’

রুটের মুখ দিয়ে ছাপার অযোগ্য কিছু শব্দ বেরিয়ে এল। ঢাল না থাকলে, আদমজাতরা খালি চোখেই যেকোনও ফেয়ারিকে দেখতে পারে। তবে এই পলায়নকারী যদি মনুষ্য আকৃতির হয়, তাহলে খুব একটা সমস্যা হবার কথা না।

‘প্রজাতি?’

‘খারাপ খবর, কমান্ডার।’ তৃতীয় ফোন থেকে ভেসে আসা কণ্ঠ বলল। ‘ট্রল!’

হাত দিয়ে চোখ ঘষলেন রুট। তার সময়েই কেন এসব হয়? হলি কমান্ডারের বিরক্তির কারণ বুঝতে পারছিল। পাতালে থাকা ট্রলেরা ফেয়ারিদের মাঝে সবচেয়ে হিংস্র প্রজাতির। ওদের ছোট ছোট মগজে নিয়ম-নীতির কোনও স্থান নেই। মাঝে মাঝে দুই একটা ট্রল ঘুরতে ঘুরতে প্রেশার এলিভেটরের শ্যাফটে এসে উপস্থিত হয় বটে, কিন্তু দেখা যায় সাথে সাথে তারা ভাজা ভাজা হয়ে গিয়েছে। খুব অল্প ক্ষেত্রেই দুই একটা বেঁচে-বর্তে মাটির উপরে উঠতে সক্ষম হয়।

BanglaBook.org

কিন্তু তার ফল হয় আরও ভয়াবহ। ব্যথা আর আলোতে পাগল পারা অবস্থা হয় তাদের। সামনে যা পায়, তা-ই ধ্বংস করে ফেলে।

মাথা ঝাঁকালেন রুট, নিজের উপর নিয়ন্ত্রণ ফিরে পেতে চাইছেন।

'ঠিক আছে, ক্যাপ্টেন শর্ট। সুযোগ চেয়েছিলে, সুযোগ পেয়েছ। জাদুর ভাণ্ডার পুরো তো?'

'অবশ্যই, স্যার।' মিথ্যা বলল হলি। জানে যে সত্যটা বললে রুট ওকে ট্রাফিক কন্ট্রোলে না, একেবারে বাক্স প্যাটরাসহ বাড়িতেই পাঠিয়ে দেবেন।

'ভালো। তাহলে একটা অস্ত্র নিয়ে চলে যাও। লক্ষ্য তো জানোই।'

স্ক্রীনের দিকে এক নজর তাকাল হলি। ইতালির এক ঘেরাও দেয়া শহর দেখাচ্ছে স্কোপ। গ্রাম্য এলাকার মাঝ দিয়ে একটা লাল বিন্দু দ্রুত গতিতে মানব বসতির দিকে এগোচ্ছে।

'রেকি করে এসে রিপোর্ট করো। উদ্ধারকাজ চালাবার চেষ্টা করারও দরকার নেই। বোঝা গিয়েছে?'

'ইয়েস স্যার।'

'এই চান্দ্র মাসের গত পনের দিনে আমরা ট্রল আক্রমণের কারণে ছয়জনকে হারিয়েছি। ছয়...জন! তাও আবার পাতালে, নিজেদের পরিচিত এলাকায়!'

'বুঝতে পেরেছি, স্যার।'

ঠোঁট উল্টালেন রুট, সন্দিহান তিনি। 'আসলেই কি বুঝতে **পেরেছ শর্ট?'**

'আমি তাই মনে করি, স্যার।'

'ট্রলের হাতে পড়লে হাড়-মাংসের কি অবস্থা হয়, জানো?'

'না, স্যার। কাছ থেকে কখনও দেখা হয়নি।'

'ভালো, দোয়া করো যেন আজকেও দেখতে না হয়।'

'বুঝতে পেরেছি, স্যার।'

চোখ বড় বড় করে রুট মেয়েটির দিকে তাকিয়ে রইলেন। 'আমি জানি না কেন, শর্ট, তুমি আমার সাথে একমত হতে শুরু করলেই ভয় লাগে।'

ভয় লাগাটাই উচিত। রুট যদি শুধু জানতেন, এই মিশনের ফল কী হতে যাচ্ছে, তাহলে তখনই অবসর নিয়ে ফেলতেন।

আজ রাতে, নতুন ইতিহাস লেখা হবে। নাহ, পৃথিবীকে সমৃদ্ধ করে যে ধরনের ইতিহাস তেমন ইতিহাস না। লেখা হবে স্প্যানিশ আগ্রাসন বা পারমানবিক বোমা আবিষ্কারের ইতিহাসের মতো ভয়াবহ ইতিহাস। কাদের জন্য ভয়াবহ? মানুষের জন্য, ফেয়ারিদের জন্য।

পৃথিবীর জন্য।

BanglaBook.org

পাতাল থেকে সরাসরি মাটির উপরে যাবার একটা মাত্র আইন অনুমোদিত পথ আছে, আর সেটা হলো 'শ্যুট'। সেদিকেই রওনা দিল হলি। সচরাচর যে মুখটা চলতেই থাকে, সেখানে আজ দৃঢ় প্রতিজ্ঞা খেলা করছে। এটাই ওর শেষ সুযোগ। এক মুহূর্তের জন্যও মনোযোগ হারানো চলবে না।

সবসময় যা হয়-এলিভেটর প্লাযার যেখানে শ্যুট অবস্থিত, তার সামনে ভিড় জমে গিয়েছে। ছুটির মৌসুম তো, তাই অনেকেই চাইছে মাটির উপরে বেড়াতে যেতে। পরনের উর্দি সম্মান পাক আর না পাক, ব্যাজটা দেখিয়ে ঠিক সবার সামনে চলে গেল হলি। অবশ্য সবাই 'ক্ষমতার এই অপব্যবহার' মেনে নিলেও, এক নোম নিল না।

'তোমরা লেপ-এর লোক বলেই আমাদের সবার আগে মাটির উপরে যেতে পারবে? কেন? এমন কী বিশেষত্ব আছে তোমাদের?'

বড় করে শ্বাস টানল হলি। হাজার মেজাজ খারাপ হলেও, অফিসারদেরকে ভালো ব্যবহার করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

'পুলিশি কাজ, স্যার। এখন সরে দাঁড়ান।'

নোমটা কথা শুনলে তো! 'আমি তো শুনেছি তোমরা চাঁদের আলোতে যাবার জন্য বসে বসে 'পুলিশি কাজ' বানাও!'

হাসার ব্যর্থ প্রচেষ্টা চালালো হলি, দেখে মনে হলো মেয়েটা কোনও তিতা লেবু চুষছে!

'আপনাকে যে এই কথা বলেছে, সে পুরোদস্তুর বোকা...স্যার। আমরা, রিকনের লোকেরা শুধু তীব্র প্রয়োজন হলেই উপরে যাই।'

ভ্রূ কুঁচকে ফেলল নোমটা। বোঝাই যাচ্ছে, নিজে থেকেই কথাটা বানিয়ে বলেছিল সে। হলি তা ধরতে পেরে পক্ষান্তরে ওকেই বোকা বলে অভিহিত করল! কিন্তু নোম সেটা উপলব্ধি করার আগেই হলি দরজা গলে ভেতরে ঢুকে পড়ল।

ফোয়েলি ওর জন্য অপেক্ষা করছিল। ফোয়েলি একজন পাগলাটে সেন্টর[১১]। তার ধারণা, মনুষ্য প্রজাতি ওর সবধরনের পদক্ষেপের ওপর কড়া নজর রাখছে। মানুষ যেন মনের কথা পড়তে না পারে, সেজন্য সর্বদা একটা টিনের হ্যাট পড়ে থাকে সে। হলিকে ঢুকতে দেখে চোখ তুলে চাইল। 'কেউ তোমাকে এখানে আসতে দেখেছে।'

এক মুহূর্ত চিন্তা করার ভান ধরে হলি জবাব দিল, '**এফ.বি.আই., সি.আই.এ., এন.এস.এ., ডি.ই.এ., এম.আই.৬। ওহ, আর এ.বি.স.**।'

'এবিস?' ভ্রূ কুঁচকে জানতে চাইল ফোয়েলি।

'এই বিল্ডিং-এর সবাই।' মুচকি হাসল মেয়েটি।

BanglaBook.org

স্যুইভেল চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়িয়ে ওর দিকে এগোল ফোয়েলি। 'ওহ, কি কৌতুকটাই না করলে। হা...হা...পেট ফেটে যাবে মনে হচ্ছে। ভেবেছিলাম হ্যামবার্গের পর আচরণে কিছুটা পরিবর্তন আসবে তোমার। ফাজলামি বাদ দিয়ে কাজে মন দাও।'

নিজেকে সামলে নিল হলি। ফোয়েলি ঠিকই বলেছে। 'ঠিক আছে, ফোয়েলি। পরিস্থিতিটা ঠিকঠাক জানাও তো।'

ইউরোপের উপরে প্রদক্ষিণরত উপগ্রহ থেকে আসা দৃশ্যের দিকে ইঙ্গিত করল সেন্টর। দৃশ্যটা একটা বড় প্লাজমা স্ক্রিনে দেখা যাচ্ছে। 'লাল বিন্দুটাই ট্রল। ইতালির ব্রিন্দিসি শহরের কাছাকাছি মানব বসতি, মার্টিনা ফ্রাঙ্কার দিকে এগোচ্ছে। যতদূর জানা গিয়েছে, তাতে মনে হচ্ছে ট্রলটা ভেন্ট ই-৭-এর ভেতরে ঢুকে পড়েছিল। কিছুক্ষণ আগেই ই-৭ ধরে একজন উপরে উঠেছিল, তাই ওটা তখন ঠাণ্ডা-ই ছিল। সেজন্যই বেঁচে গিয়েছে ট্রল।'

চেহারা কুঁচকে ফেলল হলি। খুব ভালো, আমার কপাল!-ভাবল সে।

'আমাদের কপাল ভালো যে প্রাণিটার পথে খাবার পড়েছিল কিছু। দুটো গরুকে কয়েকঘণ্টা ধরে আয়েশ করে চিবিয়ে খেয়েছে।'

'দুটো গরু?' অবাক হয়ে জানতে চাইল হলি। 'প্রাণিটা আসলে কতো বড়?'

টিনের হ্যাটটা ঠিক করে নিল ফোয়েলি। 'প্রাপ্ত বয়স্ক ট্রল। ওজন একশ আশি কেজি। বুনো শুয়োরের মতো দাঁত।'

ঢোক গিলল হলি। অন্তত এক্ষেত্রে উদ্ধার কার্যের চাইতে রেকি করাটা অনেক ভালো বলে মনে হলো ওর কাছে। 'বুঝলাম, এখন বলো আমার জন্য কী কী খেলনা এনেছ?'

যন্ত্রপাতি রাখার টেবিলের দিকে এগোল ফোয়েলি। চারকোনা হাতঘড়ির মতো দেখতে একটা যন্ত্র বেছে নিল।

'লোকেটর। তুমি ট্রলটাকে খুঁজে বের করবে, আর এই জিনিসের সাহায্যে আমরা তোমাকে খুঁজে বের করব।'

'ভিডিওর কী হবে?'

হলির হেলমেটের একটা ফাঁকা জায়গায় ছোট একটা সিলিন্ডার রেখে দিল সেন্টর। 'একেবারে লাইভ দেখতে পাব। ব্যাটারি পারমাণবিক, আজীবন চলবে। মাইকটা কেবল তোমার কণ্ঠ শুনলেই চালু হবে।'

'ভালো,' বলল হলি। 'রুট বলেছিল একটা অস্ত্র নিয়ে যেতে। যদি লাগে আরকি।'

'তা আর বলতে!' বলল ফোয়েলি। একটা প্ল্যাটিনামের হ্যান্ডগান তুলে নিল। 'এই যে এটা নাও। নিউট্রিনো ২০০০, একেবারে লেটেস্ট মডেল। এমনকি অপরাধীরা এখনও এটার নাগাল পায়নি। তিন মাত্রায় শক্তি নির্গত করতে পারে। দরকার পড়লে

BanglaBook.org

যে কাউকে একেবারে ভাজা ভাজা করে ফেলতে পারবে। এই অস্ত্রের ব্যাটারিও পারমানবিক। তোমার মরার হাজার বছর পরেও চালু থাকবে!'

হালকা অস্ত্রটা কাঁধের হোলস্টারে পুরল হলি। 'আর কিছু লাগবে বলে তো মনে হচ্ছে না। আমি তৈরি।'

মুচকি হাসল ফোয়েলি। 'তৈরি? ট্রলের মুখোমুখি হবার জন্য? হা...হা।'

'আমার আত্মবিশ্বাসকে আরও বাড়িয়ে দেবার জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ।' বিরক্ত হলি বলল।

'আত্মবিশ্বাসের সমার্থক শব্দ কী জানো? দাম্ভিকতা।' পরামর্শ দিল সেন্টর। 'নিজেকে যখনই আত্মবিশ্বাসী মনে হবে, তখন ধরে নেবে এখনও তুমি পরিস্থিতির স্বরূপ সম্পর্কে অজ্ঞ।'

প্রতিবাদ করতে চাইছিল হলি। কিন্তু করল না। মনে মনে জানে, ফোয়েলি ঠিক বলেছে।

•

শ্যুটের এলিভেটরের দিকে এগোল হলি। এই শ্যুটগুলো পৃথিবীর কেন্দ্র থেকে উঠে আসা গ্যাসের চাপকে কাজে লাগায়। লেপ-এর প্রযুক্তি বিশেষজ্ঞরা, ফোয়েলির নির্দেশনায় টাইটেনিয়াম দিয়ে কিছু বিশেষ বাহন বানিয়েছে। নাম দিয়েছে 'আন্ডা'। এই আন্ডাগুলো উচ্চচাপ সহ্য করতে সক্ষম। ভেতরে যাত্রী নিয়ে সেগুলোকে মাঝে মাঝেই উপরে যেতে দেখা যায়। অবশ্য প্রতিটা আন্ডার নিজস্ব ইঞ্জিনও আছে। যাই হোক, দ্রুত উপরে উঠতে চাইলে গ্যাসের পিঠে ভর করার বিকল্প নেই!

ফোয়েলি সামনে সামনে চলছে। কিছুক্ষণ পর দেখা গেল, ই-৭ এর সামনে এসে উপস্থিত হয়েছে ওরা। আন্ডাটা বাইরে থেকে দেখতে একদম ভঙ্গুর মনে হচ্ছে। হয়ত ওটার চারপাশে জ্বলন্ত লাভা আছে বলেই বাহনটার নিচের দিকটা কালো হয়ে আছে। সেন্টর এগিয়ে গিয়ে আদুরে ভঙ্গিতে ওটার গায়ে হাত বুলালো। 'পঞ্চাশ বছর ধরে চলছে এটা। এখনও কর্মক্ষম এমন সবচেয়ে পুরনো মডেল।'

BanglaBook.org

আবারও ঢোক গিলল হলি। এমনিতেই ও শ্যুটে চড়তে পছন্দ করে না। তার উপর ঘাড়ে এসে চেপেছে এই প্রাচীন বাহন!

'জিনিসটাকে অবসরে পাঠাবে কখন?'

পেট চুলকাল ফোয়েলি। 'ফান্ডিং এর যে অবস্থা, তাতে কেউ মরার আগ পর্যন্ত একে বন্ধ করা হবে বলে মনে হয় না!'

ভারী দরজাটা একটানে খুলে ফেলল লেপ-রিকন অফিসার, রাবারের সীলগুলো হিস হিস করে উঠল। বাহনটাকে আরামের কথা মাথায় রেখে বানানো হয়নি। তার আর যন্ত্রপাতির ফাঁকে একজন ফেয়ারি খুব কষ্টেসৃষ্টে বসতে পারবে।

'ওটা কী?' যাত্রীর আসনের মাথার কাছে লেগে থাকা ধূসর দাগের দিকে ইঙ্গিত করে জানতে চাইল হলি।

অস্বস্তিভরে নড়ে উঠল ফোয়েলি। 'উম...মগজ মনে হচ্ছে। গত মিশনে একটু ঝামেলা হয়েছিল। ভেতরের সব বায়ুচাপ সব বেরিয়ে যাচ্ছিল। তবে চিন্তা করো না, এখন সব ঠিক করে ফেলা হয়েছে। আর গত মিশনের অফিসারও বেঁচে আছে। মাথা আগের মতো চলে না হয়ত, কিন্তু বেঁচে তো আছে!'

'বেঁচে ফিরলেই হলো, নাকি?' বিদ্রূপের সুরে বলল হলি।

ও আসনে বসলে, ফোয়েলি এগিয়ে এসে সীট বেল্ট বেঁধে দিল। সব কিছু শেষ বারের মতো দেখে নিয়ে হলির কাছে জানতে চাইল, 'তৈরি?'

মুখ খোলার সাহস হলো না মেয়েটির, শুধু মাথা নেড়ে জানাল যে সে তৈরি।

হেলমেটটায় টোকা দিল ফোয়েলি। 'সবসময় নজর রাখব।' বলে দরজা বন্ধ করে বেরিয়ে গেল।

এতো কিছু ভেবো না তো, নিজেকে বলল হলি। একটু পরে নাহয় জ্বলন্ত লাভা এই বাহনটাকে ঘিরে ধরবে, কিন্তু তাতে কী? আর প্রচণ্ড গতিতে উপরের দিকে উঠে যাবার কথা ভাববার-ই বা কী দরকার? সবচেয়ে বড় কথা, দাঁতালো ট্রলটার কথা এখন থেকেই ভেবে ভয়ে কাঁপবার কোনও মানে আছে? নেই। ওসব নিয়ে ভাববার...ইস, ভুল হলো। এখন দুশ্চিন্তাগুলো যে হলির মাথার ভেতর স্থায়ীভাবে স্থান করে নিয়েছে!

'আর বিশ সেকেন্ড,' ফোয়েলির কথা শুনতে পেল হলি। 'আমরা একটা বিশেষ চ্যানেল ব্যবহার করছি যেন মনুষ্য প্রজাতি শুনতে না পারে। কে জানে, হয়ত পাতালের সব ট্রান্সমিশন ওরা আড়ি পেতে শুনছে। আগেও মধ্য প্রাচ্যের এক তেল খনির যন্ত্রে আমাদের কথা-বার্তা ধরা পড়েছিল। কী ঝামেলাই না হয়েছিল সেবার!'

হলি ওর হেলমেটের মাইক জায়গামতো বসিয়ে নিল। 'মনঃসংযোগ করো ফোয়েলি। আমার জীবন এখন তোমার হাতে।'

'ওহ, স্যরি। যেকোনও মুহূর্তে কেন্দ্র থেকে গ্যাস উঠে আসবে। ওটার চাপেই প্রথম কয়েকশ মাইল পার হয়ে যেতে পারবে। এরপর বাহনটা চালাবার ভার তোমার।'

নড করল হলি, হাত দিয়ে আঁকড়ে ধরল আন্ডাটার দুই জয়স্টিক। 'সবকিছু ঠিক আছে। শুরু করা যাক।'

BanglaBook.org

হুশ শব্দ করে চালু হলো বাহনটার ইঞ্জিন। ছোট খাট যন্ত্রটা কেঁপে উঠল সাথে সাথে, কাঁপিয়ে দিল হলিকেও। ফোয়েলি কিছু একটা বলছে বলে মনে হলো অফিসারের, কিন্তু কী বলল তা বুঝতে পারল না।

'তুমি সেকেন্ডারি শ্যাফটে চলে এসেছ। এখুনি তোমার যাত্রা শুরু হবে, শর্ট।'

রবারের একটা সিলিন্ডার বের করে এনে দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরল হলি। জিহ্বা কামড়ে কেটে ফেললে, রেডিও দিয়ে কী হবে? বাইরের ক্যামেরাগুলো চালু করে দৃশ্যটা দেখার প্রয়াস পেল সে।

ই-৭ এর মুখটা দ্রুত ওর দিকে ছুটে আসছে। আলোতে কেঁপে কেঁপে উঠছে সবকিছু, যেন মরীচিকা দেখতে পাচ্ছে চোখের সামনে। বাইরের আওয়াজটা শুনতে না পারলেও, আন্দাজ করতে পারছে সে। হাজারটা ট্রল একসাথে গর্জন করে উঠেছে বলে মনে হবে শব্দটাকে।

জয়স্টিক দুটোকে আরও শক্ত করে আঁকড়ে ধরল হলি। প্রবেশমুখের ঠিক সামনে এসে থমকে দাঁড়াল বাহনটা।

উপরে আর নিচে, দুদিকেই শ্যাফট দেখা যাচ্ছে। বিশাল, অপরিসীম, সীমাহীন শ্যাফট।

'ভালো কথা,' ফোয়েলি ঠাট্টা করল। 'সকালের নাস্তা বাইরে আসতে চাইলে কিন্তু আটকে রেখো!'

নড করল হলি। মুখে রবার পোরা আছে বলে কথা বলতে পারছে না। বলার অবশ্য দরকারও নেই, সেন্টর নিশ্চয় ক্যামেরায় ওকে দেখতে পাচ্ছে।

'সায়োনারা, ডার্লিং।' জাপানিজ ভাষায় বিদায় জানিয়ে বোতাম টিপে দিল ফোয়েলি।

আবারও কেঁপে উঠল বাহনটা, হলিকে নিয়ে ঝাঁপ দিল গহীন শূন্যতায়। অভিকর্ষের টানে শক্ত হয়ে গেল বেচারির পাকস্থলি। পৃথিবীর কেন্দ্রের দিকে পড়ছে তো পড়ছেই। ফেয়ারিদের সাইসমোলজি» বিভাগ এখানে কোটি কোটি ক্ষুদ্র যন্ত্র ছেড়েছে। কেন্দ্র থেকে আচমকা বেরিয়ে বায়ুচাপ কখন জায়গামতো আসবে, সে ব্যাপারে ওরা প্রায় নিরানব্বই দশমিক আট শতাংশ নিশ্চিত।

নিরানব্বই দশমিক আট শতাংশ...একশ শতাংশ নয়!

হলির মনে হলো, অনন্তকাল ধরে যেন পড়ছে তো পড়ছে। একসময় তো মনে হলো, এবার আর বেঁচে ফেরা লাগবে না। ঠিক সেই মুহূর্তেই পরিবেশের পরিবর্তনটা টের পেল মেয়েটি। একবার যে এই কম্পনটা অনুভব করেছে, সে আর কোনওদিন তা ভুলবে না! মনে হচ্ছিল, হলির ছোট বাহনটার বাইরে যেন সারা পৃথিবী খণ্ড-বিখণ্ড হয়ে যাচ্ছে! আসছে...আসছে উপরে ওঠার জন্য দরকারী বায়ু।

BanglaBook.org

'ডানা,' মুখে পোরা রবারের সিলিন্ডারটার ফাঁক দিয়ে মুখে পোরা রবারের সিলিন্ডারটার ফাঁক দিয়ে কোনওক্রমে আদেশ দিল ও।

ফোয়েলি উত্তরে কিছু বলল কিনা, বুঝতে পারল না ও। অবশ্য বললেও শুনতেই পেত না। ও তো নিজের গলাই শুনতে পাচ্ছে না। তবে বাইরের ক্যামেরায় দেখতে পেল, বাহনটা ডানা ছড়িয়ে দিয়েছে।

হারিকেনের মতো এসে ওকে ঘিরে ধরল বায়ু-প্রবাহ। ডানাগুলো কাজ করতে শুরু করার আগে, কিছুক্ষণ লাটিমের মতো পাক খেল বাহনটা।

অর্ধ-গলিত পাথর এসে ঠকঠক করে আঘাত হানছে আন্ডার পেটে।

ছোট জায়গায় এক লহমে অনেকগুণ হয়ে গিয়েছে উত্তাপ। এতোটাই যে হলির জায়গায় কোনও মানুষ হলে একেবারে ভাজাভাজা হয়ে যেত। তবে কপাল ভালো হলির, ফেয়ারিদের ফুসফুস এতোটা দুর্বল নয়। আচমকা বায়ু-প্রবাহ পেয়ে বেড়ে গেল বাহনটার ত্বরণও। মনে হলো যেন অদৃশ্য কোনও হাত ওকে টেনে উপরে তুলছে! হাত আর মুখের চামড়া বিদায় জানাতে চাইছে হলির মাংসপেশিগুলোকে। পিটপিট করে চোখের উপর থেকে লবণাক্ত ঘাম সরাবার প্রয়াস পেল বেচারি, মন দিল মনিটরের দিকে। বায়ু-প্রবাহ পুরোপুরি ঘিরে ধরছে ওর বাহনটাকে, কমপক্ষে পাঁচশ মিটার হবে ব্যাসার্ধে।

বায়ুর সাথে সাথে উঠে এসেছে কমলা রঙের লাভাও। আন্ডার ধাতব দেহের মাঝে ফাঁক ফোকর খুঁজছে।

গুঙিয়ে উঠল আন্ডা, পঞ্চাশ বছর বয়সী বুড়ো হাড়ে আর সইছে না যেন। যেকোনও মুহূর্তে হাল ছেড়ে দেবে বলে মনে হচ্ছে। মাথা নাড়ল হলি। ফিরে আসতে পারলে প্রথমেই ফোয়েলির রোমশ নিতম্বের সাথে নিজের পা-কে পরিচিত করিয়ে দেবে বলে সিদ্ধান্ত নিল।

হঠাৎ প্রচণ্ড জোরে কেঁপে উঠল বাহনটা, কিছু একটা বেঁকে গেল নাকি? কপাল ভালো। আসলেই যে কিছু একটা বেঁকে গিয়েছে, তা হলির জানা নেই।

দূর থেকে দেখলে মনে হবে যেন বিশাল কোনও দানব ঘুষি বসিয়েছে বাহনটাতে। মনিটরে একটা বাতি জ্বলে উঠল। না উঠলেও চলত, হলি এমনিতেই বুঝতে পারছে যে আন্ডার ভেতরের চাপে কোনও গোলমাল হয়েছে। বেচারির মনে হলো, মাথাটা যেন দুহাত দিয়ে কেউ চেপে ধরেছে। অবশ্য এমনই হবার কথা, চাপের তারতম্য ঘটলে প্রথমেই ওর চোখ দুটো কোটর থেকে বের হয়ে আসবে।

BanglaBook.org

মনে হলো যেন অদৃশ্য কোনও হাত ওকে টেনে উপরে তুলছে!

সবগুলো ডায়ালের দিকে তাকিয়ে দেখল হলি। আর মাত্র বিশ সেকেন্ড টিকতে পারলেই হবে। কিন্তু এই পরিস্থিতিতে বিশ সেকেন্ড, বিশ যুগ বলে মনে হচ্ছে। হেলমেটটা ভালোভাবে পরে নিল ও, মুখের সামনে কাঁচটাও নামিয়ে দিল। এতে করে চোখ কিছুটা হলেও রক্ষা পাবে।

বিশটা সেকেন্ড দাঁতে দাঁত চেপে কাটিয়ে দিল আভা আর হলি। বায়ু চাপের তীব্রতা এখন অনেকটাই কমে এসেছে, হালকা প্রবাহ সাথে নিয়ে উপরে উঠছে এখন। বায়ুর সাথে সাথে বাহনটার ইঞ্জিনের শক্তিও যোগ করল মেয়েটা। যত তাড়াতাড়ি এই মৃত্যুফাঁদ থেকে পালানো যায়!

BanglaBook.org

মাথার উপরে নিয়ন বাতির একটা বৃত্ত দেখতে পেল হলি, ওখানেই 'নোঙর' ফেলতে হবে ওকে। বাতির দিকে নিজ বাহনের নোঙর করার ফাঁকা অংশটুকু তাক করল ও। কাজটা খুব সাবধানে করতে হবে। অনেক রিকন অফিসার এই পর্যন্ত ঠিকমতো আসার পর, সব কিছু গুলিয়ে ফেলে। অনেক সময় নষ্ট হয় এতে। কিন্তু হলির ওসব সমস্যা হয় না। জন্মগতভাবেই নানা ধরনের বাহন চালাবার ক্ষমতা নিয়ে এসেছে যেন ও। অ্যাকাডেমিতেও সব সময় প্রথম হতো।

শেষ বারের মতো থ্রাস্টার চালিয়ে অবশিষ্ট একশ মিটার যেন ভেসে এল হলি।

সফলভাবে নোঙর করার পর, নিরাপত্তা ব্যবস্থা বন্ধ করে দিল সে। দরজাটা খুলতেই, মাটির উপরের মিষ্টি বাতাস এসে ভরিয়ে তুলল ভেতরটাকে। শ্যুট ব্যবহার করে উপরে আসার পর প্রথম যে বাতাসটা বাহনে প্রবেশ করে, তার কোনও তুলনা হয় না। বুক ভরে শ্বাস নিল হলি, আন্ডার ভেতরকার বদ্ধ বাতাসটুকু ফুসফুস থেকে বের করে দিল। *পিপলরা* কীভাবে মাটির উপরে থাকাটা পরিত্যাগ করে মাটির নিচে চলে যেতে পারল? মাঝে মাঝে ওর মনে হয়, পূর্বপুরুষেরা যদি না পালিয়ে কাদামাটির মানুষের সাথে যুদ্ধ করত, তাহলে কতোই না ভালো হতো। কিন্তু তা যে অসম্ভব ছিল, তা-ও সে জানে। মাড ব্লাডদের সংখ্যা আসলেই অনেক বেশি। তখনও ছিল, এখনও আছে! ফেয়ারিরা প্রতি বিশ বছর পরপর একজন করে সন্তান জন্ম দিতে পারে। অথচ মাড ব্লাডরা বংশবিস্তার করে একেবারে পশুর মতো। সংখ্যা বেশি হলে, তা জাদুকেও হার মানাতে সক্ষম!

রাতের বাতাসটা প্রাণভরে উপভোগ করলেও, ওতে দূষণ পরিষ্কার টের পাচ্ছিল জাদুর প্রাণী হলি। এই মানুষেরা যে জিনিসটার স্পর্শেই আসুক না কেন, তা একেবারে ধ্বংস করে ছাড়ে। অবশ্য কাদামাটির তৈরি মানুষরা এখন আর কাঁদা বা মাটিতে থাকে না। অন্তত এই দেশে না। এখন তারা থাকে বড় বড় অট্টালিকায়। প্রতিটা কাজের জন্য আলাদা আলাদা কক্ষও বানায় ওরা। শোবার ঘর, বসার ঘর, খাবার ঘর। এমনকি মলত্যাগ করার জন্যও তাদের আলাদা ঘর আছে, ভাবা যায়! নিজের ঘরের ভেতর মলত্যাগ! ছি! ছি! ভাবতেই কেঁপে উঠল হলির দেহ।

একজোড়া পাখা বাহনটার দেয়াল থেকে খুলে নিল হলি। ওগুলোর মডেল আগে দেখেনি। এবার দেখল। গোলাকার ড্রাগনফ্লাই মডেলের! গুঙিয়ে উঠল বেচারি। একদম বাজে জিনিস। ইঞ্জিনটা তেলে চলে, আর ওজনও সেই রকম! ইস, যদি একটা হামিংবার্ড জেড৭ পেত। একেবারে নিঃশব্দে চলে ওগুলো। সূর্যের তাপ থেকে শক্তি নেয়, একবার পুরো চার্জ করে নিলে সারা পৃথিবী দুইবার ঘুরে আসা যাবে। কিন্তু ওই যে, ফান্ডের দুরবস্থা!

BanglaBook.org

হাতের কব্জিতে বাঁধা লোকেটরটা বিপ বিপ শব্দ করে নিজের উপস্থিতি জানান দিতে চাইল। হলি বুঝতে পারল, ঠিক জায়গাতেই উপস্থিত হয়েছে ও। ধারে কাছেই কোথাও আছে পলাতক ট্রল। বাহন থেকে বেরিয়ে মাটিতে পা রাখল হলি। এই মুহূর্তে মানুষের নজর এড়াবার জন্য ক্যামোফ্ল্যাজ করা ভূখণ্ডে দাঁড়িয়ে আছে সে। সাধারণত ফেয়ারিরা আদর করে এসব এলাকাকে 'ফেয়ারির দূর্গ' নামে ডাকে। ওরা পাতালে আশ্রয় নিতে বাধ্য হবার আগে এই এলাকা গুলোতেই থাকত। এখন অবশ্য অত্যাধুনিক ফেয়ারি প্রযুক্তির কিছুই এখানে নেই। অল্প কয়েকটা মনিটর রাখা আছে। জায়গাটা আবিষ্কৃত হয়ে গেলে যেন মানুষেরা ফেয়ারিদের প্রযুক্তি কুক্ষিগত করতে না পারে, সেজন্য আলাদা ব্যবস্থাও রাখা আছে। কোনও মানুষ ভেতরে প্রবেশ করলেই, আপনা আপনি ধ্বংস হয়ে যাবে সবকিছু।

মনিটরে সন্দেহজনক কিছুই দেখা গেল না। ভেতরটাও নিরাপদ। কেবল ট্রলটা যে দরজা দিয়ে বেরিয়েছে, সেটা বেঁকে আছে। পাখাজোড়া পিঠে বেঁধে নিয়ে বাইরের দুনিয়ায় পা রাখল হলি।

ইতালির রাতের আকাশ তার পরিপূর্ণ সৌন্দর্য নিয়ে ধরা দিল ওর সামনে। বাতাসে জলপাই আর তরুলতার গন্ধ। ঝিঁঝিঁ পোকা ব্যস্ত সমস্ত হয়ে ডাকাডাকি করছে, মথগুলো ছুটে যাচ্ছে চাঁদের দিকে। আপনমনে কখন হেসে ফেলেছে হলি, তা জানে না। হ্যাঁ, ঝুঁকি আছে উপরে আসার। কিন্তু এই ঝুঁকি হাজার বার না, লক্ষ লক্ষ বার নিতে প্রস্তুত ও।

ঝুঁকির কথা মনে হবার সাথে সাথে লোকেটরের দিকে তাকাল সে। বিপ বিপ আওয়াজটা এখন অনেক দ্রুত হয়ে গিয়েছে, সেই সাথে বড় হয়ে এসেছে লাল বিন্দুটা। পলাতক ট্রল মানব বসতির প্রায় কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছে। মিশন শেষ হবার পর, প্রাণ ভরে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য উপভোগ করা যাবে। কিন্তু এখন কাজে নামার সময়।

পাখার ইঞ্জিন চালু করে দিল হলি, কাঁধের উপর দিয়ে ঝুলিয়ে রাখা স্টার্টার ধরে টান দিল।

কিচ্ছুই হলো না।

খেপে উঠল হলি। কপাল আর কাকে বলে! হ্যাভেন শহরের প্রতিটা বখাটে বাচ্চা ছুটিতে যার যার হামিংবার্ড জেড-৭ নিয়ে বেড়াতে বেরোয়। আর লেপ-এর মতো সংস্থার পড়ে থাকতে হয় এসব জঞ্জাল নিয়ে। গাল বকতে বকতে আবারও কর্ড ধরে টান দিল হলি, তারপর আবার। তৃতীয় বারের বার, খুক খুক করে কেশে উঠল ইঞ্জিন। তবে চালু হবার আগে গল গল করে কিছুক্ষণ কালো ধোঁয়া বমি করতে ছাড়ল না। 'অবশেষে,' অস্ফুট স্বরে বলেই পুরোপুরি চালু করে দিল

BanglaBook.org

ড্রাগনফ্লাই-এর ইঞ্জিন। কিছুক্ষণ পর দেখে গেল, রাতের আকাশ চিড়ে তীব্রগতিতে উড়ে যাচ্ছে লেপ-রিকনের ক্যাপ্টেন হলি শর্ট।

লোকেটরটা শুধু শুধু সাথে এনেছে বললেও অত্যুক্তি হবে না। ওটা ছাড়াও খুব সহজেই ট্রলটাকে খুঁজে বের করতে পারত হলি। কেননা এগোবার সময় পথে ধ্বংসযজ্ঞ চালাতে চালাতে এগিয়েছে ওটা। মাটির কাছে নেমে এল হলি, গাছ আর ছোট ছোট ঝোপের ফাঁক দিয়ে উড়ে যাচ্ছে। একটা আঙুর বাগানের ঠিক মাঝখান দিয়ে পথ বানিয়ে এগিয়েছে প্রাণিটা। পথে একটা মাটিতে শুয়ে থাকা পাথরের দেয়াল আর ঝোপের মাঝে দুমড়ে মুচরে পড়ে থাকা প্রহরী কুকুরও দেখতে পেল হলি। ঠিক এরপরই নজরে এল গরু জোড়া! বীভৎস এক দৃশ্য স্বাগত জানাল ওকে! কী দেখতে পেল হলি, তা নাহয় গোপন-ই থাক। শুধু এতোটুকু বললেই চলবে-খুড় আর শিং বাদে গরু দুটোর আর কিছু অবশিষ্ট নেই।

লাল বিন্দুটা এখন বৃত্তের আকার ধারণ করেছে, চিৎকার করছে ক্ষণে ক্ষণে। এর অর্থ, ট্রলটার ধারে কাছে চলে এসেছে হলি। দূর থেকে বসতিটাকে দেখতে পেল ও, একটা ছোট পাহাড়ের উপর অবস্থিত। মধ্যযুগীয় বেড়া দিয়ে ঘিরে রাখা হয়েছে বসতিটাকে। এখনও অধিকাংশ জানালায় আলো দেখা যাচ্ছে। *জাদু খাটানো যাক*, ভাবলো সে।

ফেয়ারিদের যেসব জাদু ক্ষমতা আছে বলে মাড ব্লাডরা বিশ্বাস করে, সেগুলোর অধিকাংশই মিথ্যা। তবে হ্যাঁ, কিছু ক্ষমতা তো তাদের আছেই। আরোগ্য, মেসমার বা মানুষ ভোলানো আর ঢাল-সেগুলোর কয়েকটা। ঢাল নাম দেয়াটা অবশ্য ঠিক হয়নি। আসলে অধিকাংশ ফেয়ারি এতো দ্রুত গতিতে কম্পিত হয় যে, মানুষের চোখ তাদেরকে দেখতে পায় না। শুধু হালকা আবছা একটা কিছু নজরে পরে ওদের। ঠিকমত তাকালেও কিছু দেখতে পাবার কথা না, আর মানুষরা তো মনোযোগ দিয়ে কোনও দিকে তাকায় পর্যন্ত না! তাই এই আবছা বাতাসটাকে বাষ্পীভবন বলে চালিয়ে দেয় মাড ব্লাডরা। ঢালটা চালু করে দিল হলি। জাদুকে শক্তি হিসেবে ব্যবহার করে ঢাল চালু করতে হয়। হলি টের পেল, কপাল বেয়ে ফোঁটা ফোঁটা ঘাম ঝরছে। শিষ্টাচারটা অতো তাড়াতাড়ি সম্পূর্ন না করলেই নয়! এতো ছোট একটা কাজ করতে গিয়েই ক্লান্ত হয়ে পড়েছে সে।

নিচ থেকে ভেসে আসা চিৎকার চেঁচামেচিতে চিন্তার সুতো ছিঁড়ে গেল ওর। রাতের অন্ধকারে যেসব আওয়াজ ভেসে আসছে, সেগুলোকে কেন জানি ভয়াবহ মনে হয়। আরেকটু নিচে নেমে এল সে। *শুধু রেকি করতে এসেছ তুমি*, নিজেকে বারবার বোঝাল হলি। এতোটুকুই তোমার কাজ।

পলাতক ট্রল ঠিক ওর নিচেই আছে, বসতির দেয়াল ভেঙ্গে ঢোকার চেষ্টা করছে। সফলও হচ্ছে, প্রাণিটাকে আটকে রাখার ক্ষমতা মধ্যযুগীয় দেয়ালটার নেই। আঁতকে উঠলে হলি!

Banglabook.org

ওটাকে প্রাণী না বলে বিশাল এক দানব বলাই ভালো। আকারে সহজেই মত্ত হাতিকে হার মানাবে, আর পাগলামি হাতির চেয়েও দশগুণ বেশি তীব্র। সমস্যা হলো, এই ট্রলটাকে দেখেই বোঝা যাচ্ছে, ভয়ে পাগলপারা অবস্থা ওটার।

'কন্ট্রোল,' মাইকে বলল হলি। 'পলাতককে খুঁজে পেয়েছি। পরিস্থিতি গুরুতর।'

অন্য পাশে যে রুট নিজেই থাকবেন, তা আন্দাজ পর্যন্ত করতে পারেনি ও।

'পরিষ্কার করে বলো, ক্যাপ্টেন।'

ভিডিও ক্যামেরাটা সরাসরি ট্রলের দিকে তাক করল হলি। 'পলাতক বসতির দেয়াল ভেঙ্গে ফেলেছে। যেকোনও মুহূর্তে ঢুকে পড়বে। উদ্ধারদল কত দূর?'

'পাঁচ মিনিট লাগবে কমপক্ষে। আমরা এখনও বাহনে আছি।'

ঠোঁট কামড়ে ধরল হলি। রুট নিজেই আসছেন নাকি?

'অনেক দেরি হয়ে যাবে, কমান্ডার। দশ সেকেন্ডের মাঝে লণ্ডভণ্ড হতে শুরু করবে বসতি। আমি যাচ্ছি।'

'নেগেটিভ, হলি...ক্যাপ্টেন শর্ট। তোমার অনুমতি নেই। কেউ আমন্ত্রণ জানিয়েছে তোমাকে? আইন তো জানোই। যেখানে আছ, সেখানেই থাকো।'

'কিন্তু কমান্ডার-'

রুট থামিয়ে দিল ওকে। 'না! কোনও কিন্তু নেই, ক্যাপ্টেন। আমি তোমাকে আদেশ দিচ্ছি। যেখানে আছ, সেখানেই থাকো!'

হলির মনে হচ্ছিল, ওর সারা দেহ কাঁপছে। এদিকে তেলের ধোঁয়ায় যেন আচ্ছন্ন হয়ে আছে ওর মস্তিষ্ক। কী করবে ও? এই মুহূর্তে কোন সিদ্ধান্তটা সঠিক? কোনটা বাঁচাবে? চাকরি না মানুষের জীবন?

সিদ্ধান্ত নেবার আগেই, দেয়াল ভেঙ্গে ভেতরে ঢুকে পড়ল ট্রলটা। রাতের নীরবতা ভঙ্গ করে শোনা গেল একটা বাচ্চার খনখনে গলার চীৎকার। '*আইইউতো!*' ইতালিয়ান ভাষায় বলে উঠল বাচ্চাটা। 'সাহায্য!'

সাহায্য চাইল নাকি বাচ্চাটা! আমন্ত্রণ না জানালে কোনও মানুষের বসতি বা বাড়িতে প্রবেশ করার অনুমতি নেই ফেয়ারিদের। যদি করে, তাহলে তার পরিণতি হয় ভয়ঙ্কর। কিন্তু হলি তার আমন্ত্রণ পেয়ে গিয়েছে!

'দুঃখিত, কমান্ডার। ট্রলটা একদম আলো সহ্য করতে পারে বলে মনে হচ্ছে না। অথচ বসতিতে বাচ্চাও আছে অনেক!'

মানসচক্ষে রুটকে দেখতে পেল ও, নিশ্চয় রাগে বেগুনি বর্ণ ধারন করেছে লোকটা।

'আমি তোমার গর্দান নিব, শর্ট! সামনের একশ বছর তোমাকে ড্রেন পরিষ্কার করে কাটাতে হবে!'

BanglaBook.org

কিন্তু কাকে কী বলছেন তিনি? হলি ততক্ষণে মাইক বন্ধ করে ট্রলের পিছু নেয়া শুরু করেছে।

দেহটাকে যথা সম্ভব ক্ষুদ্র করে ট্রলটা যে গর্ত দিয়ে দালানে ঢুকেছে, সেটা দিয়েই প্রবেশ করল ও। অবস্থা দেখে মনে হলো, একটা রেস্টুরেন্টে আছে এখন। তা-ও মানুষজনে ভর্তি একটা রেস্টুরেন্টে! উজ্জ্বল বৈদ্যুতিক আলোতে ক্ষণিকের জন্য অন্ধ হয়ে গিয়েছিল পলাতক ট্রল। এখন রাগে সবকিছু তছনছ করছে!

গ্রাহকেরা স্তম্ভিত হয়ে তাকিয়ে আছে প্রাণিটার দিকে। এমনকি বাচ্চাটাও আর চিৎকার করছে না! হাঁ করে দেখছে সবাই, বরফের মতো জমে গিয়েছে ওয়েটাররা, পাস্তাবাহী বিশাল বিশাল ট্রে তাদের হাতে শোভা পাচ্ছে। মোটা সোটা ইতালিয়ান বাচ্চারা তাদের মোটা মোটা আঙুল দিয়ে চোখ ঢেকে রেখেছে। অন্তত শুরুর কিছুক্ষণ এমনই ছিল রেস্টুরেন্টের পরিস্থিতি। এরপর এল চিৎকারের পালা!

তবে চিল্লা-পাল্লা শুরু হলো মেঝেতে ওয়াইনের বোতল আছড়ে পড়ার শব্দ দিয়ে। এতোক্ষণ যেন সবার উপর জাদুর মায়া ছড়িয়ে ছিল। কিন্তু কাঁচ ভাঙার আওয়াজের সাথে শুরু হলো নরক গুলজার!

চেহারা বিকৃত হয়ে গেল হলির। ট্রলরা যেমন আলো ঘৃণা করে, তেমনি ঘৃণা করে উচ্চ আওয়াজও।

বিশাল, ঝুলে পড়া কাঁধদুটো উঁচু করল ট্রল, গা শিহরানো আওয়াজে বের হয়ে এল প্রাণিটার বিশাল বিশাল নখড়। শিকারিদের সেই প্রাচীন স্বভাব। আক্রমণ চালাবার জন্য তৈরি হচ্ছে দানবটা।

অস্ত্রটা বের করে দ্বিতীয় মাত্রা বেছে নিল হলি। পরিস্থিতি যেমন-ই হোক না কেন, ট্রলটাকে হত্যা করতে পারবে না ও। এমনকি মানবজীবন রক্ষা করার জন্যও না। তবে হ্যাঁ, উদ্ধারদল না আসার আগে প্রাণিটাকে ঘুম পাড়িয়ে দিলে নিশ্চয় সমস্যা নেই।

ট্রল দেহ সম্পর্কে ভালোই জ্ঞান আছে ওর। জানে ওদের খুলির নিচে একটা এমন বিশেষ জায়গা আছে, যেখানে আঘাত করে ওদেরকে অজ্ঞান করে ফেলা যায়। বেশ কিছুক্ষণ ধরে ঘনীভূত আয়নিত রশ্মি ফেলল জায়গাটায়। কিন্তু কাজের কাজ হলো না কিছুই। একটু কেঁপে উঠল কেবল প্রাণিটা, টলোমলো পায়ে কয়েক পা এগোল। তারপর আগের চাইতেও অধিক ক্রোধে ফেটে পড়ল!

ব্যাপার না, ভাবল হলি। *আমার ঢাল চালু আছে। আমি অদৃশ্য। আমাকে সে দেখতে পাচ্ছে না।*

ওর দিকে ঘুরে দাঁড়াল ট্রলটা, জট বেঁধে থাকা চুল এদিক ওদিক দুলছে।

ভয় নেই, ভয় নেই। দানবটা আমাকে দেখতে পাচ্ছে না।

একটা টেবিল তুলে নিল প্রাণিটা।

অদৃশ্য, একেবারে অদৃশ্য আমি!

BanglaBook.org

হাত পেছনে নিয়ে, আসবাবটাকে ছুঁড়ে দিল পলাতক ট্রল।

আমি বাতাসে আবছা ছায়া মাত্র।

ঠিক ওর মাথার দিকে ছুটে আসছে টেবিলটা!

সরে গেল হলি। তবে সময়মতো সরতে পারেনি। যাবার পথে, ওর পাখার ইঞ্জিনবাহী ব্যাকপ্যাক কেবল স্পর্শ করে গেল টেবিলটা। সাথে সাথে ব্যাকপ্যাকটা ফুটো হয়ে গেল, গলগল করে বেরিয়ে আসতে শুরু করল ইঞ্জিনের তেল। হলির কাঁধ থেকে খুলে নিচে পড়তে শুরু করল ওটা।

ইতালিয়ান রেস্টুরেন্ট যেহেতু, যেদিকেই তাকানো যায় খালি মোমবাতি আর মোমবাতি! ব্যাকপ্যাকটা গিয়ে পড়ল একটা মোমবাতির উপর। সাথে সাথে আগুন ধরে গেল ওটাতে। মনে হলো যেন আতশবাজির খেলা চলছে!

তবে অধিকাংশ তেল গিয়ে পড়ল ট্রলটার দেহে, সেই সাথে হলি নিজেও।

কোনও সন্দেহ নেই, ট্রলটা ওকে দেখতে পাচ্ছে! বন্ধ হয়ে গিয়েছে ওর ঢাল, ফুরিয়ে গিয়েছে ওর জাদুর ভাণ্ডার!

ট্রল এমনভাবে আঁকড়ে ধরল হলিকে, যেন কোনও উড়ন্ত মাছি ধরেছে! ছাড়া পাবার জন্য ছটফট করে উঠল মেয়েটি। কিন্তু বৃথা চেষ্টা। কলার মতো মোটা মোটা আঙুলে অপরিসীম শক্তি ধরে প্রাণিটা। বজ্র আঁটুনিতে ভেতরের সবকিছু বাইরে চলে আসতে চাইছে তার। সেই সাথে সুঁইয়ের মতো সূচালো নখর আঁচড় কাটছে বেচারির ইউনিফর্মে, যেকোনও মুহূর্তে ইউনিফর্ম ছিঁড়ে ওর মাংসে কামড় বসাবে। পরিসমাপ্তি ঘটবে হলির জীবনের।

ভাববার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছে হলি। রেস্টুরেন্টের ভেতরের পরিস্থিতিকে এখন আর কোনওভাবেই সভ্য বলা চলে না। কুলোর মতো বড় বড় দাঁতগুলো কিড়মিড় করছে ট্রলটার, মাড়ির দাঁত দিয়ে কামড়ে পিষে ফেলতে চাইছে ওর মাথা। হেলমেটটা ছিল বলে বাঁচোয়া, মাথাটা রক্ষা পেয়েছে। তবে আফসোস, নাক রক্ষা পায়নি। ট্রলটার দেহের উৎকট গন্ধ বেচারির নাকে প্রবেশ করছে। সেই সাথে পোড়া পশমের গন্ধ। ট্রলটার পিঠে আগুন লেগেছে!

হেলমেটের কাঁচের উপর দিয়ে সবুজ জিহ্বা বুলিয়ে দিল প্রাণিটা। কাঁচ! সাথে সাথে বাঁচবার একমাত্র উপায় হলির মাথায় খেলে গেল। একটা হাত কোনওরকমে মুক্ত করে, হেলমেট কন্ট্রোলের কাছে নিয়ে এল। টানেলের অন্ধকারে দেখার জন্য হেলমেটে উজ্জ্বল আলোর ব্যবস্থা আছে।

খুঁজে পেতে সেই আলো চালু করার বোতামটা টিপে দিল হলি। সাথে সাথে আটশ ওয়াটের বাতি জ্বলে উঠল হেলমেট থেকে।

আর্তচিৎকার করে পিছিয়ে এল ট্রল। এমনিতেই আলো সহ্য করতে পারে না সে, তার ওপর এতো কাছ থেকে এতো উজ্জ্বল আলো! পাগল হয়ে গেল যেন দানবটা।

BanglaBook.org

ডজন খানেক গ্লাস আর বোতল ভেঙ্গে পিছিয়ে এল ওটা। কিন্তু আলোর সাথে সাথে শব্দ যেন ওকে আরও রাগান্বিত করে তুলল। আলো, শব্দ আর আগুনের ত্রিমুখী আক্রমণের ফলাফল ছোট মাথাটা নিতে পারল না। নিজেকে বন্ধ করে দেবার আদেশ দিল দানবটার মস্তিষ্ক। প্রায় সাথে সাথেই কাটা কলাগাছের মতো আছড়ে পড়ল বেচারা।

নিরবতা নেমে এল রেস্টুরেন্টে। কেবল থেকে থেকে শ্বাসের আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। কাঁপতে কাঁপতে উঠে দাঁড়াল হলি। শত শত চোখ ওকে দেখছে, মানুষের চোখ! একদম সরাসরি ওকে দেখতে পাচ্ছে সবাই। এখন চুপচাপ আছে বটে এরা, কিন্তু বেশিক্ষণ থাকবে না। আদমজাত কখনও থাকে না।

শূন্য হাতের তালু দুটো উঁচু করে দেখাল হলি, সারা বিশ্বের সবাই এটাকে শান্তির চিহ্ন হলেই চেনে।

'ঝামেলার জন্য দুঃখিত।' একদম সহজেই ওর মুখ থেকে ইতালিয়ান শব্দগুলো বেরিয়ে এল, ফেয়ারি জাদুর আরেকটা প্রমাণ।

উপস্থিত ইতালিয়ানরাও বিড়বিড় করে জানালো, *কোনও সমস্যা নেই*।

পকেট থেকে একটা ছোট গোলক বের করে আনল হলি, মেঝের ঠিক মাঝখানে ওটা রেখে বলল, 'সবাই দেখুন।'

উপস্থিত গ্রাহকেরা মেনে নিল ওর আদেশ, একযোগে সবাই গোলকটার দিকে তাকাল। টিক টিক করছিল ওটা, আস্তে আস্তে বেড়ে যাচ্ছিল স্পন্দন। মনে হচ্ছিল, যেন যন্ত্রটায় টাইমার লাগানো আছে। কাউন্টডাউন হচ্ছে এখন। গোলকটার দিকে পিঠ দিয়ে দাঁড়ালো হলি। তিন, দুই, এক...

বুম! ফ্ল্যাশ! সাথে সাথে অজ্ঞান হয়ে গেল সবাই। মারা পড়বে না কেউ। কিন্তু জেগে ওঠার পরবর্তী চল্লিশ মিনিট তীব্র মাথা ব্যথা নিয়ে কাটাতে হবে সবাইকে। দীর্ঘশ্বাস ফেলল হলি। আপাতত নিরাপদে আছে সবাই। দৌড়ে দরজার ছিটকিনি বন্ধ করে দিয়ে এল, কাউকে ঢুকতে বা বেরোতে দেবে না। তবে ট্রলটা দেয়ালে যে ছিদ্র করে ঢুকেছিল, সেটা দিয়ে যদি কেউ ঢোকে তো আর ওর কী করার আছে। এরপর ট্রলটার গায়ের আগুন নিভিয়ে দিল।

কাজ শেষ করে রেস্টুরেন্টের ভেতরে একবার তাকাল হলি। ঝামেলা...বিপদ...ভয়াবহ পরিস্থিতিতে পড়েছে সে! হ্যামবার্গও এর সামনে কিছু না। রুট ওকে জ্যান্ত চিবিয়ে খাবেন। কমান্ডারের মুখোমুখি হবার চাইতে, ট্রলের মুখোমুখি হওয়া নিরাপদ হবে আমার জন্য-ভাবল ও।

এখানেই তাহলে ওর চাকরী জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটতে যাচ্ছে! কিন্তু এই মুহূর্তে সেটাকে আর গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হচ্ছে না। পাঁজরের হাড় ব্যথা করছে, মাথা ব্যথা শুরু হবো হবো করছে। একটু বিশ্রাম না নিলেই নয়। উদ্ধারদল আসার আগে একটু বিশ্রাম নিতেই হবে ওকে।

BanglaBook.org

চেয়ার খুঁজে বের করে যে বসবে, সেই শক্তি অবশিষ্ট নেই বেচারির দেহে। অত ঝামেলার মাঝে না গিয়ে দাবার ছকের আদলে তৈরি মেঝের উপর দেহটা ছেড়ে দিল ও।

চোখ যখন খুলল, তখন প্রথমেই দেখতে পেল কমান্ডার রুটের রাগে বিকৃত হয়ে থাকা চেহারা। *দুঃস্বপ্নও এতো ভয়ংকর না*, ভাবল হলি। এক মুহূর্তের জন্য যেন রাগে গনগন করতে থাকা চোখ জোড়ায় ওর জন্য দুশ্চিন্তা দেখতে পেল। কিন্তু না, পরমুহূর্তেই আবার দেখতে পেল চিরচেনা সেই লাল হয়ে থাকা চোখ।

'ক্যাপ্টেন শর্ট!' হলির মাথাব্যথাকে পাত্তা না দিয়ে গর্জন করে উঠলেন তিনি। 'কোন জাহান্নাম নেমে এসেছিল এখানে?'

কাঁপতে কাঁপতে উঠে দাঁড়াল হলি।

'আমি...আসলে...হয়েছে কী...' বলতে চাইল মেয়েটি। কিন্তু শব্দগুলো আসতে অস্বীকৃতি জানাচ্ছে।

'তুমি আমার সরাসরি আদেশ অমান্য করেছ। তোমাকে দূরে থাকতে বলা হয়েছিল। শোননি। আর জানোই তো, আমন্ত্রণ ছাড়া কোনও মানুষ নির্মিত দালানে ঢোকা আমাদের জন্য নিষেধ।'

মাথা নেড়ে চোখের সামনে ভিড় জমাতে থাকা ছায়াগুলো সরাবার প্রয়াস পেল হলি।

'আমাকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। একটা বাচ্চা সাহায্যের আবেদন জানিয়েছিল।'

'তোমার কাছে নিশ্চয় চায়নি, শর্ট।'

'এর আগেও এমনটা ঘটেছে, স্যার। রাষ্ট্রপক্ষ বনাম করপোরাল রোয়ি-এর কেসে। জুরি সিদ্ধান্ত দিয়েছিলেন, মহিলার সাহায্যের আবেদনকে দালানে প্রবেশ করার আমন্ত্রণ হিসেবে বিবেচনা করা যাবে। যাই হোক, আপনিও যেহেতু ভেতরে আছেন তার মানে, আপনিও সেটাকে আমন্ত্রণ হিসেবে নিয়েছেন।'

'হুম,' সন্দিগ্ধ কণ্ঠে বললেন রুট। 'কপাল ভালো তোমার। পরিস্থিতি আরও খারাপ হতে পারত।'

চারপাশে তাকাল হলি। পরিস্থিতি আরও খারাপ হতে পারত! বুড়ো বলে কী! রেস্টুরেন্ট একেবারে তছনছ হয়ে গিয়েছে। কমপক্ষে চল্লিশজন মানুষ অজ্ঞান হয়ে মাটিতে পড়ে আছে। প্রযুক্তি বিশেষজ্ঞের দল তাদের মাথায় ইলেকট্রোড লাগাচ্ছে।

BanglaBook.org

‘অর্ধেক শহরের মানুষ ছুটে এসেছিল এতো চিল্লাচিল্লির কারণ দেখতে। কিন্তু আমরা সামলাতে পেরেছি।’

‘ছিদ্রের কী হলো?’

গর্বের হাসি হাসলেন রুট। ‘নিজের চোখেই দেখে নাও।’

সাথে সাথে ছিদ্রটার দিকে নজর দিল হলি। উদ্ধারদল একটা হলোগ্রাম দেয়াল খাড়া করে দিয়েছে ছিদ্রের জায়গায়। আপাতত কাজ চলবে, কিন্তু কাছ থেকে দেখলে যে কেউ বুঝতে পারবে যে কোথাও কোনও ঘাপলা আছে। তবে দেখবে আর কে? ভেতরের সবাই তো অজ্ঞান হয়ে আছে। আর যতক্ষণে তাদের জ্ঞান ফিরে আসবে, ততক্ষনে দেয়ালটার মেরামত কাজ শেষ হয়ে যাবে। সেই সাথে টেলিকাইনেটিক বিভাগের হস্তক্ষেপের কারণে পুরো ঘটনাটার স্মৃতিও মুছে যাবে এখানকার সব মানুষের মন থেকে।

রেস্টরুম থেকে দৌড়ে এল একজন অফিসার।

‘কমান্ডার!’

‘হ্যাঁ, সার্জেন্ট?’

‘ওখানে একজন মানুষ লুকিয়ে আছে, স্যার। অজ্ঞান হয়নি। এখুনি এদিকে আসছে সে!’

‘ঢাল!’ অল্পকথায় আদেশ দিলেন রুট। ‘সবাই এখুনি চালু করে দাও!’

চেষ্টা করল হলি, আপ্রাণ চেষ্টা করল। কিন্তু জাদুর ভাণ্ডার যে ফুরিয়ে গিয়েছে! ছোট একটা বাচ্চা বেরিয়ে এল রেস্টরুম থেকে, ঘুমে চোখ ঢলঢল করছে। মোটা একটা আঙুল তুলে হলির দিকে ইঙ্গিত করল সে।

‘শুভ সন্ধ্যা, পরী।’ বলে ওর বাবার কোলে ওঠে ঘুমিয়ে পড়ল।

আবার দৃশ্যমান হলেন রুট। না দেখলে হলি বিশ্বাসই করতে পারত না যে তার পক্ষে আরও রেগে ওঠা সম্ভব!

‘তোমার শিল্ডের কী হয়েছে, শর্ট?’

ঢোক গিলল হলি।

‘চাপ কমান্ডার, এতো চাপ নিতে পারছে না। তাই’ নিজের গলার সন্দেহের সুর নিজের কানেই ফুটে উঠল ওর।

রুটকে এতো সহজে বোকা বানানো অসম্ভব। ‘আমাকে মিথ্যা বলেছ তুমি, ক্যাপ্টেন। ভাণ্ডারে জাদু নেই, তাই না?’

চুপ করে শুধু মাথা নেড়ে সায় জানাল বেচারি।

‘শেষ শিষ্টাচার কবে পালন করেছ তুমি?’

ঠোঁট কামড়ে ধরল হলি। ‘এই...বছর চারেক হবে, স্যার।’

মনে হলো, ফুলে ওঠা বেলুনের মতো ফেটে যাবেন রুট।

BanglaBook.org

‘চার...চার বছর? এতোদিন টিকলে কীভাবে? আজকেই শিষ্টাচার পালন করবে, বুঝেছ? কাজ শেষ না করে যেন পাতালে না দেখি। এই অবস্থায় তুমি নিজের জন্য আর তোমার সহকর্মীদের জন্যও বিপদজনক।’

‘ইয়েস, স্যার।’

‘উদ্ধারদল থেকে একটা হামিংবার্ড নিয়ে আয়ারল্যান্ডে চলে যাও। ওখানে আজ পূর্ণিমা।’

‘ইয়েস, স্যার।’

‘আর একমুহূর্তের জন্যও ভেবো না যে এই ঘাপলার কথা আমি ভুলে গিয়েছিল। তুমি ফিরে এলে কথা হবে।’

‘ইয়েস, স্যার। অবশ্যই, স্যার।’

যাবার জন্য ঘুরে দাঁড়াল হলি, কিন্তু রুট গলা খাঁকড়ি দিয়ে ওর দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন।

‘ওহ, আর ক্যাপ্টেন শর্ট?’

‘জ্বী?’

বেগুনি ভাবটা হারিয়ে গিয়েছে কমান্ডারের চেহারা থেকে, দেখে মনে হচ্ছে তিনি খুব লজ্জা পাচ্ছেন কথাটা বলতে।

‘অনেকের জীবন বাঁচিয়েছ, ভালো কাজ দেখিয়েছ তুমি। পরিস্থিতি আরও খারাপ হতে পারত।’

হেলমেটের কাঁচ দিয়ে চেহারা ঢাকা আছে বলে রক্ষা, নইলে উজ্জ্বল হয়ে যাওয়া মুখ ঢেকে রাখতে পারত না হলি।

‘ধন্যবাদ, স্যার।’

ঘোঁত করে উঠলেন রুট, চেহারা আবার তার বেগুনি রঙ ফিরে পেয়েছে।

‘এখন ভাগো। জাদু ভাণ্ডার পুরো না করে যেন ফিরতে না দেখি।’

দীর্ঘশ্বাস ফেলল হলি।

‘ইয়েস, স্যার। যাচ্ছি, স্যার।’

BanglaBook.org

চারঃ অপহরণ

আর্টেমিসের পরিকল্পনা দারুণ, কিন্তু কাজে লাগাতে গিয়ে বেশ কয়টা সমস্যার সামনে পড়তে হলো ওকে। তাদের মাঝে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো-জায়গা। ঠিক কোন জায়গায় গেলে লেপ্রিকন পাওয়া যাবে? রূপকথার প্রাণিরা এমনিতেই লাজুক স্বভাবের। তাদের মাঝেও বেশি লাজুক হলো লেপ্রিকন। খোদা মালুম, কত শত বছর হলো পৃথিবীতে বাস করছে ওরা। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, না ওদের কোনও ছবি আছে আর না কোনও ভিডিও! দুই চারজন খ্যাপাটে তো মাঝে মাঝে 'হ্যান দেখেছি, ত্যান দেখেছি' বলে দাবি করেই থাকে! কিন্তু লেপ্রিকন দেখেছে, এমন দাবির সংখ্যাও প্রায় শুন্যের কোঠায়। অসামাজিক প্রাণী হলেও বুদ্ধিমত্তায় কম নয়। তার প্রমাণ? ইতিহাসে এখন পর্যন্ত এমন একজন মানুষের কথা উল্লেখ নেই, যে কোনও লেপ্রিকনের স্বর্ণভাণ্ডারে হাত বসাতে পেরেছে! অবশ্য 'পবিত্র বই' স্বচক্ষে দেখেছে, এমন মানুষও নেই।

নিজ স্টাডিতে বাটলার পরিবারের দুই সদস্যকে আসতে বলল আর্টেমিস। ওরা এসে উপস্থিত হলে একটা ছোট ঢালু ডেস্কের ওপাশ থেকে বলল, 'নিজের জাদু ভাণ্ডার পুনরায় পূর্ণ করতে হলে, একজন ফেয়ারিকে তিনটা কাজ করতেই হবে।'

নড করল দুই বাটলার, যেন ওদের সামনে বসে কোনও বিশেষ মিশনের জন্য ব্রীফ করছে আর্টেমিস।

পবিত্র বইটা এরিমাঝে ছাপিয়ে নিয়েছে ছেলেটা। এবার একটা বিশেষ পাতা খুলে বলল,

মাটি থেকে আসে তোমার ক্ষমতা,
তাই কৃতজ্ঞতায় নত করো মাথা।
সাবধানে তোল জাদুর বীজ এমন এক জায়গা থেকে,
যেখানে পূর্ণচন্দ্র, প্রাচীন ওক আর প্রবাহিত পানি দেখা করে।
ফিরিয়ে দাও সেটা দূরের মাটিতে,
আর নিয়ে নাও জাদু দু'হাত পেতে।

BanglaBook.org

বইটা বন্ধ করে আবার দুই অধিনস্তদের দিকে মনোযোগ দিল ও, 'বুঝতে পারছ?'

এখনও মাথা দুলিয়ে চলছে বাটলার আর জুলিয়েট, কিন্তু ওদের চোখ দেখে বোঝা যাচ্ছে-কিছুই বুঝতে পারেনি।

দীর্ঘশ্বাস ফেলল আর্টেমিস। 'জাদু ধরে রাখতে হলে, লেপ্রিকনরা শিষ্টাচার মেনে চলতে বাধ্য। তাও একেবারে নির্দিষ্ট ধাপের শিষ্টাচার। এদের খুঁজে বের করতে হলে, আমাদের এই ব্যাপারটাকে কাজে লাগাতে হবে।'

হাত তুলে দৃষ্টি আকর্ষণ করল জুলিয়েট, যদিও আর্টেমিসের চাইতে সে বয়সে বড়।

'বলো?'

'আসলে হয়েছে কী আর্টেমিস,' ইতস্তত করতে করতে বলল **মেয়েটি**। 'লেপ্রিকনদের ব্যাপারে একটা কথা...'

ভ্রূ কুঁচকে ফেলল ছেলেটা। *খারাপ...খুব খারাপ লক্ষণ*। 'কী কথা?'

'না মানে...লেপ্রিকন বলে যে কিছু নেই...সেটা জানো তো?'

মুখ বিকৃত করে ফেলল বাটলার। দোষটা তার, বোনকে মিশনের ব্যাপারে সবকিছু বুঝিয়ে বলতে ভুলে গিয়েছিল।

ফলও পেল, দেখল আর্টেমিস চোখ ছোটছোট করে ওর দিকে তাকিয়ে আছে।

'বাটলার তোমাকে বলেনি?'

'না তো! কী বলবে?'

'বলার কথা তো। হয়তো ভেবেছিল যে তুমি উপহাস করবে, তাই বলেনি।'

ভেতরে ভেতরে কুঁচকে উঠল বাটলার। আসলে ও তেমনটাই ভেবেছিল। জুলিয়েট-ই একমাত্র জীবিত মানুষ, যে ওকে প্রায়শ উপহাস করার সাহস বা ক্ষমতা রাখে। অধিকাংশ মানুষের সেই সুযোগ হয় একবার...মাত্র একবার।

গলা পরিষ্কার করে নিল আর্টেমিস। 'পরে বলবে তাহলে। এখন ধরে নাও যে রূপকথার প্রাণিদের অস্তিত্ব আছে আর আমি প্রথম শ্রেণির গর্দভ নই।'

দুর্বল ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল বাটলার। অবশ্য জুলিয়েটকে দেখে প্রভাবিত হয়েছে বলে মনে হলো না।

'ঠিক আছে তাহলে, সামনে যাওয়া যাক। বলছিলাম, জাদু ধরে রাখার জন্য নির্দিষ্ট শিষ্টাচার পালন করতে হয় ফেয়ারিদের। যতদূর বুঝতে পারলাম, নদীর ধারে অবস্থিত এক প্রাচীন ওক গাছ থেকে, পূর্ণিমার রাতে বীজ তুলে নিতে হয় তাদের।'

এতোক্ষণে আর্টেমিসের কথার অর্থ বুঝতে শুরু করেছে বাটলার। উজ্জ্বল চোখে বলল, 'তাহলে আমাদেরকে কেবল...'

'এই তিনটি বিষয় ঠিক কোন জায়গায় মিলে যায়, সেটা বের করতে হবে। কাজটার জন্য লাগবে আবহাওয়া পর্যবেক্ষণ করে এমন উপগ্রহ। আমার একটা না, বেশ কয়েকটা আছে। বিশ্বাস করা শক্ত, কিন্তু বর্তমান পৃথিবীতে একশ বছরের বেশি বয়সি ওক গাছের সংখ্যা অনেক কম। সেই সাথে নদীর তীর আর পূর্ণিমা যোগ করলে, এই মুহূর্তে এই দেশে এমন জায়গা মাত্র একশ ঊনত্রিশটা আছে।'

BanglaBook.org

বাটলারের মুখে চওড়া হাসি খেলে গেল, এতোক্ষণে কাজের কথা শুরু হয়েছে।

'তবে আমাদের বিশেষ 'অতিথি'র থাকার জন্য, বিশেষ ব্যবস্থা করতে হবে,' জুলিয়েটের দিকে একটা টাইপ করা কাগজ এগিয়ে দিল আর্টেমিস। 'সেলারে এসব ব্যবস্থা যেন থাকে, সেটা নিশ্চিত করার দায়িত্ব তোমার উপরে রইল।'

'ঠিক আছে, আর্টি।'

ভ্রূ কুঁচকে গেল ছেলেটার, তবে অল্প কিছুক্ষণের জন্য। কেন জানে না, মায়ের দেয়া ডাকনামটা জুলিয়েটের মুখে শুনতে ভালোই লাগে ওর।

এদিকে চিবুক চুলকাচ্ছে বাটলার। আর্টেমিস তা দেখতে পেল।

'কোনও জিজ্ঞাসা?'

'আর্টেমিস, হো চি মিং শহরের স্প্রাইটটা...'

মাথা দোলাল ছেলেটা। 'বুঝতে পেরেছি, ওকে কেন অপহরণ করলাম না?'

'হ্যাঁ!'

'সপ্তম শতকে, হারানো শহর *সুশমো* থেকে একটা হাতে লেখা পাণ্ডুলিপি পাওয়া গিয়েছিল। ওটাকে তুমি চি লুন-এর লেখা রূপকথার প্রাণিদের অভিধানও বলতে পারো। ওতে লেখা ছিলঃ *যখন কোনও ফেয়ারি, মাড ব্লাড, মানে আমরা, যদি ওরা আমাদের মাঝে বাস করতে শুরু করে, তখন তাকে মৃত বলে ধরে নেয়া হয়।* বুঝতেই পারছে, ওই বিশেষ স্প্রাইটকে অপহরণ করলে আমাদের লাভ হবার সম্ভাবনা একেবারেই ক্ষীণ। নাহ, বাটলার, আমাদের চাই নতুন রক্ত। বুঝতে পেরেছ?'

মাথা নাড়ল বিশালদেহী লোকটা, বুঝতে পেরেছে।

'ভালো, এবার তোমার দায়িত্ব বুঝে নেবার পালা। আজ রাতের চন্দ্রদর্শনে আমাদের বেশ কিছু জিনিসের দরকার পড়বে।'

ওর দিকে বাড়িয়ে দেয়া কাগজটার লেখা ভালো করে পড়ে নিল বাটলারঃ সবগুলোই সাধারণ জিনিস। কয়েকটা অবশ্য একটু বিস্ময়ের উদ্রেক করেছিল, কিন্তু খুব একটা বেশি নয়। কিন্তু শেষ জিনিসটার নাম পড়ে আর থামিয়ে রাখতে পারল না নিজেকে...

'সানগ্লাস? রাতে?'

আর্টেমিসকে হাসতে দেখলে বাটলারের ভয় লাগে, মনে হয় এই যেন একজোড়া শ্বদন্ত বেড়িয়ে এল! এখন হাসছে আর্টেমিস, তাই বাটলারের মনের অবস্থা সহজেই অনুমেয়। 'হ্যাঁ, বাটলার। সানগ্লাস লাগবে। আমার উপর ভরসা রাখো।'

তা রাখে বাটলার, সবসময়ই রাখে।

BanglaBook.org

স্যুটের তাপ নির্ধারক ব্যবস্থা চালু করে দিয়ে, চার হাজার মিটার পর্যন্ত উপরে উঠে গেল হলি। হামিংবার্ড পাখাগুলো এর উচ্চতায় কাজ করে না। যদি করত, তাহলে আরও উপরে উঠত ও। ব্যাটারি দেখে বুঝতে পারল আর মাত্র চার দাগ চার্জ বাকি আছে। যেহেতু দাগগুলো লাল হয়ে আছে, তার মানে চার্জ প্রায় শেষের দিকে। কিন্তু ইউরোপে একবার ঘুরে আসার জন্য যথেষ্ট। অবশ্য নিয়মানুসারে হলির যতটা সম্ভব জলভাগের উপর দিয়ে ওড়ার কথা, কিন্তু চলার পথে একবার আল্পসের তুষার ঢাকা চুড়া ছোঁবার লোভ সামলাতে পারল না ও।

কপাল ভালো স্যুটটা বিরূপ প্রকৃতির হাত থেকে অনেকটাই রক্ষা করছে হলিকে, কিন্তু তবুও যেন হাড় পর্যন্ত কেঁপে উঠছে ঠাণ্ডায়। অনেক উপর দিয়ে উড়ে যাচ্ছে বলে, চাঁদটাকে বিশাল দেখাচ্ছে। এমনকি পৃথিবী থেকেও পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে ওটার কলঙ্ক! আজকের রাতে একেবারে নিখুঁত এক বৃত্তের রূপ নিয়েছে শশী। জাদুকরী পূর্ণিমা যাকে বলে! ইমিগ্রেশনের কর্মচারীদের জন্য মায়াই হলো হলির। এমন চাঁদ শুধু মানুষদেরই নয়, ফেয়ারিদেরও পাগল করে তোলে। মাটির উপরে আসার এক অদম্য ইচ্ছা গড়ে ওঠে তাদের মাঝে। থামাবার আপ্রাণ চেষ্টা করেও বিফল হয় কর্মচারীরা। পাতাল থেকে উপরে আসার অগণিত বেআইনি টানেল আছে, কিন্তু সবগুলোর উপর নজর রাখার মতো লোকবল নেই।

ইতালিয়ান উপকুল ধরে মোনাকো পর্যন্ত চলে এল হলি, এরপর আল্পস পার হয়ে ফ্রান্সে। উড়তে ভালবাসে ও, অবশ্য সব ফেয়ারির জন্যই কথাটা সত্য। পবিত্র বইতে লেখা আছে, একদা ওদের সবার পিঠে পাখা ছিল। কিন্তু বিবর্তনের ফলে সেগুলো হারিয়ে ফেলেছে ওরা। কেবল মাত্র স্প্রাইটের পাখা আছে এখনও। এক দল বিজ্ঞানীদের মতে, ফেয়ারিদের উৎপত্তি হয়েছিল উড়তে সক্ষম ডায়নোসরদের থেকে। আরও নির্দিষ্ট করে বলতে গেলে, টেরাড্যাকটিলদের উত্তর পুরুষ ওরা। প্রমাণ হিসেবে তারা দেখায় দৈহিক গঠনকে। অভাবনীয় মিল আছে ওদের সাথে টেরাড্যাকটিলের। প্রত্যেক ফেয়ারির কাঁধের ছোট্ট, উঁচু হয়ে থাকা হাড়টা নাকি তা-ই প্রমাণ করে!

প্যারিসের ডিজনিল্যান্ডে যাবে কিনা, এক মুহূর্তের জন্য তা ভাবল হলি। ওখানে লেপ-এর অনেক অফিসার ছদ্মবেশে আছে। বিশেষ করে তুষারশ্বেতার ওখানে কাজ করে ওরা। দুনিয়াতে রূপকথার প্রাণিরা খুব কম জায়গাতেই কারও মনে সন্দেহের উদ্রেক না করে ঘোরাফেরা করতে পারে। ডিজনিল্যান্ড তেমনই এক জায়গা।

BanglaBook.org

কিন্তু যদি কোনও পর্যটক হলির ছবি তুলে ইন্টারনেটে ছেড়ে দেয়, তাহলে রুট ওকে কাঁচা আর রোস্ট করে, দুভাবেই চিবিয়ে খাবেন। দুঃখের সাথে পরিকল্পনাটা বাদ দিতে হলো ওকে।

ইংলিশ চ্যানেলের উপরে পৌঁছার পর, উচ্চতা কমিয়ে আনল হলি। এতোটাই যে মনে হলো, ঢেউগুলো ওকে ছোঁয়ার পণ করেছে! ডলফিনদেরকে ডাকতেই, পানির উপরে উঠে এল তারা। ওর সাথে পাল্লা দিয়ে ছুটল কিছুক্ষণ। পরিবেশ দূষণের চিহ্ন পরিষ্কার দেখতে পেল হলি, বেচারাদের চামড়া সাদা হয়ে এসেছে। সেই সাথে পিঠে দেখা যাচ্ছে লাল লাল ক্ষত। হাসল বটে, কিন্তু হৃদয়টা দুঃখে পরিপূর্ণ হয়ে এল।

আদমজাতের অপরাধের পাল্লা দিন দিন ভারি হয়ে উঠছে।

বেশ কিছুক্ষণ পর, উদ্দিষ্ট ভূমির দেখা পেল মেয়েটা। *ইরিউ*, যেখানে সময়ের শুরু হয়েছিল, ধরা দিল ওর চোখে। পুরো দুনিয়াতে এর চাইতে জাদুময় স্থান আর নেই। দশ হাজার বছর আগে এই এখানেই প্রাচীন ফেয়ারি প্রজাতি, *ডি ডানান*, দানব *ফোমোরিয়ানসের* সাথে যুদ্ধ করেছিল। নিজেদের জাদু দিয়ে ভেঙ্গে টুকরো টুকরো করে দিয়েছিল কুখ্যাত দানবের বাঁধ। এখানেই দাঁড়িয়ে আছে মহাবিশ্বের নোঙর খ্যাত *লিয়া ফেইল*, এখানেই অভিষিক্ত করা হতো ফেয়ারিদের রাজাকে। আবার আদমজাতের প্রধান, আয়ারল্যান্ডের প্রধান রাজাও অভিষিক্ত হয়েছিল।

তবে কপাল মন্দ, মাড ব্লাডরাও তাই এই জায়গার প্রতি অদ্ভুত এক টান অনুভব করে। কেন এমনটা হয়, তা হয়তো তারা নিজেরাও জানে না। এজন্যই এখানে প্রায়শই রূপকথার প্রাণিদের দেখা পাবার ঘটনা ঘটে। তবে কপাল ভালো, বিশ্বের বাকি সবাই মনে করে, আইরিশরা পাগলাটে। অবশ্য এরা নিজেরাও সম্ভবত তাই মনে করে। আইরিশদের ধারণা, যেখানেই যাক না কেন, প্রত্যেকটা ফেয়ারি নিজের সাথে একগাদা সোনা নিয়ে যায়! লেপ-এর ফান্ডে অবশ্য অপহৃত ফেয়ারিকে উদ্ধার করার জন্য আলাদা করে সোনা রাখা আছে। কিন্তু এখন পর্যন্ত কোনও আদমজাত তার চেহারাও দর্শন করতে পারেনি। তাই বলে হাল ছাড়েনি আইরিশরা, এখনও রংধনু দেখলে সেটার পিছু নেয়া ওদের স্বভাব। কেননা তারা বিশ্বাস করে, রংধনু যেখানে শেষ, সেখানকার মাটিতে পোঁতা আছে সোনা।

এতোকিছুর পরও, একমাত্র এই জাতির প্রতিই যা একটু দুর্বল ফেয়ারিরা। হয়তো ওদের এই পাগলামি আর অন্যের কথাকে পাত্তা না দেবার মনোভাবের জন্য। হয়তো প্রাচীন পন্থাকে আঁকড়ে রাখার প্রচেষ্টার জন্য। অবশ্য আরেক দল বিজ্ঞানী যে বলে থাকেন, ফেয়ারিরা মানুষের সাথে বিবর্তনগতভাবে সম্পর্কিত-সে কারণেও হতে পারে।

BanglaBook.org

ডলফিনদেরকে ডাকতেই, পানির উপরে উঠে এল তারা

কেননা এই বক্তব্য যদি সত্যি হয়, তাহলে এই দ্বীপ থেকেই হয়েছে ওদের সবার শুরু।

কব্জির লোকেটর স্পর্শ করে, পুরো এলাকার মানচিত্র তুলে আনল হলি। ঠিক কোন কোন জায়গায় জাদুর ঘনত্ব বেশি, তা খুঁজে বের করার কাজে লাগিয়ে দিল যন্ত্রটাকে। লিল ফেইলের নিকটবর্তী এলাকা-টারা, অবশ্য এর জন্য সবচেয়ে ভালো। কিন্তু আজ রাতের মতো এক পাগল করা পূর্ণিমার রাতে ওখানে পা রাখার জায়গা পাওয়া যাবে বলে মনে হয় না। তাই দ্বিতীয় আরেক জায়গা খুঁজে বের করার কাজে মন দিল হলি।

Banglabook.org

ধারে কাছে পেয়েও গেল একটা, দক্ষিণ-পূর্ব উপকূল বরাবর একটু সামনেই। আকাশ পথে সহজে পৌঁছানো যাবে। তবে স্থলভূমি থেকে যথেষ্ট দূরে, মাটিপ্রেমি আদমজাতের ওই জায়গা নিয়ে আগ্রহ থাকার কথা না। সিদ্ধান্ত নিয়ে আরও আশি মিটার নিচে নেমে এল হলি। চাঁদের আলোয় অপার্থিব সৌন্দর্য নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা একটা সবুজ বন পার হয়ে এল। শিষ্টাচারের জন্য দরকারী সব কিছুই আছে এখানে, চাঁদের আলোয় রূপালী নদীর পানি, মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে থাকা ওক গাছ-সব।

লোকেটরে আরেকবার নজর বোলালো হলি, কোনও জীবিত প্রাণী আশেপাশে থাকলে সমস্যা। যখন বুঝতে পারল, সন্দেহজনক কেউ নেই, তখন ইঞ্জিন বন্ধ করে গাছটার পাশে এসে নামল।

•

চার মাস ধরে প্রতি পূর্ণিমার রাতে নজর রাখতে রাখতে বাটলারের মতো পেশাদারেরও নাভিশ্বাস উঠে গিয়েছে। তাও, কপাল ভালো, প্রতি রাতে পূর্ণিমা হয় না। নইলে যে কী হতো, ভাবতেই শিউরে উঠল বেচারা।

একই কাজ করে আসছে গত চার মাস ধরে। আর্টেমিস আর ও, সূর্য ডুবতেই টিনের একটা পাতলা আবরণে আবৃত করে নেয় নিজেদের। পিন পতন নীরবতার মাঝে এরপর সময় কাটে। বাটলার ব্যস্ত হয়ে পড়ে চুপচাপ নিজের যন্ত্রপাতি বার বার দেখে নেবার কাজে, আর আর্টেমিস চোখে দূরবীন ধরে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে গাছটার দিকে। এই সময়গুলোতে মনে হয়, প্রকৃতিও যেন মৈন ব্রত পালন করছে। মাঝে মাঝে আর্টেমিসের সাথে কথা বলার, নিদেনপক্ষে শিস দেবার আগ্রহ চরম হয়ে ওঠে ওর মাঝে। কিন্তু মনিবের কড়া নির্দেশ, মনোযোগ একমুহূর্তের জন্যেও ভঙ্গ করা যাবে না। হাজার হলেও, কাজে এসেছে!

আজ রাতে ওরা এসেছে দক্ষিণ-পূর্ব দিকে। একশ উনত্রিশটার মাঝে এই জায়গাটাতে আসাই সবচেয়ে কঠিন বলে প্রমাণিত হয়েছে। সব যন্ত্র নিয়ে আসার জন্য তিন তিন বার আসা যাওয়া করতে হয়েছে বাটলারকে। বেচারার ট্রাউজার আর সাথের বুটজোড়া মনে হয়ে ফেলেই দিতে হবে। তা নাহয় পরে দেখা যাবে, কিন্তু ভেজা জিনিসগুলো পরে যে এখন মশার কামড় খেতে হচ্ছে, এই দুঃখ ও রাখবে কোথায়? কিন্তু আর্টেমিসের কোনও ভ্রুক্ষেপ নেই। একেবারে চুপচাপ হয়ে বসে আছে ছেলেটা।

পাতলা টিন নির্মিত চাদরটা এরিমাঝে সবার নজর কাড়তে সক্ষম হয়েছে। বেশ কয়েকটা কোম্পানি তো ওটা ব্যবসায়িকভাবে নির্মাণ করার অনুমতিও চেয়ে বসেছে! অবশ্য এসব কোম্পানির অধিকাংশই সামরিক কাজে লাগাতে চায়

BanglaBook.org

আর্টেমিসের এই নবতম আবিষ্কারকে। কিন্তু ছেলেটা অনুমতি দিয়েছে খেলোয়াড়ি সামগ্রী তৈরি করে এমন এক কোম্পানিকে। অবশ্য ডিজাইনটাকে অন্যরকম বলতেই হয়। কেননা টিনের চাদরটার সাথে যোগ হয়েছে ফাইবারগ্লাস নির্মিত একটা বহিরাবরণ। নাসার প্রযুক্তির উন্নত সংস্করণ এই টিনের চাদর, তাপ নিরোধক জিনিসটা এক ফোঁটা উত্তাপও ভেতর থেকে বাইরে বা বাইরে থেকে ভেতরে আসতে দেয় না। আবার নিজেও উত্তপ্ত হয় না, তাই দূর থেকে দেখে ওটা আবিষ্কার করার কোনও উপায় নেই। এমনকি তাপের পরিবর্তন টের পায়, এমন প্রাণিরাও এর অস্তিত্ব ধরতে অক্ষম।

একই সাথে আশ্রয় আর নজর রাখার জায়গা হিসেবে একেবারে নিখুঁত এক আবিষ্কার। আবার এতোটাই হালকা-পাতলা যে, যেকোনও সাধারণ ব্যাগে করেই আনা নেয়া করা যায়।

কিন্তু যতোই বুদ্ধিমান ডিজাইনারের ডিজাইন করা আয়েশি আশ্রয়ে বসে থাকুক না কেন, পরিস্থিতির গুরুত্ব ঠিক বুঝতে পারছিল বাটলার। আর্টেমিস কিছু একটা নিয়ে দুশ্চিন্তা করছে। কিন্তু কী নিয়ে?

বেশ কয়েক রাত অর্থহীন নজর রাখার পর, আজ সাহস নিয়ে জিজ্ঞাসা করেই বসল বাটলার, 'আর্টেমিস, জানি আমার কথাটা বলা সাজে না। তবে বুঝতে পারছি, তোমার মাঝে কোনও দুশ্চিন্তা কাজ করছে। যদি কোনওভাবে সাহায্য করতে পারি, তাহলে...'

বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে রইল আর্টেমিস। সেই কিছুক্ষণের মাঝে আর্টেমিসের আসল চেহারা দেখতে পেল বাটলার। এতো কিছু না ঘটলে, এতো চাপ নিতে না হলে আর্টেমিস যে বাচ্চা ছেলে হিসেবে জীবন যাপন করত, সেই বাচ্চা ছেলেটার চেহারা।

'মা'র কথা ভাবছি, বাটলার।' অবশেষে মুখ খুলল ছেলেটা। 'সন্দেহ হচ্ছে, আদৌ কখনও তিনি-'

ঠিক সেই মুহূর্তে একটা লাল আলো জ্বলতে নিভতে শুরু করল মনিটরে।

•

BanglaBook.org

নিচু হয়ে থাকা একটা ডালে পাখাজোড়া ঝুলিয়ে রাখল হলি। বাতাসের স্পর্শ পাবার জন্য হেলমেটটাও খুলে ফেলল। সামনে দৃশ্য চোখের পড়ার সাথে সাথে এক মুহূর্তের জন্য যেন থমকে দাঁড়াল হলি। আয়ারল্যান্ড যেন শিল্পীর তুলিতে আঁকা এক ছবি!

এমনকি আদমজাতের হাতে পড়েও সে তার সৌন্দর্য হারায়নি। অন্তত এখন পর্যন্ত না...হয়তো আর এক দুই শতাব্দী সময় পেলে তারা এই সুন্দর দেশেরও

বারোটা বাজিয়ে ফেলতে পারবে। রূপালী সাপের মতো এঁকেবেঁকে এগিয়ে গিয়েছে নদীটা, শব্দ করে আছড়ে পড়ছে দুপাশের পাথুরে তীরে। ঝিরঝিরে বাতাসে দুলছে বিশাল গাছটার ডাল। থেকে থেকে যেন শিস বাজাচ্ছে।

জোর করে বর্তমানে নিজেকে ফিরিয়ে আনল মেয়েটা। এখানে যে কাজে এসেছে, তা মনে করিয়ে দিতে চাইল নিজেকে। কাজ শেষ হলে পর নাহয় সারারাত দু'চোখ ভরে পান করা যাবে প্রকৃতির রূপসুধা। বীজ...বীজ দরকার একটা। নিচু হয়ে মাটির দিকে মন দিল হলি, হাত দিয়ে সরিয়ে দিল শুকনো পাতা আর ডালপালা। মসৃণ একটা অ্যাকর্ণ[১২] খুঁজে পেল প্রায় সাথে সাথে।

সহজ একটা কাজ, তাই না? নিজেকেই প্রশ্ন করল যেন। এখন একটু দূরে কোথাও জিনিসটা পুঁতে দিলেই হলো, ওর জাদু ভান্ডার সাথে সাথে পরিপূর্ণ হয়ে উঠবে।

বহনযোগ্য রাডারটার দিকে তাকালো বাটলার, আওয়াজ শুরু হবার সাথে সাথেই শব্দ বন্ধ করে দিয়েছে। বলা যায় না, শিকার যদি শব্দ শুনে ফেলে! ধীরে ধীরে রাডারের লাল হাতটা বৃত্তাকারে ঘোরা শুরু করল। এরপরই দুম করে দেখা গেল একটা খাড়া হয়ে থাকা দেহাবয়ব! প্রাপ্তবয়স্কের তুলনায় ছোট, কিন্তু দেহবল্লরী বাচ্চাদের মতো নয়। আর্টেমিসকে বুড়ো আঙুল দেখাল ও, সম্ভবত এটাই ওদের শিকার।

নড করে বিশেষভাবে নির্মিত সানগ্লাসটা চোখে গলাল আর্টেমিস, ওকে অনুসরণ করে একই কাজ করল বাটলারও। তবে বাড়তি আরেকটা কাজ করল বিশালদেহী দেহরক্ষী। হাতের অস্ত্রটার সাথে, স্কোপ লাগিয়ে ফেলল। এই অস্ত্র আর দশটা সাধারণ ডার্ট-গানের মতো নয়। এক কেনিয়ান হাতি শিকারীর জন্য বিশেষভাবে বানানো হয়েছিল এটা। কালাশনিকভের মতো দ্রুত ডার্ট ছুঁড়তে পারে এটা, পাল্লাও ওটার সমান। বেচারা শিকারীর ফাঁসি হবার পর, অল্প কিছু খরচ করে জিনিসটা বাগিয়ে নিয়েছে বাটলার।

দীর্ঘদিনের অনুশীলনের ফলে রপ্ত দক্ষতার কারণে, একদম চুপিসারে এগোল দুজন। ছোটখাটো অবয়বটা কাঁধ থেকে কিছু একটা খুলে ফেলল, সেই সাথে মাথার হেলমেটও। এবার নিশ্চিত হয়ে গেল বাটলার, ও মাথা কোনও মানুষের হতেই পারে না! কব্জিতে রাইফেলের স্ট্র্যাপ পেঁচিয়ে নিল সে, বাঁট ঠেকালো কাঁধে। স্কোপ চালু করার সাথে সাথে, অবয়বটার ঠিক মাঝখানে একটা লাল বিন্দু দেখা গেল। আর্টেমিসের দিকে তাকাতেই, নড করল ছেলেটা।

এক মুহূর্তও সময় নষ্ট না করে ট্রিগার চেপে দিল বাটলার।

BanglaBook.org

কিন্তু হায়, লক্ষবারেও এমন একবার ঘটে কিনা সন্দেহ! **ঠিক সেই মুহূর্তেই** মাটি থেকে কিছু একটা তোলার জন্য নিচু হলো ওটা।

মাথার উপর দিয়ে শিস কেটে বেরিয়ে যাওয়া ডার্টটার শব্দ পরিষ্কার শুনতে পেল হলি। অবশ্য ওটা যে ডার্ট, সেটা তখনও জানত না। কিন্তু তা হলে কী হবে! এতো দিনের অভিজ্ঞতা ওকে চিৎকার করে জানিয়ে দিল, ওর দিকে লক্ষ্য করে গুলি ছোঁড়া হচ্ছে! সাথে সাথে যতটা সম্ভব ক্ষুদ্র করে ফেলল নিজের দেহকে, শত্রুকে ছোট টার্গেট দিতে চায়।

এদিকে হাতে বেরিয়ে এসেছে বন্দুক, দেহটাকে নিয়ে গিয়েছে গাছের আশ্রয়ে। একইসাথে নানা দিক নিয়ে চিন্তায় ব্যস্ত ওর মস্তিষ্ক। কে গুলি ছুঁড়ছে ওকে লক্ষ্য করে? কেনই বা ছুঁড়ছে?

গাছটার পাশে কিছু একটা ওর জন্য দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছে, হলির মনে হলো পাহাড় বা ওই আকারের হবে। কিন্তু নিঃসন্দেহে পাহাড়ের তুলনায় অনেক বেশি তড়িৎগতি সম্পন্ন।

'খেলনাটা ভালোই,' মুচকি হেসে বলল পাহাড়টা, হলির বন্দুক ধরা হাতটা নিজের ফুটবল আকারের হাতে নিয়ে নিয়েছে।

আঙুলগুলো সেকেন্ডের এক ভগ্নাংশের জন্য মুক্ত করতে সক্ষম হলো হলি, কিন্তু পরমুহূর্তেই শুকনো পাটখড়ির মতো ভেঙ্গে দেয়া হলো ওগুলোকে!

'শান্তিপূর্ণভাবে আত্মসমর্পণের ইচ্ছা নেই নাকি?' পেছন থেকে ঠাণ্ডা একটা স্বর বলে উঠল।

ঘুরে দাঁড়াল হলি, মুক্ত হাতটা আক্রমণ করার জন্য উঠিয়ে রেখেছে।

'নাহ,' দীর্ঘশ্বাস ফেলল ছেলেটা। 'একদম নেই।'

মনে মনে আতংকিত হলেও, চেহারায় সাহসী একটা ভাব ফুটিয়ে তোলার প্রয়াস পেল হলি।

'দূরে থাকো, আদমজাত। কার সাথে ঝামেলা করেছ, তা জানো না!'

হেসে উঠল ছেলেটা। 'আমার বিশ্বাস, ফেয়ারি, তুমিই জানো না কে তোমার সাথে ঝামেলা করছে।'

ফেয়ারি! ছেলেটা কি কেবল ওকে ফেয়ারি বলে ডাকল?

'আমার হাতের মুঠোয় জাদু আছে, কাদার কীট। তোমার আর তোমার এই পোষা গরিলাকে চাইলেই শুয়োরের বিষ্ঠা বানিয়ে দিতে পারি!'

আরেক পা এগিয়ে এল ছেলেটা। 'সাহসী কথা, সন্দেহ নেই। তবে মিথ্যা। তোমার ভাণ্ডারে যদি জাদু থাকত-ই, তাহলে এতোক্ষণে ঠিক ব্যবহার করতে।

BanglaBook.org

নাহ, আমার ধারণা, অনেক দিন যাবত তুমি শিষ্টাচার পালন করো না। তাই জাদুর ভাণ্ডার খালি। সেটা পুরন করতেই আজ এখানে তোমার আসা।'

হতবাক হয়ে গেল হলি। এই মানুষটা ওর সামনে দাঁড়িয়ে শতাব্দী প্রাচীন সব রহস্য একের পর এক বলে যাচ্ছে! কী ভয়ংকর, কী সর্বনাশা কথা! প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে টিকে আসা শান্তির তাহলে এখানেই সমাপ্তি! মানুষ যদি ফেয়ারিদের কথা জানে, তাহলে যুদ্ধ বাঁধতে বেশি সময় লাগবে না। কিছু না কিছু একটা করতেই হবে।

মেসমার, হ্যাঁ একমাত্র মেসমারকেই কাজে লাগাতে পারবে এই মুহূর্তে। একদম নিচু শ্রেণীর জাদু এই মেসমার। যা ছিটে ফোঁটা শক্তি ওর মাঝে অবশিষ্ট আছে, তাতেই কাজ হয়ে যাবে। এমনকি কোনও কোনও আদমজাতের মাঝেও এই ক্ষমতা দেখা যায়! কোনও মানুষের মনকে নিজের দখলে নিয়ে আসা, জাদু ভাণ্ডার একদম শূন্য হয়ে যাওয়া ফেয়ারির পক্ষেও সম্ভব।

তাই করল হলি।

'হে মানব,' একঘেয়ে সুরে বলতে শুরু করল সে। 'তোমার মন এখন আমার আদেশের আয়ত্ত্বে।'

হাসল আর্টেমিস। বিশেষভাবে নির্মিত, আয়না-যুক্ত সানগ্লাসের ওপাশ থেকে ওর চোখও সে হাসিতে সঙ্গী হলো। 'আমার সন্দেহ আছে।' এই বলে আচমকা ছোট্ট একটা নড করল।

হলি টের পেল ওর ইউনিফর্ম ভেদ করে একটা ডার্ট ভেতরে প্রবেশ করছে। কিউরারি আর সাক্সিনাইল কোলিন ক্লোরাইড মিশ্রিত চেতনানাশক ওষুধের প্রবেশও টের পেল। একদম সাথে সাথে যেন টলে উঠল ওর দুনিয়া, নানা রঙা তারা নাচতে শুরু করল চোখের সামনে। অনেক চেষ্টা করেও মাত্র একটা চিন্তা ধরে রাখতে পারল হলিঃ এরা এতোকিছু জানে কীভাবে? অজ্ঞান হবার আগ মুহূর্ত পর্যন্ত এই একটা প্রশ্নই বারবার ওর মনে খেলে যাচ্ছিল। এরা এতোকিছু জানে কীভাবে? এরা এতোকিছু জানে কীভাবে? এরা এতোকিছু...

•

প্রাণিটার চোখে ফুটে ওঠা কষ্টটা দেখতে পেল আর্টেমিস। এক মুহূর্তের জন্য কেন জানি অপরাধী মনে হলো নিজেকে। মেয়ে! ও এমনটা আশা করেনি। মেয়ে...জুলিয়েটের মতো...ওর মায়ের মতো মেয়ে! কিন্তু অনুভূতিটার স্থায়িত্ব ওই এক মুহূর্তই।

'ভালো কাজ দেখিয়েছ,' বলতে বলতে আরও কাছ থেকে বন্দীকে দেখার জন্য নিচু হলো আর্টেমিস। আসলেই মেয়ে, দেখতেও ভালো।

BanglaBook.org

'স্যার?'

'হুমম?'

বাটলার প্রাণিটার হেলমেটের দিকে ইঙ্গিত করল। জিনিসটা শুকনো পাতার মাঝে ডুবে আছে, ভেতর থেকে কেমন যেন গুঞ্জন শোনা যাচ্ছে।

জিনিসটা হাতে তুলে নিল ছেলেটা, আওয়াজের উৎস খোঁজায় মন দিল।

'আহ,' ভিডিও ক্যামেরাটা তুলে নিতে নিতে বলল সে। সাবধানতার সাথে লেন্সটা অন্যদিকে তাক করে রেখেছে। 'ফেয়ারিদের প্রযুক্তি। দারুণ!' বিড়বিড় করে বলতে বলতেই ব্যাটারিটাও খুলে ফেলল। শেষ বারের মতো গুঞ্জন করে উঠে বন্ধ হয়ে গেল ক্যামেরাটা। 'পারমাণবিক শক্তি। শত্রুপক্ষকে খাটো করে দেখলে চলবে না, বুঝেছ?'

বাটলার নড করল, এরইমাঝে বন্দীকে একটা ব্যাগে পুরে ফেলেছে। ফেরার কথা ভাবতেই, একটা দীর্ঘশ্বাস বেড়িয়ে এল মুখ দিয়ে। সব কিছু গুছিয়ে নিতে, তিন বারের জায়গায় এখন চারবার আসতে হবে ওকে!

BanglaBook.org

পাঁচঃ নিখোঁজ সংবাদ

কমান্ডার রুটের দাঁতের ফাঁকে এক বিশেষ ব্র্যান্ডের ফাঙ্গাস সিগার দেখা যাচ্ছে। জিনিসটা এতোটাই দুর্গন্ধময় যে উদ্ধারদলের অধিকাংশের প্রায় অজ্ঞান হবার মতো অবস্থা। এমনকি ট্রলটার গায়ের দুর্গন্ধও এর কাছে কিছু না! তবুও চুপ করে রইল সবাই। কেননা ওদের বস এই মুহূর্তে পশ্চাৎদেশের বিষাক্ত ফোঁড়ার মতোই স্পর্শকাতর।

তবে ফোয়েলির তাতে কিছু যায় আসে না। বরঞ্চ বসকে রাগিয়েই সে মজা পায়। 'এখানে আপনার ওই দূর্গন্ধযুক্ত অভ্যাস নিয়ে ঢুকবেন না, কমান্ডার! আমার কম্পিউটাররা ধোঁয়া পছন্দ করে না!'

চেহারা বিকৃত হয়ে গেল কমান্ডারের, তিনি নিশ্চিত যে ফোয়েলি বানিয়ে বানিয়ে এসব বলছে। তবে কম্পিউটার বলে কথা, নষ্ট হয়ে যাবার ঝুঁকি তো আর নেয়া যায় না! তাও আবার এমন গুরুত্বপূর্ণ এক সময়ে। চুপচাপ নিভিয়ে ফেললেন সিগার।

'মুখ খোল, ফোয়েলি। এমন কী জরুরি সতর্কবার্তা পেলে? মনে রেখো, যদি আসলেই ব্যাপারটা জরুরি না হয়...' কথা শেষ করলেন না রুট।

এর কারণও আছে, তিলকে তাল বানানো সেন্টরটার স্বভাব বলা চলে। এর আগে কয়েকটা স্যাটেলাইট নষ্ট হয়ে যেতেই ফোয়েলি দ্বিতীয়মাত্রার সর্তক সংকেত জানিয়েছিল!

'জরুরি,' কমান্ডারকে আশ্বস্ত করল ফোয়েলি। 'মাথা নষ্ট করে দেবার মতো জরুরি।'

'বলে ফেলো।'

পর্দায় আয়ারল্যান্ডের মানচিত্র ফুটিয়ে তুলল ফোয়েলি। 'আমরা ক্যাপ্টেন শর্টের সাথে সবধরনের যোগাযোগ হারিয়ে ফেলেছি।'

'এতে আর আশ্চর্যের কী আছে!' বললেও, হাত দিয়ে চেহারা ঢেকে ফেললেন রুট।

'আল্লস পৌঁছানো পর্যন্ত হদিস আছে, কিন্তু...'

'আল্লস? আল্লসে কী করছিল সে? মাটির উপর দিয়ে গিয়েছে নাকি?'

নড করল ফোয়েলি। 'হ্যাঁ, নিয়ম ভেঙেছে। অবশ্য সবাই তাই করে।'

BanglaBook.org

কমান্ডার ঘোঁত শব্দ করে জানালেন, সবাই যে তাই করে, সেটা ওর জানা আছে। আসলে কাউকে দোষ দিয়েও লাভ নেই। অমন সুন্দর দৃশ্য দেখার লোভ কে অগ্রাহ্য করতে পারে? তিনি নিজেও কম বয়সে...

'বুঝলাম, তারপর?'

পর্দায় এবার একটা ভিডিও তুলে আনল ফোয়েলি। 'হলির হেলমেট থেকে এটা পাওয়া গিয়েছে। এই যে দেখুন, এখন আমরা প্যারিসের ডিজনিল্যান্ডের ওপরে আছি...' বলতে বলতেই ভিডিওটাকে সামনে টেনে দিল সেন্টর।

'এবার দেখছি ডলফিন, ইত্যাদি...ইত্যাদি। এই যে আইরিশ উপকুল। এখন পর্যন্ত সব কিছু ঠিকই আছে...এই দেখুন ক্যাপ্টেনের লোকেটর চালু হয়েছে...জাদুর ঘনত্ব বেশি এমন জায়গা খুঁজছে...সাতান্ন নাম্বার সাইটটা বেছে নিয়ে সেদিকে এগোচ্ছে মেয়েটা।'

'টারা কী দোষ করল?'

এবার ফোয়েলির ঘোঁত করে ওঠার পালা। 'টারা? পূর্ণিমার রাতে ওখানকার অবস্থা কী হয়, জানেন? উত্তর গোলার্ধের সব পাগল ফেয়ারি টারায় ভিড় করে।'

'বুঝলাম,' দাঁত কিড়মিড় করতে করতে জবাব দিলেন রুট। 'সামনে এগোও।'

'এগোচ্ছি তো, এতো রাগলে চলে? মাথার চুলে আগুন ধরে যাবে তো!' ভিডিওটা কয়েক মিনিট সামনে এগিয়ে নিল ফোয়েলি। 'এই যে, এখান থেকে আসল খেলা শুরু। ঠিকমতোই মাটিতে নামল হলি...পিঠ থেকে পাখা আর মাথা থেকে হেলমেট খুলে ফেলল।'

'আরেকটা বেআইনি কাজ।' বাদ সাধলেন কমান্ডার। 'কোনও লেপ-অফিসার কখনও-'

'কখনও মাটির উপরে হেলমেট খুলতে পারবে না। যদি না সেই হেলমেট নষ্ট হয়।' শেষ করল ফোয়েলি। 'আমরা জানি, কমান্ডার। কিন্তু আপনি কি বলতে চান যে, জীবনে একবারও মাটির উপরের বাতাসে শ্বাস নেবার লোভ হয়নি আপনার?'

'না, বলতে চাই না।' হার মেনে নিলেন রুট। 'এবার ক্যাঁচক্যাঁচ বন্ধ করে কাজের কথায় এসো।'

হাত দিয়ে ঠোঁটে ভেসে ওঠা মুচকি হাসিটা লুকালো ফোয়েলি। রুটকে ক্ষেপিয়ে তোলা ওর কাজের অনেক আনন্দদায়ক ব্যাপারের একটা। আর কারও তা করার সাহসই নেই। কারণও আছে। লেপ-এর যে কাউকে, যেকোনও সময় চাকরী চ্যুত করা সম্ভব, বদলি পেতে বেশি খুঁজাখুঁজির দরকার হবে না। কিন্তু ফোয়েলির কোনও বদলি নেই। পুরো সিস্টেমটাকে একদম গোড়া থেকে গড়ে তুলেছে সে। অন্য কেউ যদি সেখানে নাক গলাবার চেষ্টা করে, তাহলে পুরোটা ধ্বসিয়ে দিতে সক্ষম এমন ভাইরাস ভেতরে রেখে দিয়েছে চালাক সেন্টর।

BanglaBook.org

‘কাজের কথা শুনতে চাচ্ছেন। তাহলে শুনুন। এই যে দেখুন, হঠাৎ করে হলি ওর হেলমেট হাত থেকে ফেলে দিল। সম্ভবত লেন্সটা নিচের দিকে ছিল, কেননা এরপর কী হলো তা দেখতে পাইনি। তবে শব্দ পেয়েছি, সেটাই শোনাচ্ছি আপনাকে।’

কয়েকটা বোতাম টিপে, হলির হেলমেট থেকে আসা শব্দগুলোকে আরও জোরালো করে তুলল ফোয়েলি।

‘রেকর্ডিং-এর মান খুব একটা ভালো না, কিন্তু শুনতে পাওয়া যায়।’

‘খেলনাটা ভালোই,’ একটা গলা শুনতে পাওয়া গেল। আমুদে কিন্তু ভরাট কণ্ঠ। নিঃসন্দেহে বিশালদেহী কোনও মানুষের।

ভ্রূ কুঁচকে ফেললেন রুট, ‘খেলনা?’

‘বন্দুককে বলে।’

‘ওহ,’ প্রথমে শুধু এতোটুকুই বললেন কমান্ডার। এরপর প্রায় সাথে সাথেই কথাটার গুরুত্ব ধরতে পারলেন তিনি। ‘হলি ওর বন্দুক বের করেছিল!’

‘আরও আছে, ব্যাপারটা গুরুতর। শুনতে থাকুন।’

‘শান্তিপূর্ণভাবে আত্মসমর্পণের ইচ্ছা নেই নাকি?’ দ্বিতীয় আরেকটি কণ্ঠ শোনা গেল। কণ্ঠটা বাচ্চার হলেও, শোনা মাত্র নিজের অজান্তেই কেঁপে উঠলেন কমান্ডার। *‘নাহ,’* আবার বলল ছেলেটা। *‘একদম নেই।’*

‘খারাপ,’ স্বভাব বিরুদ্ধ কাঁপা কাঁপা স্বরে বললেন রুট। চেহারা কাগজের মতো সাদা হয়ে এসেছে। ‘ফাঁদ বলে মনে হচ্ছে। এই দুই গুণ্ডা মেয়েটার জন্য অপেক্ষা করছিল! কিন্তু...কিন্তু সেটা কীভাবে সম্ভব!’

ঠিক সেই মুহূর্তে হলির কণ্ঠ ভেসে এল স্পিকারে। বিপদের মুখেও নিজের ঔদ্ধত্য ছাড়েনি। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন রুট, অন্তত বেঁচে আছে মেয়েটা। কিন্তু পরবর্তী কথোপকথন শুনে, স্বস্তির আর লেশ মাত্রও রইল না তার মাঝে। এই গুণ্ডাগুলো...এই কাদার কীটগুলো দেখি ফেয়ারিদের সবকিছুই জানে!

‘শিষ্টাচারের ব্যাপারটা দেখি গোপন নেই!’

‘শুধু কী তাই? শুনতে থাকুন, বাজে ব্যাপার এখনও শুরু হয়নি!’

‘বাজে? এরচেয়েও বাজে?’ হাঁ হয়ে গেল কমান্ডারের মুখ।

আবারও হলির গলা শোনা গেল, মেয়েটার কণ্ঠের মেসমার পরিষ্কার টের পেলেন রুট।

‘এবার বাগে পেয়েছে।’ খুশি খুশি গলায় বললেন তিনি।

কিন্তু কীসের কী! মেসমারকে ব্যর্থ প্রমাণিত করে ছাড়ল গুণ্ডাদুটো!

‘হলির আর কোনও হদিস নেই ভিডিও বা অডিওতে,’ বলল ফোয়েলি। ‘এরপর আদমজাতের একজন ক্যামেরাটা নিয়ে কিছুক্ষণ নাড়াচাড়া করে, এই।’

BanglaBook.org

দুচোখের মাঝখানে ভাঁজ হয়ে থাকা চামড়ায় হাত বুলালেন রুট। 'তেমন কিছুই তো পাওয়া গেল না। গুণ্ডা দুটোর চেহারা দেখতে পেলাম না, নামও জানতে পারলাম না। আসলেই এতো মাতামাতি করার মতো কিছু হয়েছে কিনা, সে ব্যাপারে নিশ্চিতভাবে বলাও যায় না।'

'আপনার প্রমাণ দরকার?' ভিডিওটা পেছন দিয়ে টানতে শুরু করল ফোয়ালি। 'প্রমাণ দিচ্ছি।'

বিশেষ একটা জায়গায় থেকে বলল, 'এবার মনোযোগ দিয়ে ধীরে ধীরে দেখতে থাকুন।'

পর্দার সাথে প্রায় নাক লাগিয়ে বসলেন রুট।

'ক্যাপ্টেন শর্ট মাটিতে নামছে, হেলমেট খুলল...নিচু হয়ে একটা বীজ তুলে নিল...আর...এই যে!'

ভিডিওটা থামিয়ে দিল ফোয়েলি। 'অস্বাভাবিক কিছু নজরে পড়ছে?'

পর্দার ডান দিকের উপরের কোনায় সাদা কিছু একটা দেখতে পেলেন রুট। মনে হলো, জিনিসটা আসলে আলোর কোনও রশ্মি। কিন্তু এর উৎপত্তি কোথায়?

'বড় করে দেখাতে পারবে?'

'কোনও ব্যাপারই না।'

শুধু ডান দিকের কোনার জায়গাটায় বড় করে দেখাল ফোয়ালি। চারশ শতাংশ বড় করে দেখানোয়, পুরোটা পর্দা জুড়ে দেখা গেল সাদা আলো।

'এহহেরে,' জিনিসটা দেখে এতোটাই অবাক হয়েছেন রুট যে শব্দটার বেরিয়ে যাওয়া আটকাতে পারলেন না।

একটা ডার্ট দেখা যাচ্ছে পর্দায়।

আর কোনও সন্দেহের অবকাশ রইল না। ক্যাপ্টেন হলি শর্ট এম.আই.এ. বা যুদ্ধক্ষেত্রে বন্দি হয়েছে! সম্ভবত এতোক্ষণে তাকে হত্যাও করে ফেলা হয়েছে!

'এখনও লোকেটরটা চালু আছে তো?'

'আছে। সিগন্যালও বেশ শক্তিশালী। ঘন্টায় আশি কিলোমিটার গতিতে উত্তর দিকে যাচ্ছে।'

একটু চুপ করে ভাবলেন রুট, মাথার মাঝে পরিকল্পনা সাজাচ্ছেন।

'জরুরি সতর্কবার্তা জারী করে দাও। উদ্ধারকারী দলের সবাইকে জড়ো করে উপরে যাবার জন্য প্রস্তুত হতে বলো। যোদ্ধা আর বিজ্ঞ, দুদলকেই চাই। তোমাকেও আসতে হবে ফোয়েলি। সময়কে স্তব্ধ করার প্রয়োজন হতে পারে।'

'অবশ্যই কমান্ডার। রেকি করার জন্য কাউকে বলব?'

'অবশ্যই।'

'তাহলে ক্যাপ্টেন ভেইনকে ডাকি, দারুণ দক্ষ।'

BanglaBook.org

'উহু,' বললেন রুট। 'একাজের জন্য চাই আমাদের সবচেয়ে সেরা লোকটাকে। আমি নিজেই যাচ্ছি।'

ফোয়েলি এতোটাই অবাক হয়ে গিয়েছে যে খোঁচা মারার মতো কোনও কথা· মনে করতে পারছে না।

'আপনি...আপনি...'

'ঠিক শুনেছ, ফোয়েলি। আর এতো অবাক হবার কোনও দরকার নেই। আমার চেয়ে বেশি সফল রেকি অন্য কোনও অফিসার করেনি। তাছাড়া আমার প্রাথমিক প্রশিক্ষণটাও হয়েছিল আয়ারল্যান্ডে।'

'মানছি, কিন্তু সেটাও তো প্রায় পাঁচশ বছর আগের কথা। তখন-ই আপনি থুরথুরে... মানে যৌবনের শেষের দিকে ছিলেন।'

ভয়ঙ্কর এক হাসি খেলে গেল রুটের চেহারায়। 'চিন্তা করো না, ফোয়েলি। আমি এখনও আগের মতোই দক্ষ। আর বয়সের কথা বলছ? সেই দুর্বলতাটুকু একটা বিশাল বন্দুক দিয়ে নাহয় পুষিয়ে নেব। এখন কথা না বাড়িয়ে একটা বাহন তৈরি করে ফেল। আমি উপরে যাচ্ছি।'

বিনা বাক্য ব্যয়ে আদেশ পালনে ব্যস্ত হয়ে পড়ল ফোয়েলি। কমান্ডারের চোখে যখন অমন দ্যুতি খেলা করে, তখন চুপচাপ তার আদেশ মেনে নেয়াই ভালো। অবশ্য এই ব্যবস্থার পেছনে আরও একটা কারণ রয়েছে। এতোক্ষণে ওর মনে হচ্ছে, হলি সত্যি সত্যি বিপদে পড়েছে। সেন্টরদের বন্ধু ভাগ্য খুব একটা ভালো হয় না। ফোয়েলি চায় না অল্প যে কজন বন্ধু আছে ওর, তাদের থেকে একজন কমে যাক।

আর্টেমিস ধারণা করেছিল যে, ফেয়ারিরা প্রযুক্তিগত দিক থেকে মানুষের চাইতে এগিয়ে থাকবে। কিন্তু তাই বলে এতোটা থাকবে, তা কল্পনাও করতে পারেনি।

'দারুণ তো!' বিড়বিড় করে নিজেকেই যেন শোনাল। 'এখনই মিশন বাদ দিয়ে দিলেও, এসব থেকেই অনেক টাকা কামাতে পারব।'

হাতে ধরা স্ক্যানারটা অজ্ঞান এলফের কব্জির উপর দিয়ে ঘুরিয়ে আনল আর্টেমিস। এরপর ওতে লেখা বর্ণগুলো নিজের ল্যাপটপে প্রবেশ করালো।

'নিঃসন্দেহে এই জিনিসটা এক ধরনের লোকেটর। এই লেপ্রিকনের বন্ধুরা মনে হয় এই মুহূর্তে আমাদেরকে ট্র্যাক করছে।'

ঢোক গিলল বাটলার। 'এই মুহূর্তে, স্যার?'

'তাই তো মনে হচ্ছে। আমাদেরকে মানে, লোকেটরকে ট্র্যাক করছে-'

হঠাৎ চুপ হয়ে গেল আর্টেমিস।

'বাটলার?'

BanglaBook.org

ছেলেটার গলায় এমন কিছু একটা ছিল যে নাড়ির গতি বেড়ে গেল দেহরক্ষীর।

'জ্বী, আর্টেমিস?'

'জাপানিজ তিমি শিকারী জাহাজটা কী এখনও পোতাশ্রয়ে বাঁধা? ওই যে, যেটাকে কর্তৃপক্ষ আটকে দিয়েছিল?'

নড করল বাটলার। 'তাই তো জানি।'

লোকেটরের ব্যান্ডটার নিচে নিজের তর্জনী ঢোকাল আর্টেমিস।

'খুব ভালো। ওখানে নিয়ে চলো আমাদের। কাদের সাথে লাগতে এসেছে, তা আমাদের ছোট্ট বন্ধুদের বুঝিয়ে দেয়ার সময় হয়েছে।'

সাধারণত, লেপ-এর রিকন বা রেকি স্কোয়াডে ঢুকতে হলে বেশ অনেকটা সময় লেগে যায়। বেশ কয়েকবার সাক্ষাৎকার দেবার পর সেই অনুমতি মেলে। কিন্তু জুলিয়াস রুটের আবেদনটা বলতে গেলে চোখের পলকেই সব ধাপ পেরিয়ে এল। আশ্চর্য কী, যেহেতু লেপ-এর কমান্ডারকে খুব ভালো মতোই চেনা আছে তার!

আবার ইউনিফর্ম পরতে পেরে ভালো বোধ করছেন রুট। তার তো এমনও মনে হচ্ছে যে, শার্টের মাঝখানটা আগের চেয়ে একটুও বেশি ফুলে নেই! যে হালকা উঁচু ভাবটা দেখা যাচ্ছে, সেটা আসলে নতুন সব যন্ত্রের কারণে হয়েছে। ব্যক্তিগতভাবে, প্রযুক্তির উপর বেশি নির্ভর করাটা পছন্দ করেন না রুট। পিঠে লাগানো পাখা আর দুনিয়ার সবচেয়ে শক্তিশালী যে বন্দুকটা কোমরে লাগিয়ে রেখেছেন, এই দুটোই তার জন্য যথেষ্ট। পরেরটা পুরাতন, তবে কম করে হলেও ডজনখানেক বন্দুক যুদ্ধে তাকে সঙ্গ দিয়েছে অস্ত্রটা।

হলির সবচেয়ে কাছাকাছি যে শ্যুটটা আছে, সেটা হলো *ই-১ঃ টারা*। গোপন মিশনের জন্য জায়গাটা ঠিক উপযোগী না হলেও, সময় নেই হাতে। মাত্র দুই ঘন্টা পরেই ফুরিয়ে আসবে চাঁদের আলো। বিশাল কোনও উদ্ধার কার্য চালাবার সময় বা সুযোগ, কোনওটাই তাই হাতে নেই। সূর্যোদয়ের আগে পুরো ঝামেলাটা মেটাতে হলে, খুব দ্রুত পদক্ষেপ নিতে হবে।

একদল পর্যটক শ্যুটটা ব্যবহার করার প্রস্তুতি নিচ্ছিল। তাদেরকে সরিয়ে নিজের দলের জন্য ওটাকে দখল করে নিলেন রুট।

'কপাল মন্দ আপনাদের,' বললেন রুট। পর্যটকদের এই বিশেষ দল প্রায় দুই বছর অপেক্ষা করার পর মাটিতে পা রাখার অনুমতি পেয়েছে। 'বর্তমান সমস্যা সমাধান না হওয়া পর্যন্ত, আর কোনও বাহন উপরে যেতে পারবে না।'

BanglaBook.org

'কবে শেষ হবে এই বর্তমান সমস্যা?' বিরক্ত এক নোম জানতে চাইল। হাতে একটা নোটবুক ধরে রেখেছে, যেন রুটের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ করবে।

সিগারের শেষ অংশটুকু থুথু দিয়ে ফেলে দিলেন রুট, পা দিয়ে দাবিয়ে নেভাবার ভঙ্গি করলেন। কিন্তু কাজটা করার পেছনে তার যে আসল উদ্দেশ্য ছিল, তা পরিষ্কার বুঝতে পারল সবাই।

'যখন আমি চাইব।' হুংকার দিয়ে উঠলেন তিনি। 'আর যদি আপনি আমার সামনে থেকে এই মুহূর্তে সরে না যান, তাহলে লেপ-অফিসারের কাজে বাধা দেবার অভিযোগে আপনাকে জেলে পুরে দিব।'

কথা না বাড়িয়ে, সাথে সাথে পিছিয়ে গেল নোম।

ফোয়েলি বাহনের কাছেই দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছিল। পরিস্থিতি গুরুতর হওয়া সত্ত্বেও, রুটের এদিক ওদিক দুলতে থাকা ভুড়ি নিয়ে ঠাট্টা করার লোভ সামলাতে পারল না সে।

'আপনি কী তাহলে যাচ্ছেনই, কমান্ডার? সাধারণত আমরা একটা বাহনে একজনকেই উঠাই।'

'কী বোঝাতে চাইছ?' ঘোঁত করে উঠলেন রুট। 'আমি একাই যাচ্ছি তো-'

ফোয়েলিকে তার পেটের দিকে তাকিয়ে থাকতে দেখে, কথার অর্থ পরিষ্কার বুঝতে পারলেন তিনি।

'ওহ, হা হা। হাসতে হাসতে পেটে ফেটে যাবে মনে হচ্ছে! চালিয়ে যাও, ফোয়েলি। তবে মনে রেখ, আমার ধৈর্য্যেরও সীমা আছে।'

হুমকিটা শুনতে ভয়ঙ্কর হলেও, ভেতরে ভেতরে যে ফাঁকা তা দুজনেই জানে। ফোয়েলি যে শুধু লেপ-এর যোগাযোগ ব্যবস্থা দাঁড় করিয়েছে তা নয়। সেই সাথে ও কখন পৃথিবীর ভেতর থেকে বায়ুচাপ উঠে আসবে, তা আন্দাজ করার ব্যাপারেও একজন বিশেষজ্ঞ। ওকে ছাড়া, মানুষ খুব সহজেই প্রযুক্তিগত দিক দিয়ে ফেয়ারিদেরকে ধরে ফেলবে।

অত্যাধুনিক বাহনটায় চড়ে বসলেন রুট, কমান্ডারের জন্য সেরাটাই চাই সবসময়।

রূপালী দেহটা চকচক করছে, দারুণভাবে ডিজাইন করা পাখা বাহনটার কর্মক্ষমতা আরও বাড়িয়ে তুলেছে। পুরোটাই অবশ্য ফোয়েলির মাথা থেকে এসেছে। গত এক শতাব্দীতে ওর নকশা করা সব বাহনই অন্যরকম হয়েছে, নিওন আর রাবার-ই ব্যবহার করেছে বেশি। তবে এই বাহনটার কথা আলাদা, ভেতরের ডিজাইন একটু পুরনো দিনের। চামড়া আর ওয়ালনাটের ড্যাশবোর্ড ব্যবহার করেছে ভেতরটা সাজাতে। রুট অবশ্য এতে স্বাচ্ছন্দ্যই বোধ করছেন।

সামনে থাকা জয়স্টিকটা দুই হাতে আঁকড়ে ধরলেন তিনি, সাথে সাথে মনে পড়ে গেল-অনেক দিন হলো নিজের হাতে বাহন পরিচালনা করেন না তিনি।

BanglaBook.org

সাথে সাথে উবে গেল স্বস্তি, তার জায়গায় ভর করলো তীব্র অস্বস্তি। ব্যাপারটা ফোয়েলিও টের পেল।

'দুশ্চিন্তা করবেন না, চীফ।' সচরাচর বিদ্রুপের ভঙ্গিটা উধাও হয়ে গিয়েছে ওর ভেতর থেকে। 'ব্যাপারটা ইউনিকর্নে চড়তে শেখার মতো। একবার শিখলে আর কখনওই ভোলা যায় না।'

ঘোঁত করে উঠলেন রুট, ফোয়েলির কথায় প্রভাবিত হতে পারেননি। 'আমি সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করার আগেই,' বিড়বিড় করে বললেন তিনি, 'শুরু করা যাক।'

টান দিয়ে দরজা বন্ধ করে দিল ফোয়েলি, সাকশন রিং এর হিস হিস শব্দ শোনার আগে থামল না। শব্দটার অর্থ, ঠিকমতোই বন্ধ হয়েছে দরজা। কোয়ার্টজ নির্মিত জানালার কাঁচ দিয়ে, রুটের চেহারাটা কেমন যেন সবুজাভ দেখাচ্ছে। আগের মতো ভয়ংকর মনে হচ্ছে না লোকটাকে, বরং উল্টোটা।

•

ফেয়ারি প্রযুক্তি খাটিয়ে বানানো লোকেটরটার উপরে দক্ষ হাতে অস্ত্রোপাচার সারছে আর্টেমিস! অজানা, অচেনা কোনও প্রযুক্তি নির্মিত যন্ত্রের কোনও ক্ষতি না করে, তার মাঝে পরিবর্তন আনাটা কোনও সহজ কাজ নয়। হাজার হলেও, যেসব যন্ত্রপাতি ছেলেটার হাতের কাছে আছে সেগুলো কোনওভাবেই ফেয়ারি প্রযুক্তির সাথে খাপ খায় না। ব্যাপারটা আসলে হাতুড়ি দিয়ে হৃদপিণ্ডের জটিল কোনও অপারেশন করার মতোই কঠিন।

প্রথম আর সবচাইতে জটিল সমস্যা ছিল, জিনিসটাকে খোলা। সাধারণ স্ক্রু-ড্রাইভার তো কোন ছাড়! বিশেষভাবে নির্মিত, ফিলিপস স্ক্রু-ড্রাইভারও ওতে দাঁত বসাতে পারল না। এমনকি ওর অর্ডার দিয়ে বানানো, অ্যালেন কীগুলোও ব্যর্থ হলো। অবশেষে অন্যভাবে এগোনোর সিদ্ধান্ত নিল আর্টেমিস। *ভবিষ্যতের প্রযুক্তি*, নিজেকে বোঝালো, *তাই ভবিষ্যতের যন্ত্র কেমন হতে পারে তা ভেবে এগোও।*

কয়েক মুহূর্ত গভীরভাবে চিন্তা করার সাথে সাথে উত্তরটাও পেয়ে গেল-নিশ্চয় চুম্বকায়িত স্ক্রু ব্যবহার করা হয়েছে! তাহলে ওগুলো ঘোরাবার জন্য চাই বৃত্তাকারে ঘুরবে এমন কোনও চৌম্বক ক্ষেত্র। কিন্তু তা তো আর একটা গাড়ির পেছনের সীটে বসে বানানো সম্ভব না। তাই কাজ চালাতে হবে সাধারণ বা গৃহস্থালিকাজে ব্যবহৃত হয় এমন চুম্বক দিয়ে।

টুলবক্সে এককোনায় চুপচাপ লুকিয়ে থাকা ছোট্ট চুম্বকটি খুঁজে বের করল আর্টেমিস। একে একে দুই মেরু ধরল স্ক্রু এর কাছে। দক্ষিণ মেরুর সংস্পর্শে এসেই নড়ে উঠল স্ক্রু। আর্টেমিসের জন্য অতটুকুই যথেষ্ট। কিছুক্ষণ পর দেখা

BanglaBook.org

গেল, পেছনের ঢাকনি খোলা অবস্থায় লোকেটরটা ওর চোখের সামনে পড়ে আছে।

ভেতরের সার্কিটটা একেবারে ক্ষুদ্র, সোল্ডারিং করা হয়েছে বলে মনে হচ্ছে না। নিশ্চয় অন্য কোনও পদ্ধতিতে সার্কিটের ছোট ছোট অংশগুলো জোড়া দেয়া হয়েছে। সময় পেলে পুরো যন্ত্রটার নাড়ি-নক্ষত্র ও তার আয়ত্ত্বে নিয়ে আসতে পারত। কিন্তু এখন অত সময় নেই, পিছু ধাওয়াকারীদের অসতর্কতার ওপর ভরসা করতে হবে ওকে। মানুষের মতো যদি হয়ে থাকে ফেয়ারিরা, তাহলে আর চিন্তা নেই। কেননা যা দেখতে চায়, কেবল সেটাই ওদের নজরে পড়বে!

লোকেটরটা গাড়ির জ্বলতে থাকা একমাত্র বাতির কাছে এনে ধরল আর্টেমিস। প্রায় স্বচ্ছ জিনিসটা। বেরিয়ে থাকা একগাদা ছোট ছোট তারগুলো সরিয়ে, একটা ছোট যন্ত্র ভেতরে ঢুকিয়ে দিল ও। প্রায় সরিষাদানার মতো আকারের ট্রান্সমিটারটা বের করে এনেই সিলিকন দিয়ে পেঁচিয়ে নিল। আশা করা যায়, এতেই কাজ হবে।

যথাযথ যন্ত্রপাতি ছাড়া স্ক্রুগুলো তাদের নিজ নিজ জায়গায় ফিরে যেতে চাইছিল না। কিন্তু আর্টেমিস কোনওক্রমে আঠা লাগিয়ে সেগুলোকে লাগিয়ে রাখল। ঠিক আগের মতো হলো না বটে, তবে কাজ চলবে। জিনিসটাকে খুব কাছ থেকে আর অত্যন্ত সাবধানতার সাথে পরীক্ষা করে না দেখলেই হলো। আর দেখলেই বা কি? এগিয়ে থাকার এই সুযোগ তো ওকে বের করতে হয়েছে। এটা কাজে না লাগলে, অন্য একটা সুযোগ করে নেবে না হয়!

অহংকার আর আনন্দ সপ্ত আসমানে নিয়ে তুলেছিল আর্টেমিসকে, কিন্তু বাটলারের কথা শুনে এক লহমায় মাটিতে ফিরে এল। শহরের সীমার মাঝে ঢুকে পড়েছে ওদের গাড়ি। বাটলার বলল, 'আর্টেমিস, ডকের কাছাকাছি এসে পড়েছি, আশেপাশে কর্তৃপক্ষের লোকজন না থেকে পারেই না!'

নড করল আর্টেমিস, কথা সত্য। এরকম একটা পোতাশ্রয়ে অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড চলবে না তো কোথায় চলবে? এই শহরে, নাহ্‌ ভুল হলো। এই দেশে যত চোরাচালানকৃত দ্রব্য প্রবেশ করে, তা এই আধ মাইল এলাকা হয়েই করে।

'তাহলে লোকজনের মনোযোগ অন্য কোনও দিকে ফেরাবার ব্যবস্থা করো। আমার মাত্র দুই মিনিট সময় লাগবে।'

ভাবুক ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকাল দেহরক্ষী। 'সাধারণত যা যা করি, তা-ই করব?'

'অসুবিধা তো দেখি না। দেখ, আবার নিজের পা ভেঙ্গে ফেলো না!' বলতে বলতেই হেসে ফেলল আর্টেমিস। আর হাসতে হাসতেই কুঁচকে ফেলল ভ্রূ । এক দিনে দুবার কৌতুক করে ফেলেছে!

নাহ, বেশি বেশি হয়ে যাচ্ছে! এখনও এত খুশি হবার সময় আসেনি।

BanglaBook.org

ডক শ্রমিকদের সিগারেটের আগুন দেখা যাচ্ছে দূর থেকে। বাটলার ধীর গতিতে তাদের দিকে এগিয়ে গেল, চোখের উপর ক্যাপ নামিয়ে রেখেছে। মাথাটাও নিচু করা।

'শুভ রাত্রি,' জড়ো হয়ে থাকা লোকদেরকে উদ্দেশ করে বলল সে।

উত্তর দিল না কেউ। এই যামানায় কে যে পুলিশ আর কে না, তা কেউ বলতে পারে না!

কিন্তু বাটলার হাল ছাড়ার মানুষ-ই না। 'এমন ঠাণ্ডার সময় দাঁড়িয়ে থাকার চাইতে কাজ করাও ভালো!'

শ্রমিকদের একজন, ঈশ্বর যাকে বুদ্ধি-শুদ্ধি দেবার সময় একটু কমিয়ে দিয়েছিলেন, একমত যে তা বোঝাবার জন্য মাথা নেড়ে বসল। সাথে সাথে তার সঙ্গিদের একজন কনুই দিয়ে খোঁচা দিল তার বুকে।

'তবে,' বলেই চলছে আগন্তুকরূপী বাটলার। 'তোমরা মেয়েরা জীবনে কোনওদিন হালাল উপায়ে টাকা কামিয়েছ কিনা সন্দেহ!'

এবারও কোনও উত্তর এল না। কিন্তু এতোক্ষণ ধরে শ্রমিকদের বন্ধ হয়ে থাকা মুখটা বিস্ময়ে হা হয়ে এল।

'ঠিক বলেছি। দেখতে তো পুরো শকুনের মতো।' বাটলারের মুখ থেকে যেন বিষ ঝরছে। 'আগে হয়তো নিজেদেরকে পুরুষ মানুষ বলে চালিয়ে দিতে পারতে, এখন আর পারবে না। ব্লাউজ পরে ঘোরাঘুরি করছ না কেন?'

'আরঘ...,' কেবল এতোটুকুই বলতে পারল শ্রমিকদের একজন।

একটা ভ্রূ উঁচু করে তাকাল বাটলার। 'আরঘ? হায় রে, এই মেয়েদেরকে নিয়ে যে আমি কী করব! তোমাদের মা'রা নিশ্চয় তোমাদের নিয়ে খুব গর্বিত?'

বাড়াবড়ি করে ফেলেছে আগন্তুক। একজন পুরুষকে অনেক কিছু বলেই পার পাওয়া যায়, কিন্তু তার মাকে কিছু বলে পার পাওয়া? অসম্ভব!

আগন্তুককে ধোলাইয়ের হাত থেকে কেউ বাঁচাতে পারবে না। বোঝাই যাচ্ছে, লোকটার মাথার স্ক্রু ঢিলা। সেজন্যই এতোক্ষণ কিছু বলেনি ওরা। কিন্তু এবার? এবার আর ছাড়াছাড়ি নেই।

পায়ের নিচে জ্বলন্ত সিগারেট পিষে ফেলে, অর্ধ চন্দ্রাকৃতিতে বাটলারকে ঘিরে ধরল লোকগুলো। এক জনের বিরুদ্ধে ছয়জন। কিন্তু যারা বিশালদেহী দেহরক্ষীকে চেনে, তারা শ্রমিকদের জন্য আফসোস না করে পারবে না। এদিকে বাটলারের মুখ তখনও চলছেই, 'ভালো কথা মেয়েরা, কান খুলে শোন। যাই করো না কেন, খামচা-খামচি, থুথু ছোঁড়াছুড়ি এসব করো না!'

BanglaBook.org

আর সহ্য করতে পারল না শ্রমিক দল।

হুংকার ছেড়ে একযোগে লাফিয়ে পড়ল বাটলারের উপর। যদি শিকারের দিকে নজর থাকত, তাহলে টের পেত যে ওদের লক্ষ্য একেবারে শেষ মুহূর্তে একটু সরে গিয়ে নিজের ভারসাম্য ঠিক করে নিয়েছে। হয়তো আরও দেখতে পেত, বেলচা আকৃতির হাত দুটো বেরিয়ে এসেছে কোটের পকেট থেকে। কিন্তু কেউ ওর দিকে নজর রাখলে তো, সবাই ব্যস্ত যার যার সঙ্গীর দিকে তাকাতে। ছয়জনে মিলে একজনের বিপক্ষে নেমেও, *আমি একা নই তো*-এই ভয়ে বারবার অন্যদের দিকে তাকাচ্ছিল সবাই।

সবার নজর অন্যদিকে সরাতে হলে, বিশেষ ধরনের ঘটনা ঘটাতে হয়। আর সেই ঘটনাটাকে হতে হয় অদক্ষভাবে করা বিশাল কিছু। নইলে সবার দৃষ্টি আকর্ষণ হবে কেন? বাটলার সাধারণত কোনও কাজে অদক্ষতার ছাপ রাখাটা পছন্দ করে না। পাঁচশ গজ দূর থেকে ডার্ট রাইফেল দিয়ে এই কজনকে দৃশ্যপট থেকে সরিয়ে নিতে পারলে খুশি হতো ও। কিন্তু তা যেহেতু করা যাবে না, হাত সেহেতু নোংরা করতেই হবে! তাই ভেবেছিল, বৃদ্ধাঙ্গুলি দিয়ে মাথার পেছনের স্নায়ুতে আঘাত হেনে কাজ সারবে। কিন্তু আফসোস, তা করলেও তো কারও দৃষ্টি আকর্ষণ করা যাবে না!

তাই প্রশিক্ষণকে আপাতত শিকেয় তুলে রাখার সিদ্ধান্ত নিল ও। দানবের মতো চিৎকার করতে শুরু করল, সেই সাথে হাত-পা ছুঁড়াছুঁড়ি তো আছেই। দেখে অদক্ষ বলে মনে হতে পারে, কিন্তু প্রশিক্ষিত কেউ সেই বিক্ষিপ্ত হাত-পা ছোঁড়াছুঁড়ির মাঝেও দক্ষতার আভাস ঠিক দেখতে পেত।

একেবারে সামনের জনকে এক ঘুষিতেই কুপোকাত করে ফেলল বাটলার। পরের দুজনের মাথা টুকে দিল একসাথে, একেবারে কার্টুনের মতো! চতুর্থ জনের জন্য তোলা ছিল একটা লাথি, স্পিনিং কিক বা দেহটাকে ঘুরিয়ে দেয়া মারটা মারার সময় বাটলারের নিজেরই লজ্জা লাগছিল। তবে দেখতে সবচেয়ে হাস্যকর মারটা ছিল শেষ দুজনের জন্য। ওই দুজনের কলার ধরে শুয়ে পড়ল দেহরক্ষী, সেই সঙ্গে পা ব্যবহার করে তাদেরকে ছুঁড়ে দিল ডাবলিন পোতাশ্রয় থেকে নিচের পানিতে। 'ঝপ' করে পানিতে পড়ার আওয়াজ শোনা গেল, সঙ্গে চিৎকার তো আছেই।

BanglaBook.org

নিখুঁত কাজ!

একটা কার্গো কন্টেইনারের কালো ছায়া থেকে দুটো হেডলাইটের আলো জ্বলে উঠল। যেমনটা ভেবেছিল, কর্তৃপক্ষ লুকিয়ে থেকে নজর রাখছিল নিশ্চয়! সন্তুষ্টির হাসি দেখা গেল বাটলারের চেহারায়, আলো জ্বলে ওঠার সাথে সাথে অন্ধকারে লুকিয়ে ফেলল নিজেকে। কর্তৃপক্ষের এজেন্টরা ওদের ব্যাজ আর বন্দুক উঁচিয়ে তেড়ে আসার আগেই আত্মগোপন করে ফেলল।

বাটলার গাড়ির কাছে ফিরে আসতে আসতে, নিজের কাছ সেরে ফেলেছে আর্টেমিস।

'ভালো কাজ দেখিয়েছ, বন্ধু।' মন্তব্য করল ছেলেটা। 'যদিও তোমার মার্শাল-আর্টসের প্রশিক্ষক মনে হয় লজ্জায় কবরে উঠে বসেছেন। স্পিনিং কিক? ছি ছি! কীভাবে পারলে? লজ্জা লাগল না?'

কিছু একটা বলতে চেয়েও বলল না বাটলার, গাড়ি চালাবার কাজে মন দিল। কিন্তু শেষ একবার পেছনে ফিরে নিজের সুকৃতি দেখার লোভটা ছাড়তে পারল না।

দূষিত পানি থেকে ভিজে কাক হয়ে যাওয়া এক শ্রমিককে টেনে তুলছে কর্তৃপক্ষের এজেন্ট।

পুরোটাই আর্টেমিসকে বিশেষ কোনও কাজ করার সুযোগ করে দেবার জন্য করা। কিন্তু কাজটা কী-তা জিজ্ঞাসা করে যে কোনও লাভ হবে না, তা বাটলারের বিলক্ষণ জানা আছে। আর্টেমিসের পেটে বোমা মেরেও ওর মুখ খোলানো সম্ভব না। সময় হলে নিজে থেকেই বলবে। আর আর্টেমিস যদি মনে করে সময় এখনও আসেনি সব কিছু খুলে বলার, তাহলে সময় আসলেই আসেনি!

•

•

কম্পিত পায়ে বাহন থেকে বেরিয়ে এলেন রুট, তার সময়ে যাত্রার অভিজ্ঞতা এমন ছিল না। তবে সত্যি কথা বলতে কী, তার সময়ে অভিজ্ঞতাটা সম্ভবত আরও বাজে হতো। তখন না ছিলো আসনের সাথে নিজেকে বেঁধে রাখার কোনও বেল্ট, আর না ছিল অটো-থ্রাস্টার অথবা বাইরের দৃশ্য দেখার মনিটর। অনেকটা অন্ধের মতোই সবকিছু করতে হতো।

রুটের অবশ্য সেসব দিনই বেশি পছন্দ। বিজ্ঞান গতি দিয়েছে ঠিক, কিন্তু জীবনের জ্যোতিও যে কেড়ে নিয়েছে!

টানেলের মাথার দিকে এগিয়ে গেলেন তিনি। সবাই টারাতেই আসতে চায় বলে, যাত্রীদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা আছে এখানে। এক হ্যাভেন সিটি থেকেই প্রতি হপ্তায় ছয়টা শাটল আসে! অবশ্য এই শাটলগুলো যেসব পর্যটকদের নিয়ে আসে, তাদের বায়ুচাপের জন্য অপেক্ষা বা তার উপর নির্ভর-কোনওটাই করতে হয় না। পয়সা দিচ্ছে না তারা? কষ্ট করবে কেন!

টারা আজ পর্যটক দিয়ে ভর্তি। পূর্ণিমা-প্রেমি পাগলেরা পরিবহন বন্ধ হয়ে যাবার কারণে চিৎকার করে অভিযোগ করছে। টিকিট ডেস্কের পেছনে এক স্প্রাইট বলতে গেলে একরকম লুকিয়েই আছে। বেচারি মেয়েটাকে ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে এক দঙ্গল খ্যাপা গ্রেমলিন[১৩]। রুটকে আসতে দেখে মেয়েটা বলল, 'আমার সাথে চেঁচামেচি করে লাভ নেই। এই যে, আপনারা যাকে চান, সেই ভদ্রলোক

BanglaBook.org

এসে গিয়েছেন। তাকেই জিজ্ঞাসা করুন না।' বলে আঙুল তুলে কমান্ডারকে দেখিয়ে দিল।

রাগান্বিত গ্রেমলিনের দল ঘুরতে শুরু করেছিল। কিন্তু রুটের কোমরে ঝোলানো তিন ব্যারেলের অস্ত্রটা দেখে, সেই ঘূর্ণন আর থামালো না। পুরো বৃত্তাকারে ঘুরে থামল।

ডেস্কের পেছন থেকে একটা মাইক হাতে তুলে নিলেন রুট।

'কান খুলে শুনুন সবাই,' হুংকার ছেড়ে উঠলেন তিনি। পুরো টারা টার্মিনাল গম গম করে উঠল। 'লেপ-এর কমান্ডার রুট বলছি। মাটির উপরে বেশ গুরুতর এক পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে। আপনাদের, মানে সিভিলিয়ানদের কাছ থেকে আমি পূর্ণ সহযোগিতা কামনা করি। প্রথমেই আশা করব, বকবকানি থামিয়ে আমার কথা শুনবেন আপনারা।'

এক মুহূর্তের বিরতি দিলেন রুট, তার সাথে সাথে উপস্থিত ফেয়ারিরাও বিরতি নিল! নেবে না-ই বা কেন, কোমরে যার তিন ব্যারেলের অস্ত্র ঝোলে, তার সব অনুরোধই আমলে নিতে হয়!

'দ্বিতীয়ত, আমি চাইব আপনার সবাই, এমনকি বাচ্চারাও চুপচাপ বেঞ্চে বসে থাকুন। আমি চলে যাবার পর আপনারা যা মনে চায়, তা-ই নাহয় করবেন। আর সর্বশেষ কথা, এখানকার দায়িত্বে যে আছে, সে যেন এখুনি আমার সামনে এসে দাঁড়ায়!'

কথা শেষ করে মাইকটা হাত থেকে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন রুট। এক সেকেন্ডের কম সময়ের মাঝে এক এলফ-গবলিন সংকর হাঁপাতে হাঁপাতে তার সামনে এসে দাঁড়াল।

'আপনার জন্য কী করতে পারি, কমান্ডার?'

নড করলেন রুট, তার সব আদেশ মান্য করা হয়েছে দেখে খুশি।

'আমি চাই, নিচ থেকে সরাসরি এই জায়গা পর্যন্ত একটা টানেল খুলবে তুমি। কাস্টম বা ইমিগ্রেশনের ঝামেলা পোহাতে চাইছি না। আমার ছেলেরা এসে পৌঁছাবার পর, পর্যটক সবাইকে একে একে নিচে পাঠিয়ে দেবে।'

ঢোক গিলল বেচারা সংকর, 'সবাইকে?'

'হ্যাঁ, সবাইকে। এমনকি তোমার কর্মচারীদেরকেও। আর যা যা নিতে পারবে, সাথে নিয়ে যাবে। ধরে নাও, এই জায়গাটাকে পরিত্যাগ করা হচ্ছে।' বেচারা ফেয়ারির চোখে চোখ রাখলেন রুট। 'মহড়া না কিন্তু, আসলেই যাবে।'

'আপনি বলতে চাইছেন-'

'হ্যাঁ, ঠিক ধরেছ। এক মাড ব্লাড সরাসরি আমাদের বিরুদ্ধে মারাত্মক অপরাধ করেছে। ব্যাপারটা শেষ পর্যন্ত কী রূপ নেবে, তা বলা যায় না।'

Banglabook.org

এক দৃষ্টিতে রুটের দিকে তাকিয়ে রইল সংকর ফেয়ারি, যুদ্ধ শুরু হতে যাচ্ছে নাকি? কমান্ডার দৃষ্টি সীমা থেকে অদৃশ্য হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করল সে, তারপর পকেট থেকে মোবাইল বের করে নিজ অ্যাকাউন্টেন্টকে ফোন দিল।

'বার্ক? হ্যাঁ, নিম্বাস বলছি। শাটল পোর্টের সব শেয়ার বেচে দাও। হ্যাঁ, হ্যাঁ। সব শেয়ার। আমার মন বলছে, ওগুলোর দাম পড়তে চলেছে!'

•

ক্যাপ্টেন হলি শর্টের মনে হচ্ছিল, কোনও বিশাল জোঁকের প্রচণ্ড টানে কান দিয়ে ওর মগজ বেরিয়ে আসছে। কেন এমন কষ্ট হচ্ছে, তা মনে করার প্রয়াস পেল বেচারি। কিন্তু এখনও অজ্ঞান হবার বা তার কিছুক্ষণ আগে ঘটা ঘটনার স্মৃতি ফিরে আসেনি ওর। আসেনি অন্য কিছু করার ক্ষমতাও। চুপচাপ শুয়ে শুধু শ্বাস নেওয়া ছাড়া আসলে আর কিছুই করার ক্ষমতা, অন্তত এই মুহূর্তে নেই ওর।

কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে, মুখ খোলার চেষ্টা চালাল ও। প্রথমেই বড় কিছু বলতে যাওয়াটা ঠিক হবে না। সংক্ষিপ্ত কিন্তু অর্থবহ একটা শব্দ চেষ্টা করা যাক নাহয়। *সাহায্য*-এই শব্দটা বলবে বলে সিদ্ধান্ত নিল হলি। বুক ভরে শ্বাস নিয়ে মুখ খুলল।

'সাআআজ,' বিশ্বাসঘাতকতা করে বসল এতো দিনের সঙ্গী ঠোঁট জোড়া। নাহ, লাভ নেই। মাতাল কোনও নোমও ওর বলা কথা বুঝতে পারবে না!

হচ্ছেটা কী এখানে? নির্জীব শরীরে ও শুয়ে আছে কেন? এমন কে বা কী এই অসাধ্য সাধন করতে সক্ষম হলো। ব্যথা অগ্রাহ্য করে মনঃসংযোগ করার আপ্রাণ চেষ্টা চালালো হলি।

ট্রলটার সাথে লড়াইয়ের ফল না তো? নাকি আসলে সে ট্রলটার হাত থেকে রক্ষাই পায়নি? পরবর্তী সব ঘটনা কেমন যেন কুয়াশাচ্ছন্ন। অবশ্য, ট্রলটা ছাড়া আর কেউ ওর এই হাল করার মতো যথেষ্ট শক্তিশালী না।

দানবটার কথা মনে হবার সাথে সাথে, আয়ারল্যান্ডের কথাও মনে পরে গেল হলির।

সেই সাথে শিষ্টাচারের। আরও কিছু স্মৃতি আসি আসি করছিল, কিন্তু গোড়ালিতে থাকা কিছু একটা ওকে আর মন স্থির রাখতে দিল না। বারবার খোঁচা লাগছে।

'হ্যালো?' একটা গলা ভেসে এল। ওর না গলাটা, এমনকি ফেয়ারিদের কারও বলেও মনে হলো না। 'ঘুম ভেঙেছে তাহলে?'

ইউরোপের ভাষা বলে মনে হলো হলির। ল্যাটিন? নাহ, ল্যাটিন না। ইংরেজি। ইংল্যান্ডে আছে নাকি ও?

BanglaBook.org

'আমি তো ভয় পেয়েছিল, ডার্টটা না তোমাকে মেরে ফেলে। আমাদের সাথে অন্যান্য প্রাণিদের গঠনগত অনেক পার্থক্য আছে। টিভিতে দেখেছি। বিশেষ করে ভিনগ্রহের প্রাণিদের!'

ভিনগ্রহের প্রাণী? কী সব বোকার মতো কথা বলছে মানুষটা?

'তবে স্বাস্থ্য দেখছি ঠিক আছে তোমার। জানো, দেখতে আর স্বাস্থ্যে তুমি অনেকটা মুচাচো মারিয়ার মতো। চেন তাকে? মেক্সিকোর এক বামন কুস্তিগির?'

গুঙিয়ে উঠল হলি, নিশ্চয় ওর যেকোনও ভাষায় কথা বলার ক্ষমতাটা কেন জানি কাজ করছে না! ঠিক কোন ধরনের পাগলের পাল্লায় পড়েছে, তা দেখা দরকার। শরীরের সমস্ত শক্তি এক করে বহুকষ্টে চোখ মেলে চাইল সে। প্রায় সাথে সাথেই বন্ধ করে ফেলল আবার। সামনে যে এক বিশালকার সোনালীচুলো মাছি দেখা যাচ্ছে!

'ভয় পেও না, সানগ্লাস পরে আছি।' বলল মাছিটা।

উভয় চোখ এবার একসাথে খুলে তাকাল হলি। সামনের মাছিটা চোখের উপর আঙুল দিয়ে টোকা দিচ্ছে! নাহ, চোখ না ওটা। একটা লেন্স। তা-ও আবার আয়না ব্যবহার করে বানানো লেন্স। ওই যে অন্য দুজন যেমন পরেছিল...সাথে সাথে বিদ্যুত চমকের মতো ওর সবকিছু মনে পরে গেল। মনে হলো, সব কিছু যেন খাপে খাপ খেয়েছে। শিষ্টাচার পালনের সময় দুজন মানুষ ওকে অপহরণ করেছে। এমন দুজন মানুষ, যারা ফেয়ারিদের ব্যাপারে একটু বেশি জানে!

আবার কথা বলার চেষ্টা চালাল হলি, 'আমি...আমি কোথায়?'

মৃদু হাসল মানুষটা, সেই সাথে আনন্দের আতিশয্যে হাততালিও দিয়ে বসল। তার লম্বা আর রঙ মাখানো হাতের নখ নজর এড়ালো না হলির।

'তুমি দেখি ইংরেজি বলতে পারো! কিন্তু টানটা কেমন কেমন। কোন এলাকার?'

হলির ভ্রূ কুঁচকে উঠল। মেয়েটার গলার আওয়াজ যেন ওর মাথার মাঝে ছিদ্র করে ঢুকে যাচ্ছে। হাতটা তুলে চোখের সামনে নিয়ে এল হলি। কিন্তু লোকেটরটা নজরে পড়ল না।

'আমার সব জিনিসপত্র কোথায়?'

মানা করার ভঙ্গিতে আঙুল নাচাল মাছি সদৃশ মেয়েটা, যেন কোনও ছোট বাচ্চাকে শাসাচ্ছে।

'আর্টেমিস তোমার ছোট্ট বন্দুকটা সরিয়ে নিয়েছে, অন্য সব খেলনাও। কে জানে, ওগুলো ব্যবহার করতে গিয়ে যদি নিজে আঘাত পেয়ে যাও! আর্টেমিস ফাউল। এসবের পুরোটাই ওর বুদ্ধিতে হচ্ছে।'

BanglaBook.org

ভ্রূ কুঁচকে ফেলল হলি। আর্টেমিস ফাউল। কেন জানি, নামটা উচ্চারণ করা মাত্রই ওর সারা দেহ কেঁপে উঠল। খুব খারাপ লক্ষণ, ফেয়ারিদের অন্তরাত্মা কখনও মিথ্যা বলে না।

'তোমরা কিছুতেই পার পাবে না,' শুষ্ক, রুক্ষ কণ্ঠে বলল সে। 'কী ভেবেছ? আমাকে অপহরণ করবে, আর কেউ কিচ্ছু বলবে না? এতোই সোজা। আমার লোকেরা আসছে! কী যে করেছ, তা নিজেরাই জানো না।'

'একটা কথা ভুল বলোনি,' ভ্রূ কুঁচকে জবাব দিল মাছি-কন্যা। 'কী যে হচ্ছে, তা আমি ঘুণাক্ষরেও বুঝতে পারছি না। তাই আমাকে ভয় দেখাবার চেষ্টা করেও কোনও লাভ নেই।'

এবার হলির ভ্রূ কুঁচকাবার পালা, এই মানুষটার কথা ওর সত্য বলেই মনে হচ্ছে। আর কথা বাড়িয়ে লাভ নেই।

এখান থেকে পালাতে হলে, ওকে মেসমার ব্যবহার করতেই হবে। কিন্তু আয়না ভেদ করে তো তা কাজ করতে পারবে না। এই মানুষগুলো এমন গুরুত্বপূর্ণ তথ্য জানল কী করে? থাক, ওসব নিয়ে পরে মাথা ঘামানো যাবে। এখন এই মেয়েটার চোখ থেকে আয়নার চশমাটা সরানোর চেষ্টা করা যাক।

'মানুষ হলেও,' কণ্ঠে খাঁটি মধুর মিষ্টতা এনে বলল হলি। 'দেখতে তুমি খুব সুন্দর।'

'ওহ, তাই নাকি! ধন্যবাদ...?'

'হলি।'

'অনেক অনেক ধন্যবাদ, হলি। একবার না, স্থানীয় খবররের কাগজে আমার ছবি ছাপা হয়েছিল! সৌন্দর্য প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন হয়েছিলাম!'

'তা তো তোমাকে দেখেই বোঝা যায়। একেবারে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য যাকে বলে। আচ্ছা, তোমার চোখ দুটোও কি খুব সুন্দর?'

'সবাই তো তাই বলে,' মাথা ঝাঁকাল জুলিয়েট। 'আরও বলে, আমার পাঁপড়ির সৌন্দর্য নাকি ডুবে যাবার মতো!'

দীর্ঘশ্বাস ফেলল হলি। 'ইস, যদি একবার দেখতে পেতাম!'

'দেখো না, অসুবিধা কী?' বলতে বলতে সানগ্লাসে হাত দিল জুলিয়েট। খুলে ফেলবে, এমন সময় ইতস্তত করে বলল, 'কাজটা মনে হয় ঠিক হবে না।'

'কেন ঠিক হবে না? মাত্র এক সেকেন্ডের জন্যই তো!'

'আর্টেমিস যে ওই এক সেকেন্ডের জন্যও খুলতে মানা করেছে।'

'আমরা কেউ যদি না বলি, তাহলে সে জানবে কী করে?'

দেয়ালে লাগানো একটা ক্যামেরার দিকে ইঙ্গিত করল জুলিয়েট। 'আর্টেমিস সব দেখতে পায়, জেনে সে যাবেই।' বন্দী ফেয়ারির দিকে ঝুঁকে এল মেয়েটা।

BanglaBook.org

'মাঝে মাঝে তো মনে হয়, ছেলেটা মানুষের মনের কথা পর্যন্ত পড়ে ফেলতে পারে।'

উফ, বিরক্তিতে চোখ মুখ কুঁচকে ফেলল হলি। এই আর্টেমিস নামক প্রাণিটা ওকে ভালো গ্যাঁড়াকলে ফেলে দিয়েছে।

'আহ হা, মাত্র এক লহমার জন্যই তো। এতে আর ক্ষতি কী হবে?'

ভাববার ভান করল জুলিয়েট। 'কোনও ক্ষতিই তো হবার কথা না। অবশ্য যদি তুমি আমার উপর মেসমার প্রয়োগ করতে চাও, তাহলে ভিন্ন কথা। আমাকে কি চরম বোকা বলে ধরে নিয়েছ তুমি?'

'আরেকটা বুদ্ধি এসেছে মাথায়,' উত্তরে বলল হলি। কণ্ঠে এখন মধু নয়, বিষ ঝরছে যেন। 'এক কাজ করলে কেমন হয়? তোমাকে পিটিয়ে ছাতু বানাই। তারপর নাহয় ওই চশমাটা খুলে নেয়া যাবে।'

প্রাণখুলে হাসল জুলিয়েট, যেন জীবনে এর চাইতে ভালো কৌতুক আর কখনও শোনেনি। 'ধন্যবাদ ফেয়ারি, অনেক হাসালে।'

'আমি সিরিয়াস, আদমজাত।'

'তাই নাকি!' দীর্ঘশ্বাস ফেলল জুলিয়েট। সানগ্লাসের নিচে আঙুল ঢুকিয়ে হাসির দমকে বের হয়ে আসা চোখের এক বিন্দু পানি মুছল। 'তাহলে তো আমারও সিরিয়াস হতে হয়। দুটো কথা মনে করিয়ে দেই তোমাকে। প্রথম, তুমি আমাদের, মানে মানুষের বাড়িতে আছ। আর্টেমিস বলেছে, আমি যা বলব, তা-ই শুনতে তুমি বাধ্য। আমি চাই, তুমি ওই কটেই শুয়ে থাক।'

চোখ বন্ধ করে ফেলল হলি। আবারও ঠিক বলেছে মেয়েটা। এই দল এতো গোপন তথ্য জানল কীভাবে?

'দ্বিতীয়ত,' আবারও হাসল জুলিয়েট। ও যে বাটলারের বোন, এবার তা হাসি থেকে পরিষ্কার বোঝা গেল। 'আমি আর বাটলার একই প্রশিক্ষণ পেয়েছি। পাইল-ড্রাইভারটা[14] অনুশীলন করার আর তর সইছে না আমার।'

দেখা যাবে, মাড ব্লাড। ভাবল হলি। ক্যাপ্টেন শর্ট এখনও পুরোপুরি শক্তি ফিরে পায়নি। তাছাড়া গোড়ালিতে বাধা জিনিসটার কথাও ভাবতে হবে। জিনিসটা যে কী, তা এখনও বুঝে উঠতে পারেনি মেয়েটা। তবে ওটার আকার বুঝে যা মনে হচ্ছে তা যদি ঠিক হয়, তো পালাবার একটা পথ...

BanglaBook.org

•

নিজ হেলমেটের কাঁচে, হলির লোকেটরের ফ্রিকোয়েন্সি বসিয়ে নিয়েছেন কমান্ডার রুট।

ডাবলিনে পৌঁছাতে সময় একটু বেশিই লেগে গিয়েছে। আধুনিক বাহনগুলো পরিচালনা করা বেশ ঝামেলার। তাছাড়া, ওগুলো চালাবার জন্য একেবারে প্রাথমিক যে কোর্স রয়েছে, সেগুলোর একটাও করেননি তিনি। তবে এখন সেসব ঝামেলা মিটে গিয়েছে। ডাবলিনের রাস্তার উপর দিয়ে উড়ে যাচ্ছেন তিনি।

'ফোয়ালি, দুর্বিনীত সেন্টর! কোথায় তুমি?' মাউথপিসে হুংকার ছাড়লেন তিনি।

'কী হয়েছে, হে মনিব আমার!' উত্তর এল।

'কী হয়েছে! শেষ কবে ডাবলিনের মানচিত্র ঠিক ঠাক করেছিলে?'

'দাঁড়ান, দেখে জানাই।' বলল সেন্টর। 'আহ...ডাবলিন। পঁচাত্তর, আঠারশ পঁচাত্তর সালে।'

'যেমনটা ভেবেছিলাম! এখন তো তোমার ম্যাপের সাথে কিছুই মিলছে না। আদমজাত দেখি উপকূলের চেহারা পর্যন্ত বদলে ফেলেছে!'

এক মুহূর্তের জন্য চুপ করে রইল ফোয়েলি। রুট মানসচোখে দেখতে পেলেন, ফোয়েলি সমস্যাটা নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছে। নিজের সিস্টেমের কোনও অংশকে পিছিয়ে পড়া অবস্থায় দেখতে চায় না সেন্টর।

'হুম,' অবশেষে বলল সে। 'এক কাজ করা যাক। একটা টিভির স্যাটেলাইট যন্ত্রের চোখ আয়ারল্যান্ডের দিকে ঘোরানো আছে।'

'বুঝলাম।' বললেন রুট, আসলে এক বিন্দুও বোঝেননি।

'গত সপ্তাহের ডাটা আপনার হেলমেটের কম্পিউটারে পাঠিয়ে দিচ্ছি। তবে সমস্যা হবে আপনার ওড়ার দিকের সাথে মানচিত্রটার সংযোগ স্থাপন করে...'

'কতক্ষণ লাগবে ফোয়েলি?' ধৈর্যশীল অপবাদটা কেউ দিতেই পারবে না রুটকে। কেন, তার প্রমাণ রাখলেন তিনি।

'উম...দুই মিনিটের মতো।'

'মতো বলতে?'

'মানে যদি আমার হিসাব ঠিক থাকে আরকি। আর না থাকলে এই ধরুন, বছর দশেক।'

'তাহলে ভুল না করলেই হয়! আপাতত যেখানে আছি, সেখানেই রইলাম।'

প্রায় একশ চব্বিশ সেকেন্ড পর, রুটের চোখের সামনে থেকে অদৃশ্য হয়ে গেল নীল-সাদা দাগগুলো। তার জায়গা দখল করে নিল উজ্জ্বল প্রতিচ্ছবি। রুট মাথা ঘোরাবার সাথে সাথে, ঘুরল সেগুলোও। এমনকি হলির লোকেটর-ও!

'অসাধারণ।' বলে ওঠা থেকে নিজেকে থামাতে পারলেন না রুট।

'কী বললেন কমান্ডার? শুনতে পাইনি।'

'বলেছি-অসাধারণ। গর্বে ব্যাঙের মতো ফুলে উঠো না আবার।'

BanglaBook.org

ঘর ভর্তি হাসির আওয়াজ শুনতে পেলেন রুট। বুঝলেন, ফোয়েলি তার সাথে লাউড স্পীকার চালু করে কথা বলছিল। ঘরের সবাই নিশ্চয় কমান্ডারের উচ্চারিত প্রশংসা বাণী শুনতে পেয়েছে! সামনের একমাস সেন্টরটার গলাবাজির জোরে তার সাথে কথা বলাই দায় হয়ে উঠবে। তবে প্রশংসাটুকু প্রাপ্য ছিল ফোয়েলির। এখন যে ভিডিও দেখতে পাচ্ছেন তিনি, তা একেবারে হালনাগাদ করা। যদি ক্যাপ্টেন শর্টকে কোনও দালানের ভেতরেও আটকে রাখা হয়, তাহলে সেই দালানের নীল নকশা পর্যন্ত দেখতে পাবেন। তাও কিনা একদম সাথে সাথে, ত্রি-মাত্রিক অবস্থায়। একেবারে নিখুঁত এক অবস্থা। কেবল যদি না...

'ফোয়েলি, লোকেটরটাকে তো জলের উপর দেখা যাচ্ছে। ব্যাপারটা কী?'

'স্যার, আমার ধারনা ক্যাপ্টেন শর্টকে কোনও জাহাজে রাখা হয়েছে।'

কথাটা তার মাথায় এল না কেন, তা ভেবে নিজেকেই গাল বকে উঠলেন কমান্ডার। ফোয়েলি আর ওর রুমে থাকা সবাই নিশ্চয় হাসিতে ফেটে পড়েছে এতোক্ষণে! কয়েক মিটার নিচে নেমে এলেন রুট, দেখে মনে হচ্ছে কোনও তিমি শিকারি জাহাজ থেকে আসছে লোকেটরের সিগন্যাল।

'ক্যাপ্টেন শর্ট ওই নৌ-যানের কোথাও আছে, ফোয়েলি। সম্ভবত নিচের ডেকে। আর কোনও তথ্য দিতে পার?'

'না, স্যার।'

'দেহ তাপ ব্যবহার করে কিছু জানা যাবে না?'

'না, কমান্ডার। ওই মাস্তুলের আর ডেকের বয়স কম করে হলেও পঞ্চাশ বছর হবে। অনেক বেশি সীসা আছে ওতে। প্রথম আস্তরটাই ভেদ করতে পারছি না। আমি দুঃখিত স্যার, কিন্তু যা করার তা আপনাকে একা একাই করতে হবে।'

হতাশায় মাথা নাড়লেন রুট। 'বছর বছর তোমাকে বিলিয়ন বিলিয়ন আমরা যে কেন দেই! ফিরে আসার পর মনে করিয়ে দিও তো, বাজেটে কাট-ছাঁট করতে হবে।'

'ইয়েস, স্যার।' এই প্রথম সেন্টরের বিষণ্ণ গলার আওয়াজ শুনতে পেলেন রুট। ফোয়েলি বাজেটে কাট-ছাঁট করার প্রসঙ্গ একদম শুনতে পারে না।

'উদ্ধার দলকে প্রস্তুত রেখো। যেকোনও মুহূর্তে লাগতে পারে।'

'রাখব, স্যার।'

'ভুল যেন না হয়। ওভার অ্যান্ড আউট।'

এবার রুটের একা কাজে নামার পালা। সত্যি কথা বলতে কী, একা একা কাজ করতেই পছন্দ করেন তিনি। বিজ্ঞানের ক্ষ্যাতা পুড়ি, মনে মনে ভাবলেন। এখন আর কোনও সেন্টর তাকে বিরক্ত করতে আসবে না।

ঢাল চালু করে দিয়ে, পলিমার নির্মিত পাখাজোড়া বাঁকিয়ে দিলেন রুট। মানুষের চোখে পড়ার কোনও ভয় নেই বলে, সাবধান হবার চেষ্টাও করলেন না।

BanglaBook.org

ঢাল চালু থাকলে ফেয়ারিদের দেখতে পায় না কোনও আদমজাত। এমনকি অতি সংবেদনশীল রাডারেও দেখা যাবে না তাকে। একদম নিচু হয়ে এলেন কমান্ডার। নৌ-যানটা দেখতে একেবারেই বদখত। তার সাথে যোগ হয়েছে মৃত্যু আর কষ্টের গন্ধ! অনেক তিমি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছে এখানে। কয়েকটা সাবান আর আলো জ্বালাবার তেলের লোভে সেই মরদেহগুলোকে টুকরা টুকরা করা হয়েছে। হতাশ ভঙ্গিতে মাথা নাড়লেন রুট। আদমজাত বড়-ই অসভ্য!

হলির বীপার এখন খুব দ্রুত জ্বলতে নিভতে শুরু করেছে। নিশ্চয় খুব কাছাকাছিই আছে ক্যাপ্টেন।

আশা করা যায়, আশেপাশের দুইশ মিটারের মাঝে এখনও জীবিত অবস্থায় অবস্থান করছে ক্যাপ্টেন শর্ট। কিন্তু জাহাজের নীল নকশা না থাকার কারণে, মেয়েটা পর্যন্ত যাবার পথ খুঁজে পেতে কষ্ট করতে হবে তার। বাইরে থেকে কোনও সাহায্যও মিলবে না।

আলতোভাবে ডেকের উপর নেমে এলেন রুট, পরনের বুট গুলো যেন শুকনো সাবান মিশ্রিত ইস্পাতের আবরণের সাথে এঁটে বসল। দেখে মনে হচ্ছে, কেউ নেই জাহাজে।

গ্যাংপ্ল্যাঙ্কে নেই কোনও প্রহরী, ব্রীজে নেই কোনও নাবিক। পুরো জাহাজে কোনও আলো পর্যন্ত জ্বলছে না! তাই বলে সতর্কতায় ঢিল দেবার কথা চিন্তাও করলেন না কমান্ডার। অভিজ্ঞতা থেকে জানেন, আদমজাতের কোনও ঠিক ঠিকানা নেই। যেকোনও মুহূর্তে, যেকোনও জায়গা থেকে লাফিয়ে বেরোতে পারে সে।

ঢাল পুরোদমে চালু রেখে, পাখা জোড়া গুছিয়ে আনলেন কমান্ডার। এরপরের দূরত্বটুকু পায়ে হেঁটেই অতিক্রম করবেন। তার হেলমেটের কাঁচেও কোনও জীবিত প্রাণির লক্ষণ নেই, কিন্তু ফোয়েলি যেমনটা বলেছে-অনেক দিনের পুরনো এই জাহাজের আস্তরণে সীসার পরিমাণ অনেক বেশি! এমনকি রংও করা হয়েছে সীসা নির্ভর রঙ দিয়ে! পরিবেশ দূষণ আর কাকে বলে! যাই হোক, সমস্যা হলো, আধুনিক অস্ত্রে সজ্জিত একগাদা যোদ্ধা ডেকের নিচে লুকিয়ে থাকলেও তার হেলমেটে ধরা পড়বে না। এমনকি হলির লোকেটর থেকে আসা সিগন্যালটাও স্বাভাবিকের তুলনায় দুর্বল। অথচ ওটা পারমাণবিক শক্তিতে চলে। রুটের কেন জানি মনে হচ্ছে, কোথাও কোনও একটা ভজঘট আছে। *শান্ত থাকো*-নিজেকেই বোঝালেন তিনি। ঢাল চালু আছে। *জীবিত কোনও মানুষ চর্মচক্ষে তোমাকে দেখতে পাবে না।*

প্রথম হ্যাচটা খুলে ফেললেন রুট, তেমন কোনও বাধা পেতে হলো না। সন্দেহের বশে হ্যাচটা শোঁকার প্রয়াস পেলেন তিনি। আদমজাত এই হ্যাচকে সচল রাখতে তিমির তেল ব্যবহার করেছে। এদের কী একবিন্দু লজ্জা নেই!

BanglaBook.org

করিডরজুড়ে অন্ধকারের রাজত্ব। তাই অনেকটা বাধ্য হয়েই ইনফ্রারেড ফিল্টার চালু করে দিলেন রুট। প্রযুক্তি মাঝে মাঝে অবশ্য উপকারেও আসে- ভাবলেন তিনি। কিন্তু ফোয়েলিকে কথাটা বলা যাবে না। সামনের পাইপ আর গ্রিলের জঙ্গল এক লহমায় অস্বাভাবিক লাল আলো দিয়ে পূর্ণ হয়ে উঠল। এক মিনিট পর দেখা গেল, সেন্টরকে মনে মনে বকে তার ভূত ছাড়াচ্ছেন রুট। লালচে আলোয় কেন যেন উচ্চতা বুঝতে কষ্ট হচ্ছে তার। একটু পরপর মাথায় বাড়ি খাচ্ছেন তিনি।

এখন পর্যন্ত প্রাণের কোনও চিহ্নই নজরে পরেনি রুটের। নাহ, ভুল হলো। কোনও মানুষ বা ফেয়ারির চিহ্ন নজরে পরেনি, প্রাণের লক্ষণ তো অনেক দেখতে পাচ্ছেন। অবশ্য এদের অধিকাংশই ইঁদুর শ্রেণির। সমস্যা হলো, নিজে যখন টেনে টুনে এক মিটার লম্বা তখন দশাসই আকারের ইঁদুরও যথেষ্ট ভয়ংকর বলেই মনে হয়। মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা হয়ে আছে ফেয়ারিদের ঢাল ভেদ করে ইঁদুরের দেখতে পাবার ক্ষমতা। ব্লাস্টারটা হাতে নিয়ে নিলেন রুট, সাবধানের মার নেই। ইঁদুরদের সাবধান করার জন্য, একটার নিতম্বে তাক করে ট্রিগার চেপে ধরলেন। ধোঁয়া পরিত্যাগ করতে করতে পালিয়ে বাঁচল বেচারা।

চলার গতি বাড়িয়ে দিলেন রুট। এই জায়গাটা ফাঁদ পাতার জন্য একদম উপযুক্ত। সামনে বলতে গেলে কিছুই দেখতে পাচ্ছেন না, বের হবার একমাত্র রাস্তাটাও পেছনে। রেকি করার জন্য এর চাইতে বাজে পরিস্থিতি আর হয় না। তার অধীনের কোনও অফিসার যদি এমন পরিস্থিতিতে ভেতরে প্রবেশ করত, তাহলে সেই অফিসারের দফারফা করে ছাড়তেন তিনি। কিন্তু মরিয়া অবস্থায় কিছু ঝুঁকি নেয়াই যায়...নিতে হয়।

দুপাশের বেশ কিছু দরজা অগ্রাহ্য করে, সিগন্যালের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখলেন তিনি। আর মাত্র দশ মিটার সামনে গেলেই চলবে। ইস্পাতের একটা হ্যাচ দিয়ে সামনের পথ বন্ধ করে রাখা। ক্যাপ্টেন শর্ট, অথবা তার মৃতদেহ সেই হ্যাচের ওপাশেই আছে!

দরজায় কাঁধ দিয়ে ধাক্কা দিলেন রুট। বিনা আপত্তিতে খুলে গেল ওটা। খারাপ খবর! জীবিত কাউকে ভেতরে বন্দী করে রাখা হলে, দরজা খোলা থাকত না। ব্লাস্টারের মাত্রা বাড়িয়ে দিয়ে, দরজারূপী গর্তের ভেতরে প্রবেশ করলেন রুট। গুনগুন করে উঠল হাতে ধরা অস্ত্রটা। সামনে হাতি পড়লেও, সেটাকে ছাই বানিয়ে দেয়ার ক্ষমতা এখন অস্ত্রটার আছে।

হলির কোনও চিহ্নই কমান্ডারের নজরে পড়ল না, অবশ্য কোনও কিছুই তার নজরে পড়ার কথা না। এই মুহূর্তে তিনি শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত একটা গুদামঘরে দাঁড়িয়ে আছেন!

BanglaBook.org

পাইপের দেহ দেখে ঝলমল করতে থাকা বরফের চাই ঝুলছে, রুটের নিঃশ্বাস ধোঁয়া হয়ে সেই চাইয়ের সাথে মিলে গেল। একটা কথা মনে হওয়ায়, এমন পরিস্থিতেও হাসি পেল তার। কোনও আদমজাত যদি শূন্য থেকে উদয় হওয়া এই ধোঁয়া দেখে, তাহলে তার কী মনে হবে!

'আহ,' পরিচিত একটা কণ্ঠ আচমকা বলে উঠল। 'অতিথি এসেছেন দেখছি।'

ততক্ষণে কমান্ডার হাঁটু গেড়ে বসে পড়েছেন। শব্দের উৎসের দিকে তাক করা আছে তার অস্ত্র।

'উধাও হয়ে যাওয়া অফিসারকে উদ্ধার করতে এসেছেন নিশ্চয়!'

চোখের পাঁপড়িতে এসে অবস্থান নেয়া এক বিন্দু ঘামের উপস্থিতি টের পেলেন কমান্ডার। ঘাম! এই তাপমাত্রায়!

'জানাতে বড় দুঃখ হচ্ছে যে, আপনি ভুল জায়গায় এসেছেন।'

একদম নিচু কণ্ঠস্বরটা, মনে হচ্ছে যেন দূর থেকে ভেসে আসছে। প্রাণের উপস্থিতির খোঁজে, নিজের লোকেটরের দিকে নজর দিলেন রুট।

নেই, প্রাণের কোনও লক্ষণ নেই। অন্তত এই হিমাগারে তিনি ছাড়া জীবিত আর কোনও আদমজাত বা ফেয়ারি নেই! কোনও না কোনওভাবে নিশ্চয় দূর থেকে তার উপর নজর রাখা হচ্ছে। একটা ক্যামেরা লুকানো আছে এখানে কোথাও। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, সেই ক্যামেরাটা কীভাবে তার ঢাল ভেদ করে দেখতে পাচ্ছে?

'কোথায় তুমি? সাহস থাকে তো সামনে এসো!'

হাসল আদমজাত, বিশাল হিমাগারের প্রতিটা কোনা থেকে সেই আওয়াজ প্রতিধ্বনিত হলো।

'এখনও সময় হয়নি, আমার ফেয়ারি বন্ধু। তবে চিন্তা করবেন না, শীঘ্রই আমাদের মোলাকাত হবে। কিন্তু বিশ্বাস করুন, সেই ক্ষণটা আপনার জন্য সুখকর হবে না।'

কণ্ঠটাকে অনুসরণ করলেন রুট, আদমজাতটা যেন কথা বলতে থাকে, সেটা নিশ্চিত করা দরকার। তাহলে হয়তো...

'কী চাও তুমি?'

'হুম, কী চাই আমি! এর উত্তরও আগের মতোই। শীঘ্রই, শীঘ্রই সবকিছু জানতে পারবেন।'

হিমাগারের ঠিক মাঝখানে একটা নিচু বাক্স রাখা, তার উপরে দেখা যাচ্ছে একটা অ্যাটাচি কেস। হা হয়ে আছে ওটা।

'আমাকে এখানে আনার কী দরকার ছিল?' বলতে বলতে অস্ত্র দিয়ে কেসটাকে খোঁচা দিলেন রুট। কিছুই ঘটল না।

'ছিল, দরকার ছিল। আমার ক্ষমতার একটা উদাহরণ দেখাতে চাইছিলাম।'

BanglaBook.org

খোলা কেসটার উপর এবার ঝুঁকে পড়লেন কমান্ডার। ভেতরে দেখতে পেলেন একটা ট্রিপল-ব্যান্ড ভিএইচপি ট্রান্সমিটার, সেই সাথে বিশেষভাবে প্যাকেট করা কিছু একটা। শক্তিশালী যন্ত্রটার উপরে শুয়ে আছে হলির লোকেটর। গুঙিয়ে উঠলেন রুট। হলি জান থাকা অবস্থায় যন্ত্রপাতি অন্য কারও হাতে তুলে দেবে না। শুধু হলি না, কোনও লেপ-অফিসারই দেবে না।

'ক্ষমতা? কোন ধরনের ক্ষমতা দেখাতে চাচ্ছিলি দানব?'

দ্বিতীয়বারের মতো ঠাণ্ডা হাসিটা শুনতে পেলেন রুট।

'লক্ষ্যের প্রতি আমার একাগ্র থাকার ক্ষমতা।'

নিজের স্বাস্থ্য নিয়ে, সেই মুহূর্ত থেকেই চিন্তা করতে শুরু করা উচিত ছিল রুটের। কিন্তু না, এই মুহূর্তে তিনি হলির সুস্বাস্থ্য নিয়েই বেশি চিন্তিত।

'আমার অফিসারের যদি একটা চুলও বাঁকা হয়...'

'আপনার অফিসার? ওহ, উচ্চ পদস্থ একজন চলে এসেছেন দেখছি! নিজেকে গর্বিত মনে হচ্ছে জনাব! আপনিই যখন এসে পড়েছেন, তখন তো সময় নষ্ট করা চলে না!'

রুটের মাথায় পাগলা ঘন্টি বেজে উঠল।

'মানে কী? কী বোঝাতে চাইছ?'

স্পীকার থেকে ভেসে আসা কণ্ঠটা মেরুর শীতল আবহাওয়ার চাইতেও ঠাণ্ডা শোনাল তার কাছে।

'বোঝাতে চাইছি, আমাকে হালকা ভাবে নিলে ভুল করবেন আপনারা। যাই হোক, কষ্ট করে একটু অ্যাটাচি কেসটাকে লক্ষ করুন। ভেতরে একটা জিনিস আছে...'

লক্ষ করলেন কমান্ডার, ভেতরের জিনিসটাও দেখলেন। আকারে একদম সাধারণ। সমতল, যেন পুটিং দেয়া হয়েছে উপরে, অথবা...ওহ! খাইছেলা!

সমতল তলের নীচ থেকে একটা লাল আলোর পিট পিট করে ওঠা পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে।

'পালান, পিচ্চি ফেয়ারি।' নিজের কানে না শুনলে বিশ্বাসও করতে পারতেন না রুট যে কোনও আদমজাতের কণ্ঠ এতোটা ভীতিকর হতে পারে। 'পালান আর গিয়ে বন্ধুদেরকে জানান, দ্বিতীয় আর্টেমিস ফাউল তাদের শুভেচ্ছা জানিয়েছে।'

লাল আলোটার পাশে, সবুজ একটা আলো এখন জ্বলতে নিভতে শুরু করেছে। বিশেষ বর্ণগুলো চিনতে পারলেন রুট। ওগুলোকে বলে...সংখ্যা। পেছন দিকে যাচ্ছে।

'ডি'আরভিট।' গর্জে উঠলেন রুট। (অনুবাদ করে লাভ নেই, যেহেতু শব্দটার অর্থ ছাপার অযোগ্য।)

BanglaBook.org

ঘুরে দাঁড়িয়ে পালাতে শুরু করলেন তিনি। আর্টেমিসের শীতল কণ্ঠ যেন তাকে ধাওয়া করে ছুটে এল।

'তিন, দুই...'

'ডি'আরভিট।' আবারও বললেন রুট।

কমান্ডারের কাছে আগের চাইতেও লম্বা মনে হচ্ছে করিডরটাকে। খোলা দরজা দিয়ে ভেসে আসা নীলচে আকাশটাকে অনেক দূরের বলে মনে হচ্ছে। শেষ অস্ত্র হিসেবে পাখাজোড়ার সাহায্য নিলেন রুট। কিন্তু এই অল্প জায়গায় উড়তে অনেক দক্ষতার দরকার হবে।

'এক।'

বিস্ফোরণের জন্য নিজেকে প্রস্তুত করে নিলেন রুট, তাই বলে হাল ছাড়লেন না। ডান দিকে কাত হয়ে পাখাজোড়ার গতি শব্দের গতিবেগের সমান করে নিলেন।

'শূন্য,...' বলল আদমজাত। 'বুম!'

বিশেষ প্যাকেটটার ভেতরের ডেটোনেটরটা থেকে অগ্নি স্ফুলিঙ্গ বেরিয়ে এল, আগুন ধরে গেল এক কিলোগ্রাম বিস্ফোরককে। ন্যানো সেকেন্ডের মাঝে আশেপাশের সব অক্সিজেন শুষে নিল আগুন। সেই সাথে এগিয়ে চলল যেদিকে সবচেয়ে কম বাঁধা আছে, সেদিকে। আর সেদিকটা যে কমান্ডারের পালাবার দিক, তা নিশ্চয় বলার অপেক্ষা রাখে না।

আর দেরি করা যায় না, পাখাজোড়াকে তাদের সর্বোচ্চ শক্তিতে ব্যবহার করার সিদ্ধান্ত নিলেন রুট। দরজাটা আর মাত্র কয়েক মিটার দূরে। কে আগে পৌঁছাতে পারে, সেটাই এখন দেখার বিষয়। ফেয়ারি নাকি ফায়ারবল!

ফেয়ারিই আগে পৌঁছালেন। তবে সেকেন্ডের ভগ্নাংশ আগে। দরজা দিয়ে বের হবার সাথে সাথে নিচের দিকে নেমে গেলেন তিনি। কিন্তু আগুনের হাত থেকে পুরোপুরি বাঁচতে পারলেন না। আগুন লাফিয়ে উঠে তার স্যুটের প্যান্টে চুমো খেয়ে গেল!

থামলেন না তিনি, সরাসরি পানিতে আছড়ে পড়লেন। একটু পর যখন তার মাথা পানির উপরে উঠে এল, তখন তার মুখ দিয়ে অনর্গল গালি বর্ষিত হচ্ছে!

এদিকে তিমি জাহাজটায় তখন আগুনের রাজত্ব।

'কমান্ডার,' কানে ফোয়েলির কণ্ঠ শুনতে পেলেন তিনি। সেন্টরটার সাথে আবার যোগাযোগ স্থাপিত হয়েছে। 'কমান্ডার, আপনার কী অবস্থা?'

পানির আলিঙ্গন ছেড়ে উপরে উঠে এলেন রুট।

'আমার অবস্থা শুনতে চাও, ফোয়েলি? বিরক্ত, মারাত্মক বিরক্ত। কাজে লেগে পড়, আর্টেমিস ফাউল সম্পর্কে যা যা তথ্য বের করতে পারো, করে ফেল। ফেরার সাথে সাথে আমি সেসব তথ্য আমার সামনে চাই।'

BanglaBook.org

'ইয়েস, স্যার। এখুনি কাজে নামছি, কমান্ডার।'

ঠাট্টা করার চেষ্টাও করল না ফোয়েলি, জানে-এখন ঠাট্টা করার সময় না।

তিনশ মিটার উপরে উঠে এলেন রুট। নিচে একগাদা জাহাজ জ্বলন্ত নৌ-যানটাকে ঘিরে ধরেছে। *আর্টেমিস ফাউল, এর সাজা তুমি ভুগবে* - দৃঢ় প্রতিজ্ঞ মনে হলো তাকে। *ভুগবেই ভুগবে!*

তার মুখ দিয়ে অনর্গল গালি বর্ষিত হচ্ছে

ছয়ঃ অবরোধ

স্টাডির চামড়া বাঁধানো স্যুইভেল চেয়ারে হেলান দিল আর্টেমিস। হাসিতে ভরে উঠেছে মুখ। নিখুঁতভাবে এগোচ্ছে ওর পরিকল্পনা। বিস্ফোরণের ঘটনাটা নিশ্চয় ফেয়ারিদের বড় সড় একটা নাড়া দিতে পেরেছে। বোনাস হিসেবে, দুনিয়ার বুক থেকে তিমি শিকারী জাহাজের সংখ্যা একটা কমে গিয়েছে। আসলে তিমি শিকারীদের পছন্দ করে না আর্টেমিস। সাবান বা তেল পাবার আরও তো অনেক উপায় আছে, তাই না?

লোকেটরের মাঝে লুকিয়ে রাখা ক্যামেরাটা একদম জাদু দেখিয়ে দিয়েছে। ছোট হলে কী হবে! জিনিসটা দারুণ। কথায় আছে না, ছোট মরিচের ঝাল বেশি! ফেয়ারিটার নিঃশ্বাস পর্যন্ত ক্যামেরাটা একদম পরিষ্কার ধরতে পেরেছে বলেই না...

বেসমেন্টের অবস্থাটা একবার ক্যামেরায় দেখে নিল আর্টেমিস। বন্দি এখনও কটে বসে আছে, দুহাত দিয়ে আঁকড়ে ধরে আছে মাথা। ভ্রূ কুঁচকে গেল আর্টেমিসের। ফেয়ারিরা যে দেখতে এমন...মানুষের মতো হবে, তা আন্দাজ করতে পারেনি। এতোক্ষণ পর্যন্ত কেবল শিকার হিসেবেই দেখেছে, কিন্তু এখন কাছ থেকে দেখে কেন জানি অস্বস্তি বোধ করছে।

কম্পিউটারটা স্ট্যান্ড-বাই এ রেখে, দরজার দিকে এগোল ও। বন্দি, তথা অতিথির সাথে কিছু কথা বলার সময় হয়েছে। দরজার হাতল স্পর্শ করেছে কী করেনি, সাথে সাথে খুলে গেল ওটা। হাঁপাতে থাকা জুলিয়েটকে দেখা গেল ওপাশে।

'আর্টেমিস,' খাবি খেতে খেতে বলল মেয়েটা। 'তোমার মা...তিনি...'

আর্টেমিসের মনে হলো, কেউ ওর পাকস্থলি খামচে ধরেছে। 'কী **হয়েছে** উনার?'

'তিনি বলছেন, আর্টেমিস...আর্টেমিস...তোমার...'

'সব কথা একবারে বলো তো জুলিয়েট!'

নিজেকে সামলাবার জন্য কয়েক মুহূর্ত সময় নিল মেয়েটি। কিছুক্ষণ পর বলল, 'তোমার বাবা, স্যার। আর্টেমিস সিনিয়র। ম্যাডাম ফাউল বলছেন, তোমার বাবা ফিরে এসেছেন!'

এক মুহূর্তের জন্য আর্টেমিসের মনে হলো, ওর হৃদপিণ্ডটা যেন ধুকপুক করতে ভুলে গিয়েছে! বাবা? ফিরে এসেছেন?

BanglaBook.org

তা-ও কী সম্ভব? অবশ্য ছেলেটা মনে প্রাণে বিশ্বাস করে যে, তার বাবা এখনও বেঁচে আছেন। কিন্তু গত কিছুদিন হলো এই ফেয়ারিদেরকে নিয়ে সে এতো বেশি ব্যস্ত যে বাবার কথাটা মাথাতেই আসেনি। অপরাধবোধে আক্রান্ত হলো বেচারার মন। বাবাকে বাদ দিয়ে ফেয়ারি নিয়ে মেতে উঠেছে ও! ছিহ!

'তুমি কী তাকে দেখেছ, জুলিয়েট? নিজের চোখে দেখেছ?'

মাথা নাড়ল মেয়েটা।

'না, স্যার। আমি শুধু কিছু কথা শুনেছি। তা-ও আবার বেডরুমের বাইরে দাঁড়িয়ে। ম্যাডাম ফাউল আমাকে ভেতরে ঢুকতে দিতে চাচ্ছেন না। এমনকি খাবার বা পানীয় নিয়েও না।'

মনে মনে হিসাব কষল আর্টেমিস। মাত্র একঘন্টা আগে ফিরে এসেছে ওরা। তাই ওর বাবা, জুলিয়েটের নজরে না পড়েও বাড়ির ভেতরে অবস্থান করতে পারেন। সম্ভব, অবশ্যই সম্ভব। হাতঘড়ির দিকে তাকাল, ওখানে সবসময় গ্রিনিচ সময় দেখায়। রাত তিনটা বাজে। সময় বয়ে চলছে। ওর ধারণা অনুযায়ী, ফেয়ারিরা যা করার তা সূর্যের আলো ফোটার আগেই করবে।

এসব ভাবতে ভাবতেই চমকে উঠল আর্টেমিস। আবারও একই কাজ করছে ও, পরিবারকে দূরে সরিয়ে দিচ্ছে। আসলে কোন ধরনের মানুষে পরিণত হচ্ছে সে? এখানে ওর বাবার চিন্তাই প্রধান, পয়সা কামাবার ধান্দা নয়!

দরজার ওপাশে অবিচল দাঁড়িয়ে রয়েছে জুলিয়েট। বড় বড়, নীল চোখজোড়া দিয়ে একমনে ওকে দেখছে। অপেক্ষা করছে ওর সিদ্ধান্তের। কিন্তু এই প্রথমবারের মতো, সিদ্ধান্ত নিতে এতোটা দ্বিধা করছে ছেলেটা।

'ঠিক আছে,' অবশেষে বলল আর্টেমিস। 'আমি এখুনি উপরে গিয়ে দেখছি।'

মেয়েটার পাশ দিয়ে বেড়িয়ে গেল ও, একেক বারে দুই পা করে ফেলছে। মায়ের ঘরটা উপরের তলায়।

BanglaBook.org

দরজার সামনে এসে ইতস্তত করতে লাগল ও। আসলেই যদি বাবা ফিরে এসে থাকেন, তাহলে কী বলবে সে? কী করবে?

নাহ, ওসব নিয়ে ভাববার সময় এখন না। আন্দাজ করেও লাভ নেই। বুক ভরে শ্বাস নিয়ে দরজায় নক করল।

'মা?'

উত্তর এল না কোনও, কিন্তু ভেতর থেকে মায়ের হাসির আওয়াজ পরিষ্কার শুনতে পেল। সাথে সাথে যেন আর্টেমিস চলে গেল অতীতে। আসলে এই ঘরটা ছিল ওর বাবা-মা'র বসার ঘর। এখানে বসে ঘন্টার পর ঘন্টা নতুন প্রেমে পড়া কপোত-কপোতির মতো গল্প করতেন তারা। যখন আর্টেমিস সিনিয়র উধাও হয়ে গেলেন, তখন অ্যাঞ্জেলিন ফাউলকে এখান থেকে নড়ানো অসম্ভব হয়ে পড়ল।

'মা? তুমি ঠিক আছ?'

ভেতর থেকে মৃদু গুঞ্জন ভেসে এল, যেন দুজন মিলে বসে বসে কোনও ষড়যন্ত্র করছে!

'মা, আমি আসছি।'

'এক মিনিট। টিমি, থামো তো। কেউ আসছে!'

টিমি? একটু আগে ধুকপুক করতে ভুলে যাওয়া হৃদপিণ্ডটা যেন এবার রেসের ঘোড়াকে হার মানাবার পণ করেছে। *টিমি* নামেই ওর বাবাকে ডাকতেন মা। আর ধৈর্য ধরতে পারল না বেচারা। ভেতরে ঢুকে পড়ল।

প্রথমেই দেখতে পেল আলো। মা তাহলে বাতি জ্বালিয়েছেন! সুখবর।

সে জানে, মা কোথায় থাকতে পারেন। জানে, কোন দিকে এখন ওর তাকানো উচিত। কিন্তু কেন জানি পারছে না। যদি...যদি...

'বলুন, কীভাবে আপনাকে সাহায্য করতে পারি?'

ঘুরে দাঁড়াল আর্টেমিস, চোখ এখনও নিচের দিকে। 'আমি এসেছি।'

হেসে উঠলেন ওর মা, উচ্ছল হাসি। 'তা তো দেখতেই পাচ্ছি পাপা। ছেলেকে একরাতের জন্য ছুটি দেয়া যায় না? হানিমুন চলছে আমাদের!'

ঠিক তখনই সব বুঝে গেল আর্টেমিস। ওর মা'র পাগলামি আরও বেড়ে গিয়েছে। পাপা? ছেলের সাথে শ্বশুড়কে গুলিয়ে ফেলেছেন অ্যাঞ্জেলিন। অথচ বুড়ো লোকটা মারা গিয়েছেন দশ বছর হলো। আস্তে আস্তে মুখ তুলে চাইল ও।

বিয়ের জামা পরে বসে আছেন অ্যাঞ্জেলিন, চেহারায় জবরজং করে মেকাপ দেয়া। কিন্তু এখানেই তার পাগলামির শেষ না!

পাশেই তিনি শুইয়ে রেখেছেন বাবার এক প্রতিকৃতিকে। চোদ্দ বছর আগের সকালে যে স্যুট পরে ভদ্রলোক বিয়ে করতে গিয়েছিলেন, সেই স্যুটটাই ব্যবহার করেছেন অ্যাঞ্জেলিন। টিস্যু ব্যবহার করে ভেতরটা ফুলিয়ে রেখেছেন, আর শার্টের গলা দিয়ে ঢুকিয়ে রেখেছেন বালিশ। লিপস্টিক ব্যবহার করে চোখ, মুখ এঁকেছেন তিনি। অনেক কষ্টে কান্না থামাল ছেলেটা। আশার ফানুস হাওয়ায় উড়ে গিয়েছে।

'কিছু তো বলো, পাপা?' গভীর কণ্ঠে বললেন অ্যাঞ্জেলিন। সেই সাথে এমনভাবে বালিশটাকে নাড়াচ্ছেন, যেন ওটাই কথা বলছে। 'ছেলেকে এক রাতের ছুটি দেয়া যায় না?'

নড করল আর্টেমিস। এমন পরিস্থিতিতে আর কী বা করা সম্ভব।

'এক রাতের ছুটি দিলাম তাহলে। নাহ, থাক। কালকের দিনটাও তোমার ছুটি। সুখী হও।'

আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠল অ্যাঞ্জেলিনের চেহারা। লাফ দিয়ে কাউচ থেকে নেমে পড়লেন তিনি। নিজের যে ছেলেকে চিনতেই পারছেন না, তাকে আলিঙ্গন করলেন!

BanglaBook.org

‘ধন্যবাদ, পাপা। অনেক অনেক ধন্যবাদ।’

মায়ের আলিঙ্গনের মাঝে যেন গলে গেল ছেলেটা। প্রতারণা করছে বলে মনে হলেও, মাকে জড়িয়ে ধরল।

‘ওয়েলকাম, ম...অ্যাঞ্জেলিন। এখন যাই। ব্যবসা দেখতে হবে।’

ছেলেকে ছেড়ে দিয়ে, নকল স্বামীর পাশে গিয়ে বসলেন অ্যাঞ্জেলিন।

‘ঠিক আছে, পাপা। তুমি যাও।’

বিদায় নিল আর্টেমিস, একবারের জন্যও পিছু ফিরে দেখল না। অনেক কাজ বাকি আছে। ফেয়ারিদের গলায় পাড়া দিয়ে স্বর্ণ হাসিল করতে হবে। মা'র কল্পনার জগতে বাস করার মতো সময় ওর হাতে নেই।

হাত দিয়ে মাথা আঁকড়ে ধরে বসে আছে ক্যাপ্টেন হলি শর্ট। আসলে আঁকড়ে ধরে বলাটা বোধহয় ভুল হলো, কেননা একহাত ওর মাথায়।

আর অন্য হাত ঘোরাফেরা করছে বুটের পাশে। ক্যামেরায় যেন দেখা না যায়, সে ব্যাপারে যথেষ্ট সতর্ক ক্যাপ্টেন। এখন একদম আগের মতোই বোধ করছে মেয়েটি। কিন্তু অসুস্থতার ভান করে যদি শত্রু পক্ষকে ধোঁকা দেয়া যায়, তাহলে ক্ষতি কী? তাহলে হয়তো ওকে পাত্তা দেবে না তারা। ভুল করে বসাটাও আশ্চর্যের কিছু হবে না!

গোড়ালিতে বারবার খোঁচা দিচ্ছিল যেটা, সেটাকে স্পর্শ করতে সক্ষম হলো হলি। আর সাথে সাথে জিনিসটা যে কী, তা-ও টের পেল। সেই অ্যাকর্ণটা! কীভাবে যেন ওর বুটের ভেতর ঢুকে পড়েছে। ভালো, খুব ভালো। এই সৌভাগ্যটুকুকে ঠিক মতো কাজে লাগাতে পারলে, এখান থেকে বের হওয়া একদম সহজ হয়ে যাবে। এখন কেবল দরকার এক টুকরা মাটি, তাহলেই পূর্ণ করতে পারবে শিষ্টাচার। ফিরে পাবে জাদু!

চোখে আশা নিয়ে ওর জেলখানার চারপাশে তাকালো হলি। দমে গেল সাথে সাথেই। নতুন করে কংক্রিট ঢালা হয়েছে বলে মনে হচ্ছে। কোথাও কোনও ফাটল পর্যন্ত নেই! বুদ্ধিটা কি তাহলে মাঠে মারা গেল! পায়ের উপর নিয়ন্ত্রণ ফিরে পেয়েছে কিনা, তা বোঝার জন্য উঠে দাঁড়াল মেয়েটা। একটু দুর্বল লাগলেও, চলবে। দেয়ালের কাছে এগিয়ে গেল সে, গাল আর হাতের তালু ওটার সাথে ঠেকালো। আসলেই সদ্য কংক্রিট দিয়ে ঢালাই করা হয়েছে। এখনও জায়গায় জায়গায় ভেজা মনে হচ্ছে। কোনও সন্দেহ নেই যে, বিশেষ করে ওকে আটকে রাখার জন্যই বানানো হয়েছে এই জেলখানা।

‘কিছু খুঁজছ?’

BanglaBook.org

নিষ্প্রাণ আর শীতল একটা কণ্ঠ শুনতে পেয়ে চমকে উঠল হলি। দেয়াল থেকে সরে দাঁড়াল। আদমজাতের সন্তান, ছোট্ট এক বালক ওর মাত্র দুই মিটার দূরে দাঁড়িয়ে আছে। চোখে সেই আয়না নির্মিত সানগ্লাস। কোনও আওয়াজ না করেই ঘরে প্রবেশ করেছে ছেলেটা। অসাধারণ!

'দয়া করে বসো।'

হলির দয়া করার কোনও ইচ্ছাই ছিল না। ওর মন চাইছিল এই বেয়াদ্দব ছেলেটাকে পিটিয়ে ছাতু বানাতে। তারপর চামড়া ছিলিয়ে সেটার বিনিময়ে নিজের মুক্তি কিনে নিতে।

'মাথায় কী কোনও নতুন বুদ্ধি কিলবিল করছে নাকি, ক্যাপ্টেন শর্ট?'

দাঁতগুলো কিড়মিড় করে দেখালো হলি, উত্তর দেবার আর দরকার হলো না।

'আমরা দুজনেই ফেয়ারি-আইন সম্পর্কে ওয়াকিবহাল, ক্যাপ্টেন। এটা আমার বাড়ি। তাই আমার ইচ্ছা অনুযায়ী চলতে হবে তোমাকে। রাগ করে লাভ নেই। এসব আইন তোমাদেরই বানানো, আমার নয়। আমার ইচ্ছার মাঝে যে তোমার হাতে ছাতু হওয়া বা তোমার এই বাড়ি ত্যাগ করা নেই, তা নিশ্চয় বলে দিতে হবে না?'

এতোক্ষণে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারটা মাথায় ঢুকল হলির।

'তুমি আমার নাম-'

'কীভাবে জানি? শুধু নাম না, তোমার র‍্যাংকও আমার জানা আছে।' হাসল আর্টেমিস, যদিও সেই হাসিতে প্রাণের কোনও ছোঁয়া নেই। 'যদি স্যুটে নাম-ধাম সব লিখে নিয়ে বেড়াও-'

অবচেতন মনেই হাত দিয়ে নাম লেখা জায়গাটা ঢেকে ফেলল হলি। 'কিন্তু এখানের লেখা তো-'

'নোমিশ-এ। আমি জানি। এই কদিনে ভাষাটায় দক্ষ হয়ে উঠেছি।'

এক মুহূর্তের জন্য চুপ করে রইল হলি, নতুন জানা এই তথ্য ওর ভিত কাঁপিয়ে দিয়েছে।

'ফাউল,' আবেগে কাঁপা কাঁপা গলায় বলল সে। 'কী যে করে বসেছ, তা নিজেও জানো না। আমাদের আর তোমাদের, দুই বিপরীতমুখী সমাজকে এক করার অর্থ জানো? দুটোই ধ্বংস হয়ে যাবে।'

শ্রাগ করল আর্টেমিস। 'আমি সমাজ নিয়ে চিন্তিত নই। আমার সব মাথাব্যথা আমাকে নিয়ে। আর বিশ্বাস করো, আমার বিন্দুমাত্র ক্ষতিও হবে না। এবার যা বলছিলাম, তা করো। দয়া করে বোসো।'

বসে পড়ল হলি। একমুহূর্তের জন্যও বাচ্চা ছেলের রূপ নিয়ে সামনে দাঁড়িয়ে থাকা দানবটার উপর থেকে নজর সরালো না।

BanglaBook.org

‘তোমার পরিকল্পনা কী ফাউল? দাঁড়াও, দাঁড়াও। আমিই আন্দাজ করি-পৃথিবী জয় করা?’

‘অমন নাটুকে কিছু না,’ বলল আর্টেমিস। ‘পয়সা-কড়ি পেলেই আমি খুশি।’

‘চোর!’ ঘৃণায় বলে উঠল হলি। ‘ছিঁচকে এক চোরের হাতে বন্দি আমি!’

আর্টেমিসের চোখে মুখে এক লহমার জন্য বিরক্তি দেখা গেল, পরের লহমাতেই সেসব মুছে গিয়ে আবার জায়গা করে নিল ক্রূর হাসি।

‘যা মন চায়, বলতে পার। তবে যেনতেন চোর না। পৃথিবীর প্রথম চোর, যে এক প্রজাতির হয়ে অন্য প্রজাতির ঘরে সিঁদ কেটেছে!’

বিদ্রূপ করে উঠল ক্যাপ্টেন শর্ট। ‘হাহ, প্রথম! কে বলেছে তুমি প্রথম? আদমজাত অনেক আগে থেকেই আমাদের কাছ থেকে এটা সেটা চুরি করছে! পাতালে কি সাধে গিয়েছি নাকি?’

‘তা ঠিক বলেছ। আচ্ছা, ঠিক করে বলি। প্রথম চোর যে কোনও ফেয়ারির কাছ থেকে তার স্বর্ণ চুরি করেছে।’

‘স্বর্ণ? স্বর্ণ? বোকা-গাধা ছেলে, তুমি আসলেই ওসব ছেলে ভুলানো গপ্পে বিশ্বাস করো?’ অট্টহাসিতে ফেটে পড়ল হলি।

ধৈর্য ধরে মেয়েটার হাসি বন্ধ হওয়ার অপেক্ষা করল আর্টেমিস। তারপর তর্জনী উঁচিয়ে বলল, ‘হাসার অধিকার তোমার আছে, ক্যাপ্টেন শর্ট। কেননা প্রথম প্রথম আমিও ওই স্বর্ণ ভাণ্ডারের গল্প বিশ্বাস করিনি। কিন্তু এখন? এখন আমি জানি। কী জানি? জানতে চাচ্ছ? অপহৃত ফেয়ারির মুক্তিপণ হিসেবে যে সোনা জমা করে রাখা আছে, তার সম্পর্কে জানি।’

অনেক কষ্টে নিজেকে সামলে রাখল হলি। ‘মুক্তিপণ? কীসের মুক্তিপণ?’

‘আহ, ক্যাপ্টেন। নাটক করে লাভ কি বলো? তুমি নিজেই তো আমাকে সে ব্যাপারে বলেছ।’

‘আ-আমি বলেছি!’ তোতলাতে শুরু করল হলি। ‘কী সব বাজে কথা বলছ!’

‘হাতের দিকে তাকাও।’

ডান হাতের হাতাটা গুটিয়ে ফেলল হলি। শিরার উপরে ছোট্ট একটা তুলার প্যাড লাগানো আছে!

‘ওখানেই তোমার শরীরে আমরা সোডিয়াম পেন্টাথল...মানে, ট্রুথ সেরাম প্রবেশ করিয়েছিলাম। পাখির মতো গান গেয়েছ তুমি, আমাদের কোনও কষ্টই হয়নি।’

কথাটা সত্য বলেই মনে হলো হলির। আসলেই তো, ও যদি বলে না থাকে, তাহলে এই আর্টেমিস নামক প্রাণিটা জানল কীভাবে?

‘পাগল, বদ্ধ পাগল তুমি!’

BanglaBook.org

পাত্তা না দেবার ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল আর্টেমিস। 'যদি এই খেলায় আমি জিতি, তাহলে আমাকে বলা হবে প্রতিভা। কেবল মাত্র হারলেই, পাগল উপাধি পাব। ইতিহাস এভাবেই রচিত হয়।'

সোডিয়াম পেন্টাথলের কথাটা পুরোপুরি মিথ্যা। আসলে জীবাণুমুক্ত একটা সিরিঞ্জের খোঁচা দিয়েছে শুধু আর্টেমিস, কোনও ওষুধ-টষুধ ব্যবহার করেনি। ফেয়ারিদের ব্যাপারে যখন কিছুই জানা নেই, তখন উল্টাপাল্টা কিছু ব্যবহার করে এই সোনার ডিম পাড়া হাঁসের ক্ষতি করতে চায় না ও। কিন্তু পবিত্র বই-এর এক কপি যে দখলে আছে, তা-ও জানাতে চায় না। এরচেয়ে বন্দি না হয় নিজেকে দায়ী ভাবুক। এতে বেচারির মানসিক প্রতিরোধটাও দুর্বল হয়ে আসবে।

তবে ব্যাপারটা কেন জানি আর্টেমিসের নিজের কাছেই পছন্দ হচ্ছে না। একে তো বেচারি বন্দি, তার উপর এখন বিশ্বাস করছে যে সে নিজের জাতের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে! সোনার জন্য আর কত নিচে নামতে হয় ওকে? আর কতটা নিচে নামতে পারবে ও?

যা ভেবেছিল, তাই হলো। বেচারি হলি কাঁধ নিচু করে বসে পড়ল। ভাবতেই পারছে না যে এই পিচ্চি আদমজাত ওর মুখ খুলিয়েছে! গোপন সব তথ্য জানিয়ে দিয়েছে সে! এখন মুক্ত হতে পারলেও নির্বাসনে যেতে হবে ওকে। আর্কটিক সার্কেলের কোনও এক জায়গায় চলে যেতে হবে।

'এখনও সব কিছু শেষ হয়ে যায়নি, ফাউল।' অনেকক্ষণ পর বলল হলি। 'এখনও আমাদের ক্ষমতার পুরোটা তুমি জানতে পারোনি। সবগুলোর ব্যাপারে জানতে কয়েক দিন লেগে যাওয়াও বিচিত্র না।'

বিরক্তিকর ছেলেটা আবারও হেসে উঠল। 'কী মনে হয়, কতদিন ধরে এখানে আছ তুমি?'

গুঙিয়ে উঠল হলি। জানত, এই ফাঁদ পাতবে ছেলেটা। 'কয়েক ঘন্টা?'

মাথা নাড়ল আর্টেমিস। 'তিন দিন।' মিথ্যা বলল সে। 'তোমাকে প্রায় ছত্রিশ ঘন্টা সোডিয়াম পেন্টাথলের উপরে রেখেছি আমরা। বলার মতো যা যা আছে, সব বলে দিয়েছ।'

কথাগুলো উচ্চারণ করার সময়ই নিজেকে অপরাধী মনে হচ্ছিল আর্টেমিসের। এই মনস্তাত্ত্বিক খেলাগুলো হলির উপর মারাত্মক প্রভাব ফেলছে। একটু একটু করে নিচে নেমে আসছে বেচারির কাঁধ, যেন ভেঙ্গে পড়ছে আস্তে আস্তে। এসবের কী কোনও দরকার ছিল?

'তিন দিন! আমি তো মারাও পড়তে পারতাম। কেমনতর...' আর বলতে পারল না হলি।

আর শব্দ খুঁজে না পাওয়াটাই নাড়িয়ে দিল আর্টেমিসকে। এই ফেয়ারিটা ওকে এতো বড় শয়তান বলে ধরে নিয়েছে যে কথাই বলতে পারছে না!

BanglaBook.org

নিজেকে সামলে নিয়ে হলি বলল, 'তাহলে এবার প্রভু ফাউল,' কণ্ঠে ঘৃণা লুকাবার কোনও চেষ্টাই করছে না। 'আমাদের ব্যাপারে যখন এতো কিছুই জানো, তাহলে আমাকে খুঁজে পেলে কী হবে, তা-ও নিশ্চয় তোমার অজানা নেই?'

অন্যমনস্কভাবে নড করল আর্টেমিস। 'জানি। আসলে, তোমার লোকদের পরবর্তী পদক্ষেপের উপর-ই আমার পরিকল্পনা নির্ভর করছে।'

এবার হলির হাসার পালা।

'তাই নাকি? আচ্ছা বালক, বলো তো। কখনও কোনও ট্রলের মুখোমুখি হয়েছ?'

প্রথমবারের মতো, ছেলেটার আত্মবিশ্বাস টলে উঠতে দেখল হলি।

'ট্রল... না তো!'

হাসিতে ভরে উঠল হলির মুখ। 'হবে আর্টেমিস ফাউল। খুব জলদিই হবে। আর আমি সে দৃশ্য মনভরে উপভোগ করব।'

•

ই-১ ঃ টারায় অস্থায়ী হেডকোয়ার্টার স্থাপন করেছে লেপ।

'কথা বলছ না কেন?' বললেন রুট। এক প্যারামেডিক গ্রেমলিন তার পুড়ে যাওয়া কপালে মলম লাগাচ্ছিল। এক হাতে বেচারাকে সরিয়ে দিলেন। বললেন, 'দরকার নেই। জাদুকে তার কাজ করতে দাও। কিছুক্ষণের মাঝেই ঠিক হয়ে যাব।'

'কী বলব?' প্রথম প্রশ্নটা যে ওকে উদ্দেশ করে করা হয়েছে, তা ঠিক বুঝতে পেরেছে ফোয়েলি।

'আজকে আর ঝামেলা করো না তো, ফোয়েলি। যে খবর বের করতে বলেছিলাম, তা পেরেছ কিনা বলো।'

মুখ কুঞ্চিত করে উঠল সেন্টর, টিনের হ্যাটটা ঠিক ঠাক করে নিয়ে ল্যাপটপটা চালু করল।

'ইন্টারপোলে হ্যাক করে ঢুকে পড়তে পেরেছি আমি। কাজটা একদম সহজ ছিল। মনে হচ্ছিল যেন ওরা লাল গালিচা বিছিয়ে...'

ওকে কথা শেষ করতে দিলেন না রুট। 'বুঝলাম, কাজের কথায় আসো।'

'হুম, ঠিক আছে। ফাউল। ইন্টারপোলে যে ফাইলটা আছে, তার সাইজ হবে দশ গিগাবাইট। কাগজে লিখলে, অর্ধেক লাইব্রেরি ওই কাগজেই খেয়ে নেবে।'

শিস বাজালেন কমান্ডার। 'খুব ব্যস্ত মানুষ দেখছি।'

'মানুষ না, পরিবার।' ঠিক করে দিল ফোয়েলি। 'আর্টেমিস পরিবার বহু প্রজন্ম ধরে আইনের সাথে লুকোচুরি খেলছে। চোরাচালান, ডাকাতি, ধান্দাবাজি-কী

BanglaBook.org

করেনি! তবে গত শতাব্দী ধরে শুধু ব্যাণিজ্যিক অপরাধেই ওদের মনোযোগ দেখা গিয়েছে।'

'অবস্থান জানি আমরা?'

'অবস্থান বের করা একদম সহজ। ফাউল ম্যানরে থাকে। ডাবলিনের বাইরেই একটা দুইশ একর লম্বা এস্টেট। আমাদের এখান থেকে বিশ কিলো দূরে হবে।'

নিচের ঠোঁট কামড়ে ধরলেন রুট।

'মাত্র বিশ? তাহলে তো খুব তাড়াতাড়িই আক্রমণ করা যাবে।'

'হ্যাঁ। সূর্যের আলো ওঠার আগেই ঝামেলা খতম হবে বলে মনে হচ্ছে।'

নড করলেন কমান্ডার। প্রাকৃতিক আলোতে ফেয়ারিরা বের হয়নি, তা কম করে হলেও কয়েকশ বছর হবে। এমনকি যখন মাটির উপরে বসবাস করত, তখনও নিশাচর প্রাণী ছিল তারা। সূর্যের আলো তাদের জাদু একেবারে হালকা করে দেয়। যদি দিন শুরু হয়েই যায় আর ওদের পদক্ষেপ নিতে আরেকটা রাতের জন্য অপেক্ষা করতে হয়, তাহলে অনেক দেরি হয়ে যাবে।

এমনও হতে পারে যে, এই ঘাপলার পুরোটাই খবরের কাগজ আর টেলিভিশনের দৃষ্টি আকর্ষনের জন্য। হয়তো আগামীকাল বিকালের প্রতিটা কাগজে ক্যাপ্টেন শর্টের চেহারা দেখা যাবে। কেঁপে উঠলেন রুট। সব কিছু শেষ হয়ে যাবে তাহলে। আদমজাত নিজেরাই নিজেদের মাঝে শান্তিতে বাস করতে পারে না, ফেয়ারিদের সাথে কী বাস করবে!

'সবাই মনোযোগ দিয়ে শোন। আমরা ভি আকৃতিতে আক্রমণে যাব, সবার অস্ত্র যেন একদম তৈরি থাকে। ম্যানরের প্রধান দালানটাকে কেন্দ্র করে একটা বৃত্ত বানাবো আমরা।'

উদ্ধারকারী দলের সদস্যরা সবাই যেন গর্জে উঠল।

'ফোয়েলি, তোমার দলের সবাইকে প্রস্তুত করে নাও। আমাদের সাথে বাহনে উঠতে হবে। ভালো কথা, বড় বড় ডিশগুলোও এনো। আমরা পুরো এলাকাটাকে অন্তরীণ করে রাখব। তোমরা একটু দূরেই থেকো।'

'একটা কথা বলার ছিল কমান্ডার।' আচমকা বলে উঠল ফোয়েলি।

'বলো?' অধৈর্য ভঙ্গিতে বললেন রুট।

'মানুষটা নিজের পরিচয় আমাদেরকে কেন জানালো? সে কি জানত না যে আমরা খুব সহজেই তার পাত্তা লাগিয়ে ফেলব?'

শ্রাগ করলেন রুট। 'কে জানে? হয়তো বোকামি করে বসেছে।'

'নাহ, আমার তা মনে হয় না। একদম মনে হয় না। পুরোটা সময় আমাদেরকে বোকা বানিয়ে চলছে সে, এতো বড় একটা ভুল তার করার কথা না।'

'এখন এতো সত ভাববার সময় নেই, ফোয়েলি। সূর্য উঠল বলে।'

BanglaBook.org

'আরেকটা কথা, কমান্ডার।'

'আরও একটা? জরুরী কিছু?'

'আমার তো তাই মনে হয়।'

'তাহলে সময় নষ্ট না করে বলে ফেল।'

ল্যাপটপের একটা বোতামে টিপ দিল ফোয়েলি, 'এই ভয়ঙ্কর অপরাধী, যে এতো কিছু করে ফেলেছে...'

'কী?'

মুখ তুলে চাইল সেন্টর, সোনালী চোখ জোড়ায় শ্রদ্ধা ভর করেছে!

'তার বয়স মাত্র বারো। একদম কম বয়স স্যার। এমনকি আদমজাতের হিসেবেও!'

ঘোঁত শব্দ করে তিন ব্যারেলের ব্লাষ্টারে নতুন ব্যাটারি ভরলেন রুট। 'বেশি বেশি টিভি দেখে বলে মনে হয়। নিজেকে শার্লক হোমস বলে ধরে নিয়েছে।'

'ভুল করলেন স্যার। প্রফেসর মরিয়ার্টি গল্পের শয়তান।' তাকে ঠিক করে দিল ফোয়েলি।

'হোমস... মরিয়ার্টি...নামে কী যায় আসে! মাথায় বাস্টারের আঘাত খেলে, সবাই দেখতে এক হয়ে যায়।'

কথাটা বলে দলের অন্যদের সাথে রাতের আঁধারে মিলিয়ে গেলেন রুট।

সামনে রুটকে রেখে, উদ্ধারদল *ভি* আকৃতিতে এগিয়ে চলল। গন্তব্য দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে। যার যার হেলমেটের কাঁচে ফুটে উঠেছে ভিডিও মেইলে পাঠানো মানচিত্র। অনুসরণ করে চলছে সেটাকেই। ফোয়েলি ফাউল ম্যানরকে লাল ডট দিয়ে চিহ্নিতও করে দিয়েছে!

ফাউল এস্টেটের প্রধান দালান, ফাউল ম্যানরের নির্মাতা লর্ড হিউ ফাউল। পনেরোশ শতকে মধ্যযুগীয় আর আধুনিক ডিজাইনের সংমিশ্রণে বানানো হয়েছিল এই দূর্গ।

তারপর থেকে আর ফাউল ম্যানর ফাউল পরিবারের হাতছাড়া হয়নি। যুদ্ধ, সামাজিক অস্থিরতা, এমনকি ট্যাক্স অডিটের ঝাপ্টা পার হয়ে দখলে রেখেছে তারা দূর্গটিকে। আর্টেমিস এখন তা হাতছাড়া হতে দিতে চায় না।

দূর্গটাকে ঘিরে ধরে আছে পাঁচ মিটার উঁচু, উপরে কাঁটা তার দেয়া পাথুরে পাঁচিল। সেই সাথে গার্ড টাওয়ার আর পাঁচিলের উপর দিয়ে হাঁটার রাস্তাও আছে। উদ্ধারদল পাঁচিল পেরিয়েই মাটিতে নেমে পড়ল। ব্যস্ত হয়ে পড়ল কোনও প্রহরী আছে কিনা তা খুঁজে দেখতে।

'একে অন্যের থেকে বিশ মিটার দূরত্ব বজায় রেখে জায়গাটা খুঁজে দেখ। ষাট সেকেন্ড পরপর যোগাযোগ করবে। বুঝতে পেরেছ?'

নড করল দলের সবাই, রুটের নির্দেশ পরিষ্কার বুঝতে পেরেছে।

BanglaBook.org

লেফটেন্যান্ট গাজেন, উদ্ধারকারী দলের নেতা, একটা গার্ড টাওয়ারে চড়ে বসলেন। 'আমি কী ভাবছি, জানো জুলিয়াস?'

তিনি আর কমান্ডার রুট একইসাথে বড় হয়েছেন, লেপ-অ্যাকাডেমিতে যোগও দিয়েছিলেন একইসাথে।

যে পাঁচ জন জীবিত ফেয়ারি রুটকে তার নাম ধরে ডাকেন, তাদের মধ্যে তিনিও একজন।

'জানি না, তবে আন্দাজ করতে পারছি।'

'পুরো এলাকাটাকে উড়িয়ে দিলে কেমন হয়।'

'তুমি যে এমন ভাববে, তাতে আর আশ্চর্য কী!'

'সেটাই ভালো হয় না? একবার নীল মৃত্যু মেরে দিলেই, আমাদের ক্ষয়ক্ষতি প্রায় শূন্যের কোঠায় নেমে আসবে।'

নীল মৃত্যু বড় ভয়াবহ এক জৈব বিস্ফোরকের নাম, আদর করে লেপ-এর সদস্যরা এই নামে ডাকে। এই বোমা যেখানে পড়ে, তার আশেপাশের সব জীবিত কোষ ধ্বংস করে দেয়। কিন্তু এলাকার ভূচিত্রের কোনও ক্ষতি হয় না।

'শুন্যের কোঠায় হলেও, আমার অফিসার তো পার পাবে না।'

'ওহ, হ্যাঁ।' টুট টুট শব্দ করে উঠলেন গাজেন। 'ওই মহিলা রিকন অফিসারের কথা বলছ? সমস্যা কী?'

চির পরিচিত সেই গোলাপী বর্ণ ধারণ করল রুটের চেহারা। 'আমার থেকে আপাতত দূরে থাকলেই ভালো করবে। নইলে ওই বোমা তোমার মগজের ভেতর ঢুকিয়ে দেব।'

পাত্তা দিলেন না গাজেন। 'আমাকে অপমান করে লাভ নেই জুলিয়াস। তাতে তো আর সত্যটা মিথ্যা হয়ে যাবে না। আমাদের গাইড লাইনে কী বলা আছে, তা তুমি জানো। কোনওভাবেই, আবার বলছি, কোনওভাবেই যেন লেপ বা ফেয়ারিদের কথা জানাজানি হয়ে না যায়। সময়কে একবারই স্তব্ধ করতে পারবে তুমি। তাতে কাজ না হলে...' কথা শেষ করলেন না লেফটেন্যান্ট। অবশ্য তার কোনও দরকারও নেই।

'আমি ওসব ভালোমতোই জানি।' তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বললেন রুট। 'তবে ওসব নিয়ে তোমার বেহুদা মাতামাতি আমার ভালো লাগে না। ছোটবেলার বন্ধু না হলে ধারণা করতাম, তোমার শিরায় হয়তো আদমজাতের রক্ত বইছে।'

'ও কথা বলার কোনও দরকার দেখি না।' এবার রাগ করলেন গাজেন। 'আমি কেবল আমার দায়িত্ব পালন করছি।'

'বুঝতে পারলাম,' বন্ধুকে রাগ করতে দেখে হার মানলেন রুট। 'আমি দুঃখিত।'

রুটকে খুব কম সময়ই ক্ষমা চাইতে দেখা যায়। কিন্তু তার বলা কথাটার চেয়ে, একজন ফেয়ারির জন্য অপমানকর আর কিছু হতে পারে না।

BanglaBook.org

মনিটরের সামনে বসে আছে বাটলার।

'কিছু দেখা গেল?' জানতে চাইল আর্টেমিস।

চমকে উঠল দেহরক্ষী, তার কম বয়সী মনিব কখন ভেতরে প্রবেশ করেছে তা টেরই পায়নি।

'নাহ, কিছুই নেই। দুই একবার হালকা আলো দেখতে পেয়েছি বলে মনে হয়েছিল। কিন্তু পরে বুঝলাম, ভুল দেখেছি। ওগুলো আদপে কিছুই না।'

'কিছুই না? ফেয়ারিদের ব্যাপারে 'কিছুই না' বলে কোনও কথা নেই।' রহস্য করে বলল আর্টেমিস। 'নতুন ক্যামেরাটা দিয়ে দেখ।'

নড করল বাটলার। এই গত মাসেই ইন্টারনেট থেকে একটা নতুন সিনে-ক্যামেরা কিনেছে আর্টেমিস। সেকেন্ডে দুই হাজার ফ্রেম রেকর্ড করতে পারে ওটা। মানুষের চোখের চাইতে অনেক বেশি দৃশ্য দেখে ক্যামেরাটার লেন্স। এমনকি হামিংবার্ডের পাখা ঝাপটানোর ছবিও দারুণভাবে তুলতে পারে। সদর দরজার ওখানে ক্যামেরাটাকে লাগিয়েছে ছেলেটা।

সেই সিনে-ক্যামেরাটাকে চালু করে দিল বাটলার। 'কোথায় ফোকাস করব?' জানতে চাইল।

'সদর দরজা থেকে ম্যানর পর্যন্ত আসার রাস্তার দিকে করো। কেন যেন মনে হচ্ছে, অতিথিরা এসে পড়েছে।'

খিলাল আকৃতির জয়স্টিক দিয়ে ক্যামেরাটাকে ঘোরানোর প্রয়াস পেল দেহরক্ষী। বিশাল হাতজোড়ার মাঝে ওগুলো যেন ডুব দিয়েছে। সাথে সাথে একটা ছবি মনিটরে ফুটে উঠল।

'কিচ্ছু নেই,' বিড়বিড় করে উঠল সে। 'একেবারে গোরস্থানের মতোই নীরব।'

'থামো,' কন্ট্রোলের দিকে ইঙ্গিত করল আর্টেমিস।

আরেকটু হলেই 'কেন' প্রশ্নটা করে বসত বাটলার, আরেকটু হলেই। কিন্তু প্রশ্নটা গিলে ফেলে আদেশ পালন করল শেষ পর্যন্ত। মনিটরে দেখা গেল, একেবারে জমে গিয়েছে চেরি গাছ গুলো। পাতা বাতাসে ভাসতে ভাসতে যেন থমকে গিয়েছে। কিন্তু সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে দৃশ্যটা দেখা গেল, তা হলো-প্রায় এক ডজন কালো পোশাক পরিহিত অবয়ব রাস্তা ধরে সতর্কতার সাথে এগিয়ে আসছে।

'কী...' চিৎকার করে উঠল বাটলার। 'এগুলো কোত্থেকে এল?'

'যার যার ঢাল চালু করে রেখেছে।' ব্যাখ্যা করল আর্টেমিস। 'এমন দ্রুত স্পন্দিত হচ্ছে যে মানব চক্ষুতে তা ধরা পড়ে না...'

'কিন্তু ক্যামেরাকে ফাঁকি দিতে পারবে না।' নড করল বাটলার। *এই হলো*

BanglaBook.org

মাস্টার আর্টেমিস, বাওয়া! হুহ, তাকে ফাঁকি দেয়া সহজ কাজ না। 'ইস, খালি যদি ওটাকে সাথে করে নিতে পারতাম!'

'সেটা হয়তো করা যাবে না। কিন্তু আমাদের হাতে যে প্রযুক্তি আছে, তা-ও কম না...

পাশের বেঞ্চে রাখা একটা হেডসেট তুলে নিল আর্টেমিস। জিনিসটা আসলে হলির হেলমেটের অবশিষ্টাংশ। আসল হেলমেটে বাটলারের মাথা ঢোকানোটা, ছোট একটা গর্তের মধ্য একটা বিশাল তরমুজ ঢোকাবার মতোই অসম্ভব হতো। তাই ওটাকে টুকরো টুকরো করে ফেলেছে আর্টেমিস। শুধু সামনের কাঁচ আর নানা প্রযুক্তি নিয়ন্ত্রণ করার বোতামগুলো বাকি রেখেছে।

'এই জিনিসে অনেক কিছুই আছে। যেহেতু এর আদি ব্যবহারকারী একজন পুলিশ ছিল, তাই ধরে নেয়া যায় যে ফেয়ারিদের ঢাল ভেদ করে এই যন্ত্র দেখতে পাবে। এই দেখ, অনেক ধরনের ফিল্টার আছে এখানে। পরে দেখো তো, আসলেই তাই কিনা!'

হেডসেটটা বাটলারকে পরিয়ে দিল আর্টেমিস।

'তোমার বড় মাথা আর মানুষের স্বাভাবিক দৃষ্টিসীমার কারণে অনেক কিছুই হয়তো দেখতে পাবে না। তবে কাজ চালিয়ে নিতে পারার কথা। এবার ক্যামেরাটা চালিয়ে দাও।'

ক্যামেরা চালিয়ে দিল বাটলার, এদিকে আর্টেমিস একের পর এক ফিল্টার পরখ করে দেখছে।

'দেখছ কিছু?'

'না।'

'এবার...'

'সবকিছু লাল দেখাচ্ছে। ফেয়ারি-টেয়ারি কিছু নেই।'

'এখন?'

'না।'

'এই শেষ।'

হাসল বাটলার। যেন কোনও হাঙর, রক্তের গন্ধ পেয়েছি। 'পরিষ্কার।'

'হুম,' বলল আর্টেমিস। 'অনেক হাই ফ্রিকোয়েন্সির স্পন্দন!'

'দেখতেই তো পাচ্ছি।'

'কী দেখতে পাচ্ছ? ফেয়ারিদেরকে না আমার কথার যুক্তিকে?'

'দুটোই।'

হাসতে গিয়ে নিজেকে সামলে নিল আর্টেমিস। একদিনে তিন-তিনটা কৌতুক! সামনে হয়তো দেখা যাবে, সে সার্কাসের ক্লাউন সেজে সবার মনোরঞ্জন করে বেড়াচ্ছে!

BanglaBook.org

'ঠিক আছে বাটলার। এবার কাজে নেমে পড়ো। অনুপ্রবেশকারী ঢুকেছে ভেতরে...'

দাঁড়িয়ে রইল বাটলার। আর কোনও নির্দেশনার প্রয়োজন নেই। দৃঢ় পায়ে দরজার দিকে হেঁটে গেল সে।

'আর বাটলার।'

'হ্যাঁ, আর্টেমিস?'

'ভয় দেখাও সমস্যা নেই, কিন্তু একেবারে মেরে ফেলো না।'

নড করল বাটলার।

•

•

লেপ-ওয়ান, উদ্ধারদলগুলোর মাঝে সবচেয়ে দক্ষ আর প্রশিক্ষিত। প্রতিটি ছোট ফেয়ারির স্বপ্ন হচ্ছে একদিন বড় হয়ে উদ্ধারদলে যোগ দেয়া। আর লেপ-ওয়ানে যোগ দিতে পারলে তো... কেননা সবগুলো দলের মাঝে ওরাই সেরা। ট্রাবল বা বিপদ যেন ওদের নামের সাথেই মিশে আছে। কিন্তু ক্যাপ্টেন কেল্প এর ব্যাপারটা ভিন্ন। ওর নামই যে ক্যাপ্টেন ট্রাবল কেল্প! লেপ-এ যোগদান করার সময় এই নাম অনেকটা জোর করেই নিজের নামের সাথে যোগ করে নিয়েছে সে।

রাস্তা ধরে নিজ দলকে নিয়ে এগিয়ে চলছে ট্রাবল। অন্য সব বারের মতো এবারও সবার সামনে সামনে চলছে সে। যদি ঝামেলা হয়, তাহলে নিজেই সবার প্রথমে সেটা সামলাবার সুযোগ চায়।

'সবাই যার যার অবস্থান জানাও।' হেলমেটে লাগানো মাইকে ফিসফিস করে বলল সে।

'এখানে কিছু নেই।'

'কিছু নেই।'

'নেগেটিভ, ট্রাবল।'

মুখ কুঁচকে ফেলল ক্যাপ্টেন কেল্প।

'আমরা এখন মাঠে কাজ করছি, কর্পোরাল। নিয়ম মেনে চলো।'

'কিন্তু আম্মু যে বলল...!'

'আম্মু কী বলল, তার আমি থোড়াই কেয়ার করি, কর্পোরাল! র‍্যাংক র‍্যাংক-ই। আমাকে ক্যাপ্টেন কেল্প বলে ডাকবে।'

'ইয়েস স্যার, ক্যাপ্টেন।' কর্পোরাল মন খারাপ করেছে বলে মনে হলো। 'পরের বার আমাকে তোমার টিউনিক ইস্ত্রী করে দিতে বলার সময় যেন এই কথাটা মনে থাকে।'

BanglaBook.org

শুধু নিজের ভাইয়ের চ্যানেলটা অন রাখল ট্রাবল, অন্য সবারটা বন্ধ করে দিল।

'কথায় কথায় আম্মুর প্রসঙ্গ টানা বন্ধ কর। আর ইস্ত্রী করার প্রসঙ্গও। তুমি এই মিশনে আছ তার একমাত্র কারণ, আমি অনুরোধ করেছিলাম! এবার মুখ বন্ধ রেখে কাজ করো তো!'

'ঠিক আছে, ট্রাবস।'

'ট্রাবল!' চীৎকার করে উঠল ক্যাপ্টেন কেল্প। 'ট্রাবল নাম আমার। ট্রাবস না, ট্রাব না। ট্রাবল। বুঝেছ?'

'ওকে ট্রাবল। আম্মু ঠিক বলেছে। বয়সে বড় হলেও, মানসিকতায় এখনও বাচ্চাই আছ তুমি।'

পেশাদার লেপ-অফিসার, অপেশাদারের মতো গাল বকতে বকতে আবার তার চ্যানেল খুলে দিল। ঠিক সাথে সাথে অদ্ভুত একটা শব্দ শুনতে পেল সে। 'আররক।'

'এই শব্দ কেন হলো?'

'জানি না।'

'জানা নেই।'

'ও কিছু না, ক্যাপ্টেন।'

কিন্তু ট্রাবলকে তার ক্যাপ্টেন হবার পরীক্ষায় পাশ করার জন্য নানা ধরনের শব্দের কারণ নিয়ে পড়তে হয়েছিল। সে মোটামুটি নিশ্চিত, অমন শব্দ একমাত্র কারও শ্বাসনালীতে আঘাত হানলেই হতে পারে। হয়তো ওর ভাই কোনও ঝোপের ডালে আঘাত পেয়েছে! বলদটার পক্ষে সবকিছুই সম্ভব।

'গ্রাব? ঠিক আছো?'

'গ্রাব না বলে, কর্পোরাল গ্রাব বলে ডাক।'

তীব্র রাগে পায়ের কাছে থাকা ডেইজিতে লাথি বসাল কেল্প।

'একে একে সবাই যার যার উপস্থিতি জানাও।'

'এক, ওকে।'

'দুই, ঠিক আছি।'

'তিন, বিরক্ত হচ্ছি।'

'পাঁচ, দুর্গের পশ্চিম দিকে যাচ্ছি।'

জমে গেল যেন কেল্প। 'দাঁড়াও, চার কোথায়? চার, তোমার অবস্থান জানাও।'

' ঝির ঝির শব্দ ছাড়া আর কোনও উত্তর এল না।

'চারের কাছ থেকে কোনও জবাব আসছে না। সম্ভবত যন্ত্রপাতির গোলমাল। কিন্তু ঝুঁকি নেবার কোনও প্রশ্নই ওঠে না। দরজার কাছে এক হও সবাই।'

এক নং উদ্ধারদল নীরবে এক হলো। এরচাইতে কম শব্দ সম্ভবত জালের উপর

BanglaBook.org

দিয়ে হাঁটা কোনও মাকড়সাও করতে পারত না। তাড়াতাড়ি উপস্থিত সবার মাথা গুনল কেল্প। এগারো। একজন নেই! দলের চার নাম্বার সদস্য নিশ্চয় এই মুহূর্তে ইতস্তত ঘুরে বেড়াচ্ছে আর ভাবছে, *আমার সাথে কেউ কথা বলে না কেন!*

ঠিক তখনই, দুটো ব্যাপার কেল্পের চোখে পড়ল-প্রথমত, দরজার ঠিক পাশের ঝোপ থেকে বেড়িয়ে আসা একজোড়া কালো বুট। আর দ্বিতীয়ত, দরজার দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে থাকা বিশালদেহী মানুষটা। যার হাতে বিকট দর্শন একটা অস্ত্র শোভা পাচ্ছে!

'সবাই নীরব।' ফিসফিস করে আদেশ দিলেও, সাথে সাথে সে আদেশ পালন করল সবাই। যার যার হেলমেটের কাঁচ নামিয়ে দিল সবাই। এখন এমনকি কারও শ্বাস নেবার আওয়াজও বাইরে যাবে না। নিজেদের মাঝে রেডিওতে কথোপকথন বাইরের কেউ শুনতে পাবার প্রশ্নই ওঠে না।

'ভয় পেও না কেউ। এখানে কি হয়েছে, তা সম্ভবত বুঝতে পারছি। চার নম্বর বেখেয়ালে দরজার চারপাশে ঘোরাঘুরি করছিল। এই আদমজাত যখন দুম করে দরজা খোলে, তখন তার সাথে বাড়ি খেয়ে ওই ঝোপে উড়ে গিয়ে পড়ে বেচারা। সমস্যা নেই। আমাদের কাভার এখনও ফাঁস হয়নি। আবারও বলছি-আমাদের কাভার ফাঁস হয়নি। তাই হাত নিশপিশ করলেও, গোলাগুলির কোনও দরকার দেখছি না। গ্রাব...সরি। কর্পোরাল কেল্প, চার নাম্বারের অবস্থা দেখে আসো তো একটু। বাকিরা চুপচাপ থাকো, তবে পিছিয়ে এসো একটু।'

BanglaBook.org

দলটা একসাথে পিছিয়ে এল, সামনের বিশালদেহী মানুষটা ওদের পিলে চমকে দিয়েছে

দলটা একসাথে পিছিয়ে এল, সামনের বিশাল **দেহী মানুষটা ওদের পিলে** চমকে দিয়েছে।

'ডি'আরভিট।' দুজন তো বলেই বসল!

'চুপ সবাই। খুব জরুরী না হলে, রেডিওতেও কেউ কিছু বোলো না।'

মুখে একথা বলল বটে, কিন্তু মনে মনে ওই দুজনের সাথে একমত হলো ক্যাপ্টেন। সাধারণত ঢালের আড়াল নিয়ে সে খুব একটা মাথা ঘামায় না। কিন্তু আজ ঢাল বলে একটা জিনিস আছে, যা তাকে ওই দানবের চোখের আড়াল করে রেখেছে-উপলব্ধি করতে পেরে খুশিই হলো। দেখে মনে হচ্ছে, ওই প্রাণিটা হাতের এক ঝাপটায় ডজন খানেক ফেয়ারিকে পিষে ফেলতে পারবে।

'চার নাম্বার ঠিক আছে,' হঠাৎ গ্রাবের কন্ঠ শোনা গেল। 'মাথায় আঘাত পেয়েছে, তবে বাঁচবে। সমস্যা হলো, তার ঢাল বন্ধ হয়ে আছে। তাই ঝোপের ভেতর লুকিয়ে রেখেছি।'

'খুব ভালো কর্পোরাল, বুদ্ধিমানের মতো কাজ করেছ।'

এমনিতেই ঝামেলায় আছে, চার নাম্বারের বুট কেউ দেখতে পেলে ঝামেলা আরও বাড়ত।

এদিকে বিশালদেহী আদমজাত কিন্তু দাঁড়িয়ে নেই! রাস্তা ধরে সোজা এগিয়ে আসছে। ডানে-বাঁয়ে তাকাচ্ছে কিনা, তা মাথার হুডের জন্য বলা মুশকিল। এমন এক রাতে হুড পরে থাকা, এমনকি আদমজাতের জন্যেও অস্বাভাবিক!

'সেফটি অফ করে দাও,' আদেশ দিল ট্রাবল। জানে যে কথাটা শোনা মাত্র ওর দলের সদস্যরা চোখ উল্টে নিয়েছে। আরও আধ ঘন্টা আগেই থেকেই যে সেফটি ক্যাচ বন্ধ করে রেখেছে সবাই! তারপরও, নিয়ম মেনে কাজ করা ভালো। পরে যদি জবাবদিহি করতে হয়!

এমনও সময় ছিল, যখন উদ্ধারদল আগে গুলি করত। আর তারপর প্রশ্ন করার কষ্টও করত না। কিন্তু এখন? এখন দিন পাল্টেছে। বহু ফেয়ারি ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ায়! নাগরিক অধিকারের ধুয়া তুলে এমনকি আদমজাতকে পর্যন্ত রক্ষা করতে চায়! কী যে দিন এল!

বিশাল কালাপাহাড়টা হঠাৎ থমকে দাঁড়াল। বৃত্তাকারে দাঁড়িয়ে ছিল দল, তাদের ঠিক মাঝখানে। যদি ফেয়ারিদেরকে দেখতেও পেত, তাহলেও এরচেয়ে ভালো কোনও অবস্থান নিতে পারত না। দানবটা ওখানে দাঁড়িয়ে থাকায়, নিজ নিজ অস্ত্র ব্যবহার করতে পারবে না উদ্ধারদলের কেউ। কেননা তাতে নিজেদের আহত হবার সম্ভাবনাই বেশি।

কপাল ভালো, দলের সবার ঢাল চালু আছে। অবশ্য চার নাম্বারের নেই। কিন্তু ঝোপের আড়ালে রয়েছে বলে, তাতে খুব একটা সমস্যা হবার কথা না।

'ব্যাটন প্রস্তুত করো।' বৈদ্যুতিক অস্ত্র ওটা। ঝামেলা আশা করছে না ট্রাবল, তবুও সাবধানের মার নেই ভেবে চালু করা।

BanglaBook.org

ঠিক যখন লেপ-অফিসাররা যার যার ব্যাটনে হাত দিচ্ছিল, যখন হোলস্টারের উপর ব্যস্ত ছিল তাদের হাত, তখনই কথা বলে উঠল মাড ব্লাড লোকটা।

'শুভ সন্ধ্যা।' বলতে বলতে হুডটা সরিয়ে ফেলল সে।

আজব, ভাবল ট্রাবল। লোকটা এমনভাবে কথা বলছে যেন...ঠিক তখন ওর দৃষ্টি পড়ল হাতে বানানো চশমাটার উপর।

'আড়াল!' চিৎকার করে উঠল সে। 'আড়াল নাও!'

কিন্তু ততক্ষণে অনেক দেরি হয়ে গিয়েছে। সরাসরি লড়াইয়ে যাওয়া ছাড়া আর কোনও উপায় নেই।

•

•

বাটলার চাইলে অনেক দূর থেকেই পাখি শিকারের মতো করে এই ফেয়ারিদের পেরে ফেলতে পারত। কিন্তু তাতে যে আর্টেমিসের উদ্দেশ্য পূরণ হতো না। অনাহূত আগন্তুকদের অন্তরাত্মা কাঁপিয়ে দিতে চায় ছেলেটা।

বাটলারের আপত্তি করার প্রশ্নই ওঠে না। একটু আগে, লেটার বক্সটা খুলে ভেতরে উকি দিতেই খুঁজে পেয়েছিল এক ফেয়ারিকে। সে-ই যে ক্যাপ্টেন ট্রাবলের দলের চার নাম্বার সদস্য, তা আর বলে দেয়ার দরকার কী!

বেচারা ফেয়ারির ব্যবস্থা করে, মাথার ওপর হুড টেনে দিয়েছিল বাটলার। পোর্চে গিয়ে দাঁড়াবার সাথে সাথে দেখতে পেয়েছিল বৃত্তাকারে দাঁড়িয়ে থাকা রূপকথার প্রাণিদের। কোমরে অস্ত্র ঝোলানো না থাকলে, পুরো দৃশ্যটাকে বড় হাস্যকর বলেই মনে হতো ওর।

ট্রিগারে আংগুল রেখে, শান্ত ভঙ্গিতে হেঁটে দাঁড়িয়েছিল তাদের মাঝখানে।

ওর একটু ডান দিকে দাঁড়ানো, কিছুটা মোটা সোটা প্রাণিটা আদেশ দিচ্ছিল সবাইকে। তার আদেশ শুনে অস্ত্র নামিয়ে ব্যাটনের দিকে হাত বাড়ালো ফেয়ারিরা। উচিত কাজটাই করছে, মনে মনে ভাবল বাটলার। অস্ত্র চালালে নিজেরাই আহত হবার সম্ভাবনা থাকত। যাক গে, এবার ওর কাজে নামার পালা।

'শুভ সন্ধ্যা।' বলল বাটলার। না বললেও চলত, কিন্তু ছোটখাট প্রাণিগুলোকে চমকে দেবার লোভ সামলাতে পারল না।

তবে, তাই বলে দেরিও করল না। শব্দগুলো মুখ থেকে বেরিয়েছে কী বেরোয়নি, বন্দুক তুলে গুলি করতে শুরু করল।

প্রথম আঘাতটা লাগল বেচারা ক্যাপ্টেন কেল্পের দেহে। স্যুট ভেদ করে ঠিক তার গলায় গিয়ে বিঁধল টাইটেনিয়ামের ডার্ট। ধীর গতিতে আছড়ে পড়ল বেচারা। কী হচ্ছে তা বুঝে ওঠার আগেই, ধরাশায়ী হলো দলের আরও দুই সদস্য।

BanglaBook.org

আহা, বেচারারা! ভাবল বাটলার। শত শত বছর ধরে পেয়ে আসা বাড়তি সুবিধার অনুপস্থিতিতে নিশ্চয় বিহ্বল বোধ করছে এই পিচ্চি প্রাণিগুলো।

এক নং উদ্ধারদলের বাকি সদস্যরা এই মুহূর্তে ব্যাটন তুলে দাঁড়িয়ে আছে, অপেক্ষা করছে কোনও নির্দেশের।

ভুলটাও করল সেখানেই, কেননা বেশ কিছুক্ষণের মাঝে ক্যাপ্টেন কেল্প কোনও নির্দেশ দিতে পারবে না। বাটলারের অবশ্য এতে সুবিধাই হলো, যদিও বাড়তি কোনও সুবিধা না হলেও চলত।

তবে এক মুহূর্তের জন্য ইতস্তত করল বিশালদেহী দেহরক্ষী। প্রতিপক্ষ যে একেবারেই ছোট! যেন একদল বাচ্চা! ওর এই ইতস্ততভাবের সুযোগ দিয়ে নিজের বৈদ্যুতিক ব্যাটন দিয়ে আঘাত হানল কর্পোরাল গ্রাব। সাথে সাথে এক হাজার ভোল্টের বিদ্যুতের স্পর্শ অনুভব করল বাটলার। যা একটু ইতস্তত ভাব ছিল, তা-ও হাওয়া হয়ে গেল সাথে সাথে।

হাত বাড়িয়ে বেয়াদব ব্যাটনটা আকড়ে ধরল ও। হ্যাচকা টানে ব্যাটন তো বটেই, ওটাকে ধরে রাখা গ্রাবকেও তুলে আনল মাটি থেকে। এরপর ছুড়ে দিল অন্য তিন ফেয়ারিকে উদ্দেশ্য করে।

কিন্তু আরও কয়েকজন ফেয়ারি এখনও বাকি আছে। যন্ত্রের মতো ওঠানামা করল বাটলারের হাত। আরও দুজন ফেয়ারি বুকে ঘুষি খেয়ে নেতিয়ে পড়ল। এদিকে এক দু:সাহসী ফেয়ারি ওর পিঠে চড়ে বসেছে, বারবার খোঁচা দিচ্ছে ব্যাটন দিয়ে। বাটলার তাকে পিঠে নিয়েই চিত হয়ে শুয়ে পড়ল। মট করে শব্দ হলো একটা, আর খোঁচা খেতে হলো না তাকে।

হঠাৎ বন্দুকের একটা ব্যারেলের স্পর্শ অনুভব করল চিবুকের নিচে। উদ্ধারদলের এক সদস্য কীভাবে যেন অসাধ্য সাধন করে ফেলেছে।

'সাবধান হও, আদমজাত।' হেলমেটের ওপাশ থেকে আওয়াজ ভেসে এল। বন্দুকটা খুব একটা নিরীহদর্শন নয়। 'অথবা হয় না। একটা অজুহাত দাও শুধু।'

হায় রে দুনিয়া! প্রজাতি আলাদা, কিন্তু ডায়লগবাজি অবিকল এক! ভাবল বাটলার। সরাসরি থাপ্পড় বসিয়ে দিল বেচারার গালে।

'দিলাম অজুহাত।' বলল সে। কিন্তু যাকে উদ্দেশ্য করে কথাটা বলা হয়েছে, সেই ফেয়ারি তো উড়ে গিয়ে এখন অনেকটা দূরে অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে!

উঠে দাঁড়াবার প্রয়াস পেল বাটলার, চারপাশে ছোট ছোট দেহগুলো ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। শক আর জ্ঞানহীনতার নানা পর্যায়ে আছে সেগুলো। ভয় পেয়েছে কী? অবশ্যই। মৃত? সম্ভবত না।

উদ্দেশ্য পূরণ হয়েছে ওর।

তবে একজন যে অজ্ঞান হবার ভান ধরছে, তা পরিষ্কার বুঝতে পারল বাটলার। ছোট ছোট হাঁটু দুটোর একে অন্যের সাথে লেগে থাকার ধরণ দেখেই

BanglaBook.org

তা বোঝা যায়। কেবলমাত্র তর্জনী আর বৃদ্ধাংগুল ব্যবহার করেই, বেচারাকে উপরে তুলে নিল সে।

'নাম?'

'গ-গ্রাব...মানে, কর্পোরাল গ্রাব।'

'ঠিক আছে, কর্পোরাল! তোমার কমান্ডারকে গিয়ে বলো, পরেরবার অস্ত্রধারীদের দূর থেকে গুলি করে ফেলে দেব। একেবারে আসল গুলি দিয়ে। বুঝেছ?'

'বুঝেছি স্যার। এটা তো আপনার অধিকার। কোনও আপত্তি নেই আমার।'

'ভালো। তবে আহতদেরকে সরিয়ে নিতে পারো, বাঁধা দেব না।'

'আপনার অনেক দয়া।'

'কিন্তু যদি আহতদের সরাতে আসা কারও শরীরে অস্ত্রের ঝলকও দেখি, তাহলে মাটিতে পুঁতে রাখা দু-চার মাইন ফাটিয়েও দিতে পারি।'

ঢোক গিলল গ্রাব, হেলমেটের কাঁচের ভেতর দিয়েও ওর সাদা হয়ে আসা চেহারাটা পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে।

'অস্ত্র রেখে আসতে হবে। একেবারে পরিষ্কার কথা, স্যার।'

হাত থেকে নিচে নামিয়ে রাখল বাটলার। 'শেষ আরেকটা কথা বলে দেই, মনোযোগ দিয়ে শুনছ তো?'

এমনভাবে নড করল গ্রাব, যে দেহরক্ষীর ভয় হলো মাথাটা খুলে না আসে!

'আমি সিদ্ধান্ত নিতে পারে এমন একজনকে দর কষাকষির জন্য চাই। এমন কাউকে চাই না যাকে সাধারণ সব সিদ্ধান্ত নেবার জন্যও বারবার বসদের অনুমতি আনতে হয়। বুঝতে পেরেছ?'

'পরিষ্কার। আশা করি সমস্যা হবে না। তবে আমি আসলে নিচু র‍্যাংকের তো। তাই নিশ্চয়তা দিয়ে বলতে পারছি না যে সমস্যা হবে না...'

বাটলারের এমন মেজাজ খারাপ হলো যে একবার ভাবল, লাথি মেরে ফেয়ারিটাকে ওদের ক্যাম্পে পাঠিয়ে দেয়!

'বুঝলাম। এখন দয়া করে মুখটা একটু বন্ধ করো।'

আরেকটু হলে 'অবশ্যই' বলে উঠত গ্রাব, শেষ মুহূর্তে কোনওক্রমে নিজেকে থামাল। নড করল কেবল।

'খুব ভালো। ফেরার আগে সবার অস্ত্র আর হেলমেট তুলে নিয়ে এক জায়গায় জমা করতে ভুলো না।'

বুক ভরে একটা শ্বাস নিল গ্রাব। অনেক হয়েছে, অনেক অপমান সয়েছে। কিন্তু তাই বলে... নাহ, মরতে হলে বীরের মতোই মরবে-সিদ্ধান্ত নিল সে।

'আমার পক্ষে কাজটা করা সম্ভব না।'

'তাই নাকি? কেন?'

BanglaBook.org

সোজা হয়ে দাঁড়াল গ্রাব। 'একজন লেপ-অফিসার কখনও নিজের অস্ত্র পেছনে ফেলে যায় না।'

নড করল বাটলার। 'ঠিক আছে, ব্যাপারটা মেনে নিতে আমার কোনও আপত্তি নেই। যাও তাহলে।'

নিজের কপাল বিশ্বাস করতে কষ্ট হচ্ছিল গ্রাবের, অনেকটা দৌড়েই যে গার্ড টাওয়ারকে নিজেদের কমান্ড সেন্টার বানিয়েছিল, সেখানে গিয়ে আশ্রয় নিল।

সব ফেয়ারিদের মাঝে একমাত্র সে-ই দাঁড়িয়ে আছে! ট্রাবল নাক ডেকে ঘুমাচ্ছে, কাদা লেগে আছে ওর চেহারায়। কিন্তু গ্রাব? গ্রাব দানবাকৃতি আদমজাতের চোখে চোখ রেখে ফিরে এসেছে। আম্মুকে কথাটা বলার আর তর সইছে না ওর!

•

বিছানার ধারে বসে আছে হলি, নিচের ধাতব অংশটাকে ধরে আছে শক্ত করে। পায়ের উপর ভর দিয়ে পুরো বিছানাটাকে একটু উঁচু করে ধরল। হাতের উপর ধাতব বিছানার পুরো ওজনটা এসে পড়ায় মনে হলে, কনুইটা যেন ছিঁড়ে যাবে! এক সেকেন্ড ধরে রেখে, কংক্রিটের উপর আছড়ে ফেলল বিছানাকে। সাথে সাথে পায়ের কাছে এসে ভিড় জমালো ধুলো আর কংক্রিটের টুকরা।

'আহ।' খুশী হয়ে উঠল ওর মন।

আড়চোখে ক্যামেরার দিকে তাকাল মেয়েটি। নিঃসন্দেহে সবাই ওকে দেখছে। নষ্ট করার মতো সময় হাতে নেই। একটু বিরতি নিয়ে একই কাজ বারবার করে চলল ও। থামল যখন হলির হাতের জোড়াগুলো আরও খাটতে অস্বীকৃতি জানাল। তবে কিছুটা হলেও কাজ হয়েছে, ফাটল ধরেছে একটু আগের নিখুঁত মেঝেতে।

কিছুক্ষণ পর, দরজা খুলে ঝড়ের বেগে ভেতরে প্রবেশ করল জুলিয়েট।

'কী করছ তুমি?' হাঁপাতে হাঁপাতে জানতে চাইল সে। 'পুরো বাড়িটাকে ধ্বসিয়ে দিতে চাও?'

'আমার ক্ষুধা লেগেছে!' চিৎকার করে উঠল হলি। 'ক্যামেরায় হাত নাড়তে নাড়তে ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। তোমরা কি বন্দিদের না খাইয়ে মারতে চাও নাকি! খাবার দাও!'

জুলিয়েটের আঙুলগুলো মুষ্টিবদ্ধ হয়ে এল। আর্টেমিস ওকে ভদ্র ব্যবহার করার নির্দেশ দিয়েছে, কিন্তু সব কিছুর একটা সীমা আছে। তাই না?

'এতো কান্নাকাটি করার কোনও দরকার নেই, ভালোমতো চাইলেই হয়। ফেয়ারিরা কী খায়?'

'ডলফিনের তরকারী হবে?' বিদ্রুপের সুরে জানতে চাইল হলি।

BanglaBook.org

কেঁপে উঠল জুলিয়েট। 'না, নেই। ছিহ, পশু কোথাকার!'

'তাহলে ফল, অথবা সবজি। ধুয়ে এনো। তোমাদের কোনও রাসায়নিক বিষ আমার শরীরের ঢোকাতে চাই না।'

'হা, হা।' চোখ উল্টে বলল জুলিয়েট।

বেরিয়ে যেতে যেতে হঠাৎ করে থমকে দাঁড়াল ও। 'ভালো কথা, নিয়মের কথা ভুলে যেও না। পালাবার চেষ্টা করে লাভ নেই। আর আসবাব পত্র ভাঙার চেষ্টা করার দরকারও দেখি না। আমাকে কুস্তির প্যাঁচ কষতে বাধ্য করো না যেন।'

জুলিয়েটের পায়ের আওয়াজ মিলিয়ে যাবার সাথে সাথে, নিজের কাজে ফিরে গেল হলি। ফেয়ারিদের নিয়মের ব্যাপারে কিছু ফাঁক আছে। নির্দেশগুলো সরাসরি তাদের চোখের দিকে তাকিয়ে, একেবারে অক্ষরে অক্ষরে দিতে হয়। কিছু একটা করার দরকার নেই বললেই, ফেয়ারিরা সেই নির্দেশ মানতে বাধ্য নয়। জুলিয়েটের একেবারে নির্দিষ্ট করে সব কিছু বলে দেয়া উচিত ছিল। ওহ, আরেকটা কথা। হলির পালাবার কোনও আগ্রহ বা ইচ্ছাই নেই। এই জেলখানা থেকে বের হয়ে বিশেষ কিছু কাজ করতে চায় ও।

নতুন একটা ক্যামেরা লাগিয়েছে আর্টেমিস। এই ক্যামেরাটা সরাসরি ওর মা, অ্যাঞ্জেলিন ফাউলের ঘরের দৃশ্য দেখাচ্ছে। এক মুহূর্ত সেটার দিকে তাকাল আর্টেমিস।

মায়ের ঘরে ক্যামেরা লাগাতে চায়নি ও, এখনও কেমন যেন কথাটা চিন্তা করলেই ইতস্ততবোধ করে। টিকটিকিগিরি বলে মনে হয়। কিন্তু কাজটা অ্যাঞ্জেলিনের ভালোর জন্যই করতে অনেকটা বাধ্য হয়েছে বেচারা। তার যে মানসিক অবস্থা তাতে যেকোনও মুহূর্তে তিনি নিজের কোনও ক্ষতি করে বসতে পারেন। অবশ্য এই মুহূর্তে অ্যাঞ্জেলিন শান্তির ঘুম ঘুমাচ্ছেন। হয়তো ট্রে-তে জুলিয়েটের রাখা ঘুমের ওষুধ চুপচাপ গিলে নিয়েছিলেন বলেই। এটাও আর্টেমিসের পরিকল্পনার একটা অংশ...গুরুত্বপূর্ণ একটা অংশ।

কন্ট্রোল রুমে প্রবেশ করল বাটলার, এক হাত ভর্তি ফেয়ারিদের যন্ত্র। অন্য হাতে ঘাড় ডলছে। 'ছোটখাটো হলে কী হবে, কামড়াতে জানে!'

মনিটর থেকে চোখ সরিয়ে দেহরক্ষীর দিকে তাকালো আর্টেমিস। 'কোনও সমস্যা?'

'তেমন কিছু না। ব্যাটনগুলো বেশ শক্তিশালী, এই আরকি! আমাদের বন্দির কী খবর?'

BanglaBook.org

'ভালো। জুলিয়েট ওর জন্য খাবারের ব্যবস্থা করছে। ক্ষুধার্ত ক্যাপ্টেন শর্ট কেমন যেন পাগলের মতো আচরণ করছিল।'

অবশ্য মনিটরের দৃশ্য দেখে যে কারও তা-ই মনে হবে। হলি তখনও বারবার বিছানা দিয়ে কংক্রিটে আঘাত হেনে চলছে।

'আশ্চর্যের কিছু না,' দেহরক্ষী মন্তব্য করল। 'বেচারির হতাশা কল্পনা করে দেখ। আর অমন করেই বা লাভ কী! সে তো আর মাটিতে টানেল বানিয়ে পালাতে পারবে না!'

হাসল আর্টেমিস। 'তা পারবে না। পুরো এস্টেটটাই বানানো হয়েছে চুনা পাথরের উপরে। এমনকি কোনও বামনও সুড়ঙ্গ খুঁড়ে ভেতরে ঢুকতে বা বেরোতে পারবে না।'

ভুল ধারণা। যার খেসারত পরে দিতে হবে আর্টেমিসকে।

•

সংস্থা হিসেবে লেপ বেশ গোছানো। প্রায় প্রতিটা পরিস্থিতি মোকাবেলার জন্য তাদের আলাদা আলাদা পরিকল্পনা করা আছে। তবে তাদের কোনওটাতেই, কেবলমাত্র একজন শত্রুর হাতে নাস্তানাবুদ হবার সম্ভাবনা হিসেবে ধরা হয়নি। তবে অসুবিধা নেই। পরবর্তী পদক্ষেপটা আরও ভেবে চিনতে নিলেই হবে। এদিকে আবার মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা হয়ে আকাশে আলোর আভা দেখা যাচ্ছে।

'আমরা কি নাচতে প্রস্তুত?' মাইকে গর্জন করে উঠলেন রুট।

প্রস্তুত! হাহ, ভাবল ফোয়েলি। ওয়াচটাওয়ারের সাথে শেষ ডিশটা লাগাবার কাজে ব্যস্ত এখন। এই সামরিক লোকগুলো যে কী! কেন যে এরা শুধু শুধু ডায়ালগবাজি করে। নাচতে প্রস্তুত, বন্দুক বমি করার জন্য তৈরি-এসব ছাড়া যেন ওরা কথা বলতেই জানে না।

মনে মনে এসব ভাবলেও, মুখে বলল, 'চিৎকার করার কোনও দরকার নেই, কমান্ডার। এই হেডসেটগুলো পাথরের উপর পিঁপড়ার হেঁটে যাবার আওয়াজও ধরতে পারে।'

'এখন কয়টা পিঁপড়া পাথরের উপর দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে?'

'আসলে, মানে...সত্যি সত্যি তো আর-'

'কথা ঘুরাবার চেষ্টা করো না, ফোয়েলি। উত্তর দাও।'

ভ্রূ কুঁচকে ফেলল সেন্টর। কমান্ডার আসলে সব কিছুর আক্ষরিক অর্থে ধরে নেন। ডিশের মডেমটা ল্যাপটপের সাথে লাগিয়ে ফেলল ও।

'হ্যাঁ, আমরা প্রস্তুত।'

'অনেক দেরি করে ফেললে। যাক গে, চালু করে দাও।'

BanglaBook.org

দাঁত কিড়মিড় করে উঠল ফোয়েলি। নিজেকে ওর বড় অবমূল্যায়িত বলে মনে হয়। আচ্ছা, কথায় একটু মধু মিশিয়ে, একটু অনুরোধের সুরে বললে এমন কী ক্ষতি হতো শুনি? রুটের মতো মোটা মাথার ফেয়ারিরা আসলে ওর মূল্যটা বুঝল না।

সময়কে থামিয়ে দেয়া কী সোজা কথা? *শুধু একটা বোতাম চেপে দিলাম, আর কাজ হয়ে গেল!* এর আগে যে আরও হাজারটা স্পর্শকাতর ছোট ছোট ব্যাপার সামলাতে হয়, তার কী হবে? একেবারে অক্ষরে অক্ষরে প্রতিটা ধাপ পালন করতে না পারলে কাজের কাজ কিচ্ছু হবে না। এমনকি অদক্ষ হাতে পড়লে, পুরো এলাকাটা জ্বলে ভস্ম হয়ে গেলেও অবাক হবার কিছু থাকবে না।

ফেয়ারিরা বহু শতাব্দী ধরে সময় স্তব্ধ করার কাজটা করে আসছে। কিন্তু আজকালকার দিনে স্যাটেলাইট আর ইন্টারনেট আসার কারণে কাজটা অনেক কঠিন হয়ে গিয়েছে। কয়েক ঘন্টার জন্য পুরো একটা এলাকা সবকিছু থেকে উধাও হয়ে গেলে চারপাশে সারা পড়ে যাবে। আগে এমনও এক সময় ছিল, যখন সারা দেশ চাদর দিয়ে ঢেকে দিলেও আদমজাত ভাবত, ঈশ্বরের রাগের কারণে এমন হয়েছে। কিন্তু আজ আর সেই দিন নেই। আজকাল এদের যন্ত্র যেকোনও কিছু মেপে ফেলতে পারে। তাই সময় স্তব্ধ করতে হলে, সব কিছু পুংখানুপুংখ হওয়া চাই।

অতীতে পাঁচ জন এলফ ওয়ারলক বা জাদুবিদ্যার বিশেষজ্ঞ, পাঁচ কোণ বিশিষ্ট তারকার মতো ঘিরে ধরতেন টার্গেটকে। এরপর জাদুর মাধ্যমে সেই অবরুদ্ধ এলাকার সময়কে স্তব্ধ করে দিতেন।

এমনিতে সমস্যা হতো না, মাস্টাররা কাজে নামার আগে পেট খালি করে এলেই চলত। মাস্টারদের প্রস্রাব ধরে না রাখার ব্যর্থতার কারণেই অনেক যুদ্ধে হারতে হয়েছে ফেয়ারিদের।

শারীরিক দুর্বলতার ব্যাপারটাও মাথায় রাখতে হতো। ওয়ারলকরা খুব দ্রুতই ক্লান্ত হয়ে পড়তেন, জাদু টিকিয়ে রাখার জন্য হাত তুলে রাখতে হতো বলে সেগুলোও ব্যথা করতে শুরু করত। সবকিছু ঠিক থাকলে, বড়জোর এক থেকে দেড় ঘন্টা কাজ করতে পারতেন তারা। এতে আসলে কাজের কাজ কিছুই হতো না।

ফোয়েলির বুদ্ধি অনুসারেই পুরো ব্যাপারটাকে যান্ত্রিক করে তোলা হয়েছে। প্রথমে ওয়ারলকদেরকে ধরে এনে লিথিয়াম ব্যাটারির উপর জাদু বর্ষণ করার অনুরোধ করে ও। তারপর পরস্পর সংযুক্ত একাধিক ডিশ উদ্দিষ্ট এলাকার চারপাশে বসিয়ে দিলেই হলো। অবশ্য ব্যাপারটা শুনতে যেমন সহজ শোনায়, আসলে ততটা না। তবে বাড়তি যে সুবিধাটুকু এতে পাওয়া যায়, তার জন্য হ্যাপাটা পোহাতে ফোয়েলির কোনও আপত্তি নেই। প্রথম সুবিধা-ব্যাটারিদের

BanglaBook.org

অহংকার নেই বলে একে অন্যকে টেক্কা দেবার প্রবণতাও তাদের মাঝে নেই। দ্বিতীয়ত, নির্দিষ্ট একটা এলাকার জন্য কতগুলো ব্যাটারি লাগবে, তা হিসেব করা একদম সহজ। আর তৃতীয়ত, এই পদ্ধতিতে আট ঘন্টা পর্যন্ত অবরোধ চালু রাখা যায়।

সময় স্তব্ধ করে দেবার জন্য, ফাউল ম্যানরের চেয়ে উপযুক্ত জায়গা আর হয় না। একেবারে আলাদা, নির্জন জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে দালানটা। পাঁচিল দিয়ে ঘেরা তো বটেই, সেইসাথে ডিশ বসাবার জন্য উঁচু গার্ড টাওয়ার পর্যন্ত আছে! যেন আর্টেমিস চাচ্ছে, ওর সম্পত্তির উপর এই বিশেষ জাদু করা হোক...এই কথাটা মাথায় আসা মাত্র, থমকে গেল ফোয়েলির আঙুল। এ-ও কি সম্ভব! আদমজাত ছেলেটা কিন্তু এখন পর্যন্ত ওদেরকে ভালোই ঘোল খাইয়েছে।

'কমান্ডার?'

'কাজ শেষ?'

'ঠিক তা না। আসলে-'

রুটের গর্জন আরেকটু হলে ফোয়েলির কানের পর্দা ফাটিয়ে দিত।

'নাহ, ফোয়েলি! এখন কোনও আসলে-নকলে চলবে না। ক্যাপ্টেন শর্টের প্রাণ বিপন্ন। এখুনি যন্ত্রটা চালু করো। নইলে উপরে এসে....' ছাপার অযোগ্য কিছু শব্দ উচ্চারণ করলেন তিনি।

'স্পর্শকাতর...' বিড়বিড় করে বলে, বোতামটা টিপে দিল ফোয়েলি।

লেফটেন্যান্ট গাজেন হাতে পরা চান্দ্রঘড়িতে নজর বুলালেন।

'আর আট ঘন্টা আছে তোমার হাতে।'

'জানি,' গর্জে উঠলেন রুট। 'আমার পেছনে ঘুরঘুর করা বন্ধ করো তো! কাম-কাজ নেই?'

'তোমার কথা মনে পড়ে গেল, একটা নীল মৃত্যু প্রস্তুত করতে হবে।'

সাথে সাথে ঘুরে দাঁড়িয়ে বন্ধুর মুখোমুখি হলেন রুট। 'আমাকে জ্বালিও না তো, লেফটেন্যান্ট। পদে পদে এসব কথা বলে আমাকে শুধু বিরক্তই করছ! যা মন চায় করো। তবে ভেব না যে এমনি এমনি ছেড়ে দেব, ট্রাইবুনালে ঠিক জবাব দিতে হবে। যদি উল্টাপাল্টা কিছু হয়, তাহলে অনেকেরই বারোটা বাজবে।'

'হোক গে,' গাজেন ফিসফিস করে বলল। 'আমার বাজবে না।'

আসমানের দিকে চাইলেন রুট।

ঝিকমিক করতে থাকা নীলচে একটা চাদর যেন ফাউল ম্যানরকে ঢেকে ফেলেছে। ভালো। কাজ হচ্ছে তাহলে। এই পাঁচিলগুলোর বাইরে সময় তার স্বাভাবিক গতিতে বয়ে চলছে, কিন্তু যদি কেউ ভুল করেও ফাউল ম্যানরে অনুপ্রবেশ করে তাহলে মনে হবে, ম্যানরের অধিবাসীরা যেন অতীতে চলে গিয়েছে।

BanglaBook.org

তাই পরবর্তী আট ঘন্টার জন্য, ফাউল ম্যানরে সূর্য উঠবে না। এরপর পরিস্থিতি আর রুটের নিয়ন্ত্রণে থাকবে না। নিশ্চয় গাজেনকে তার যা ভালো মনে হয়, তা করার অনুমতি দেয়া হবে। আর অনুমতি পেলে যে তার পুরনো বন্ধু নীল মৃত্যু ব্যবহার করবে, তাতে রুটের বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই।

সর্ব উত্তরের টাওয়ারের কাছে এসে ফোয়েলির সাথে দেখা করলেন রুট। সেন্টরটা এক মিটার পুরু দেয়ালের পাশে একটা শাটল এনে রেখেছে। ইতোমধ্যে তার আর ফাইবারের জঙ্গলে পরিণত হয়েছে শাটলের আশেপাশের এলাকা।

'ফোয়েলি? আছ নাকি?'

টিনের হ্যাট পরা মাথাটা বেরিয়ে এল।

'এদিকে আসুন কমান্ডার। আমার বারোটা বাজাতে এসেছেন নিশ্চয়?'

প্রায় হেসে ফেললেন রুট। 'ক্ষমা চাইব, সেই আশায় বসে আছো নাকি ফোয়েলি! ভুল করবে, আজকের মতো ক্ষমা চাইবার কোটা শেষ।'

'গাজেনকে বলেছেন নিশ্চয়? মাফ করবেন কমান্ডার, কিন্তু লেফটেন্যান্টকে সরি বলে লাভ নেই। সে যখন আপনার পিঠে ছুরি মারবে তখন নিজে সরি বলবে না।'

'এখানেই তো ভুলটা করছ! গাজেন ভালো অফিসার। মানছি যে একটু বেশিই উৎসাহী, কিন্তু সময় এলে সঠিক সিদ্ধান্তটাই নেবে সে।'

'যে সিদ্ধান্তটা নিলে তার ব্যক্তিগত লাভের সম্ভাবনা বেশি, সেটাকেই সঠিক সিদ্ধান্ত বলে ধরে নেবে সে। আমার মনে হয় না হলির ভালোমন্দ নিয়ে তার খুব একটা মাথা ব্যথা আছে।'

উত্তর দিলেন না রুট, আসলে উত্তর দেবার মতো কিছু নেই।

'আরেকটা কথা। আমার সন্দেহ, এই পিচ্চি আর্টেমিস চাইছিল আমরা যেন সময়কে স্তব্ধ করে দেই। হাজার হলেও, এতোক্ষণ পর্যন্ত প্রতি পদে আমাদেরকে ঘোল খাইয়েছে সে।'

রুট কপাল ঘষলেন। 'অসম্ভব, আদমজাত কীভাবে আমাদের সময় স্তব্ধ করার ক্ষমতার কথা জানবে? যাই হোক, এখন আর ওসব ভেবে নষ্ট করার মতো সময় হাতে নেই। আট ঘন্টার কম সময়ের মাঝে এই ঝামেলাটা সামলে ফেলতে হবে। শুধু বলো, আমাকে তুমি কীভাবে সাহায্য করতে পারো?'

দুলকি চালে হেঁটে দেয়ালের কাছাকাছি রাখা একটা র‍্যাকের দিকে এগিয়ে গেল ফোয়েলি।

'আপনাকে ভারী অস্ত্র দিয়ে লাভ নেই। এক নং উদ্ধারদলের অবস্থা তো নিজের চোখেই দেখেছেন। হেলমেটও নিতে চান না নিশ্চয়, বিশালদেহী আদমজাত কেন জানি ওগুলো সংগ্রহ করে বলে মনে হচ্ছে! নাহ, আপনাকে বিনা অস্ত্রে এবং বিনা বর্মেই পাঠাতে হবে!'

ঘোঁত করে উঠলেন রুট। 'কোথায় পেয়েছ এই পরিকল্পনা?'

BanglaBook.org

'এভাবেই এসব পরিস্থিতি মোকাবেলা করার কথা। দ্বিপাক্ষিক ভরসা গড়ে তুলতে এর কোনও বিকল্প নেই।'

'ওহ। কথা থামিয়ে আমাকে একটা অস্ত্র দাও তো।'

'আপনার যেমন ইচ্ছা,' দীর্ঘশ্বাস ফেললেন ফোয়েলি। আঙুলের মতো দেখতে একটা কিছু বের করে আনল।

'ওটা কী?'

'আঙুল, কেন দেখে কী মনে হয়?'

'আঙুল।' বললেন রুট।

'ঠিক বলেছেন, তবে ওটা কোনও সাধারণ আঙুল নয়।'

ঘাড় দুপাশে করে আশপাশটা দেখে নিল ফোয়েলি। যখন নিশ্চিত হলো যে কেউ দেখছে না, তখন বলল, 'এর মাথায় একটা ডার্ট আছে। মাত্র একবারই কাজে লাগাতে পারবেন। বৃদ্ধাংগুলি দিয়ে হাতের গিঁট স্পর্শ করলেই হবে। অন্তত একজন আর আপনার সাথে ঝামেলা করতে পারবে না!'

'এর আগে কেন এই জিনিস দেখিনি?'

'বুঝতেই পারছেন, গোপন জিনিস...'

'তো?' সন্দেহ হতে শুরু করেছে রুটের।

'দুই একটা অ্যাক্সিডেন্টও হয়েছে...'

'খুলে বলো, ফোয়েলি।'

'আমাদের এজেন্টরা এটা লাগিয়ে নিত ঠিকই, কিন্তু ডার্টটার কথা ভুলে যেত।'

'মানে নিজেকেই অজ্ঞান করে বসত, এই তো?'

ফোয়েলি হতাশাভরে মাথা ঝাঁকাল। 'আমাদের সেরা স্প্রাইট এই জিনিস লাগানো অবস্থায় নাক খোঁচাচ্ছিল, বিশ্বাস হয়? বিশেষ চিকিৎসা নিতে হয়েছে তিন দিন।'

রুট চামড়ার মতো দেখতে যন্ত্রটা নিজের তর্জনীতে লাগিয়ে নিলেন, অবিকল তার নিজের তর্জনীর আকার আর রঙ ধারণ করল ওটা।

'দুশ্চিন্তা করো না, ফোয়েলি। আমি অন্য সবার মতো বলদ নই। আর কিছু?'

ফোয়েলি আরেকটা জিনিস নামিয়ে আনল র‍্যাক থেকে, দেখে নকল নিতম্ব বলে মনে হচ্ছিল।

'ওটা আবার কী! কী কাজ করে?'

'কিছুই না।' সরল গলায় বলল সেন্টর। 'তবে ফেয়ারি হাসাবার কাজে লাগে।'

হেসে ফেললেন রুট, সাধারণত অধীনস্তদের সামনে কাজটা করেন না তিনি। অবশ্য অধীনস্তদের আড়ালেও করেন না!

'ঠিক আছে, অনেক হাসি-তামাশা হলো। আমাকে মাইক্রফোন বা সে জাতীয় কিছু দেবে না?'

BanglaBook.org

'তা তো দিতেই হবে। একটা আইরিস-ক্যামেরা দেব, চোখে ব্যবহার করবেন। রঙ কী যেন?' কমান্ডারের চোখের মনির রঙ দেখার জন্য আরও কাছে চলে এল সে। 'হুম, গাঢ় বাদামী।'

শেলফ থেকে একটা ছোট ফায়াল তুলে নিল ফোয়েলি, এরপর তার ভেতর থেকে একটা বৈদ্যুতিক কন্টাক্ট লেন্স বের করে আনল। বৃদ্ধাঙ্গুলি আর তর্জনী ব্যবহার করে, ফাঁক করে ফেলল রুটের দুই পাঁপড়ি। আইরিস-ক্যামেরাটা জায়গামত বসিয়ে দিয়ে বলল, 'একটু জ্বালাপোড়া করতে পারে। কিন্তু ঘষাঘষি করার দরকার নেই। তাহলে চোখের পেছন দিয়ে চলে যেতে পারে। কাজের কাজ কিছুই হবে না।'

পিটপিট করলেন রুট, চোখ থেকে পানি ঝরছে। আরেকটু হলেই হাত দিতে কচলে দিচ্ছিলেন। 'আর কিছু?'

না বোধকভাবে মাথা ঝাঁকাল ফোয়েলি। 'আপাতত এই, এর চাইতে বেশি কিছু দেয়াটা ঝুঁকি পূর্ণ হয়ে যায়।'

মন মানতে না চাইলেও, বাধ্য হয়ে মাথা ঝাঁকালেন কমান্ডার। কোমর থেকে তিন ব্যারেলের ব্লাস্টার ঝুলছে না দেখে কেন জানি নিজেকে অনেক হালকা বলে মনে হচ্ছে। 'কী আর করা, তোমার 'আশ্চর্য আঙুল' দিয়েই কাজ চালাতে হবে। তবে যদি ঝামেলা হয়, তাহলে লিখে রাখ ফোয়েলি, পরের বাহনে করেই তোমাকে ফেরত পাঠাব।'

বিদ্রূপ করে বলে উঠল সেন্টর, 'তা বুঝলাম। আপনি শুধু পায়খানা করার সময় একটু সাবধানে থাকলেই চলবে। যদি ডার্টটা ছুটে এসে নিতম্বে লাগে তো...!'

হাসলেন না রুট। কিছু কিছু ব্যাপার নিয়ে হাসি-ঠাট্টা করা একদম ঠিক না।

•

বন্ধ হয়ে আছে আর্টেমিসের হাতঘড়ি, রেডিও সিগন্যালের মাধ্যমে গ্রিনিচের ঘড়ির সাথে ওটা সংযুক্ত বলে এর আগে কখনওই বন্ধ হয়নি। আজ বন্ধ হয়ে যাওয়া মনে হচ্ছে, গ্রিনিচের আর অস্তিত্ব নেই!

অথবা হয়তো, ভাবল আর্টেমিস, আমাদেরই কোনও অস্তিত্ব নেই। কী ভেবে সিএনএন এর চ্যানেল ধরল ও।

মনিটর যেন জমে গিয়েছে। রিজ খানের একটা ছবিই শুধু দেখাচ্ছে ওতে। হাসবে না ভাবলেও, নিজেকে আটকাতে ব্যর্থ হলো আর্টেমিস। আসলেই পদক্ষেপটা নিয়েছে ফেয়ারিরা। অবশ্য পবিত্র বই অনুসারে তাদের এমন করার কথাই ছিল। লেপ সময়কে স্তব্ধ করে দিয়েছে। পরিকল্পনা অনুসারেই চলছে সব কিছু।

BanglaBook.org

সময় এসেছে নিজের একটা থিওরীর সত্যতা পরীক্ষা করে দেখার। আর্টেমিস সত্তর সেন্টিমিটার লম্বা প্রধান মনিটরে অ্যাঞ্জেলিন ফাউলের কামরার ভিডিওটা নিয়ে এল। পুরো কামরার তিনশ ষাট ডিগ্রি পরীক্ষা করে দেখে নিশ্চিত হলো, কেউ নেই ভেতরে।

ওর মা:কেও দেখা যাচ্ছে না। উধাও হয়ে গিয়েছেন তিনি! বড় হয়ে গেল আর্টেমিসের হাসি। পারফেক্ট। যেমনটা ভেবেছিল, তেমনটাই হয়েছে।

এবার হলি শর্টের দিকে গেল ছেলেটার মনোযোগ। ফেয়ারি অফিসার এখনও বিছানা ঠুকে চলছে।

মাঝে মাঝে দুই একবার উঠে দাঁড়িয়ে দেয়ালেও আঘাত হানছে।

হয়তো হতাশার সাথে আরও কিছু কাজ করছে অফিসারের মনে। *আচ্ছা, আপাতদৃষ্টিতে যে কাজটাকে পাগলামি বলে মনে হচ্ছে, তার পেছনে কোনও উদ্দেশ্য লুকিয়ে নেই তো?* শুকনো আঙুল দিয়ে মনিটের টোকা দিল আর্টেমিস।

'কী ঘোঁট পাকাচ্ছ, ক্যাপ্টেন? তোমার পরিকল্পনাটা আসলে কী?' হঠাৎ সদর দরজা থেকে ভেতরে আসার রাস্তায় কিছু একটাকে নড়ে উঠতে দেখে, সেদিকেই দৃষ্টি ফেরাল ও।

'অবশেষে,' বিড় বিড় করে বলল। 'খেলা শুরু করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে ফেয়ারিরা।'

রাস্তা ধরে ধীর পায়ে এগিয়ে আসছে একটা অবয়ব। ছোট, কিন্তু দারুণ প্রভাবশালী। ঢালও ব্যবহার করছে না।

আর্টেমিস ইন্টারকমের বোতাম চেপে বলল, 'বাটলার, শুনছ? অতিথি এসেছে। আমি যাচ্ছি, তুমি এখানে এসে মনিটরের ওপর নজর রাখো।'

স্পীকার থেকে ভেসে আসা বাটলারের কণ্ঠ একদম ক্ষীণ শোনা গেল, 'বুঝেছি, আর্টেমিস। এখনই আসছি।'

আর্টেমিস ওর দামী জ্যাকেটটা গায়ে দিয়ে, আয়নার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। টাইটা ঠিক করে নেয়া দরকার।

দর কষাকষিতে সফল হবার শর্ত হচ্ছে, শুরু হবার আগেই না হারার সব উপকরণের ব্যবস্থা করে রাখা। আর যদি উপকরণ না-ও থাকে, তাহলে এমনভাব ধরা যেন প্রতিপক্ষ মনে করে যে আছে!

আয়নায় দেখে, চেহারা বিকৃত করে একটা শয়তানি ভাব নিয়ে আসার চেষ্টা করল ছেলেটা। *শয়তানি হলেও, বুদ্ধিদীপ্ত*-নিজেকে বলল সে। সেই সাথে দৃঢ় প্রতিজ্ঞও।

কিছুক্ষণ চেষ্টার পর যখন নিজের চেহারা নিয়ে সন্তুষ্ট হলো, তখন দরজার নবে হাত রাখল দ্বিতীয় আর্টেমিস ফাউল।

BanglaBook.org

নিজেকে সামলাও, বড় করে শ্বাস নাও। পরিস্থিতি বুঝতে যে তোমার ভুলও হতে পারে, সে কথা মাথায় আনারই দরকার নেই। এক, দুই, তিন...দরজা খুলে ফেল এবার।

'শুভ সন্ধ্যা,' এমনভাবে বলল ও, যেন আথিতিয়তার পরাকাষ্ঠা দেখাতে চলেছে! তবে সেই সাথে চেহারায় শয়তানি, বুদ্ধিমান আর দৃঢ় প্রতিজ্ঞ একটা ভাবও ফুটিয়ে তুলেছে।

দরজার ঠিক কাছে এসে হাতের তালু উপরের দিকে দিয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন রুট। সবাই এই অঙ্গভঙ্গির অর্থ বোঝে-দেখ, আমার কাছে কোনও অস্ত্র নেই।

'তুমিই ফাউল?'

'আর্টেমিস ফাউল, আপনার সেবায় নিয়োজিত। আর আপনার পরিচয়?'

'লেপ-কমান্ডার রুট। যাক, একে অন্যের নাম যেহেতু জানা হলো, এবার কাজের কথায় আসা যাক?'

'অবশ্যই।'

একটু বাজিয়ে দেখার সিদ্ধান্ত নিলেন রুট, 'তাহলে বাইরে এসো, তোমার চেহারাটা দেখি।'

শক্ত হয়ে এল আর্টেমিসের চেহারা। 'আপনার কি এখনও যথেষ্ট শিক্ষা হয়নি? জাহাজের কথা ভুলে গেলেন? একটু আগে আপনার কমান্ডোদের কী হাল হয়েছে সে কথা? নাকি কাউকে খুন করার পর আপনার মোটা মাথায় ঢুকবে পরিস্থিতির গুরুত্ব?'

'না, না।' তাড়াতাড়ি বললেন রুট। 'আমি তো শুধু-'

'আমাকে ধোঁকা দিয়ে বাইরে আনতে চাচ্ছিলেন। যেন এই বেচারাকে অপহরণ করে, বন্দি বিনিময় করতে পারেন। একটা উপকার করবেন, কমান্ডার? হয় আরেকটু বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিন, নয়তো অন্য কাউকে পাঠান।'

রুটের মনে হলো, তার দেহের সব রক্ত যেন গালে এসে ভীড় জমিয়েছে। 'এতো বড় সাহস তোমার! পিচ্চি এক আদমজাত...'

হাসল আর্টেমিস, পরিস্থিতির নিয়ন্ত্রণ এখন পুরোপুরি ওর হাতে। 'দর কষাকষির করার বড় অদ্ভুত পদ্ধতি অনুসরণ করছেন দেখি, কমান্ডার। মাথা গরম করলে চলবে কীভাবে?'

বেশ কয়েকবার বুক ভরে শ্বাস নিলেন রুট। 'ঠিক আছে, ঠিক আছে। কোথায় আলোচনা করতে চাও?'

'অবশ্যই বাড়ির ভেতরে। আপনাকে ভেতরে প্রবেশের অনুমতি দিলাম। কিন্তু মনে রাখবেন, ক্যাপ্টেন শর্টের জীবন পুরোপুরি আপনার হাতে!'

আর্টেমিসের পিছু পিছু হলওয়ে ধরে এগিয়ে গেলেন রুট। দুপাশের দেয়ালে ফাউলদের পূর্বপুরুষদের ছবি টাঙানো। একটা ওক কাঠের দরজা পেরিয়ে, বড়

BanglaBook.org

সড় এক কনফারেন্স রুমে এসে প্রবেশ করলেন তারা। একটা গোল টেবিল রাখা আছে ওখানে, উপরে এমনকি অ্যাশট্রে আর পানির পাত্রও আছে।

অ্যাশট্রে দেখে, ভেস্টের ভেতর থেকে একটা আধ খাওয়া চুরুট বের করে আনলেন রুট। 'কাজে কর্মে যতটা বর্বর বলে মনে হয়, আসলে ততটা নও দেখছি।' ঘোঁত ঘোঁত করতে করতে বললেন তিনি। কথার সাথে সাথে ধোঁয়াও ছাড়লেন। পানির পাত্রগুলোকে অগ্রাহ্য করে, কোমরে ঝোলানো ফ্লাস্ক থেকে বেগুনী কিছু একটা গ্লাসে ঢেলে এক চুমুকে খেয়ে ফেললেন। এরপর ঢেকুর তুলে বসে পড়লেন চেয়ারে।

'শুরু করা যাক?' খবর পাঠকের মতো একগাদা হাতে লেখা কাগজ শেষ বারের মতো দেখে নিতে নিতে বলল আর্টেমিস। 'পরিস্থিতিটা আগে পরিষ্কার করে আপনাকে একবার জানিয়ে নেই। আমি আপনাদের পাতালপুরীর খবর জানি, সেটাকে পৃথিবীর সামনে উন্মোচিতও করে দিতে পারি। আমাকে থামাবার কোনও ক্ষমতা আপনাদের নেই। তাই গোপন তথ্যটাকে গোপন রাখবার জন্য আমি যা চাচ্ছি, তা একেবারে খুব অল্পই বলা চলে।'

চুরুটের কিছুটা অংশ রুটের মুখ দিয়ে বের হয়ে এল। 'তোমার ধারনা, তুমি এসব তথ্য চাইলেই ইন্টারনেটে ছেড়ে দিতে পারবে?'

'এখন তো আর পারব না, হাজার হলেও আপনারা সময়কে স্তব্ধ করে দিয়েছেন!'

ফুসফুস ভরে ধোঁয়া টানলেন রুট। তাদের মহার্ঘ অস্ত্রটার কথা এই ছেলে জানল কীভাবে?

'সময়কে স্তব্ধ করে দেবার ক্ষমতা আমাদের আছে। যেহেতু সেটা তুমি জান, তাহলে এই ক্ষমতার বিস্তৃতিও নিশ্চয় তোমার জানা আছে? বাইরের দুনিয়ার সাথে সংযোগ স্থাপন করার কোনও ক্ষমতাই তোমার নেই এখন। তাই এই মুহূর্তে আসলে তোমার-ই কোনও কিছু করার ক্ষমতা নেই।'

হাতে ধরা কাগজে কিছু একটা লিখে নিল আর্টেমিস। 'আসুন, বেহুদা কথায় সময় নষ্ট না করি। আপনাদের ধোঁকাবাজিতে আমি ক্লান্ত। যদি কখনও কোনও ফেয়ারি অপহরণের ঘটনা ঘটে, তাহলে লেপ প্রথমে তাকে উদ্ধার করার জন্য একটা দক্ষ উদ্ধারদল পাঠাবে। আপনারা একটা দল পাঠিয়েছেন। তবে একটা কথা না বলে পারছি না, এদেরকে কী প্রশিক্ষণ দেন আপনারা? হাতে খেলনা বন্দুক ধরিয়ে দিলে, যেকোনও স্কাউটদলও হারিয়ে দিতে পারবে।'

কোনও উত্তর দিলেন না রুট, তবে ভেতরে ভেতরে রাগে ফুঁসে উঠছেন। অক্ষম রাগটুকু সিগারের উপরে ঝাড়লেন তিনি।

'এরপর যেটা করার কথা, সেটা হলো দর কষাকষি। আর যদি তাতেও কাজ না হয়, তাহলে আট ঘন্টার সময় সীমা শেষ হবার আগে আগে নীল মৃত্যু,

BanglaBook.org

আপনাদের বিশেষভাবে নির্মিত বোমা মেরে কাজ সারার কথা। সময়-ক্ষেত্র যতটুকু এলাকা জুড়ে থাকবে, তার বাইরে যাবে না ওটার প্রভাব।'

'তুমি দেখছি আমাদের ব্যাপারে অনেক কিছুই জানো, মাস্টার ফাউল। কীভাবে জানো, তা নিশ্চয় বলবে না?'

'ঠিক ধরেছেন, অবশ্যই বলব না।'

সিগারের অবশিষ্টাংশটুকু স্ফটিকের অ্যাশট্রেতে গুঁজে দিলেন রুট। 'তাহলে তোমার দাবি-দাওয়ার কথা শোনা যাক।'

'একটাই দাবি আমার।'

পালিশ করা টেবিলটার উপরে ঠেলে দিল আর্টেমিস কাগজগুলো। ওতে লেখা কথাগুলো পড়লেন রুট।

'এক টন, চব্বিশ ক্যারেটের সোনা। ছোট ছোট, চিহ্ন না দেয়া বাটে দিতে হবে। ঠাট্টা করছ?'

'না তো!'

সামনের দিকে ঝুঁকে এলেন রুট। 'তুমি কি পরিস্থিতি কার দখলে, সেটা বুঝতে পারছ না? হয় তুমি ক্যাপ্টেন শর্টকে ফিরিয়ে দেবে, নয়তো আমি তোমাদের সবাইকে খুন করতে বাধ্য হব। এছাড়া আর কোনও উপায় নেই তোমার সামনে। আমরা আসলে দর কষাকষি করি না। আমি শুধু তোমাকে পরিস্থিতিটা বুঝিয়ে বলার জন্য এসেছি।'

বিশেষ ভঙ্গিতে হাসল আর্টেমিস। জানে এভাবে হাসলে ওকে রক্তচোষা ভ্যাম্পায়ারের মতো দেখায়। 'হয়তো সচরাচর করেন না, কমান্ডার। তবে আমার সাথে করবেন।'

'তাই নাকি? তা তোমার কী বিশেষত্ব, শুনি?'

'আমার বিশেষত্ব? আমার বিশেষত্ব হলোঃ কীভাবে আপনাদের বানানো এই সময় ক্ষেত্রের ভেতর থেকে পালানো যায়, তা আমি জানি।'

'অসম্ভব,' বললেন রুট। 'একেবারে অসম্ভব!'

'বিশ্বাস করুন, আমি জানি!'

আর্টেমিসের দাবি দাওয়া লেখা কাগজটা রুট ভাঁজ করে পকেটে রাখলেন। 'আমাকে ভাববার সময় দিতে হবে।'

'ঠিক আছে। সময় নিন। হাতে এখনও আট...নাহ, ভুল হলো, সাড়ে সাত ঘন্টা সময় আছে।'

কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে রইলেন রুট। এরপর লম্বা শ্বাস নিলেন, মনে হলো কিছু একটা বলবেন। কিন্তু পরক্ষণেই মত পরিবর্তন করে উঠে দাঁড়ালেন। 'আমরা শীঘ্রই যোগাযোগ করব। আর তোমাকে উঠতে হবে না, নিজেই পথ চিনে নিতে পারব।'

BanglaBook.org

চেয়ার ঠেলে উঠে দাঁড়ালো আর্টেমিসও। বলল, 'ঠিক আছে, তবে মনে রাখবেন-আমি বেঁচে থাকা অবস্থায়, আপনি ছাড়া আপনার লোকদের কারও ভেতরে প্রবেশের অনুমতি নেই।'

হলওয়ে ধরে ফিরে যাচ্ছেন রুট, যাবার পথে একবার দেখে নিলেন দেয়ালে ঝুলানো ছবিগুলো। নতুন জানা তথ্যগুলো নিয়ে ঠাণ্ডা মাথায় ভাবা দরকার। এই আর্টেমিস ছেলেটা আসলেই বড় পিছলা।

তবে একটা ভুল করে বসেছে বেচারা, ধরে নিয়েছে যে রুট যা করার তা নিয়মের মাঝে থেকেই করবেন। কিন্তু ও জানে না, কমান্ডারের পদটা সব কিছু নিয়মমাফিক করে অর্জন করা যায় না। মাঝে মাঝে আঙুল বাঁকা করতে জানতে হয়।

•

রুটের আইরিস-ক্যামেরা থেকে পাওয়া ভিডিওটা নিয়ে আলোচনা শুরু করে দিয়েছেন অভিজ্ঞরা।

'এই যে দেখুন,' প্রফেসর কিউমুলাস বললেন। নিজেকে আচরণগত বিশেষজ্ঞ বলে দাবি করেন তিনি। যে কারও নড়াচড়া দেখেই তার মনের ভেতরে কী চলছে তা নাকি বলে দিতে পারেন। 'একটু নড়ে উঠল, দেখেছেন? এর অর্থ সে মিথ্যা বলছে!'

'ননসেন্স,' গর্জে উঠলেন ডক্টর আরগন। নিজেকে ইনি মনোবিদ বলে দাবি করেন। 'অস্বস্তিবোধ করছিল একভাবে বসে থাকতে থাকতে, তাই নড়ে উঠেছে। তিলকে তাল বানাবার স্বভাবটা আর আপনার গেল না।'

ফোয়েলির দিকে তাকালেন কিউমুলাস, 'শুনেছেন কথা? এই ভণ্ডের সাথে কাজ করা সম্ভব না।'

'ডাক্তার না ওঝা!' উত্তরে বললেন আরগন।

লোমশ হাত তুলে দুজনকে থামালো ফোয়েলি। 'ভদ্রমহোদয়গণ, দয়া করে থামুন। আমাদের একটা মতামত দরকার। এই ছেলেটার একটা সাইকোলজিক্যাল প্রোফাইল লাগবে।'

'সম্ভব না,' বললেন আরগন। 'এমন পরিস্থিতিতে আমার পক্ষে কাজ করা সম্ভব নয়।'

কিউমুলাসও বুকে হাত বেঁধে বললেন, 'ও কাজ না করলে, আমিও করব না।'

শাটলের দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকলেন রুট, স্বাভাবিকের চাইতেও বেশি বেগুনী দেখাচ্ছে তাকে। 'এই আদমজাত আমাদের সাথে ফাজলামি করছে! এসব আমি সহ্য করব না। আমাদের বিশেষজ্ঞরা টেপ দেখে কী বললেন?'

BanglaBook.org

একটু পাশে সরে গেল ফোয়েলি, তথাকথিত এই বিশেষজ্ঞদের সামলাবার ভারটা কমান্ডারের হাতেই থাকুক। 'কিছুই না, এমন পরিস্থিতিতে নাকি তাদের কাজ করা সম্ভব না।'

চোখ ছোট ছোট হয়ে এল রুটের। 'কী বললে?'

কিউমুলাস সম্ভবত রুটের বিখ্যাত রাগের ব্যাপারে অজ্ঞাত। 'ডাক্তার না, এক আধ পাগলকে ধরে নিয়ে এসেছেন আপনারা?'

'অ...আধ পাগল?' রাগে তোতলাতে শুরু করলেন আরগন। ইনিও রুটের রাগের সাথে পরিচিত নন। 'তোর কথা আর কি বলব? স্বাভাবিক, নিষ্পাপ আচরণের মাঝেও শয়তানি খুঁজে পাস!'

'নিষ্পাপ আচরণ? এই ছেলেকে তো পুরোপুরি তার অনুভূতি নিয়ন্ত্রণ করে! মিথ্যা কথা বলছিল সে, একদম পরিষ্কার বুঝতে পারছি।'

মুষ্ঠিবদ্ধ হাতটা টেবিলের উপর আছড়ে ফেললেন রুট। 'চুপ!'

সাথে সাথে, আসলেই চুপ হয়ে গেলেন দুই 'বিশেষজ্ঞ'।

'আপনাদের দুজনকে কাজের বিনিময়ে যথেষ্ট ভালো অঙ্কের টাকা দেয়া হয়, ঠিক?'

উত্তরে কেবল নড করলেন দুজন। একটু আগে চুপ করে থাকার যে আদেশ পেয়েছেন তা ভঙ্গ হয় কিনা ভেবে কথা বলার সাহস পেলেন না।

'আপনাদের জীবনে এরচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কেস আর আসেনি। তাই আমি চাই, যে যে তার সর্বোচ্চটা এই কেসে ঢেলে দেবেন। বোঝা গিয়েছে?'

উত্তরে আবারও কেবল নড করলেন দুজন।

অনবরত পানি পড়তে থাকা চোখ থেকে ক্যামেরা বের করে নিলেন রুট। 'ভিডিওটা সামনে এগোও তো ফোয়েলি। একদম শেষ দিকের দৃশ্যগুলো দেখাও।'

সামনে এগিয়ে গেল টেপটা। পর্দায় দেখা গেল, কনফারেন্স রুমে প্রবেশ করছে রুট আর আর্টেমিস।

'দাঁড়াও, দাঁড়াও। ছেলেটার চেহারাটা বড় করে দেখাতে পারবে?'

'চেহারা বড় করে দেখাতে পারব কিনা?' ঘোঁত করে উঠল ফোয়েলি। 'কোনও বামন কি পারবে, মাকড়সার নিচ থেকে জাল চুরি করতে?'

'হ্যাঁ,' উত্তর দিলেন রুট।

'আসলে প্রশ্নটা আক্ষরিক ছিল না, উপমা।'

'আমি তোমার কাছে ব্যাকরণ শিখতে আসিনি, ফোয়েলি। যা বলছি, তা করো।'

দাঁত কিড়মিড় করতে করতে জবাব দিল ফোয়েলি। 'ঠিক আছে, আপনিই বস।'

BanglaBook.org

বিদ্যুত-গতিতে কী-বোর্ডের উপরে ঘুরে বেড়ালো সেন্টরের হাত। আর্টেমিসের চেহারা বড় হয়ে ভরিয়ে তুলল প্লাজমা স্ক্রিনটাকে।

'মনোযোগ দিয়ে শোনার অনুরোধ করব আপনাদের,' দুই বিশেষজ্ঞের কাঁধ আঁকড়ে ধরে বললেন রুট। 'আপনাদের পেশাগত জীবনের জন্য এই মুহূর্তটা বড় গুরুত্বপূর্ণ।'

'আমার বিশেষত্ব? আমার বিশেষত্ব হলোঃ কীভাবে আপনাদের বানানো এই সময়-ক্ষেত্রের ভেতর থেকে পালানো যায়, তা আমি জানি।' বলল স্ক্রিনের ছেলেটা।

'এবার বলুন,' বললেন রুট। 'মিথ্যা বলছে, না সত্য?'

'আবার দেখান,' বললেন কিউমুলাস। 'শুধু চোখ টুকু।'

নড করলেন আরগনও। 'হ্যাঁ, শুধু চোখটুকু।'

আরও কয়েকটা বোতাম টিপলেন ফোয়েলি, আর্টেমিসের চোখ এবার স্ক্রিনের পুরোটা দখল করে নিয়েছে।

'আমার বিশেষত্ব হলোঃ কীভাবে আপনাদের বানানো এই সময়-ক্ষেত্রের ভেতর থেকে পালানো যায়, তা আমি জানি।'

'মিথ্যা বলছে?'

কিউমুলাস আর আরগন একে অন্যের দিকে তাকালেন, **একটু আগে দেখা** দুজনের মাঝে যে শত্রুতা ছিল তার লেশমাত্র অবশিষ্ট নেই।

'না,' একসাথে বললেন তারা।

'সত্যি কথাই বলছে।' বললেন আচরণবিদ।

'অন্তত,' ব্যাখা করলেন মনোবিদ। 'নিজে সে তাই মনে করে।'

চোখ পরিষ্কার করার তরল দিয়ে পানি পড়তে থাকা চোখটাকে ধুয়ে নিলেন রুট। 'আমিও তাই ভেবেছিলাম। মানুষটার চেহারা দেখার সাথে সাথে বুঝতে পেরেছিলাম, হয় সে জিনিয়াস আর নয়তো পাগল।'

স্ক্রিন থেকে এখনও শীতল চোখে ওদের দিকে তাকিয়ে আছে আর্টেমিস।

'কোনটা আসলে?' জানতে চাইল ফোয়েলি। 'জিনিয়াস না পাগল?'

গান র‍্যাক থেকে নিয়ে তিন ব্যারেলের ব্লাস্টারটা কোমরে ঝোলালেন রুট।

'পার্থক্য আছে কোনও?' গর্জে উঠলেন শেষে। 'আমাকে ই-১ পর্যন্ত সরাসরি একটি সংযোগের ব্যবস্থা করে দাও। এই আর্টেমিস ছেলেটা দেখি আমাদের প্রায় সবগুলো নিয়মের ব্যাপারে জানে। দু-একটা নিয়ম নাহয় ওকে ভেঙেই দেখানো যাক!'

BanglaBook.org

সাতঃ মালচ

সময় এসেছে রূপকথার এই প্রাণিদের কাতারে থাকা এক বিচিত্র চরিত্রের সাথে পরিচয় করিয়ে দেবার। পরিচয় আগেই হয়েছে-লেপ এর প্রধান অফিসে অপরাধীদের লাইনে দাঁড়িয়ে ছিল তখন চরিত্রটি।

নানা অপরাধের জন্য পুলিশ খুঁজছিল মালচ ডিগামস, ছিঁচকে বামন চোরকে। নাম শুনলেই প্রথম যে শব্দটা মাথায় আসে, তা হলো-এই নামের অধিকারী ধূর্ত না হয়ে যায়-ই না! এমনকি আর্টেমিসও বামনটার ধূর্ততায় অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকবে। মানে, যদি কোনওদিন পরিচয় হয় আরকী!

বামনরা সাধারণত গুহাবাসী, মালচের পরিবারও তাই ছিল। তবে একদম কম বয়সেই সে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেঃ আর যা-ই করুক, মাইনিং করে জীবন নষ্ট করবে না। জন্মগতভাবে অর্জিত ক্ষমতাগুলো অন্য কাজে লাগাবেই লাগাবে। অবশ্য একজন বামনের ক্ষমতা বলতে খোঁড়াখুঁড়ি করা। সেটাই করল সে, তবে খুঁড়ল আদমজাতের বাড়িতে ঢোকার জন্য! অবশ্য এর জন্য মূল্যও চুকাতে হয়েছে তাকে। বাসস্থান বড় পবিত্র জায়গা, তা সেটা আদমজাতের হলেও। নিয়ম ভাঙলে সাজা হিসেবে জাদু হারিয়ে ফেলে অপরাধী ফেয়ারি। মালচের অবশ্য তাতে কিছু যায় আসে না। খনির ভেতরে জাদু আর এমন কী কাজে আসবে!

প্রথম কয়েক শতাব্দী ভালোমতোই কেটে গেল সবকিছু। আদমজাতের দুনিয়ায় স্মারক বিক্রির এক দারুণ ব্যবসা ফেঁদে বসেছিল সে। তবে সমস্যার শুরু হয় যখন সে এক ছদ্মবেশি লেপ-অফিসারকে *জুলে রিমে* কাপ বিক্রি করার চেষ্টা করে, তখন থেকে। এরপর এখন পর্যন্ত প্রায় বিশবার গ্রেফতার হতে হয়েছে। গত প্রায় তিনশ বছর ধরে কেবল জেলে আসা যাওয়ার মাঝেই রয়েছে সে।

তবে হ্যাঁ, সুরঙ্গ খোঁড়ার ব্যাপারে মালচ এক বিরল প্রতিভা। বামনদের সুড়ঙ্গ খোঁড়ার পদ্ধতিটাকে অদ্ভুত বললে কমই বলা হয়। সাপের কিছু প্রজাতির মতো, বামন পুরুষেরাও তাদের চোয়াল খুলে ফেলতে পারে। যার ফলে এক সেকেন্ডে কয়েক কিলোগ্রাম মাটি পর্যন্ত গিলে নিতে পারে তারা। বামনদের অসাধারণ হজমশক্তির কারণে সেখান থেকে ওদের দেহ প্রয়োজনীয় মিনারেল রেখে দেয়। বাকিটুকু বের হয়ে যায় পরিপাকতন্ত্রের অন্য...মাথা দিয়ে। দারুণ না?

এই মুহূর্তে লেপ-এর প্রধান অফিসের একটা পাথুরে সেলে বন্দি হয়ে আছে মালচ। নিজেকে চিন্তামুক্ত দেখাতে চাইছে সে। তবে গোপনে গোপনে ভয়ে ঠকঠক করে কাঁপছে!

BanglaBook.org

আর কাঁপবে না-ই বা কেন, গবলিনদের সাথে বামনদের যুদ্ধ চলছে। এদিকে লেপ-এ কর্মরত এক বুদ্ধিমান আর জ্ঞানী ফেয়ারি তাকে এক দঙ্গল পাগলাটে গবলিনের সাথে এক সেলে পুরে দিয়েছে। হয়তো ভুল করেই। অবশ্য মালচকে গ্রেফতার করা অফিসারের পকেট কাটার সাজা হিসেবেও হতে পারে।

'তা বামন,' গবলিনদের নেতা টিটকারী দিয়ে উঠল। সারা দেহ ট্যাটুতে ভর্তি তার। 'এখান থেকে সুরঙ্গ খুঁড়ে বের হচ্ছ না কেন?'

মালচ দেয়ালে টোকা দিল। 'পাথর।'

বিদ্রুপের হাসি হাসল গবলিন, 'তাতে কী? তোমাদের বামনদের মাথা যেমন নিরেট, ততটা নিরেট তো আর না।'

হেসে উঠল অন্যান্য গবলিনরা। হাসল মালচও, ভাবল হাসলে পরিস্থিতিটা একটু শান্ত হবে। ভুল করেছে।

'আমাকে নিয়ে হাসছ, বামন?'

হাসি বন্ধ হয়ে গেল মালচের।

'আপনার সাথে হাসছি।' ঠিক করে দিল বামন। 'আপনার ঠাট্টাটা বেশ মজার ছিল।'

এগিয়ে এল গবলিন। থামল তখন-ই যখন তার নাক মালচের নাক থেকে মাত্র এক সেন্টিমিটার দূরে। 'আমাকে স্বা-ন্ত-না দিচ্ছ, বামন?'

ঢোক গিলল মালচ, মনে মনে হিসাব কষছে। এখন যদি চোয়াল খোলে, তাহলে অন্যরা নড়ার আগেই সম্ভবত দলের নেতাকে গিলে ফেলতে পারবে। কিন্তু সমস্যা হলো, গবলিনদের খাওয়া যত সহজ, হজম করা ততটাই কঠিন। মাংস কম, হাড্ডি বেশি!

এদিকে গবলিন নেতা হাতে একটা অগ্নি গোলক বানিয়ে বসে আছে। 'তোমাকে কিছু একটা জিজ্ঞাসা করেছি, বাট্টু।'

মালচ টের পেল, ওর শরীরের প্রতিটা স্বেদ গ্রন্থি ভয়াবহ গতিতে কাজ করা শুরু করে দিয়েছে। বামনরা আগুন পছন্দ করে না, এমনকি আগুনের কথা ভাবতেও পছন্দ করে না। ওরা অন্যান্য ফেয়ারিদের মতো না, মাটির উপরে বাস করার বিন্দুমাত্র ইচ্ছাও নেই। জায়গাটা যে সূর্যের বড় কাছে। মাড ব্লাডদের জিনিস পত্রের বোঝা হালকা করে বাঁচে, এমন একজনের জন্য ব্যাপারটা বড় মর্মান্তিক, তবে কী আর করা যাবে!

BanglaBook.org

এদিকে গবলিন নেতা হাতে একটা অগ্নি গোলক বানিয়ে বসে আছে

'ওই জিনিসটার,' অগ্নি গোলকের দিকে ইঙ্গিত করে বলল মালচ। 'কোনও দরকার নেই। আমি তো কেবল একটু বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণ করতে চেয়েছিলাম।'

'বন্ধুত্ব!' ট্যাটুওয়ালা নাক টানল। 'তোমার প্রজাতি আবার বন্ধুত্বের অর্থ জানে নাকি! তোমরা তো কেবল অন্যের পিঠে ছুরি মারার ধান্দায় থাকো।'

মাথা নাড়ল মালচ, চামড়া বাঁচানো ফরজ। 'আমাদের নামে অনেকেই এই অভিযোগটা করে বটে! মাঝে মাঝে একটু আধটু প্রতারণা-'

'একটু-আধটু! একটু আধটু! আমার ভাই, ফ্লেমকে অ্যামবুশ করেছিল একদল বামন। কীসের ভেতর থেকে বেরিয়ে এসে শুনবে? গোবরের স্তূপ থেকে! বেচারা এখনও সেই দুঃসহ স্মৃতি মনে করে কেঁপে ওঠে!'

মালচ সমবেদনা জানাবার ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল। 'ওহ, সেই পুরনো ফন্দি। খুব খারাপ! এইজন্য আমি আমার জ্ঞাতিভাইদের সাথে কোনও সম্পর্ক রাখি না।'

দুই আঙুলের ফাঁকে অগ্নিগোলকটাকে নিয়ে খেলছে গবলিন। 'পাতালে দুইটা এমন জিনিস আছে, যেগুলোকে আমি তীব্র ঘৃণা করি।'

মালচ বুঝতে পারছিল, এই দুই জিনিস কী কী, তা ওকে শুনতেই হবে।

'একটা হচ্ছে বামন।'

এ তো বোঝাই যাচ্ছিল!

'আরেকটা হলো এমন ফেয়ারি, যে নিজের জ্ঞাতিভাইদের সাথে বিশ্বাস ঘাতকতা করে। তুমি তো দেখছি দুই শ্রেণিতেই পড়!'

দুর্বল ভঙ্গিতে হাসল মালচ, 'আমার মন্দ কপাল।'

'হতে পারে, তবে আমার কপাল ভালো। সৌভাগ্যই তোমাকে আমার হাতের মুঠোয় এনে দিয়েছে।'

অন্য কোনও দিন হলে হয়তো ব্যাপারটা সৌভাগ্য না দুর্ভাগ্য, তা নিয়ে তর্ক বাধিয়ে বসত বেচারা মালচ। কিন্তু আজ চুপ থাকাটাকেই ভালো মনে করল।

'আগুন পছন্দ হয়, বামন?'

মাথা নাড়ল মালচ, নাহ। হয় না।

ক্রূর হাসিতে ভরে উঠল গবলিনের চেহারা। 'কী দুঃখের ব্যাপার। তবে কেবল তোমার জন্য। কেননা এখুনি আমি তোমাকে এই অগ্নিগোলকের সাথে পরিচয় করিয়ে দেব।'

বামনদের প্রতি রাগটা আরেকটু ঘন হলো মালচের। বামনরা কোন জিনিসটাকে অপছন্দ করে? আগুন। একমাত্র কোন প্রাণিটা জাদু দিয়ে আগুন বানাতে পারে? গবলিন। তাই বামনরা কাদের সাথে ঝামেলা বাঁধিয়েছে? আর কাদের সাথে! গবলিনদের!

নিজের ভালো তো আদমজাতও বোঝে, আর এই বামনরা কিনা...

পেছাতে পেছাতে দেয়ালে পিঠ ঠেকে গেল মালচের। 'এসবের কী দরকার? জায়গা ছোট, আমরা সবাই আহত হতে পারি!'

'আমাদের কিছুই হবে না।' হাসল ট্যাটু-ওয়ালা, এখন ওর নাকের ফুটো দিয়েও ছোট ছোট অগ্নিগোলক বেরোচ্ছে। 'আগুনের হাত থেকে আমরা পুরোপুরি সুরক্ষিত।'

এরপর কী ঘটতে যাচ্ছে, তা ভালো করেই জানে মালচ। অন্ধকার গলিতে হাতাহাতি তো আর কম দেখল না। কোথাও কোনও বামনকে একা পেলেই, গবলিনদের দঙ্গল তাকে কোণঠাসা করে ফেলে। এরপর মাটিতে ফেলে দিয়ে এমনভাবে আটকায়, যেন হাত-পা পর্যন্ত নাড়াবার সুযোগ না পায় বেচারা। পুরো ব্যাপারটার সমাপ্তি ঘটে আক্রান্তের চেহারায়, দুই নাক দিয়ে নির্গত অগ্নি গোলক আঘাত হানার মাধ্যমে।

BanglaBook.org

এই গবলিন নেতার নাক কুঁচকে উঠেছে, চিরাচরিত এই নিয়ম পালন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সে-ও। নিজেকে শক্ত করে নিল মালচ। কিছু করার একটা মাত্র সুযোগ পাবে সে। অবশ্য গবলিনরা একটা বড় ভুল করে ফেলেছে, ওর হাত এখনও মুক্ত!

মুখ দিয়ে বড় করে শ্বাস নিল প্রাণিটা। যত বেশি বাতাস, তত বেশি উত্তাপ। মাথাটাকে এমনভাবে হেলাল, যেন নাক দুটো ঠিক মালচের মাথা বরাবর আসে। এরপর ছেড়ে দিল নিঃশ্বাস!

এমন দ্রুতগতিতে ব্যাটার নাকের ছিদ্রে দুই আঙুল ঢুকিয়ে দিল মালচ, যা দেখলে সম্ভবত বিদ্যুৎ নিজেই ভয় পাবে! ঘেন্না লাগছিল বটে, কিন্তু নিজেকে কাবাবে রূপান্তরিত হবার হাত থেকে বাঁচাতে আর কোনও উপায়ও খোলা ছিল না ওর সামনে।

বেরোবার পথ বন্ধ হয়ে গেল অগ্নি গোলকের। মালচের আঙুলে ধাক্কা খেয়ে, পেছন দিকে চলে গেল। দেখা গেল অশ্রুগ্রন্থি দিয়ে বের হলেই, সবচেয়ে কম বাঁধার সম্মুক্ষীণ হতে হবে অগ্নি গোলককে। তাই প্রচণ্ড চাপে প্রায় একীভূত বাষ্পের রূপ নিয়ে, গবলিনটার চোখের ঠিক নীচ থেকে বেরিয়ে এল তা। আগুন লাফিয়ে উঠে স্পর্শ করতে চাইল ছাদকে।

আঙুল বের করে আনল মালচ, তাড়াতাড়ি মুছে নিয়ে ও দুটোকে মুখে পুরে দিল। বামনদের থুথু যেকোনও ক্ষতের জন্য ওষুধ স্বরূপ। অবশ্য এখনও ওর মাঝে জাদু থাকলে পুরো ব্যাপারটা আরও সহজে করতে পারত। কিন্তু কী আর করা, কিছু পেতে হলে যে কিছু দিতে হয়!

ট্যাটু-ওয়ালাকে দেখে খুব একটা সুস্থ বলে মনে হচ্ছে না, বেচারার মাথার প্রতিটা ফুটো দিয়ে অনর্গল ধোঁয়া বেরোচ্ছে!

গবলিনরা হয়তো আগুনের আঁচ থেকে সুরক্ষিত, হয়তো তারা মারা যাবে না বা স্থায়ী কোনও ক্ষতিও হবে না। কিন্তু এই বেচারার ভেতরের দিকটা যে কিছুটা হলেও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, তাতে সন্দেহ নেই। অবশ্য অনেকেই বলেন, গবলিনদের মস্তিষ্কের ভেতরে পদার্থ বলতে কিছু নেই! সে হিসাবে...

যাই হোক, কয়েক মুহূর্ত পরেই দেখা গেল মুখের উপরে আছড়ে পড়েছে গবলিন নেতা। মড়াৎ করে শব্দও হলো, সম্ভবত নাক ভেঙ্গে গিয়েছে।

দলের অন্যরা যে ঘটনার পরিক্রমায় খুব একটা খুশী হয়নি, তা বলাই বাহুল্য।

'দেখ দেখ, হারামজাদা বসের কী অবস্থা করেছে!'

'শালা, বাট্টু কোথাকার।'

'চল্, এরে কাবাব বানাই।'

BanglaBook.org

আরও পিছিয়ে গেল মালচ, সম্ভব হলে কেয়ামতের আগ পর্যন্ত পেছাতেই থাকত। ভেবেছিল, নেতার অবস্থা দেখে হয়তো দলের অন্যরা ভয় পেয়ে যাবে। এখন দেখা যাচ্ছে, ভুল ভেবেছিল।

তাই স্বভাবে না থাকলেও, আগ বাড়িয়ে আক্রমণ করতেই হবে মালচকে।

চোয়াল খুলে সামনে লাফ দিল বামন, একদম সামনের গবলিনটার মাথা গিলে ফেলল প্রায়।

'পেশাও!' অন্যদেরকে উদ্দেশ্য করে আদেশ দিল সে। 'পেশাও, নয়তো তোমাদের বন্দু গেশে।' চোয়াল খোলা থাকায় ঠিক মতো ওর কণ্ঠ থেকে শব্দগুলো বের হতে পারছিল না।

জায়গায় জমে গেল যেন সবাই, কী করবে বুঝে উঠতে পারছে না। উপস্থিত গবলিনরা জানে, বামনদের দাঁতের নিচে পড়লে গবলিন মাথার কী অবস্থা হয়!

প্রত্যেকেই হাতে জাদুর অগ্নি গোলক বানিয়ে ফেলল।

'শাবদান করে দিশ্‌শি!'

'সবাইকে একসাথে সামলাতে পারবে না, বাট্টু।'

কেবল দাঁতের ফাঁকে এতোবড় একটা মাথাকে আর আটকে রাখতে পারছে না মালচ, খুব ইচ্ছা করছে কামড় বসিয়ে দিতে। বামনরা এমনিতেও বেশিক্ষণ হাঁ করে থাকতে পারে না। দুই দাঁতের মাঝে কিছু থাকলে ওদেরকে চাবাতেই হয়। আর তাছাড়া, বারবার নড়াচড়া করে গবলিনটাও ওর জন্য অস্বস্তির জন্ম দিচ্ছে।

কামড়টা বসিয়েই দেবে, এমন সময় হঠাৎ করে সেলের দরজা খুলে ভেতরে প্রবেশ করল এক দল লেপ-অফিসার। এদের একজন এগিয়ে এসেই ঠাণ্ডা একটা অস্ত্র চেপে ধরল মালচের কপালে।

'বন্দিকে উগড়ে দাও,' আদেশ করল একটা গলা।

জীবনে সম্ভবত এই প্রথম কোনও লেপ-অফিসারকে দেখে এতোটা খুশী হয়েছে মালচ! সাথে সাথে আদেশ পালন করল সে।

'আর গবলিনেরা, আগুন নেভাও।'

এক এক করে নিভে গেল সব অগ্নি গোলক।

'আমার কোনও দোষ নেই,' গবলিন নেতার দিকে ইঙ্গিত করে বলল মালচ। 'সব ওর দোষ।'

অফিসার অস্ত্র নামিয়ে রাখল, বের করল একটা হাতকড়া।

'তোমরা মারামারি করো না কাটাকাটি, তাতে আমার কিছু যায় আসে না।' মালচের হাত পেছন দিকে নিয়ে তাতে হাতকড়া পরিয়ে দিল অফিসার। 'আমার ক্ষমতা থাকলে, তোমাদের সবাইকে বড় রুমটায় আটকে রাখতাম। এক সপ্তাহ আর ওমুখো হতামই না। কিন্তু কমান্ডার রুটের আদেশ, এখুনি তোমাকে উপরে দেখতে চান তিনি।'

BanglaBook.org

'এখুনি?'

'মানে, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আরকি।'

মালচ খুব ভালোমতোই রুটকে চেনে। কমান্ডার একাই তাকে বেশ কবার শ্রীঘর দর্শন করিয়ে এনেছেন। জুলিয়াস যদি ওকে দেখার জন্য এতো ব্যস্ত হয়ে পরে, তাহলে নিশ্চয় কোথাও কোনও ঘাপলা আছে।

'এখুনি? কিন্তু বাইরে যে সূর্য! আমি তো পুড়ে যাব।'

হেসে উঠল লেপ-অফিসার। 'তুমি যেখানে যাচ্ছ, **সেখানে এখনও সূর্য ওঠেনি** বন্ধু।'

সময় ক্ষেত্রের মাঝে অবস্থিত পোর্টালের ভেতরে অপেক্ষা করছিলেন রুট। এই পোর্টালটাও ফোয়েলির আরেক চমকপ্রদ আবিষ্কার। এর দ্বারা নিজেদের বা সময় ক্ষেত্রের কোনও সমস্যা করা ছাড়াই ফেয়ারিরা আসা-যাওয়া করতে পারে। এর অর্থ, যদিও পাতাল থেকে মালচকে উপরে নিয়ে আসতে ছয় ঘন্টা শুরু হয়েছে, ততক্ষণে সময় ক্ষেত্রের ভেতরে অতিবাহিত হয়েছে মাত্র কয়েকটা মুহূর্ত।

সময় ক্ষেত্রের ভেতরে এর আগে কখনও পা রাখার সৌভাগ্য হয়নি মালচের। বাইরের দৃশ্যগুলো দেখে তাই হাঁ করে চেয়ে রইল সে। গাড়িগুলো যেন উল্কাপিণ্ডকে হার মানাবে বলে পন করেছে! মেঘ এমনভাবে আকাশে উড়ে যাচ্ছে, যেন ওদের পিছু ধাওয়া করছে কোনও প্রতাপশালী বায়ু দেবতা!

'মালচ,' গর্জে উঠলেন রুট। 'এবার স্যুটটা খুলে ফেলতে পারো। এই সময় ক্ষেত্রে সূর্যের আলো প্রবেশ করতে পারবে না বলেই আমাকে জানানো হয়েছে।'

ই-১-এ বাহনে চড়ার আগেই বামনটাকে একটা বিশেষ স্যুট দেয়া হয়েছিল। গড়পড়তা ফেয়ারির চামড়া অনেক পুরু। তবে সে এবং অন্য বামনেরা সূর্যের আলো একেবারেই সহ্য করতে পারে না। এক হিসাব অনুযায়ী, কোনও বামনকে পুড়িয়ে ছাই করার জন্য সূর্যের মাত্র তিন মিনিট সময় লাগে! কমান্ডারের আদেশ মেনে অনিচ্ছাসত্ত্বেও স্যুট খুলে ফেলল মালচ।

'তোমাকে দেখে ভালো লাগছে, জুলিয়াস।'

'জুলিয়াস না, আমাকে কমান্ডার রুট বলে সম্বোধন করবে।'

'আহ, আগেই শুনেছি যে তুমি কমান্ডার হয়েছ। কাগজ পত্রের ভুলে?'

দাঁতে কামড়ে ধরা সিগারটাকে একেবারে পিষে ফেললেন রুট। 'তোমার বাজে কথায় কান দেবার মতো সময় আমার নেই, জেলঘুঘু। এই মুহূর্তে তোমাকে ছাতু বানাচ্ছি না কেন জানো? কারণ আমার একটা কাজে তোমাকে দরকার।'

'জেলঘুঘু? আমার যে একটা নাম আছে, তা ভুলে গেলে, জুলিয়াস?'

নিচু হয়ে বামনটার চোখে চোখ রাখলেন রুট। 'আমি জানি না জেগে জেগে কোন দিবা স্বপ্ন দেখছ তুমি, জেলঘুঘু। কিন্তু বাস্তব দুনিয়ায় তুমি এক অপরাধী আর আমার কাজ হলো তোমার জীবনটাকে যতটা সম্ভব দূর্বিসহ করে তোলা। তাই ভদ্রতার কথা ভুলে যাও!'

হাতকড়া শক্ত করে বাঁধায়, লাল হয়ে আছে মালচের কব্জি। সেদুটো ঘষতে ঘষতে বলল, 'ঠিক আছে, কমান্ডার। এতো উত্তেজিত হবার দরকার নেই। তবে একটা কথা বলি, আমি ছিঁচকে চোর। কোনও ঠাণ্ডা মাথার খুনি নই!'

'যা শুনলাম, তাতে আরেকটু হলে তো খুনিও বনে যেতে!'

'আমার দোষ ছিল না। আমাকেই আক্রমণ করেছিল ওই গবলিন বেয়াদবটা।'

নতুন একটা সিগার মুখে দিলেন রুট। 'মেনে নিলাম। এবার কাজে নামা যাক। আমাকে অনুসরণ করো। ওহ, আর ভালো কথা, কোনও কিছু চুরি করার কথা কল্পনাও কোরো না।'

'ইয়েস স্যার, কমান্ডার।' নিরীহ কণ্ঠে জবাব দিল মালচ। নতুন করে কিছু চুরি করার দরকার-ই নেই ওর। কমান্ডার যখন ওর দিকে ঝুঁকে আসার ভুলটা করেছেন, তখনই পকেট থেকে অ্যাক্সেস কার্ডটা তুলে নিয়েছে ও।

ম্যানরের দরজা থেকে একটু দূরে এসে রুট জানতে চাইলেন, 'দালানটা দেখতে পাচ্ছ?'

'কোন দালান?'

সাথে ঘুরে সাথে দাঁড়ালেন রুট। 'দেখো, আমার হাতে নষ্ট করার মতো সময় নেই। ইতোমধ্যে অর্ধেক সময় শেষ হয়ে গিয়েছে। আর কয়েক ঘন্টার মাঝে আমার সেরা অফিসারদের একজনকে আমাদেরই বোমা মেরে হত্যা করতে হবে!'

শ্রাগ করল মালচ। 'তাতে আমার কী! আমি তো কেবলই এক জেলঘুঘু, ভুলে গেলে! ভালো কথা, আমাকে দিয়ে তুমি কোন কাজটা করাতে চাও তা বুঝতে পারছি। কিন্তু আমি করব না।'

'আমি তো তোমাকে এখনও কিছু বলিইনি।'

'এসব বোঝার জন্য খুব বেশি বুদ্ধিমান হওয়া লাগে না। আমি সিঁধেল চোর, মানুষের বাড়িতে চুরি করে ঢুকি। আর ওটা একটা বাড়ি। তোমরা আমন্ত্রণ ছাড়া ভেতরে ঢুকলে জাদু খুইয়ে বসবে। কিন্তু আমার সেই ভয় নেই। দুইয়ে দুই মিলাতে কষ্ট হয় না।'

থুথু দিয়ে সিগারটা ফেলে দিলেন রুট। 'তোমার কী কোনও জাত্যাভিমান নেই? আমাদের জীবন, আমাদের বেঁচে থাকার ধরন, সব কিছু ঝুঁকির মাঝে পড়ে গিয়েছে!'

BanglaBook.org

'জাত্যাভিমান? এই শব্দের মানে কী? আর তাছাড়া, আমার বেঁচে থাকার ধরনের ওপর তো হুমকি আসেনি। ফেয়ারিদের জেলেই থাকি, আর মানুষের জেলে-কী যায় আসে!'

কমান্ডার কিছুক্ষণ ভাবনা চিন্তা করে বললেন। 'কাজটা করো, পঞ্চাশ বছর মাফ পাবে।'

'আমি নিঃশর্ত ক্ষমা চাই।'

'স্বপ্নেও মিলবে না, বামন।'

'রাজী হলে হও, নইলে আমাকে ফেরত পাঠাও।'

'নুন্যতম সিকিউরিটি আছে এমন জেলে পঁচাত্তর বছর থাকতে হবে। এই আমার শেষ প্রস্তাব। মানলে মানো, নাইলে...'

ভাববার ভান করল মালচ। এসব আলোচনা বৃথা, কেননা প্রথম সুযোগেই পালিয়ে যাবে বলে ঠিক করে রেখেছে ও। 'একা একটা সেল পাব তো?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ। পাবে। এখন বলো, রাজি?'

'ঠিক আছে জুলিয়াস। কেবল তুমি বলছ বলেই রাজি হলাম।'

•

চোখের রঙের সাথে মিল খায়, এমন আইরিশ-ক্যামেরা খোঁজার কাজে ব্যস্ত ফোয়েলি। 'কাঠবাদামী মানাবে বলে মনে হচ্ছে। তোমার চোখের রঙ আসলেই অসাধারণ, মি. মালচ।'

'ধন্যবার, ফোয়েলি। আমার মা-ও সবসময় তাই বলতেন।'

রুট এদিকে অস্থির ভঙ্গিতে পায়চারী করছেন।

'আমাদের যে একটা সময়সীমা মানতে হবে, সে খবর আছে? রঙ না মিললেও চলবে। হাতের কাছে যেটা আছে সেটাই দিয়ে দাও।'

ফোয়েলি সাবধানতার সাথে একটা লেন্স তুলে আনল। 'ফ্যাশনের জন্য কাজটা করা হয় না, কমান্ডার। রঙ যত কাছাকাছি হবে, তত পরিষ্কার ছবি পাব আমরা।'

'যাই হোক, তাড়াতাড়ি করোতো!'

মালচের চিবুক ধরে মাথাটাকে স্থির করল ফোয়েলি। 'কাজ শেষ প্রায়।' বলতে বলতে লেন্সটা চোখের উপর বসিয়ে দিল সেন্টর।

এরপর আরেকটা সিলিন্ডারের মতো ছোট যন্ত্র নিয়ে, বামনটার কানের পশমের সাথে লাগিয়ে দিল।

'যদি দরকার পরে তাহলে শব্দও শুনতে পাব।'

মলিন হাসি হাসল মালচ। 'কিছু মনে কোরো না, আমার আবার যন্ত্রপাতির উপর ভরসা কম। এসব ছাড়াই আমি নিজের কাজে যথেষ্ট দক্ষ।'

BanglaBook.org

‘সতেরো বার গ্রেফতার হওয়াটা যার প্রমাণ!’ মুচকি হেসে বললেন রুট।

‘তোমার হাতে নাকি সময় নেই? তাহলে ঠাট্টা করে সেটা নষ্ট করছ কেন?’

বামনের কাঁধ আঁকড়ে ধরলেন রুট। ‘ঠিক বলেছ। চলো, রওনা দেই।’

অনেকটা টেনে হিঁচড়ে তিনি মালচকে কয়েকটা চেরি গাছের কাছে এনে দাঁড় করালেন। ‘ঠিক এখানে সুড়ঙ্গ খুঁড়বে। ভেতরে গিয়ে জানার চেষ্টা করবে, কীভাবে এই মাড ব্লাড আর্টেমিস আমাদের সম্পর্কে এতো কিছু জানে। খুব সম্ভবত কোনও সার্ভেইল্যান্স যন্ত্রের সাহায্যে কাজটা করছে সে। যদি তাই হয়, তবে যন্ত্রটাকে ধ্বংস করে দেবে। সম্ভব হলে ক্যাপ্টেন শর্টকে খুঁজে বের করে তাকে সাহায্য করবে। আর যদি সে মারা যায়...তবুও এক দিক দিয়ে ভালো। বোমাটা ব্যবহার করা যাবে।’

ভূচিত্রের দিকে চোখ ছোট ছোট করে তাকাল মালচ। ‘আমার ব্যাপারটা পছন্দ হচ্ছে না।’

‘ঠিক কোন ব্যাপারটা শুনি?’

‘এখানকার মাটির গন্ধ। চুনাপাথরের গন্ধ পাচ্ছি। ভিত্তি একেবারে নিরেট পাথরের। ভেতরে ঢোকার কোনও পথ পাওয়া না-ও যেতে পারে।’

দুলকি চালে বামনের পাশে এসে দাঁড়াল ফোয়েলি। ‘আমি আগেই স্ক্যান করে দেখেছি। দালানের আসল ভিত্তিটা পাথরের উপর হলেও, পরবর্তীতে সংযোজিত কিছু অংশের ভিত্তি কাদার উপরে। আর দক্ষিণে অবস্থিত ওয়াইন সেলারটার মেঝেটা কাঠের। তোমার মতো মুখের অধিকারী কারও জন্য একদম পানি-ভাত।’

কথাটাকে পরামর্শ হিসেবেই নিল মালচ। প্যান্টের নিতম্বের আলগা অংশটা খুলে নিয়ে বলল, ‘ঠিক আছে। এবার একটু পিছিয়ে দাঁড়াও।’

রুট আর অন্যান্য লেপ-অফিসাররা তাড়াতাড়ি কোনও না কোনও কিছুর আড়ালে চলে গেল। কিন্তু ফোয়েলি আগে কখনও কোনও বামনকে টানেল খুঁড়তে দেখেনি বলে, আড়াল না নেবার সিদ্ধান্ত নিল।

‘গুড লাক, মালচ।’

চোয়াল খুলে ফেলল বামন। ‘ধন্যবাদ।’ বলে ঝুঁকে দাঁড়াল। প্রস্তুত।

এতোক্ষণে চারপাশে তাকাবার সময় হলো সেন্টরের। ‘সবাই কই-’

বলতে শুরু করলেও, শেষ করতে পারল না। কেননা সদ্য গেলা এবং সদ্যতম আত্তীকরণ করা একগাদা কাঁদা এসে আঘাত হানল ওর মুখে। বেচারা সেন্টর চোখ পরিষ্কার করতে করতে, মালচ টানেলের ভেতর হারিয়ে গিয়েছে! এমনিতেই চোখ জ্বালা করছিল। চেরি গাছগুলোর পেছন থেকে ভেসে আসা হাসির আওয়াজে এবার ফোয়েলির শরীরটাও জ্বলতে শুরু করে দিল!

BanglaBook.org

টানেলের শুরুতেই এক স্তর দোআঁশ মাটির খোঁজ পেয়েছে মালচ, সেটা ধরেই এগোতে শুরু করল। বেশ উন্নত মানের মাটি এটা, খুব একটা আলগা পাথর নেই। প্রচুর পরিমাণে পোকামাকড় আছে। দাঁতের জন্য এরচেয়ে ভালো আর কিছু হয় না। বামন সমাজে পাত্র-পাত্রী দেখার সময় এই দাঁতের উপরেই সবচেয়ে বেশি জোর দেয়া হয়। আরেকটু গভীরে গেল মালচ, চুনা পাথরের স্তরটার সাথে প্রায় পেট ঘেঁষিয়ে এগোচ্ছে। যত গভীরে যাওয়া যায়, মাটির ওপর থেকে এই সুড়ঙ্গ খোঁড়ার লক্ষণও তত কম বোঝা হয়। আজকাল আবার সাবধানের মার নেই, প্রচুর পরিমাণে মোশন সেন্সর আর ল্যান্ডমাইন ব্যবহৃত হচ্ছে। মাড ব্লাডরা নিজেদের দামী জিনিসপত্রের সুরক্ষার জন্য অজস্র পরিমাণে টাকা-পয়সা খরচ করছে। অবশ্য সেটা যে বেহুদা না, তা মালচের চাইতে ভালো আর কে জানে!

বাঁ দিকে কম্পন অনুভব করল ও। খরগোশ হবে। নিজের দেহাভ্যন্তরের কম্পাসটা ঠিক করে নিল সে। কোথায় কোথায় স্থানীয় প্রাণ বাস করে, তা জানা থাকা সবসময়ই উপকারী।

দালানের ফাউন্ডেশন ঘিরে এগোল মালচ। ওয়াইন সেলার কোথায়, তা টের পাওয়া একদম সহজ। ওখান থেকে মদ আস্তে আস্তে মাটিতে মিশে যেতে শুরু করে। এক্ষেত্রেও ব্যতিক্রম ঘটেনি। স্বাদে মালচের মনে হলো, অন্যরা কেবল বিশেষ অনুষ্ঠানে বের করে, এমন সব ওয়াইন দিয়ে ফাউল ম্যানরের সেলার ভর্তি। ভাবতে ভাবতেই ঢেকুর তুলল বামন, মাটির স্বাদে মুগ্ধ।

লক্ষ্যে পৌঁছে গিয়েছে বুঝতে পেরে, উপরের দিকে উঠতে শুরু করল বামন। কাঠের মেঝেতে গর্ত করতে বেগ পেতে হলো না। নিজেও উঠে পড়ল সেই গর্ত দিয়ে, হাত দিয়ে ঝেড়ে ফেলল প্যান্টে লেগে থাকা ধুলা।

কপাল ভালো, অন্ধকার একটা ঘরে এসে উপস্থিত হয়েছে ও। বামনদের দেহে যেন রাডার লাগানো আছে। কেননা আর এক মিটার বাঁ দিক দিয়ে উঠলেই, ইটালিয়ান ওয়াইন দিয়ে গোসল করতে হতো ওকে।

খুলে রাখা চোয়ালটা এবার স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনল মালচ। ইট-নির্মিত দেয়ালের দিকে এগিয়ে গিয়ে, একটা কান ওতে ঠেসে ধরল। এক মুহূর্তের জন্য একদম মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে রইল ও। পুরো বাড়িটার স্পন্দনের সাথে নিজেকে পরিচিত করে নিতে চাইছে। মৃদু গুঞ্জন শুনে টের পেল, কোথাও জেনারেটর চলছে।

সেই সাথে পায়ের আওয়াজও শুনতে পেল, উপর থেকে আসছে। সম্ভবত তৃতীয় তলা থেকে। কাছ থেকেও আসছে একটা পায়ের আওয়াজ, সেই সাথে

BanglaBook.org

কিছু একটা আছড়ে পড়ার আওয়াজও। সেটা কংক্রিটের উপর ধাতব কিছুর আঘাতের ফলে সৃষ্ট বলে মনে হলো মালচের।

একবার না, বার বার হচ্ছে আওয়জটা। কেউ কিছু একটা বানাচ্ছে, অথবা ভাঙছে।

মনোযোগ পুরোপুরি ওদিকে হলেও, পায়ের পাশ দিয়ে কিছু একটা ছুটে যাওয়া টের পেল। অবচেতন মনে সেটাকে থেঁতলে ফেলল সে, মাকড়শা!

তুচ্ছ একটা মাকড়শা।

'দুঃখিত, বন্ধু,' থেঁতলে যাওয়া দেহটাকে উদ্দেশ করে বলল সে। 'আজ একটু ভয়ে ভয়ে আছি।'

সামনে এগোচ্ছে এখন মালচ, কাঠের মেঝে হওয়ায় ক্যাঁচ ক্যাঁচ আওয়াজ করছে। গন্ধে মনে হচ্ছে, কম করে হলেও শতবর্ষী হবে এই মেঝে! অনাহূত আগন্তুকের ব্যাপারে সাবধান করে দেবার জন্য এই কাঠের মেঝেই যথেষ্ট। ধীরে ধীরে, সাবধানে এগোল মালচ। একদম দেয়াল ঘেঁষে, কাঠ ওখানেই সবচেয়ে শক্ত। তাই ক্যাঁচ ক্যাঁচ করার সম্ভাবনাও কম।

সমস্যা হচ্ছে, বামনদের দৈহিক গঠন খনিতে কাজ করার উপযুক্ত। কিন্তু ধীরে ধীরে এগোন? তা প্রায় অসম্ভব।

তবে কপাল ভালো ওর, কোনও ধরনের ঝামেলা ছাড়াই দরজা পর্যন্ত পৌঁছে গেল মালচ। দুই একবার হালকা আওয়াজ করেছে বটে, কিন্তু এতোটাই আস্তে যে কোনও মানুষের পক্ষে তা টের পাওয়া সম্ভব না।

বন্ধই ছিল দরজাটা...স্বাভাবিক। কিন্তু ছিঁচকে চুরিতে দক্ষ বামনের জন্য তা ছেলের হাতের মোয়া।

দাড়ির ভেতর হাত ঢুকিয়ে দিল মালচ, একটা দাড়ি ছিঁড়ে নিল। মানুষের সাথে বামনের চুলের আকাশ পাতাল পার্থক্য। মালচের চুল আর দাড়ি, দুটোর মাঝেই আলাদা অ্যান্টিনা আছে। ওগুলো তাকে খনিতে বিপদ থাকলে সাবধান করে দেয়। কিন্তু একবার তুলে ফেলা হলেই, সেটা প্রায় সাথে সাথে শক্ত হয়ে যায়। মাঝখানে যে কয়েক মুহূর্ত সময় লাগে, এর মাঝেই মালচ সেটাকে চাবির রূপ দিয়ে ফেলে!

হাতের এক দক্ষ মোচড়েই খুলে ফেলল তালা। মানুষের যেমন বুদ্ধি, যত সিকিউরিটি বা নিরাপত্তা সব বাইরের তালায়। কিন্তু ভেতরে? নিরাপত্তার ন-ও নেই। অবশ্য মালচের কোনও আপত্তি নেই তাতে। পুরো বাড়িটা থেকে কেবলই পয়সার গন্ধ পাচ্ছে সে। সময় হাতে থাকলে, এখান থেকেই লালে লাল হয়ে যেতে পারত।

ভেতরের দেয়ালে সুন্দর করে কাজ করা, সেগুলোর আড়ালে ছোট ছোট ক্যামেরা রাখা আছে। এমনভাবে ছায়া ঢাকা এলাকায় আছে যে টেরই পাওয়া যায়

BanglaBook.org

না। এক মুহূর্ত ওখানে দাঁড়িয়ে রইল মালচ। ক্যামেরাগুলোর নজরে না পড়ে কীভাবে এগোনো যায়, তা-ই ভাবছে।

করিডরের উপর নজর রাখছে মোট তিনটা ক্যামেরা। নব্বই সেকেন্ডের লুপে আছে সেগুলো। নাহ, কোনও উপায় নেই মনে হচ্ছে।

'সাহায্য লাগলে চাইতে পারো কিন্তু!' বামনের কানে বলে উঠল কেউ।

'ফোয়েলি?' আইরিশ-ক্যামেরাটা দেয়াল ক্যামেরার দিকে তাক করল মালচ। 'ওগুলোর ব্যাপারে কিছু করা যাবে?' ফিস ফিস করে জানতে চাইল।

কী-বোর্ডের বোতাম চাপার আওয়াজ কানে এল বামনের। আচমকা টের পেল, ডান চোখের মণিটা ক্যামেরার মতো জুম করছে!

'দারুণ তো,' বলল সে। 'আমার এই জিনিস একটা দরকার।'

'অসম্ভব, জেলঘুঘু।' রুটের গলা শোনা গেল। 'সরকারী জিনিস। যাই হোক, ওই জিনিস নিয়ে তুমি জেলের ভেতরে কী করবে? অন্য সেলের বন্দির উপর নজর রাখবে?'

'আচ্ছা, জুলিয়াস। তোমার জন্মের সময় কেউ মুখে মধু দেয়নি? নাকি আমার সফলতায় জ্বলছ?'

রুটের গালাগালির আওয়াজ ছাপিয়ে ফোয়েলির গলা শোনা গেল। 'কাজ হয়ে গিয়েছে। একেবারে সাধারণ নেটওয়ার্ক, এমনকি ডিজিটালও না! আমি প্রত্যেকটাতেই আগে থেকে রেকর্ড করা ভিডিও চালিয়ে দিচ্ছি। দশ সেকেন্ডের লুপ। কাজ হবে।'

মালচ অস্বস্তিভরে নড়ে উঠল। 'কতক্ষণ লাগবে? আড়াল নেই আশেপাশে, নিজেকে ন্যাংটো মনে হচ্ছে।'

'ক্যামেরার কাজ শুরু হয় গিয়েছে।' উত্তর দিল ফোয়েলি। 'এবার নিজের কাজ শুরু করে দাও।'

'তুমি নিশ্চিত?'

'অবশ্যই। একেবারে প্রাথমিক ইলেকট্রনিকস বলতে পার। কিন্ডারগার্টেনে পড়ার সময়ই এসবে হাত পাকিয়েছি। আমার উপর বিশ্বাস রাখ।'

লেপ-এর পরামর্শকদের চাইতে, মানুষদের বিশ্বাস করা সহজ - মনে মনে ভাবল মালচ। কিন্তু মুখে বলল, 'ঠিক আছে, শুরু করে দিলাম তাহলে।'

হলঘর ধরে চুপি চুপি এগোল বামন। ওর পুরো দেহটাকেই যেন চুরির জন্য বানানো হয়েছে। হাত-পাজোড়াও এমনভাবে তৈরি যেন প্রয়োজন পড়লে পায়ের নিচে বাতাসের আলাদা একটা স্তর তৈরি করতে পারে। তবে সেন্টরটা মনে হয় নিজের কাজ ভালোই বোঝে, আপনমনে ভাবল মালচ। কেননা কোনও মাড ব্লাড এখনও অস্ত্র দোলাতে দোলাতে ছুটে আসেনি!

BanglaBook.org

সিঁড়ি, আহ সিঁড়ি। এই জিনিসটা মালচের বড় পছন্দ। দেখতে আগে থেকে খুঁড়ে রাখা খনির শ্যাফট বলে মনে হয়। ওসবের শেষে সবসময় অগণিত সম্পদ বসে বসে অপেক্ষা করতে থাকে। আর এই সিঁড়ি তো এমনিতেই প্রশংসা পাবার যোগ্য।

বার্নিশ করা ওক কাঠের সিঁড়ি, সেই সাথে সুন্দর কাজ তো আছেই। এসব সাধারণত আঠারশ শতকের বা অসম্ভব ধনীদের বাড়ি ছাড়া দেখা যায় না। এই ক্ষেত্রে সম্ভবত দুটোই খাটে।

অনেক কষ্টে নিজেকে বাস্তবে ফিরিয়ে আনল মালচ। সিঁড়ি ওর খুব পছন্দ হলেও, সমস্যা একটা আছে। মানুষের সিঁড়ি বেশিক্ষণ নির্জন থাকে না, কেউ না কেউ এসেই পরে। কে জানে, কোনও দরজার ওপাশে হয়তো একগাদা সৈনিক অপেক্ষা করছে। চাইছে যে কোনও উপায়ে কোনও ফেয়ারির মাথা শিকারের ট্রফি হিসেবে হস্তগত করতে!

তাই বাড়তি সতর্কতার সাথে উঠতে শুরু করল মালচ, প্রচণ্ড উত্তেজিত হয়ে আছে স্নায়ু। এমনকি নিরেট ওক-ও ক্যাঁচক্যাঁচ করছে। আগেরবারের মতো এবারও একদম দেয়াল ঘেঁষে এগোচ্ছে। অষ্টম বার গ্রেফতার হবার সময়, প্রেশার প্যাডের সাথে পরিচয় হয়েছে ওর। পুরনো অ্যান্টিকের নিচেও যে ওগুলো লুকিয়ে রাখা যায়, তা জানে।

কোনও ক্ষতি ছাড়াই, দুটি তলার মাঝখানে এসে পৌঁছাল মালচ। কিন্তু সমস্যা অন্যখানে...ওর পেটের ভেতর...

বামনদের হজম করার ক্ষমতা খুব বেশি, তাই মাঝে মাঝে তা বিস্ফোরক হয়ে দাঁড়াতে পারে! ফাউল ম্যানরের নিচের মাটিতে বাতাস ছিল প্রচুর পরিমাণে। সেগুলো মাটি আর খনিজ পদার্থের সাথে সাথে মালচের অন্ত্রেও প্রবেশ করেছে। এখন সেই বাতাস বেরোবার পথ খুঁজছে।

বামনীয় ভদ্রতা অনুসারে, এই গ্যাসটা টানেলে থাকা অবস্থাতেই বের করে দেবার কথা। এতো ভদ্রতা সাধারণত দেখায় না মালচ। কিন্তু এখন আফসোস হচ্ছে। ভাবছে, কেন যে সেলারে 'বায়ুত্যাগ' করে এলো না! বামন দেহের গ্যাস নিয়ে সমস্যা একটাই, সেটা শুধু নিচের দিকেই যায়, ওপরের দিকে না। কেন যায় না, তা বুঝতে পারাটাও অস্বাভাবিক নয়। মুখ দিয়ে কাদা ঢুকছে, এমন সময় যদি বায়ু উপরের দিকে উঠতে শুরু করে তাহলে দেহের উপর তা কী প্রভাব ফেলবে, বলাই বাহুল্য। তাই বামন দেহ নিজে থেকেই বাতাসগুলোকে নিচের দিকে ঠেলে দেয়।

পাকস্থলী আঁকড়ে ধরল মালচ, তাড়াতাড়ি খোলা বাতাসে যাওয়া দরকার। যেখানে দাঁড়িয়ে আছে সেখানে বায়ু ত্যাগ করলে জানালার উপর তার প্রভাব

BanglaBook.org

পড়তে পারে। করিডর ধরে নীরবে যত দ্রুত সম্ভব হাঁটার প্রয়াস পেল সে। প্রথম যে দরজাটা সামনে পড়ল, সেটার ভেতরেই সেঁধাল।

এখানেও অজস্র ক্যামেরা! চারটা নড়ে চড়ে পুরো মেঝের উপর নজর রাখছে, আর তিনটা স্থির হয়ে।

'ফোয়েলি, আছ?' ফিসফিস করল বামন।

'না!' উত্তর এল। 'মানব আর ফেয়ারি, দুই প্রজাতির ধ্বংস থামাবার চাইতেও করার মতো অনেক কাজ আছে তো, ওগুলো নিয়েই ব্যস্ত!' বিদ্রূপ করল সেন্টর।

'ওহ, সত্যি! খুব ভালো। আমার প্রাণের চিন্তায় তোমার কোনও কষ্ট হবে না বলে আশা করি। যাই হোক, তোমার জন্য একটা চ্যালেঞ্জ আছে।'

সাথে সাথে আগ্রহী হয়ে উঠল ফোয়েলি। 'তাই নাকি? বলো।'

স্থির ক্যামেরাগুলোর দিকে একদৃষ্টিতে তাকাল মালচ। 'ওই তিনটা ক্যামেরা কোন দিকে তাকিয়ে আছে, তা জানতে চাই আমি।'

হেসে উঠল ফোয়েলি। 'এটা কোনও চ্যালেঞ্জ হলো? এই পুরনো দিনের ভিডিও ক্যামেরাগুলো থেকে একদম হালকা রশ্মি বের হয়। খালি চোখে দেখা যায় না, কিন্তু আইরিশ-ক্যামেরার সাহায্যে...'

মালচের চোখের যন্ত্রটা হঠাৎ স্ফুলিঙ্গ ছড়াল।

'আও!'

'দুঃখিত।'

'আমাকে সাবধান করে দিতে পারতে যে এমন হবে!'

'পরে নাহয় চুমো খেয়ে সব দুঃখ ভুলিয়ে দেব! তুমি এতো ছিঁচকাঁদুনে কেন? আমি তো জানতাম বামনরা অনেক শক্ত হয়।'

'আসলেই শক্ত? প্রমাণ চাও? তাহলে ফিরে এসে দেব নাহয়।'

রুটের কণ্ঠ মাঝখানে বাগড়া দিল। 'কাউকে কিছু দেখাবার দরকার নেই, জেলঘুঘু। এখন কী দেখতে পাচ্ছ, তা বলো।'

ইলেকট্রনিকসের কারণে পাওয়া নতুন ক্ষমতা কাজে লাগিয়ে আবার ঘরের দিকে তাকাল সে। প্রতিটা ক্যামেরা থেকে খুব হালকা রশ্মি দেখা যাচ্ছে। সবগুলো আর্টেমিস ফাউল সিনিয়রের একটা দেয়ালচিত্রের দিকে তাক করা।

এগিয়ে গিয়ে দেয়ালচিত্রটার কাঁচে কান লাগিয়ে দাঁড়াল মালচ। বৈদ্যুতিক কোনও গুঞ্জন শোনা যাচ্ছে না, তাহলে কোনও ধরনের অ্যালার্ম নেই! তবুও নিশ্চিত হবার জন্য ওটার ফ্রেমে হাত বুলালো বামন। নখ বাঁকিয়ে খুলে ফেলল ফ্রেম, আড়াল থেকে বেরিয়ে এল একটা সিন্দুক।

'সিন্দুক!' বলল ফোয়েলি।

'দেখতেই তো পাচ্ছি। এখন চুপ করো, আমাকে মনঃসংযোগ করতে দাও। যদি পার তো কম্বিনেশনটা জানাও।'

BanglaBook.org

'কোনও সমস্যা নেই। ওহ, ভালো কথা। আরেকবার স্ফুলিঙ্গ বের হতে পারে।'

'আওও...!'

'কাজ হয়ে গিয়েছে, এক্স-রে চালু করে দিয়েছি।'

মালচ চোখ ছোট ছোট করে সিন্দুকের দিকে তাকাল। অসাধারণ, ভেতরের সব কিছু দেখতে পাচ্ছে ও!

একগাদা যন্ত্রপাতিকে বিশ্রাম নিতে দেখছে বামন। লোমশ আঙুলগুলোয় ফুঁ দিল সে, নেমে পড়ল কাজে। কয়েক সেকেন্ডের মাঝে সিন্দুকটা খুলে ফেলল!

'ওহ,' হতাশ কণ্ঠে বলল সে।

'কী?'

'কিচ্ছু নেই। আদমজাতের টাকার নোট আছে কিছু। দামী কিছুই নেই।'

'ওটা নিয়ে সময় নষ্ট না করে,' আদেশ করলেন রুট। 'অন্য কামরায় দেখ। তাড়াতাড়ি।'

নড করল মালচ, অন্য কামরা। সময় হাতে কম। কিন্তু কেন জানি খচখচ করছিল তার মন। এই ছেলেটা যদি খুব বেশি বুদ্ধিমান হয়েই থাকে, তাহলে ছবির পেছনে সিন্দুক লুকাবার দরকার কী ছিল! সাধারণ সবাই তো এই কাজ-ই করে। নাহ, কোথাও কোনও কিন্তু আছে। ওদেরকে বোকা বানানো হচ্ছে!

সিন্দুকটা বন্ধ করে ফেলল মালচ, আর্টেমিস ফাউল সিনিয়রের ছবি একদিক দিয়ে খোলা যায়। সেটাকে আবার আগের মতো করে রাখল। একদম মসৃণভাবে লেগে গেল জিনিসটা। যেন প্রায় ওজনহীন! সাথে সাথে ছবিটা আবার খুলল মালচ...বন্ধ করল।

'জেলঘুঘু, কী করছ তুমি?'

'চুপ করো, জুলিয়াস! মানে, এক মুহূর্ত একটু থামুন কমান্ডার।'

ফ্রেমটা মনোযোগ দিয়ে দেখল মালচ। সাধারণ ফ্রেমের চাইতেও মোটা। বেশ ভালোই মোটা। প্রায় পাঁচ সেন্টিমিটার! বড় বড় নখটা দিয়ে বাক্স আকারের ফ্রেমে ঘষা দিতেই দেখল...

'আরেকটা সিন্দুক!'

এটা বেশ ছোট, হাতে বানানো।

'ফোয়েলি, আমি এর ভেতরটা দেখতে পাচ্ছি না।'

'লেড দিয়ে বানানো মনে হচ্ছে। এবার তোমাকেই সবকিছু করতে হবে।'

'এ আর আশ্চর্য কী!' বিড়বিড় করে বলল মালচ। ফ্রেমের গায়ে কান ঠেকাল।

ডায়ালটা পরীক্ষামূলকভাবে নাড়াচাড়া করল ও। একেবারেই মসৃণ জিনিস। এমনকি আওয়াজও হচ্ছে না কোনও, আরও মনোযোগ দিতে শুনতে হবে। তবে

BanglaBook.org

সৌভাগ্যের কথা হলো, এমন ছোট সিন্দুকে খুব বেশি হলে তিন অঙ্কের পাসওয়ার্ড থাকে।

মালচ দম বন্ধ করে ডায়ালটা ঘুরাতে থাকল, একেকবারে একটা করে। সাধারণ কানে, এমনকি বর্ধিত করার পরেও, সবগুলো আওয়াজ এক বলে মনে হবে। কিন্তু মালচের কানে প্রতিটা শব্দ আলাদা।

'এক', বেশ কিছুক্ষণ পর দম ফেলল বেচারা।

'তাড়াতাড়ি করো, জেলঘুঘু। তোমার সময় প্রায় শেষ।'

'এই কথা বলার জন্য আমাকে বাধা দিচ্ছ? কে তোমাকে কী খেয়ে কমান্ডার বানিয়েছে, জুলিয়াস?'

'দেখ, আমি কিন্তু আর সহ্য করব...'

পাত্তাই দিল না মালচ, অবশ্য শুনতেই পারেনি। আগেই ইয়ারপিস সরিয়ে ফেলে পকেটে পুরে নিয়েছে। এখন সম্পূর্ণ মনোযোগ সিন্দুকের দিকে দেয়া যাবে।

'দুই।'

বাইরে থেকে একটা আওয়াজ ভেসে এল। হলঘর থেকে এসেছে বলে মনে হচ্ছে। আরও মনে হচ্ছে, হাতির আকৃতির কেউ একজন যেন আসছে। সন্দেহ নেই, এই বিশাল মানুষটাই উদ্ধারদলের দফারফা করেছে।

অনেক কষ্টে মনটা স্থির করে নিল মালচ। এক এক মিলিমিটার করে এগোচ্ছে চাবীটা, কিন্তু খাপে খাপ খাচ্ছে না কিছুতেই। এদিকে মনে হচ্ছে, বিশালদেহী হাতিটার প্রতি পদক্ষেপে কেঁপে উঠছে মেঝে।

ক্লিক, ক্লিক...ইস্, লাগছে না কেন চাবী! ঘামে ভিজে জবজবে হয়ে এসেছে ওর আঙুল। সিন্দুকের ডায়াল হাতে রাখতেই কষ্ট হচ্ছে। হাতটা মুছে নিল মালচ। 'সোনামনি, রাগ করে আছ কেন? কথা বলো,' অনুরোধ করল যেন সিন্দুকটাকে। ক্লিক, থ্যাঙ্ক, 'ইয়েস!'

হ্যান্ডেল ঘোরাবার প্রয়াস পেল মালচ। কিন্তু ঘটল না কিছুই। আরও কোনও বাধা আছে বলে মনে হচ্ছে। সিন্দুকটার ধাতব দেহে হাত বুলালো আদর করে। পেয়েও গেল যা খুঁজছিল। ছোট একটা কী-হোল! সচরাচর যে সব মাস্টার কী পাওয়া যায়, সেগুলো এতে ঢুকবেই না। তাতে অবশ্য ওর কোনও সমস্যা নেই। জেলে থাকার সময় বিশেষ এক পদ্ধতি শিখেছিল ও। সেটাই এবার কাজে লাগাতে হবে। তবে যা করার তা তাড়াতাড়ি করতে হবে, পাকস্থলী আর বাতাস আটকে রাখতে পারছে না।

একটা শক্ত লম্বা দাড়ি বেছে নিয়ে, ছোট গর্তটায় তা ঢুকিয়ে দিল সে। আবার যখন সেটার মাথা দেখা গেল, তখন দাড়িটাকে তুলে ফেলল মালচ। প্রায় সাথে সাথেই শক্ত হয়ে গেল সেটা, তালার ভেতরের আকৃতি নিয়ে নিল।

BanglaBook.org

উত্তেজনায় দম যেন বন্ধ হয়ে এল মালচের, দাঁড়িটা ঘোরালো। গবলিনের মিথ্যা কথার মতোই মসৃণভাবে খুলে গেল তালা।

দারুণ, অসাধারণ এক অনুভূতি। এই অনুভূতির জন্য মাঝে মাঝে জেল খাটতেও আপত্তি নেই ওর।

সিঁধেল চোর সিন্দুকের দরজা খুলে ফেলল। মানতেই হয়, যে বানিয়েছে সে দারুণ কাজ দেখিয়েছে। ফেয়ারিদের কাজের সাথে সহজেই টেক্কা দিতে পারবে। একদম হালকা। ভেতরে ছোট একটা চেম্বার আছে। আরে তাতে রাখা আছে...

'হায়, ঈশ্বর।' খুব অল্পই স্রষ্টার নাম নেয় মালচ।

আর কিছু বলার আগেই, ঘটে গেল দুর্ঘটনা। ভেতরের জিনিসটা দেখে এতোটাই নাড়া খেয়েছে বেচারা যে পাকস্থলীর উপর যতটুকু নিয়ন্ত্রণ ছিল, তা-ও আর রইল না। নিজের শান্তির জন্য পাকস্থলী সিদ্ধান্ত নিল, বাড়তি বায়ুটুকুকে বিদায় জানাতে হবে।

লক্ষণগুলোর সাথে মালচ পরিচিত। দূর্বল হয়ে আসা পা, পেটের মাংসে ব্যথা, নড়তে থাকা নিতম্ব। নিজের উপর পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণ হারাবার আগের মুহূর্তে, চেম্বারের ভেতরের জিনিসটা আঁকড়ে ধরল বেচারা। ঝুঁকে এসে হাঁটু দুটো আঁকড়ে ধরল।

এতোক্ষণ আটকা থাকার কারণে, আবদ্ধ বাতাস যেন সাইক্লোনের রূপ নিয়েছে। আর আটকে রাখা এক কথায় অসম্ভব। মালচ তার প্যান্টের পেছন দিকটা খুলে ফেলল। জানতো না, যে মানুষটাকে এতোক্ষণ ধরে হাতি বলে মনে করে আসছে, সে ঠিক ওর পেছনেই দাঁড়িয়ে আছে।

•

আর্টেমিস মনিটর থেকে নজর সরাতেই পারছিল না। সাধারণত, প্রথম দিকে সব কিছু অপহরণকারীর ভাবনা মোতাবেকই চলে। এরপর শুরু হয় পরিকল্পনায় গোলমাল হওয়া। এই ক্ষেত্রে সেই 'সময়টা' এসে উপস্থিত হয়েছে। অবশ্য কারণও আছে। পুরো পরিকল্পনা ঠিকমতো চলায়, এই শেষ তৃতীয়াংশে এসে একটু গা-ছাড়া ভাব দেখা যায় অপহরণকারীর মাঝে। কিন্তু আর্টেমিস ফাউল আর দশজন অপরাধীর মতো না। ভুল শব্দটাই যে ওর ডিকশনারীতে নেই!

ফেয়ারিরা নিশ্চই প্রথম দর কষাকষির ভিডিওটা খুব মন দিয়ে দেখেছে, ওর বর্মে ফাঁক খোঁজার চেষ্টা করেছে। ফাঁক আছে, জানে আর্টেমিস। জানবে না-ই বা কেন? ফাঁকটা যে সে-ই রেখে দিয়েছে! এখন বোকাগুলোর নজরে পড়লে হয়।

কমান্ডার রুট অবশ্য ধোঁকা দেবার চেষ্টা করতে পারেন। লোকটা যে বড় ধূর্ত, সে ব্যাপারে কোনও সন্দেহ নেই। আর এমনিতেও কোনও বাচ্চা ছেলের কাছে

BanglaBook.org

বুদ্ধির খেলায় কেউ হার মানতে চায় না। নজর রাখতে হবে লোকটার উপর, সিদ্ধান্ত নিল আর্টেমিস।

রুটের কথা চিন্তা করতেই ছেলেটার গা শিহরিয়ে উঠল। ঠিক করল, সবকিছু ঠিক আছে কিনা তা একবার দেখে নেয়া দরকার।

মনিটরের দিকে তাকালো।

জুলিয়েট রান্নাঘরে আছে, সবজি পরিষ্কার করছে।

ক্যাপ্টেন শর্ট ভদ্র ফেয়ারির মতো বসে আছে। একটুও ঝামেলা করছে না। হয়তো মেয়েটাকে পড়তে ভুল করে ফেলেছিল আর্টেমিস, বাটলারের হতাশা থিওরিই ঠিক।

হলির সেলের ঠিক বাইরেই দাঁড়িয়ে রয়েছে দেহরক্ষী। কিন্তু সময়ানুসারে ওর তখন পুরো বাড়িটা টহল দেবার কথা। একটা ওয়াকিটকি হাতে নিল আর্টেমিস।

'বাটলার?'

'শুনতে পাচ্ছি।'

'টহল শুরু করোনি কেন?'

এক মুহূর্তের নিরবতার পর জবাব এল। 'তাই তো করছি! এখন মেইন ল্যান্ডিং এ আছি, তোমার দিকে হাত নাড়ছি। কেন, দেখতে পাচ্ছ না?'

ল্যান্ডিংটা যে মনিটরে দেখাচ্ছে, সেটার দিকে তাকালো আর্টেমিস। কেউ নেই। প্রতিটা মনিটরে একই দৃশ্য! একদৃষ্টিতে পর্দার দিকে তাকিয়ে, মনে মনে সময় গুনতে শুরু করল ও...পেয়েছে!

প্রতি দশ সেকেন্ড পর পর, একটু করে নড়ে উঠছে পর্দা।

'লুপ!' চীৎকার করে উঠল ও। 'ভিডিও লুপ ঢুকিয়ে দিয়েছে!'

কথাটা বলেছে কী বলেনি, বাটলারের দৌড়াবার শব্দ শুনতে পেল স্পীকারে। 'সিন্দুকটা!'

আর্টেমিসের মাথায় যেন আগুন ধরে গেল। সে! আর্টেমিস ফাউল! বোকা বনেছে! অথচ ও জানত, ফেয়ারিরা এমন কিছু একটা করার চেষ্টা করবে।

অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাস আর অহংকার। এই দুইয়ে মিলেই ওর এই ক্ষতিটা করেছে। এখন পুরো পরিকল্পনা ধ্বসে পড়াটা অলীক চিন্তা থেকে বাস্তবতার রূপ নিয়েছে!

জুলিয়েটের সাথে কথা বলল এবার। নিরাপদ না বলে, পুরো বাড়ির ইন্টারকম সিস্টেম আগেই বন্ধ করে দিয়েছিল। এখন আফসোস হচ্ছে।

'জুলিয়েট?'

'শুনতে পাচ্ছি।'

'এই মুহূর্তে কই তুমি?'

'রান্নাঘরে। সবজি কেটে কেটে আমার সুন্দর নখগুলোর বারোটা বাজাচ্ছি।'

BanglaBook.org

'বাদ দাও, বন্দির কাছে চলে যাও।'

'কিন্তু আর্টেমিস! গাজর ভিজিয়েছিলাম, শুকিয়ে যাবে তো!'

'যা বলছি,' চেঁচিয়ে উঠল আর্টেমিস। 'তা করো! সব কিছু ফেলে বন্দির কাছে যাও।'

বাধ্য মেয়ের মতো সাথে সাথে সব কিছু ফেলে দিল জুলিয়েট, এমনকি হাতে ধরা ওয়াকি-টকিও। এই বকা দেয়াটার মূল্য চুকাতে হবে আর্টেমিসের। সামনের কয়েকদিন মেয়েটা মন মরা হয়ে থাকবে। থাকুক গে, আপাতত ওসব নিয়ে ভাববার মতো সময় নেই। অনেক জরুরি কাজ বাকি আছে।

সার্ভেল্যান্স সিস্টেমের প্রধান বোতামটা চেপে ধরল আর্টেমিস। পুরো সিস্টেমটা কম্পিউটার নির্ভরশীল, এই লুপটাকে সিস্টেম থেকে বের করে দিতে হলে নতুন করে চালু করা ছাড়া উপায় নেই। ছেলেটাকে কয়েক মিনিট তীব্র উৎকণ্ঠার মাঝে রেখে, অবশেষে আবার ছবি ভেসে উঠল মনিটরের পর্দায়। কিন্তু একটু আগে দেখা ছবির সাথে এখনকার ছবির আকাশ পাতাল পার্থক্য।

সিন্দুকের ঘরে একটা বিকট দর্শন প্রাণী দাঁড়িয়ে আছে। গোপন চেম্বারটা আবিষ্কার করে ফেলেছে নিশ্চয়। শুধু তাই না, দ্বিতীয় সিন্দুকটাকে খুলেও ফেলেছে!

তবে চিন্তার কিছু নেই, বাটলার আছে না! এই মুহূর্তেই সে পা টিপে টিপে প্রাণিটার পেছনে পৌঁছে গিয়েছে। যেকোনও মুহূর্তে এই অনাহুত আগন্তুক ফাউল ম্যানরের মেঝের স্বাদ পাবে।

এবার হলির দিকে মন দিল আর্টেমিস। ভুল ভেবেছিল, এলফ মেয়েটা আবার বিছানা ধ্বংসের কাজে মন দিয়েছে। যেন কংক্রিট ভেঙ্গে ফেলার...

সাথে সাথে লেপ-অফিসারের উদ্দেশ্য পরিষ্কার বুঝতে পারল আর্টেমিস। হলির কাছে যদি কোনও অ্যাকর্ণ থাকে, তাহলে এক সেন্টিমিটার মাটি বের করতে পারলেই সে শিষ্টাচার পুরো করতে পারবে!

আর যদি জুলিয়েট সেলের দরজাটা খোলে...

'জুলিয়েট!' ওয়াকি-টকি মুখের কাছে এনে চিৎকার করে উঠল আর্টেমিস। 'ভেতরে যেও না!'

কিন্তু জুলিয়েটের ওয়াকি-টকি তো ওর সাথে নেই। রান্নাঘরে পড়ে আছে। নিস্ফল রাগে শুধু চেয়ে রইল ছেলেটা, দেখল বাটলারের বোন গাজর নিয়ে বিড়বিড় করতে করতে সেলের দিকে এগোচ্ছে।

BanglaBook.org

'সিন্দুকটা,' বলেই চলার গতি বাড়িয়ে দিল বাটলার। মন চাইছিল যে বন্দুক হাতে নিয়ে ঢুকে পড়ে। কিন্তু এখানেই প্রশিক্ষণের কৃতিত্ব। ঠাণ্ডা মাথায় পরিস্থিতি নিয়ে ভাবল সে। ফেয়ারিদের অস্ত্র-শস্ত্র অবশ্যই মানুষের অস্ত্র-শস্ত্রের চাইতে ভালো। তার দরজার ওপাশে যে কতগুলো অস্ত্র ওকে স্বাগত জানাবার জন্য অপেক্ষা করছে তা কে জানে! নাহ, অন্তত এক্ষেত্রে সাবধানতার সাথে এগোনো উচিত ওর।

কাঠের উপর হাত রাখল সে। নাহ, কোনও কম্পন নেই। তারমানে ভেতরে কোনও যন্ত্রও নেই। এবার নবটাকে আঁকড়ে ধরল। আলতো করে সেটা ঘুরিয়ে, অন্য হাতে কাঁধের হোলস্টার থেকে সিগ সয়্যারটা বের করে আনল। ডার্ট রাইফেলটা হলে ভালো হতো, কিন্তু ওটা আনতে অনেক বেশি সময় লেগে যাবে। তাই দুই-চারটা ফেয়ারি মরলে মরবে, কিছুই করার নেই!

শব্দহীন ভাবে খুলে গেল দরজাটা। বাটলার এই বাড়ির প্রতিটা দরজার প্রতিটা কব্জায় নিয়মিত তেল দেয়। তাই জানত, শব্দ হবে না।

দরজাটা খোলামাত্র ওর সামনে পড়ল...জিনিসটা। আসলে ওটা যে কী, সে ব্যাপারে বিন্দুমাত্র ধারণা নেই বাটলারের। তবে আন্দাজ করতে বললে বলত, ওটা দেখতে অনেকটা কাঁপতে থাকা নিতম্ব-

এসব ভাবছে, এমন সময় ভাবনা সম্পূর্ণ করার সুযোগ না দিয়ে যেন ফেটে পড়ল 'জিনিসটা'। হতভাগা দেহরক্ষী পড়ে গেল প্রচুর পরিমাণ বর্জ ঠিক সামনে! বাটলারের মনে হলো যেন একশ বিশালাকার হাতুড়ি একসাথে ওকে আঘাত হেনেছে। উড়ে গিয়ে দেয়ালের সাথে আছাড় গেল বেচারা।

ওখানে শুয়ে থাকা অবস্থায় অনুভব করতে পারল, অজ্ঞানতার চাদরে মুড়ে যাচ্ছে ওর পৃথিবী। জ্ঞান হারাবার আগে ওর শেষ প্রার্থনাটা ছিল, মাস্টার আর্টেমিস যেন পুরো দৃশ্যটা ভিডিও না করে রাখে।

BanglaBook.org

দুর্বল হয়ে এসেছে হলি। বিছানাটার ওজন ওর দেহের ওজনের দ্বিগুণ! হাতের তালুও কেটে গিয়েছে। কিন্তু না, এখন থামার প্রশ্নই ওঠে না। লক্ষ্যের খুব কাছে পৌঁছে গিয়েছে।

আবারও কংক্রিটের উপর আছড়ে ফেলল বিছানা। ওর পায়ের কাছে ভিড় জমালো ধুলোর মেঘ। ওর ভয় হচ্ছে, যেকোনও মুহূর্তে আর্টেমিস ওর ফন্দি ধরে ফেলবে। ভেস্তে যাবে সব কষ্ট।

কিন্তু যতক্ষণ শ্বাস, ততক্ষণ আশ।

দাঁতে দাঁত চেপে ব্যথাটাকে অগ্রাহ্য করার প্রয়াস পেল সে। আবারও তুলে ফেলল বিছানাটা। নামিয়ে আনতে যাবে, এমন সময় দৃশ্যটা ওর নজরে পড়ল। ধূসরের মাঝে এক চিলতে বাদামী রঙ!

পেরেছে কী ও?

ব্যথার কথা ভুলে গিয়ে, বিছানাটা নামিয়ে রাখল হলি। বিন্দুমাত্র কালক্ষেপণ না করে হাঁটু গেড়ে বসল। ভুল দেখেনি। আসলেই সিমেন্ট ভেদ করে একটু মাটির দর্শন পাওয়া গিয়েছে। বুট থেকে অ্যাকর্ণটা বের করে রক্তাক্ত হাতে আঁকড়ে ধরল।

'তোমাকে মাটিতে ফিরিয়ে দিলাম,' বিড়বিড় করে বলল সে। হাত দিয়ে সিমেন্টের ভেতর বীজটা গলিয়ে দিয়েছে। 'এবং দুহাত পেতে নিলাম আমার অধিকার।'

এক মুহূর্ত ঘটল না কিছুই। তারপর হলি টের পেল, বন্যার পানির মতো জাদু এসে ওর ভাণ্ডারকে পুরো করে ফেলেছে। এতোটাই দ্রুতগতিতে যে তাল সামলাতে পারল না ও। কড়া কোনও বৈদ্যুতিক শক যেন ওকে ছুঁড়ে দিয়েছে ঘরের অন্য কোণে। এক সেকেন্ডের জন্য ওর সামনের দুনিয়াটা পরিণত হলো নানা রঙের টুকরো টুকরো অংশে। কিন্তু যখন আবার এক হলো, তখন হলি আর কিছুক্ষণ আগের সেই পরাজিত ফেয়ারি রইল না।

'ঠিক আছে, মাস্টার ফাউল।' মুচকি হাসল সে, অনুভব করতে পারছে যে জাদু ওর ক্ষতস্থানগুলো ঠিক করে দিচ্ছে। 'দেখা যাক, এখান থেকে বেরোবার অনুমতি পেতে হলে আমার কী কী করতে হবে।'

•

'সব ফেলে বন্দির কাছে যাও,' বিড়বিড় করছে জুলিয়েট। 'আমাকে কী দাসী পেয়েছে নাকি!'

সেলের দরজায় ধাক্কা দিল মেয়েটি। 'আমি আসছি, ফেয়ারি মেয়ে। তাই যদি অপ্রস্তুত কোনও অবস্থায় থাকো তো নিজেকে সামলে নাও।'

কী-প্যাডে পাসওয়ার্ডটা প্রবেশ করল জুলিয়েট। মুখ চলছে আগের গতিতেই। 'ভালো কথা, তোমার জন্য কোনও সবজি আনা যায়নি। তবে আমার দোষ নেই। আর্টেমিস চাইছিল, আমি যেন এক্ষুণি...'

চুপ হয়ে গেল জুলিয়েট, কেননা কথা শোনার মতো কেউ নেই ঘরে। খালি ঘরকে উদ্দেশ্য করে এতোক্ষণ বক্তৃতা দিচ্ছিল ও। গেল কোথায় ফেয়ারি!

BanglaBook.org

মস্তিষ্ককে একটা গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যা বের করার সময় দিল, কিন্তু সেই ব্যাখ্যা এল না!

অনেকক্ষণ পর, নিচে তাকাবার চিন্তাটা এল মাথায়। সেলের ভেতরে ঢুকে নিচের দিকে তাকাল। নেই, কিচ্ছু নেই। ছায়ায় আবছাভাবে কিছু একটা নড়ছে বলে মনে হলো শুধু। যেন ঘন কুয়াশা নড়াচড়া করছে।

আচমকা চশমার ওপরে রাগ উঠে গেল বেচারির। এইসব হতচ্ছাড়া জিনিস চোখে দিলে কিছু দেখা যায় নাকি! দেখতেও একেবারে 'ক্ষ্যাত'!

অপরাধী চোখ নিয়ে মনিটরের দিকে তাকাল জুলিয়েট। চশমাটা এক সেকেন্ডের জন্য খুলে ফেললে এমন কী হবে!

যা ভাবা সেই কাজ। এক মুহূর্তের জন্য চশমা খুলে সারা ঘরে একবার নজর বুলাল।

এই একটা মুহূর্তের অপেক্ষাতেই ছিল হলি। সাথে সাথে মেয়েটার সামনে এসে দাড়াল ও। অবশ্য জুলিয়েটের মনে হচ্ছিল, যেন হাওয়ার মাঝ থেকে আচমকা বেরিয়ে এসেছে ফেয়ারি।

'ওহ, তুমি। কিন্তু সেলের বাইরে-'

জুলিয়েটের কথা শেষ হতে দিলো না ফেয়ারি। এক হাত নেড়ে বলল, 'ওই বিতিকিচ্ছিরি চশমা খুলে ফেলছ না কেন, জুলিয়েট? একদম মানাচ্ছে না।'

ঠিক বলেছে মেয়েটা, আপনমনে ভাবল জুলিয়েট। আর কণ্ঠটাও কী সুন্দর। যেন একগাদা কোকিল একসাথে গান গেয়ে উঠেছে! এমন কণ্ঠের মালিকের সাথে কী আর তর্ক করা যায়!

'ঠিক বলেছ। এই চশমা বাদ। ভালো কথা, দারুণ মিষ্টি কণ্ঠ তো তোমার। গায়িকা ফেল।'

হলি কাজে নেমে পরল। 'একটা খুব সহজ প্রশ্ন করি তোমায়।'

'অবশ্যই।' আহ, ফেয়ারিটা দেখি প্রশ্ন করলেও সব সহজ প্রশ্ন করে। কী ভালো ফেয়ারি!

'এই বাড়িতে, এই মুহূর্তে মোট কয়জন মানুষ আছে?'

ভাবল জুলিয়েট। এক আর এক আর এক। এই তো? নাকি আরও এক আছে? নাহ, নেই। মিসেস অ্যাঞ্জেলিন বাড়িতে নেই।

'তিন,' অবশেষে বলল ও। 'আমি আর বাটলার আর আর্টেমিস। মিসেস ফাউল ছিলেন, কিন্তু এখন নেই।' হাসল জুলিয়েট, ভাবছে খুব মজার কোনও কথা বলেছে।

বড় করে শ্বাস নিল হলি, একবার ভাবল এই মিসেস ফাউলের থাকা-না থাকার ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করতে বলতে বলে। পরক্ষণেই মত পালটে ফেলল। এই মেয়ের

BanglaBook.org

কথার অর্থ আগেই উদ্ধার করতে কষ্ট হতো, আর এখন তো সে মেসমারের আয়ত্ত্বে পড়ে গিয়েছে!

বিশাল বড় এই ভুলটার জন্য পরে আফসোস করবে বেচারি।

ঠোঁট কামড়ে ধরল জুলিয়েট। 'তোমার আগে আরেকজন ছোট্ট লোক এসেছিল। তোমার মতোই ইউনিফর্ম পরা। একদম সুন্দর না। খালি চিল্লাপাল্লা করল আর সিগার চিবালো। খুব খারাপ ত্বকের রঙ। একেবারে টমেটোর মতো লাল।'

আরেকটু হলেই হেসে ফেলেছিল হলি। রুট নিজেই এসেছেন! দর কষাকষিতে যে ফল হয়নি, তাতে আর আশ্চর্য কী!

'আর কেউ আসেনি?'

'আমি তো আর কাউকে দেখিনি। যদি ওই লোকটাকে আবার দেখ, তাহলে মাংস খেতে মানা করে দিও। এভাবে চললে, হৃদপিণ্ড আর বেশি দিন টিকবে না বেচারার।'

আবারও হাসতে গিয়ে নিজেকে সামলে নিল হলি। জুলিয়েট সম্ভবত একমাত্র মানুষ, যে মেসমারের প্রভাবে আরও ঠাণ্ডা মাথার হয়ে ওঠে।

'অবশ্যই বলে দেব। এবার জুলিয়েট। চুপচাপ আমার ঘরে বসে থাকো। আর কানে যে শব্দই আসুক না কেন, বাইরে বের হয়ে এসো না।'

ভ্রূ কুঁচকে ফেলল জুলিয়েট। 'এই ঘরে? কিন্তু একদম বিরক্তিকর একটা ঘর। কিচ্ছু নেই, টিভিও না। আমি লাউঞ্জে গিয়ে বসি?'

'নাহ। এখানেই থাকো। তুমি তো আর জানো না, একটা দেয়াল টিভি একটু আগেই লাগানো হয়েছে। হলে যেমন দেখা যায়, তেমন বড় পর্দা। চব্বিশ ঘন্টা ওতে রেসলিং, মানে কুস্তি দেখায়।'

আনন্দে আরেকটু হলে জ্ঞান হারিয়ে ফেলত জুলিয়েট। সাথে সাথে দেয়ালের দিকে মুখ করে বসে পড়ল বেচারি। কল্পনার চোখে রেসলিং-এর নানা প্যাঁচ দেখে ওর হাসি আর বাঁধ মানে না।

দীর্ঘশ্বাস ফেলল হলি। *অন্তত, ভাবল ও, একজন তো সুখী!*

•

নিতম্ব ঝাড়া দিল মালচ, উদ্দেশ্য আলগা মাটি ঝেরে ফেলা। ইস্, যদি ওর মা এখন ওকে দেখতে পেত। এক মাড ব্লাডের ঘরে প্রবেশ করে, সেখানেই মাড বা কাদার বৃষ্টি বর্ষণ করছে ও। একেই সম্ভবত বিদ্রূপ বলা হয়, অথবা কবিতা। ঠিক নিশ্চিত নয় বামন, হাজার হলেও স্কুলে মনোযোগ দিয়ে কখনও লেখাপড়া করেনি ও। দরকারটাই দেখেনি। মাইনে কেবলমাত্র দুইটা বাক্যের গুরুত্ব আছেঃ 'দেখ,

BanglaBook.org

সোনা দেখা যাচ্ছে! আর 'ধ্বসে পড়ল, সবাই পালাও।' এই বাক্যদ্বয় না দ্ব্যর্থবোধক আর না এতে কাব্য করার কোনও অবকাশ আছে।

প্যান্টের পেছনের অংশের বোতাম লাগালো বামন। একটু আগের 'বায়ু প্রবাহে' পুরোপুরি খুলে গিয়েছিল। এখন পালাবার সময়। সবার চোখ এড়িয়ে পালাবার আশা ছিল, সেই আশা এখন হাওয়ায় উড়ে গিয়েছে।

এয়ারপিসটা বের করে নিয়ে কানে লাগাল মালচ। বলা যায় না, এমনকি লেপ-কেও নিজের কাজে লাগাবার একটা ব্যবস্থা হয়ে যেতে পারে।

'...তোমাকে হাতের মুঠোয় পেলে, জেলঘুঘু...একেবারে নরক দেখিয়ে ছাড়ব...'

দীর্ঘশ্বাস ফেলল মালচ। কমান্ডার রুটের আচরণে কোনও পরিবর্তনই আসেনি।

সিন্দুক থেকে পাওয়া ঐশ্বর্য বুকে চেপে ধরে পালাবার জন্য ঘুরল বামন। অবাক হয়ে দেখতে পেল, একজন মানুষ দলাপাকিয়ে পড়ে আছে। ওর দেহ থেকে নির্গত বায়ু যে বেচারার এই হাল করতে সক্ষম, তা ভালো করেই জানে মালচ। মানুষ তো কোন ছাড়, বামন দেহ থেকে নির্গত বায়ু আল্পসে তুষারপাত পর্যন্ত হবার ইতিহাস আছে। তবে ওকে অবাক করে দিল বিশালদেহী মানুষটার নিঃশব্দ চলাফেরা। এতো কাছে চলে এসেছিল লোকটা, অথচ ও কিছু টেরই পায়নি!

'দক্ষ মানুষ তুমি,' অজ্ঞান দেহরক্ষীর দিকে আঙুল নাড়তে নাড়তে বলল বামন। 'কিন্তু মালচ ডিগামসের আঘাত পেয়ে কেউ দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না।'

নড়ে উঠল আদমজাত, চোখের সাদা অংশটা নড়তে থাকা পাপড়ির ফাঁক দিয়ে পরিষ্কার দেখতে পেল মালচ।

রুটের গমগমে আওয়াজ শোনা গেল, 'নড়ো, মালচ। পালাও, ওই বিশালদেহীর হাতে পড়লে তোমার আর রক্ষা নেই। আমাদের উদ্ধারকারীদলকে একা হাতেই হারিয়ে দিয়েছে লোকটা।'

ঢোক গিলল মালচ, একটু আগের অহংকার আর আত্মবিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছে।

'পুরো দলকেই? আ...আমার মনে হয় আবার পাতালে নেমে যাওয়া দরকার। মিশনের ভালোর জন্যই...'

কথা শেষ হবার আগেই নড়ে উঠল বামন, পতিত দেহরক্ষীর পাশ ঘেঁষে পালাতে শুরু করল। ধরা যখন পড়েই গিয়েছে, তখন আর সিঁড়ির ক্যাচক্যাচ নিয়ে দুশ্চিন্তা করে লাভ নেই।

সেলারের দরজার কাছে পৌঁছে গিয়েছে, এমন সময় একটা অবয়ব দেখে অবাক হয়ে গেল মালচ। ওটা আর কেউ না, রেনেসাঁ শিল্পীদের কাজ চোলাচালন করতে গিয়ে যার হাতে ধরা খেয়েছিল, সেই হলি শর্ট।

BanglaBook.org

'ক্যাপ্টেন শর্ট!'

'মালচ! তোমাকে এখানে আশা করিনি।'

শ্রাগ করল বামন। 'জুলিয়াসের আদেশে এসেছি। কাউকে না কাউকে তো হাত নোংরা করতেই হতো।'

'এবার বুঝতে পারলাম,' মাথা ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে বলল হলি। 'তুমি অনেক আগেই জাদু খুইয়ে বসেছ। বুদ্ধিমানের মতো কাজ করেছেন কমান্ডার। কী পেলে?'

ঐশ্বর্যটা দেখাল মালচ। 'সিন্দুকে ছিল।'

'পবিত্র বইয়ের কপি!' আঁতকে উঠল হলি। 'এজন্যই তো বলি, **আমাদের সব** গোপন কথা ছেলেটা জানল কী করে!'

সেলারের দরজা খুলে ধরল মালচ, 'চলো তাহলে। পালাই।'

'আমি পারব না। আমাকে বাড়ি না ছাড়ার আদেশ দেয়া হয়েছে।'

'এই জন্যই তো জাদুকে বাই-বাই বলে দিয়েছি!'

উপর থেকে তীক্ষ্ণ কিছু আওয়াজ ভেসে এল। মনে হচ্ছিল যেন কোনও ট্রলকে একটা স্ফটিকের রাজ্যে ছেড়ে দেয়া হয়েছে।

'নীতি বাক্য নিয়ে পরে আলোচনা হবে। আপাতত লুকানো যাক।'

নড করল মালচ, 'আমি একমত। যতদূর জানি, এই লোকটা একাই পুরো উদ্ধারদলকে ঘোল খাইয়েছে!'

থমকে দাঁড়াল হলি। 'কী বলছ এসব! পুরো একটা দল! হুমম। ভাবছি...'

ঢাল আধাআধি চালু করে দিয়েছিল আগেই। এবার পুরোপুরি চালু করল। মালচের চোখের সামনে থেকে অদৃশ্য হয়ে গেল বেচারা। সবশেষে উধাও হলো ক্যাপ্টেনের মুখের হাসি।

একবার ভাবল মালচ, কিছুক্ষণ মজা দেখে যাওয়া যাক। অস্ত্রশস্ত্র হাতে এক রিকন-অফিসারের কাজ কর্ম দেখে বড় মজা পাওয়া যাবে। সে নিশ্চিত, অতি সত্ত্বর এই আর্টেমিস চরিত্রটা নিজেই হলিকে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাবার অনুরোধ জানাবে!

•

BanglaBook.org

যে আর্টেমিস চরিত্রটাকে নিয়ে এতো কথা, সেই চরিত্রটা এই মুহূর্তে সার্ভেইল্যান্স রুমে বসেই সবকিছু দেখছে। অস্বীকার করার কোনও উপায় নেই-পরিস্থিতি আস্তে আস্তে ওর হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছে। তবে পুরোপুরি এখনও হয়নি, আশা আছে।

বিগত কিছুক্ষণের ঘটনাপ্রবাহ মনে মনে আরেকবার ভেবে নিল আর্টেমিস। ম্যানরের নিরাপত্তা ব্যবস্থা বলতে গেলে মুখ থুবড়ে পড়েছে। সিন্দুক থেকে চুরি

হয়েছে পবিত্র বইটা, কোনও এক ফেয়ারির বায়ুত্যাগের শিকার হতে হয়েছে ওদের। বাটলার অজ্ঞান, ওর বন্দি ঘরের ভেতরে ঘুরে বেড়াচ্ছে, ফিরে পেয়েছে জাদু। বাড়ির ফাউন্ডেশনে অদ্ভুত দর্শন এক প্রাণী দাঁত বসিয়েছে। তবে মন্দের ভালো যে ফেয়ারিরা পবিত্র বইয়ের একটা মাত্র অনুলিপি পুনর্দখল করেছে। এখনও বাকি আছে অনেকগুলো, একটা তো ডিস্কেও লেখা আছে! সুইস ভল্টে রাখা আছে ওটা।

খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা একটা অবাধ্য কালো চুলকে হাত দিয়ে নামিয়ে দেবার চেষ্টা করল আর্টেমিস। এই বিশেষ পরিস্থিতিকে নিজের দিকে ঘুরিয়ে দিতে হলে আপ্রাণ চেষ্টা করতে হবে।

বড় বড় শ্বাস নিয়ে নিজেকে শান্ত করল আর্টেমিস। কয়েক মিনিট চিন্তা করার পর বুঝতে পারল, এই সব ঘটনা পর্ব দুই দলের কারও পক্ষেই যায় না। ক্যাপ্টেন শর্ট এখনও কার্যত বন্দি, কেবল ছোট একটা সেলের জায়গায় বিশাল এক ম্যানর হাউজে।

এদিকে ফেয়ারিরা আর বেশিক্ষণ সময়কে স্তব্ধ করে রাখতে পারবে না। অতি দ্রুত তারা বাধ্য হবে *নীল মৃত্যু* ব্যবহার করতে। তার তখন আর্টেমিস ফাউল দেখাবে ওর তুরুপের তাস। অবশ্য পুরো ব্যাপারটা এখনও কমান্ডার রুটের পরবর্তী পদক্ষেপের উপর নির্ভর করছে। দেখে লোকটাকে যতটা নিরেট মাথার বলে মনে হয়, তিনি যদি আসলেই তা-ই হয়ে থাকেন তো এখনও খেলায় জেতার সম্ভাবনা আছে আর্টেমিসের। ওর মনের ঐকান্তিক প্রার্থনা এখন একটাই, ফেয়ারিদের মাঝে যেন এমন কেউ থাকে যে দর কষাকষির সময় ওর করা ইচ্ছাকৃত ভুলটা ধরতে পারবে।

•

•

মালচ আবার প্যান্টের পেছনের অংশটার বোতাম খুলে ফেলল। মাটি গেলার সময় হয়েছে। বামনদের বানানো সুড়ঙ্গের সমস্যা হলো, সেটা আপনা থেকেই আবার ভর্তি হয়ে যায়। তাই আগে খোঁড়া সুড়ঙ্গ দিয়ে আর ফেরা যায় না, নতুন করে খুঁড়তে হয়।

অনেক বামন যে 'মেটো পথ' ধরে এসেছে, সেই মেটো পথ ধরেই ফিরে যায়। কিন্তু মালচ যেমন তেমন বামন নয়। ও সবসময় নতুন পথ খুঁড়ে নেয়। কেন জানি একই মাটি দুইবার গিলতে মন চায় না।

চোয়াল খুলে নিজেকে টর্পেডোর মতো করে মাটির দিকে তাক করল মালচ। খনিজ পদার্থের গন্ধ নাকে যাওয়া মাত্র, মনটা কেমন যেন আনচান করে উঠল।

BanglaBook.org

নিরাপদ, ওখানে সম্পূর্ণ নিরাপদ ও। দুনিয়াতে এমন কিছুই নেই, যা কোনও বামনকে মাটি খোঁড়ায় হারাতে পারে। এমনকি স্কাইলিয়ান পাথুরে কীটও পারে না। তবে সে জন্য ওকে আগে মাটির নিচে তো ঢুকতে হবে...

সেলারের কাঠ-নির্মিত মেঝের উপরে দাঁড়িয়ে আছে, এমন সময় কারও দশটা আঙুল মালচের গোড়ালী আকড়ে ধরল। দিনটা বেচারার জন্য শুভ নয়! প্রথমে গবলিন বলদটার পাল্লায় পড়তে হয়েছিল। আর এখন এই রক্ত-পিপাসু মানুষের!

কিছু কিছু প্রাণির আসলে কখনও শিক্ষা হয় না। বিশেষ করে মাড ব্লাডদের।

'চেড়ে ধাও,' বিড়বিড় করে বলল মালচ।

'অসম্ভব,' উত্তর এল। 'এই বাড়ি থেকে তুমি কেবল একটামাত্র উপায়ে বেরোতে পার, আর তা হলো লাশের গাড়িতে চড়ে।'

মালচ টের পেল, কেউ যেন ওকে পেছনে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। এই মানুষটা দেখি দারুণ শক্তিশালী। মাটি আঁকড়ে ধরে আছে ও। আর কোনও বামন যখন কিছু একটা আঁকড়ে ধরে, তখন তাকে সহজে টেনে নেয়া যায় না।

'এই ছোট্ট গবলিন, বেরিয়ে আয় বলছি!'

গবলিন! গবলিন! মুখের ভেতর মুঠো মুঠো মাটি ভরতে ব্যস্ত না হলে হয়তো রাগে অন্ধ হয়ে যেত মালচ। কিন্তু না, মুক্ত হবার একটা মাত্র সুযোগ পাবে সে, হেলায় নষ্ট করা চলবে না।

হঠাৎ কথা বলা বন্ধ করে দিল মানুষটা। সম্ভবত সে নিতম্বের খোলা অংশটা...সেই সাথে নিতম্বটাকেও দেখতে পেয়েছে। একটু আগে ঘটে যাওয়া সেই দুঃখজনক ঘটনার স্মৃতি নিশ্চয় এতো জলদি ভুলে যায়নি সে।

'ওহ...'

এরপরে বিশালদেহী আদমজাত কী বলতে চাইছিল, তা হয়তো কখনওই জানা যাবে না। তবে তা যে দারুণ ছিল না, সেটা নিশ্চয়তা দিয়েই বলা যায়। কপাল মন্দ যে বাটলার কথা শেষ করতে পারেনি। অবশ্য বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়ে বামনটার গোড়ালি ছেড়ে দিয়েছিল। কোনওক্রমে বেঁচে গিয়েছে বেচারা, কেননা ঠিক সেই মুহূর্তেই মালচ ওর বায়ু ত্যাগ করার সিদ্ধান্ত নিল।

এক সেকেন্ডের ভগ্নাংশ আগে যেখানে বাটলারের মাথা ছিল, ঠিক সেখানে গিয়ে আঘাত হানল কাদা মাটির গোলা। জায়গামতো লাগলে নিঃসন্দেহে কাঁধকে বিদায় জানাত বাটলারের মাথা। কিন্তু বিস্ময়ময় পা ছেঁড়ে দেয়ায়, আক্ষরিক অর্থেই কানের পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেল গোলাটা।

মাথা বাঁচাতে পারলেও দেহটাকে ঘুরে ওঠার হাত থেকে বাঁচাতে পারল না বেচারা, মেঝেতে পড়ে গেল।

বাটলার দৃষ্টি শক্তি ফিরে পেতে পেতে, বামন মালচ ডিগামস মাটির গভীরে উধাও হয়ে গিয়েছে। তাই সে আর পিছু নেবার মতো বোকামি করল না। মাটির

BanglaBook.org

নিচে গিয়ে মারামারি করায় অতোটা আগ্রহীও নয় অবশ্য। *আমারও সময় আসবে, ফেয়ারি* - মনে মনে বলল সে। এসেছিলও, কিন্তু সে গল্প অন্য এক সময় বলা যাবে।

মাটির বেশ কয়েক মিটার নিচে পৌঁছে যাবার পর মালচ টের পেল, কেউ ওর পিছু ধাওয়া করছে না। নিজের বর্তমান নিরাপত্তার ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া মাত্র, ভবিষ্যত নিরাপত্তা নিয়ে ভাবতে শুরু করল সে। সিদ্ধান্ত নিল, পালাবার যে পরিকল্পনাটা বানিয়ে রেখেছিল, সেটা কাজে লাগাবার সময় এসেছে।

আগেরবার যেখানে খরগোশের উপস্থিতি টের পেয়েছিল, সেদিকে রওনা দিল ও। কপাল যদি সহায় হয়, তাহলে ফোয়েলির হাত থেকে রক্ষা পাবে। হয়তো ব্যস্ততায় সেন্টর এই এলাকার ভূচিত্র পরীক্ষা করে দেখতেই ভুলে গিয়েছে। জুলিয়াসকে বোকা বানাতে বেগ পেতে হবে না। কিন্তু সেন্টরটার ব্যাপার আলাদা।

কিছুক্ষণের মাঝেই, খরগোশের লাফাবার কম্পন অনুভব করতে পারল ও। নিজেকে স্থির করে নিল সে। এখন থেকে যা করার তা একেবারে সেকেন্ড গুনে করতে হবে, নইলে ধোকাটা কাজ করবে না। খোড়ার গতি কমিয়ে আনল প্রথমে, তারপর সুড়ঙ্গের দেয়াল থেকে বেরিয়ে থাকা নরম কাদা খোঁচাতে শুরু করল। অন্যদিকে তাকিয়ে থাকার কথা ভোলেনি মালচ। কেননা ওর চোখ যা-ই দেখবে, তা-ই লেপ-হেডকোয়ার্টারের পর্দায় দেখতে পাবেন কমান্ডার রুট।

সুড়ঙ্গের মেঝেতে চিৎ হয়ে শুয়ে অপেক্ষা করতে শুরু করল ও। বেশিক্ষণ করতে হলো না, কেননা একটা খরগোশ এদিকেই আসছে। প্রাণিটার পেছনের পা ফাঁদে পড়ার সাথে সাথে, শক্তিশালী হাতে বেচারার ঘাড় আঁকড়ে ধরল ও। মটকেও দিল প্রায় সাথে সাথেই।

দুঃখিত, বন্ধু। ভাবল বামন। আর কোনও উপায় থাকলে কখনও...

নিজের কাছে দেহটাকে টেনে নিয়ে এল বামন। চোয়াল জোড়া লাগিয়ে চিৎকার করে উঠল, 'সুড়ঙ্গ ধ্বসে পড়ছে! সুড়ঙ্গ ধ্বসে পড়ছে! কেউ আমাকে সাহায্য করো!'

এবার জটিল কাজটা সারার পালা। একটু আগে নরম করে রাখা মাটিগুলোকে এক হাতে নিজের মাথার উপর ফেলতে শুরু করল ও, অন্য হাতটাও বসে নেই। নিজের চোখ থেকে আইরিস-ক্যামেরাটা খুলে নিয়ে, এক লহমার মাঝে খরগোশটার চোখে লাগিয়ে দিল। অন্ধকারাচ্ছন্ন জায়গা আর সেই সাথে উপর থেকে ঝরে পড়া মাটির ফলে সৃষ্ট বিশৃঙ্খলায়, এই ছোট ধোঁকাটুকু কারও চোখে ধরা পড়ার কথা না।

'মালচ! কী হলো? তোমার কী অবস্থা?'

আমার অবস্থা? ভাবল মালচ। আমার আসল অবস্থা তো আর তোমাকে জানানো যাবে না কমান্ডার!

BanglaBook.org

'আমি...আহ...' শেষ শব্দটা চিৎকার করে বলল বামন। অনেকক্ষণ লম্বা হলো সেই চিৎকার। শেষ করল গলার ভেতর থেকে গরগর শব্দ করে।

একটু নাটুকে হয়ে গেল হয়তো, কিন্তু লোভ সামলাতে পারেনি মালচ। কখনও পারে না। শেষ বারের মতো অনুতপ্ত দৃষ্টিতে খরগোশটার দেহের দিকে তাকিয়ে চোয়াল আবার খুলে ফেলল সে, খুঁড়তে শুরু করল দক্ষিণ-পূর্ব দিকের মাটি। মুক্তি ওর জন্য অপেক্ষা করছে।

BanglaBook.org

আটঃ ট্রল

ঝুঁকে বসে মাইক্রোফোনে চিৎকার করে উঠলেন রুট, 'মালচ! কী হচ্ছে? কী অবস্থা তোমার?'

এদিকে ফোয়েলি ক্ষিপ্রহস্তে কিবোর্ড চেপে যাচ্ছে।

'ওর দিক থেকে কিছু শুনতে পাচ্ছি না। নড়াচড়ারও কোনও আভাস নেই।'

'মালচ, কথা বলো আমার সাথে। ধ্যাত্তেরি...'

'আমি স্ক্যান করে ওর গতিবিধি পর্যবেক্ষনের করার চেষ্টা করছি... ওহহো!'

'কী? কী পেলে।'

'মালচের হৃদপিণ্ড পাগল হয়ে গিয়েছে...খরগোশ...খরগোশের মতো তীব্র বেগে লাফাচ্ছে ওর হৃৎপিণ্ড।'

'খরগোশ!'

'না, দাঁড়ান। আসলে...'

'কী?' লম্বা শ্বাস নিলেন কমান্ডার।

ফোয়েলি চেয়ারে হেলান দিল। 'থেমে গিয়েছে! ওর হৃদস্পন্দন থেমে গিয়েছে।'

'তুমি নিশ্চিত?'

'মনিটর মিথ্যা বলে না, কমান্ডার। আইরিশ-ক্যামেরার সাহায্যে সব অঙ্গপ্রত্যঙ্গ স্ক্যান করা যায়। কোনও আশা নেই, বিদায় নিয়েছে ও।'

রুট বিশ্বাস করতে পারলেন না। মালচ ডিগামস, এতদিনে তার জীবনের অংশে পরিণত হওয়া একটা চরিত্র...বিদায় নিয়েছে? এ হতে পারে না!

'নিজের কাজ কিন্তু ঠিকঠাক মতো করেছে, তাই না ফোয়েলি? গোপন বইটা পুনরুদ্ধার করেছে। আবার আমাদেরকে নিশ্চিত করেছে যে শর্ট জীবিত আছে।'

ফোয়েলির প্রশস্ত ভ্রূ জোড়ায় ভাঁজ দেখা দিল। 'তবে, যা দেখলাম..'

'কী?' রুট জানতে চাইলেন, সন্দেহ দানা পাকিয়ে উঠল তার মনে।

'আসলে, থেমে যাওয়ার আগে, এক মুহূর্তের জন্য ওর হৃদস্পন্দন অস্বাভাবিক হারে বেড়ে গিয়েছিল।'

'যান্ত্রিক গোলযোগ হতে পারে না?'

কথাটা মানতে পারল না সেন্টর। 'না মনে হয়। আমার যন্ত্রগুলো এমন যন্ত্রণা দেয় না কখনও।'

'তাছাড়া আর কি হতে পারে? মনিটরে এখনও ভিডিও দেখতে পাচ্ছ তো, নাকি?'

BanglaBook.org

'হ্যাঁ। তবে নিষ্প্রাণ দৃষ্টি, কোনও সন্দেহ নেই। মস্তিষ্কে বিদ্যুৎ স্ফুলিঙ্গ দেখতে পাচ্ছি না, ক্যামেরা নিজের ব্যাটারিতে চলছে।'

'হুম.. তাহলে তো আর কোনও সম্ভাবনা নেই।'

ফোয়েলি মাথা নাড়ল। 'আপাতদৃষ্টিতে সেটাই মনে হচ্ছে, যদি না... নাহ, বেশী আজগুবি চিন্তা করছি।'

'আমরা মালচ ডিগামসকে নিয়ে কথা বলছি। ওর জন্য কিছুই বেশী আজগুবি নয়।'

ফোয়েলি তার অদ্ভুত মতবাদের ব্যাপারে মুখ খুলতে যাবে, এমন সময় শাটলের দরজা খুলে গেল।

'ইউরেকা!' বিজয়ী কণ্ঠে ঘোষণা দিল কেউ। 'ব্যাটার ভুল খুঁজে পেয়েছি।'

'হ্যাঁ!' দ্বিতীয় একটা কণ্ঠ সায় দিল। 'ফাউল ভুল করেছে।'

রুট চেয়ার ঘুরিয়ে তাকাল। আরগন আর কিউমুলাস এসেছে, তথাকথিত সেই দু'জন বিশেষজ্ঞ।

ফোয়েলিকে পাশ কাটিয়ে এগোলেন আরগন। কনসোলে একটা লেজার ডিস্ক প্রবেশ করাতেই রুটের আইরিস-ক্যামেরায় ধারণকৃত আর্টেমিস ফাউলের চেহারা ভেসে উঠল।

'আমরা শীঘ্রই যোগাযোগ করব।' কমান্ডারের রেকর্ড করে রাখা কণ্ঠস্বর শোনা গেল। *'আর তোমাকে উঠতে হবে না, নিজেই পথ চিনে নিতে পারব।'*

এরপর পর্দায় দেখা গেল আর্টেমিসের চেহারা।

'ঠিক আছে, তবে মনে রাখবেন-আমি বেঁচে থাকা অবস্থায়, আপনি ছাড়া আপনার লোকদের কারও ভেতরে প্রবেশের অনুমতি নেই।'

বিজয়ীর ভঙ্গিতে বোতাম চাপল আর্গন, ভিডিও থেমে গেল। 'এই যে, দেখলেন?'

রুট নড়েচড়ে বসলেন। 'কী যে? কোথায়? কী দেখলাম?'

কিউমুলাস অবজ্ঞার সুরে কিছু একটা বললেন, বাচ্চাদের ভর্ৎসনা করার সময় কেউ যেমনটা বলে থাকে। অতীতের কথা মনে থাকলে বুঝতেন, কাজটা বিশেষজ্ঞের মতো কাজ হলো না। এক সেকেন্ডের মাথায় কমান্ডার তার সূচালো দাড়ি ধরে টেনে তুললেন।

'আমাদের হাতে একদম সময় নেই,' রুট শীতল কণ্ঠে বললেন। 'ওসব রঙঢঙ আর টিপ্পনী কাটা বাদ দিয়ে সবকিছু ব্যাখ্যা করো।'

'মানুষটা বলেছে ওর জীবদ্দশায় আমাদের কেউ প্রবেশ করতে পারবে না,' কিউমুলাস বলেন।

'তো?'

আরগন এগিয়ে এলেন। 'মানে..ও বেঁচে থাকতে যদি আমরা না ঢুকতে পারি..'

BanglaBook.org

রুট লম্বা একটা শ্বাস নিলেন। 'তাহলে ওর মৃত্যুর পর ঢুকব।'

কিউমুলাস এবং আরগনের চোখ চকচক করে উঠল। 'সঠিক,' একসাথে বলে উঠলেন দু'জন।

রুট থুতনি চুলকাতে চুলকাতে বললেন, 'আমি নিশ্চিত নই। আইনগত দৃষ্টিকোণ থেকে কিন্তু আমাদের ভিত্তি নড়বড়ে।'

'একেবারেই না,' কুমুলাস বলতে লাগলেন। 'বিষয়টা একদম সাদামাটা। মানুষটা একদম নির্দিষ্ট করে বলে দিয়েছে, যতদিন সে বেঁচে থাকবে ততদিন প্রবেশ নিষিদ্ধ। তাহলে তার মৃত্যুবরণ আমাদের জন্য নিমন্ত্রণের সমতুল্য।'

কমান্ডার কাছে কথাটা যুক্তিসঙ্গত মনে হলো না। 'জোর করে দাওয়াত নেয়ার মতো শোনাচ্ছে।'

'না,' ফোয়েলি বাঁধ সাধল। 'ওরা ঠিক বলেছে। ফাউল মারা যাওয়া মানে, ওর দরজা আমাদের জন্য হাট করে খোলা। নিজের মুখেই তো তা বললো!'

'হয়তো।'

'হয়তো-ফয়তো নয়,' ঝোঁকের মাথায় ফোয়েলি বলে ফেলল। 'দোহাই লাগে, জুলিয়াস। এর বেশী আর কী চান? আপনার খেয়াল আছে কিনা জানি না, আমরা কিন্তু বড়সড় ঝামেলায় পড়েছি।'

রুট আলতো করে মাথা নাড়লেন। 'প্রথমত, তুমি ঠিক বলেছ। দ্বিতীয়ত, আমি এপথ ধরেই এগোতে যাচ্ছি। তৃতীয়ত, সাবাস আর্গন এবং কিউমুলাস। আর চতুর্থত, আমাকে যদি আর কোনওদিন জুলিয়াস ডাক, ফোয়েলি, তোমাকে নিজের পায়ের খুড় খেতে বাধ্য করব। এখন আমাকে কাউন্সিল এর সাথে যোগাযোগের ব্যাবস্থা করে দাও, সোনার ব্যাপারে অনুমোদন নিতে হবে।'

'এখনই ব্যবস্থা করছি, মাননীয় কমান্ডার রুট।' ফোয়েলি দাঁত বের করে হাসল। হলির মুক্তির জন্য এমন খুড় চাটার হুমকি দু'একবার হজম করাই যায়।

'তাহলে, আমরা সোনা পাঠাচ্ছি!' রুট বিড়বিড় করলেন। 'ওরা হলিকে ছেড়ে দিলে, আমরা নীল মৃত্যু দিয়ে সবকিছু ধ্বসিয়ে দেব। তারপর মুক্তিপণের অংশটুকু পুনরুদ্ধার করে ফেলব, একদম সহজ হিসাব।'

'সহজ তো বটেই। সাথে যে বুদ্ধিমত্তার ছাপ আছে-সে কথাও অস্বীকার করা যায় না,' আরগনের কণ্ঠে খুশীর সুর। 'কথায় আছে, ওস্তাদের মার শেষ রাতে। আমাদের পেশাগত দিকের ব্যাপারটা চিন্তা করেছ, ডাঃ কিউমুলাস?'

কিউমুলাসের মাথার ভেতর হরেক রকম সম্ভাবনার চিন্তা ঘুরপাক খাচ্ছিল। বক্তৃতা, ভ্রমণ, বইয়ের কারবার, আরও কতকিছু...

রুট ক্ষেপে গেলেন। 'দূর হও। তোমাদের গলা টিপে মারার আগে আমার চোখের সামনে থেকে বিদায় হও।'

BanglaBook.org

বিপদ আঁচ করতে পেরে আর দেরী করলেন না দুই বিশেষজ্ঞ। দ্রুত বেরিয়ে গেলেন তারা।

'কাউন্সিল আদৌ মানবে কিনা জানি না,' দু'জনের প্রস্থানের পর রুট স্বীকার করলেন। 'সোনার পরিমাণটা অনেক বেশী।'

কনসোল থেকে ওপরের দিকে তাকাল ফোয়েলি। 'ঠিক কী পরিমাণ চেয়েছে?'

কমান্ডার এক টুকরো কাগজ এগিয়ে দিলেন ওর দিকে। 'এই পরিমাণ।'

'এতো বেশী!' ফোয়েলি শিস বাজাল। 'এক টন, ছোট ছোট ধাতুপিণ্ড, শুধুমাত্র চব্বিশ ক্যারট গ্রহণযোগ্য। যাইহোক, তাও তো একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ বেঁধে দিয়েছে।'

'খুব আনন্দের কথা, তাই না? কাউন্সিলকে জানানো মাত্র তারা বগল বাজাতে বাজাতে আমাকে দিয়ে দেবে! যোগাযোগ করতে পেরেছ, বেকুব?'

সেন্টর কোনও জবাব দিল না। তাচ্ছিল্যভরে ঘোঁত করে শব্দ করল একবার। একজন উচ্চপদস্থ অফিসারের সামনে এহেন আচরণ করাটা বেশ বড় ধরনের বেয়াদবী। কিন্তু ওকে শিষ্টাচার শেখানোর মতো শক্তি এখন রুটের নেই। তবে মাথায় রাখলেন, ঝামেলা মিটে যাবার পর কয়েক দশক ধরে ফোয়েলির বেতন কেটে রাখবেন। ক্লান্ত ভঙ্গিতে চোখ ডললেন তিনি। সময় স্তব্ধ করার কাজটা শুরু করার সময় জেগে ছিলেন বলে শরীর বিশ্রামের জন্য আনচান করলেও, মস্তিষ্ক তাকে ঘুমাতে দেবে না।

চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন তিনি। ভেতরে বাতাস ঢোকার জন্য দরজা খুলে দিলেন। লাভ হলো না, সময়ের সাথে সাথে বাতাসও থেমে গিয়েছে। সময় ক্ষেত্র ভেদ করে এখন কোনও অণু-পরমাণুও আসা-যাওয়া করতে পারবে না। বাচ্চা ছেলেটা তো কোন ছার!

এদিকে পোর্টালের কার্যক্রম বজায় রয়েছে। এক ঝাঁক সৈন্য এসে হঠাৎ জড়ো হলো। গাজেনের নেতৃত্বে এগোচ্ছে সেই বাহিনী। রুট তাদের সাথে দেখা করতে নীচে নামলেন।

'এসব কী?' বিরক্ত কণ্ঠে জানতে চাইলেন তিনি। 'সার্কাস শুরু হলো নাকি?'

গাজেনের মুখ ফ্যাকাশে বর্ণ ধারণ করল। তবে তিনি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

'না, জুলিয়াস। সার্কাসের অবসান ঘটানোর ব্যবস্থা করছি।'

রুট মাথা নাড়লেন। 'ও আচ্ছা..এরা তাহলে সার্কাসের ভাঁড়?'

ফোয়েলি দরজার ফাঁক দিয়ে মাথা গলিয়ে দিল।

'আপনাদের সার্কাস বিষয়ক আলাপচারিতায় বাধা দেবার জন্য ক্ষমা চাচ্ছি। কিন্তু কী যাচ্ছেতাই কারবার শুরু করলেন?'

'হ্যাঁ, লেফটেন্যান্ট,' রুট জিজ্ঞেস করলেন। 'কী সব যাচ্ছেতাই কারবার?'

BanglaBook.org

লম্বা কয়েকটা শ্বাস নিয়ে গাজেন সাহস সঞ্চয় করে নিলেন। 'আমি তোমার দেখানো পথ অনুসরণ করেছি।'

'কীভাবে?'

'তুমি ভেতরে এক বেসামরিক, জাদু ক্ষমতাহীন ফেয়ারিকে পাঠিয়েছ। আমিও তাই করতে যাচ্ছি।'

রুট উচ্চস্বরে হেসে উঠলেন। 'আমার নির্দেশের বাইরে তুমি কোনও সিদ্ধান্ত নিতে পারবে না, লেফটেন্যান্ট।'

গাজেন অসতর্কভাবে এক পা পেছালেন।

'আমি কাউন্সিলের কাছে গিয়েছিলাম, জুলিয়াস। পূর্ণ সমর্থন দেয়া হয়েছে আমাকে।'

কমান্ডার ফোয়েলির দিকে ঘুরলেন। 'কথাটা কি সত্য?'

'আপাতদৃষ্টিতে তাই মনে হচ্ছে। গাজেন কাউন্সিলের সাথে মুক্তিপণের ব্যাপারে আলোচনা করেছেন। আপনি যে মালচ ডিগামসকে কাজে লাগিয়েছেন, সে কথাও হয়েছে। জানেন তো, সোনা খরচের কথা উঠলে গুরুজনেরা কেমন করেন!'

রুট হাত ভাঁজ করলেন। 'লোকে তোমার কথা বলত, গাজেন। বলতো, তুমি একদিন আমার পিঠে ছুরি মারবে। আমি কখনও কান দেইনি তাদের কথায়। কি বোকামিটাই না করেছি।'

'ব্যাপারটা তোমাকে আমাকে নিয়ে না, জুলিয়াস। ব্যাপারটা এই অভিযানের সফলতা নিয়ে। খাঁচার ভেতরে যে প্রাণিটাকে এনেছি, সে আমাদের জন্য সাফল্য বয়ে আনবে।'

'কী এমন আছে খাঁচায়? থাক, বলার দরকার নেই। আন্দাজ করতে দাও। পাতালপুরীর আর মাত্র যে একটা প্রাণির জাদু নেই, মানে গত এক শতাব্দির মাঝে আমাদের ধরা প্রথম জীবন্ত ট্রল, সেটাকেই পাঠাচ্ছ তোমরা।'

'ঠিক বলেছ। একাজের জন্য একদম উপযুক্ত।'

রুট বহুকষ্টে রাগ দমনের চেষ্টা করলেন। তার চিবুক জ্বালা করতে শুরু করে দিয়েছে।

'আমার বিশ্বাস করতে কষ্ট হচ্ছে যে তুমি এই জিনিসকে হিসাবের মধ্যে এনেছ!'

'তুমি কিন্তু একই পথে চিন্তা করেছিলে।'

'না, আমি করিনি। মালচ ডিগামসের না করার একটা সুযোগ ছিল। ও জানত কাজটা ঝুঁকিপূর্ণ।'

'ডিগামস কি মৃত?'

BanglaBook.org

রুট আবারও চোখে হাত ঘষলেন। 'হ্যাঁ, সেটাই মনে হচ্ছে। কোনও সাড়াশব্দ নেই।'

'আবারও প্রমাণ হলো যে, আমার সিদ্ধান্ত সঠিক। ট্রল কিন্তু এতো সহজে মারা পড়ে না।'

'হায়রে, নির্বোধ একটা প্রাণী! তুমি একটা ট্রলকে কিভাবে নির্দেশ মানাবে?'

গাজেন হাসলেন, তার মুখে আত্মবিশ্বাসের ছাপ ফুটে উঠেছে।

'নির্দেশনার কী আছে? আমরা শুধু বাড়িটা দেখিয়ে পথ থেকে সরে যাব। নিশ্চিত বলতে পারি, ওই আদমজাত আমাদের কাছে প্রাণভিক্ষা চাইবে।'

'আর আমার অফিসারের কী অবস্থা?'

'ক্যাপ্টেন শর্টের কোনও বিপদ হবার আগেই আমরা ট্রলটাকে আবারও খাঁচায় বন্দী করে ফেলব।'

'তুমি নিশ্চয়তা দিতে পারবে?'

গাজেন থামলেন। 'আমি আসলে একটা সুযোগ...ইয়ে মানে..কাউন্সিল একটা সুযোগ নিতে চাইছে।'

'রাজনীতি,' রুট দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। 'ব্যাপারটা তোমার কাছে সস্তা রাজনীতি, গাজেন। কাউন্সিলে আসন পাবার জন্য দারুণ পাঁয়তারা করেছ। ভাবতেই খারাপ লাগছে আমার।'

'যে যা ভাবুক, আমরা আমাদের পরিকল্পনা অনুযায়ী এগোব। কাউন্সিল আমাকে ভারপ্রাপ্ত কমান্ডার হিসেবে নিযুক্ত করেছে। তুমি যদি আমাদের অতীত ইতিহাস মাথা থেকে সরাতে না পার, তবে আমার রাস্তা থেকে দূর হও।

রুট সরে দাঁড়ালেন। 'চিন্তা করো না, কমান্ডার। আমি আর এ বিষয়ে কিছু বলব না। যশ খ্যাতি সবই তোমার।

গাজেন তার চেহারায় যথাসম্ভব আন্তরিকতার ছাপ ফুটিয়ে তুললেন। 'জুলিয়াস, তুমি যাই চিন্তা করো না কেন, আমি মনেপ্রাণে শুধু আমাদের সম্প্রদায়ের জন্যই ভাবি।'

'হুম, সম্প্রদায় পর্যন্ত মানতে পারলাম। কিন্তু পুরো সম্প্রদায়ের জন্য না, শুধু নির্দিষ্ট একজনের জন্য আর কি।'

'এসব আবলতাবোল কথা শোনার মতো সময় আমার নেই। এখন এক সেকেন্ড কথা বলা মানেও সেই সময়টুকু নষ্ট করা।'

রুট সরাসরি তার চোখের দিকে তাকালেন। 'তাহলে সব মিলিয়ে তোমার ছয়শ বছর সময় নষ্ট হয়েছে, কী বলো, বন্ধু!'

গাজেন উত্তর দিলেন না। কী বলবেন তিনি? উচ্চাকাঙ্খার লক্ষ্যমাত্রায় পৌঁছাতে মূল্য পরিশোধ করতে হয়। বন্ধুত্বকে দিয়ে সেই মূল্য পরিশোধ করেছেন তিনি।

BanglaBook.org

ভারপ্রাপ্ত কমান্ডার তার সেনাদলের দিকে ঘুরলেন। তার একান্ত অনুগত একদল স্প্রাইটকে নিয়ে গড়া এই বাহিনী। 'খাঁচাটাকে এভিনিউয়ের দিকে নিয়ে যাও। আমি নির্দেশ দেয়ার পর ঢুকে পড়বে।'

রুটকে অগ্রাহ্য করে সামনে এগোলেন তিনি, বন্ধুর দিকে একবারও তাকালেন না। অবশেষে ফোয়েলি মন্তব্য করল, 'এই হলো গাজেন।'

ভারপ্রাপ্ত কমান্ডার এই বেয়াদবি সহ্য করতে পারলেন না। প্রথম দিনেই এই অবস্থা!

'মুখ সামলে কথা বলবে, ফোয়েলি। কেউই কিন্তু অপরিহার্য নয়।'

সেন্টর মুখ টিপে হাসল। 'একদম সত্য বলেছেন। রাজনীতি এমনই জিনিস, একবারই সুযোগ মেলে।'

গাজেন পাত্তা দিলেন না।

'আমি যদি আপনার জায়গায় থাকতাম,' ফোয়েলি বলল। 'আর যদি কাউন্সিলে আসন নিশ্চিত করার শুধু একটাই সুযোগ মিলত, আমি কখনোই একটা ট্রলের হাতে আমার ভবিষ্যৎ ছেড়ে দিতাম না।'

গাজেনের সমস্ত আত্মবিশ্বাস এক মুহূর্তে উবে গেল। ফ্যাকাশে বর্ণ ধারণ করল তার মুখ। কপাল মুছে নিয়ে তিনি খাঁচার দিকে পা বাড়ালেন।

'আগামীকাল দেখা হবে,' ফোয়েলি পেছন থেকে বলল। 'কে জানে, কাউন্সিল হয়তো আপনাকে আমার বাড়ির পয়ঃনিষ্কাশনেই লাগিয়ে দেবে!'

রুট হাসলেন। সম্ভবত এই প্রথমবার ফোয়েলির কোনও কথায় তিনি খুশী হলেন।

'ভালো বলেছ, ফোয়েলি। 'এভাবেই ঝোপ বুঝে কোপ মারতে হয়। বিশ্বাসঘাতকের উচ্চাশা ধ্বসিয়ে দিয়েছ একেবারে।'

'ধন্যবাদ, জুলিয়াস।'

এক নিমেষে কমান্ডারের হাসি উবে গেল। 'জুলিয়াস নামে ডাকার ব্যাপারে তোমাকে আগেই সাবধান করেছি। এখন কাউন্সিলে একটা ফোন লাগাও। আমি চাই, গাজেনের পরিকল্পনা ভেস্তে যাবার আগেই সোনার চালানটা প্রস্তুত থাকুক। কাউন্সিলে আমার সমর্থক যারা আছে সবাইকে জড়ো কর। আমি নিশ্চিত লোপ, কাহার্তেজ-এরা আমার পক্ষের। ভিনইয়াইয়ার ক্ষেত্রেও একই কথা বলব, মেয়েটার আমার প্রতি দূর্বলতা আছে। অবশ্য আকর্ষণীয় পুরুষদের কে না চায়!'

'আপনি রসিকতা করছেন, তাই না?'

'আমি কখনও রসিকতা করি না,' রুট গম্ভীরমুখে বললেন।

BanglaBook.org

হলির মাথায় একটা পরিকল্পনা আছে। ঢাল চালু করে, কারও নজরে না পড়ে প্রথমে নিজ অস্ত্র পুনরুদ্ধার করা। তারপর ব্যাপক আকারে ধ্বংসযজ্ঞ শুরু করে দেয়া, যতক্ষন পর্যন্ত না ফাউল ওকে ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়। আর সাথে যদি কয়েক লাখ আইরিশ পাউন্ড মূল্যের সমমানের সম্পত্তি ধ্বংস করা যায়, তাহলে তো আরও ভালো!

গত কয়েক বছরে হলির এতো আনন্দ হয়নি। ক্ষমতার কথা ভেবে ওর চোখ চকচক করে উঠল, চামড়ার নীচে উজ্বল আভা খেলে গেল।

ক্যাপ্টেন শর্ট অনুভব করল, পরিস্থিতি এখন ওর নিয়ন্ত্রনে চলে এসেছে। শিকারের এই তো সময়। এই প্রশিক্ষনই পেয়ে এসেছে সে। ঘটনার শুরুতে সব কিছু মাড ব্লাডটার নিয়ন্ত্রনে ছিল। আর এখন পাশার দান উল্টে গিয়েছে! এবার শিকারী সে নিজে আর আদমজাত হচ্ছে শিকার।

মনে মনে সিঁড়ির মাপজোক করল হলি। বিশালদেহী দেহরক্ষী লোকটা সদা সতর্ক। এই একটামাত্র মানুষ, যার সাথে ও কোনও তেড়িবেড়ি করতে চায় না। ওই বিশাল আঙুলগুলো যদি একবার ওর ঘাড়ে চেপে বসে, তাহলেই হয়েছে! নাহ, একটা হেলমেট খুঁজে নিতে হবে।

এই বাড়ি আদপে একটা জমকালো সমাধিস্তম্ভের মতো, খিলানযুক্ত ঘরগুলোতে প্রাণের চিহ্নমাত্র নেই। চারদিকে অসংখ্য ভুতুড়ে ছবি, সবদিক থেকেই জ্বাজল্যমান অথচ সন্দেহের দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে কোনও না কোনও ফাউল। হলি সিদ্ধান্ত নিল, নিজের নিউট্রিনো ২০০০ টা হাতে পেলে অনেকগুলো ছবি জ্বালিয়ে দেবে। প্রতিহিংসাপূর্ণ আচরণ হয়তো, তবে আর্টেমিস ওর সাথে যা করেছে তা বিবেচনা করলে ঠিকই আছে।

সাবধানে পা ফেলতে লাগল মেয়েটা। করিডোরের শেষ মাথায় একটা বন্ধ দরজার ফাঁক দিয়ে মিটমিটে আলো ভেসে আসছে। এ প্রান্তে দাঁড়িয়ে কাঠের দরজায় হাত রাখল হলি, কাঁপুনি অনুভব করল। চিৎকার আর পদশব্দ, এদিকেই ছুটে আসছে।

লাফ দিয়ে পিছিয়ে গেল ক্যাপ্টেন। মখমলের ওয়ালপেপারের সাথে লেপটে গেল। মুহূর্তের মাঝেই হাট করে খুলে গেল দরজাটা, বেরিয়ে এলো একটা বিশালাকৃতির অবয়ব। সোজা করিডোর ধরে এগোতে শুরু করল।

'জুলিয়েট!' লোকটা চিৎকার করল। সিঁড়ি বেয়ে নেমে যাবার পরেও ওর বোনের নামটা চারদিকে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে।

BanglaBook.org

'চিন্তা করো না, বাটলার,' হলি মনে মনে ভাবল। ওর বোন এখন কুস্তির জগতে আটকে আছে। তবে, খোলা দরজাটা একটা দারুণ সুযোগ করে দিয়েছে। যান্ত্রিক হাত স্বয়ংক্রিয়ভাবে দরজা বন্ধ করে দেবার আগেই সে পিছলে ভেতরে ঢুকে পড়ল।

আর্টেমিস ফাউল অপেক্ষা করছে। ওর সানগ্লাসে বিশেষ ফিল্টার লাগানো।

'শুভ সন্ধ্যা, ক্যাপ্টেন শর্ট,' আত্মবিশ্বাসী ভঙ্গিতে বলতে শুরু করল সে। 'মনে মনে তোমাকেই আশা করছিলাম।'

হলি সাড়া দিল না, এমনকি নিজের অপহরণকারীর দিকে তাকালো না পর্যন্ত। নিজের প্রশিক্ষণের সদ্ব্যবহারপূর্বক ঘরের চারপাশটা দেখতে লাগল।

'গত রাতের শপথের কথা মনে আছে তো? তুমি কিন্তু সেটা মানতে বাধ্য..'

হলি কিছুই শুনলো না। দূরের দেয়ালের সাথে সংযুক্ত স্টিলের ওয়ার্কবেঞ্চের দিকে এক মনে এগিয়ে গেল সে।

'আসলে, পরিস্থিতি কিছুই বদলায়নি। তুমি এখনও আমার কাছে জিম্মি।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, হ্যাঁ,' হলি বিড়বিড় করল। ওপরের তাকে তুলে রাখা বাজেয়াপ্ত সরঞ্জামের গাদায় হাত চালাল সে। একটা শব্দ নিরোধক হেলমেট বেছে নিয়ে মাথায় চাপিয়ে নিল। বায়ুপূর্ণ প্যাডের কল্যাণে দুই কানের ওপর সজোরে বসে গেল জিনিসটা। ও এখন সম্পূর্ণ নিরাপদ। ফাউল যাই আদেশ করুক না কেন, এই হেলমেটের ভেতর কিছুই শোনা যাবে না। স্বয়ংক্রিয়ভাবে একটা তারের মাইক বেরিয়ে এল মুখের কাছে। অবিলম্বে যোগাযোগ স্থাপিত হলো।

'...ফ্রিকোয়েন্সি ঠিকমত পাবার চেষ্টা করছি। হলি, আমার কথা শুনতে পাচ্ছ? আড়াল..আড়াল নাও!'

ফোয়েলির কণ্ঠ চিনতে পারল হলি। উদ্ভট পরিস্থিতিতে পরিচিত কণ্ঠ শুনতে পেয়ে কিছুটা স্বস্তিবোধ করল।

'আবারও বলছি.. আড়াল নাও। গাজেন...ভেতরে পাঠাচ্ছে..'

'আমি কিছু জানতে পারি?' আর্টেমিস জিজ্ঞেস করল।

'চুপ,' হলি মুখে আঙুল রেখে ইশারা করল। ফোয়েলির উদ্বিগ্ন কণ্ঠ শুনে সে নিজেও কিছুটা আতঙ্কিত।

'আমি আবার বলছি। তোমার মুক্তিকে সুনিশ্চিত করতে গাজেন ভেতরে একটা ট্রল পাঠাচ্ছে।'

হলি অবাক হলো। গাজেন সিদ্ধান্ত নিচ্ছে! খারাপ খবর।

ফাউল বাঁধ সাধল। 'নিমন্ত্রণকারীকে উপেক্ষা করাটা কিন্তু খুব একটা ভদ্রসুলভ আচরণ নয়, জানো তো?'

হলি খেঁকিয়ে উঠল। 'যথেষ্ট হয়েছে। চোওওওপ!'

BanglaBook.org

শক্ত করে মুঠি পাকিয়ে রেখেছে মেয়েটা, ঘুষি মারার জন্য প্রস্তুত। আর্টেমিস পেছানোর প্রয়োজন বোধ করল না। ওর মুখে ঘুষি পড়ার আগেই বাটলার হাজির হয়ে যায় সবসময়। নীচতলার মনিটরে হঠাৎ চোখ পড়তেই একটা অদ্ভুত দৃশ্য দেখা গেল। বিশালদেহী এক লোক দৌড়ে সিঁড়ি বেয়ে নামছে। বাটলার!

'ঠিক দেখেছ, বড়লোকের নাতি,' হলি টিটকারির সুরে বলল। 'এবার তুমি একা।'

বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেল আর্টেমিস। চোখ বড় বড় করে তাকানোর আগেই নাকের ওপর বিরাশি সিক্কার এক ঘুষি পড়ল।

'উফফ,' ব্যথায় ককিয়ে উঠল ছেলেটা। তাল সামলাতে না পেরে পেছনে পড়ে গেল।

'বাহ। দারুণ লাগল।' কথা না বাড়িয়ে ফোয়েলির কণ্ঠের দিকে মনোযোগ দিল হলি।

'আমরা বাইরের ক্যামেরার দৃশ্য পাল্টে দিয়েছি। এভিনিউয়ের দিকে কেউ এগিয়ে এলে মানুষ সেটা দেখতে পাবে না। তবে প্রাণিটা এগিয়ে আসছে। আমার কথা বিশ্বাস করো।'

'ফোয়েলি। শুনতে পাচ্ছ? ফোয়েলি?'

'হলি? তুমি কথা বলছ?'

'আর কে বলবে! ফোয়েলি, ভিডিওতে কোনও লুপ নেই! আশেপাশে কী হচ্ছে, আমি দিব্যি দেখতে পাচ্ছি।'

'ব্যাটা ধুরন্ধর... সিস্টেম বন্ধ করে আবার চালু করেছে নির্ঘাত।'

রাস্তার চারপাশ জুড়ে যেন ফেয়ারির মেলা বসেছে। গাজেন একদল স্প্রাইটকে নির্দেশনা দিতে ব্যস্ত। মাঝামাঝি জায়গা জুড়ে পাঁচ মিটার লম্বা একটা উড়ন্ত খাঁচা দেখা যাচ্ছে। প্রধান ফটকের সরাসরি সামনে স্থাপন করা হয়েছে ওটাকে। কর্মীরা চারপাশের দেয়ালে বিশেষ সীল লাগাচ্ছে। একটা নির্দিষ্ট বোতাম টেপামাত্র সীলের কলারে লাগানো অসংখ্য অ্যালয় রড একযোগে বিস্ফোরিত হবে। এক ধাক্কায় উড়ে যাবে দরজা। ট্রলের জন্য ভেতরে ঢোকার একটা মাত্র পথ খোলা থাকবে।

হলি অন্য মনিটরগুলোর দিকে তাকাল। বাটলার নীচের প্রকোষ্ঠ থেকে জুলিয়েটকে টেনে আনতে পেরেছে। লবির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে তারা।

'ডি' আরভিট,' গাল বকল মেয়েটা। কাজে লেগে পড়তে হবে।

আর্টেমিস কনুইয়ে ভর দিয়ে বসে আছে। 'তুমি আমার গায়ে হাত তুলেছ!' অবিশ্বাসের সুরে বলল ছেলেটা।

'ঠিক বলেছ, ফাউল। এই ঘটনার পুনরাবৃত্তি না চাইলে চুপচাপ বসে থাকো।'

BanglaBook.org

আর্টেমিস উপলব্ধি করতে পারল, জীবনে প্রথমবারের মতো ওর কাছে কোনও লাগসই জবাব নেই। গতানুগতিক ভঙ্গিতে শাসানোর জন্য একবার মুখ খুলতে চাইল। কিন্তু কোনও আওয়াজ বের হলো না।

হোলস্টারে নিউট্রিনো ২০০০ পুরে নিল ক্যাপ্টেন শর্ট।

'শোন, মানুষের ছেলে। খেলাধুলার সময় শেষ। পেশাদারদের কাজে নেমে যাবার সময় এসেছে। তুমি যদি লক্ষ্মী বাবু হয়ে থাক, তাহলে পরেরবার আসার সময় তোমার জন্য একটা ললিপপ কিনে আনব।'

হলি দ্রুত স্থান ত্যাগ করল। হলরুমের কড়িকাঠের স্তম্ভের নীচে গুটিসুটি মেরে বসে আছে আর্টেমিস। নিজের অজান্তেই সে বলে ফেলল, 'আমি ললিপপ পছন্দ করি না।'

কথাটা বলে নিজেই হতভম্ব হয়ে গেল! এহেন পরিস্থিতিতে এমন জবাব একদমই অনোপযুক্ত। *আমি ললিপপ পছন্দ করি না*, এটা কোনও কথা! আত্মসম্মানবোধ সম্পন্ন কোনও অপরাধীর মুখে এমন কথা শোভা পায় না। এরপর থেকে এমন পরিস্থিতে কী বলতে হবে, সেসব সম্ভাব্য বাক্য নিয়ে একটা ডাটাবেজ তৈরী করে রাখতে হবে।

সদর দরজা হঠাৎ বিস্ফোরণে খুলে না গেলে, সম্ভবত ওভাবেই বসে রইত আর্টেমিস। এই বিস্ফোরণ আর তার ফলে পুরো ম্যানরের কেঁপে ওঠাটা শুধু ওর কেন যে কারও ভিত নাড়িয়ে দিত।

•

ভারপ্রাপ্ত কমান্ডার গাজেনের সামনে এসে সালাম ঠুকল এক স্প্রাইট। 'সীল আর কলার লাগানো শেষ, স্যার।'

নড করলেন গাজেন। 'ঠিকমতো লাগিয়েছ তো? ঝামেলা চাই না।'

'গবলিনের মানিব্যাগের চাইতে শক্ত করে লাগিয়েছি স্যার। সীলের ভেতর দিয়ে এক ফোঁটা বাতাসও যেতে পারবে না। শক্ত দুর্গন্ধি পোকার-'

'থাক থাক, ক্যাপ্টেন। আর বলতে হবে না।' অধীনস্ত এরপর কোন প্রাণির কোন অঙ্গের সাথে তুলনা দিয়ে বসে, এই ভয়ে তাকে চুপ করিয়ে দিলেন গাজেন।

এদিকে উড়ন্ত খাঁচাটা থেকে থেকে প্রচণ্ড বেগে কেঁপে উঠছে, আরেকটু হলেই যেন খুলে যাবে।

'যা করার, তা তাড়াতাড়ি করতে হবে কমান্ডার।'

'ঠিক আছে ক্যাপ্টেন। কাজ শুরু করে দাও।' এই কথা বলেই গাজেন আড়ালে চলে গেলেন। সাথে সাথে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন নিজের পামটপ[১৫] নিয়ে। ওতে

BanglaBook.org

লিখলেনঃ স্প্রাইটদের ভাষা সংযত করার প্রশিক্ষণ দিতে হবে। হাজার হলেও, আমি এখন কমান্ডার।

ক্যাপ্টেন স্প্রাইট এবার মন দিল খাঁচাকে যে ক্যাব নিয়ে এসেছে তার ড্রাইভারের দিকে। 'ফাটিয়ে দাও, চিক্স।'

'ইয়েস স্যার। শালার দরজা উড়িয়ে দিচ্ছি।'

কুঁচকে উঠল গাজেনের চেহারা। কালকেই একটা বিশেষ মিটিং ডাকতে হবে, সিদ্ধান্ত নিলেন তিনি।

শ্রাপনেলের হাত থেকে চোখ রক্ষা করার জন্য বিশেষ ভাবে নির্মিত চশমা পরে নিল চিক্স, যদিও ক্যাবে মোটা একটা উইন্ডশীল্ড লাগানোই আছে। কারণ, চশমা পড়লে নাকি ওকে দারুণ দেখায়। অন্তত ওর তাই ধারণা। মেয়েরাও পছন্দ করে। স্প্রাইটরা অমনই। পাখার দর্পে মাটিতে পা পড়ে না। যাই হোক, বোতাম টিপে দিল চিক্স।

দুই ডজন বিস্ফোরক, সাথে সাথে যেন প্রচণ্ড রাগে ফেটে পড়ল। সেই বিস্ফোরণের ফলে দুই ডজন সংকর ধাতু নির্মিত সিলিন্ডার এগিয়ে গেল ঘন্টায় হাজার মাইল গতিতে। যেখানে লাগল, সেই জায়গা তো বটেই, সাথে করে আশেপাশের দরজার আরও পনের সেন্টিমিটার জায়গা উড়িয়ে নিয়ে গেল। চিক্স যেমন বলেছে, উড়ে গেল 'শালার' দরজা।

ধুলো স্তিমিত হলে, খাঁচার চারপাশে জড়ো হয়ে ওটাতে বাড়ি মারতে শুরু করল স্প্রাইটরা। উদ্দেশ্য ভেতরের ট্রলটাকে আতংকিত করে ধ্বংস হয়ে যাওয়া দরজা দিয়ে প্রবেশ করানো।

আড়াল থেকে উঁকি দিলেন গাজেন। 'কী অবস্থা ক্যাপ্টেন?'

'এক মিনিট, স্যার। ওই ব্যাটা চিক্স, কী অবস্থা?'

ক্যাবের মনিটরটার দিকে তাকাল চিক্স।

'নড়ছে প্রাণিটা। হে ঈশ্বর, হারামীটার কী বড় বড় নখ। রিকনের ওই মেয়ে এর সামনে পড়লে খবর আছে।'

অপরাধবোধে আক্রান্ত হলো গাজেনের মন, সাথে সাথে নিজেকে কাউন্সিলের আসনে বসা অবস্থায় কল্পনা করলেন তিনি। আবার আনন্দে মন ভরে উঠল।

প্রবলভাবে কেঁপে উঠল খাঁচাটা, আরেকটু হলেই চিক্স ওর আসন থেকে পড়ে যেত।

'নড়ছে, নড়ছে প্রাণিটা। তৈরি হয় নাও ছেলেরা। কেন জানি মনে হচ্ছে, যেকোনও মুহূর্তে সাহায্যের আবেদন শুনতে পাব।'

গাজেন তৈরি হবার চেষ্টাও করলেন না, এসব ছোট-খাট ব্যাপার অধীনস্তদের হাতে ছেড়ে দেয়াই ভালো। নিজের হাত ময়লা করতে চান না তিনি। ফেয়ারি সম্প্রদায়ের ভালোর জন্যই ভারপ্রাপ্ত কমান্ডারের ঝুঁকিমুক্ত থাকা প্রয়োজন।

BanglaBook.org

একেকবারে চার ধাপ করে উঠতে শুরু করল বাটলার। সম্ভবত জীবনে এই প্রথমবারের মতো মাস্টার আর্টেমিসকে বিপদের মুখে ছেড়ে এসেছে। কিন্তু কী আর করা, জুলিয়েট যে নিজের রক্ত মাংসের আত্মীয়! কিছু একটা গড়বড় হয়েছে মেয়েটার মাঝে। ফেয়ারি ক্যাপ্টেনের কাজ নিশ্চয়! এই মুহূর্তে মেয়েটা নিজের সেলে বসে খিল খিল করে কেবল হাসছে! ওর কিছু হলে নিজেকে কোনওদিন ক্ষমা করতে পারবে না বাটলার।

বেচারা টের পেল, এক ফোঁটা ঘাম ওর কামানো মাথা দিয়ে গড়িয়ে পড়ছে। পুরো পরিস্থিতিই কেমন যেন অদ্ভুত রূপ ধারণ করেছে। পৌরাণিক প্রাণি, জাদু আর এখন এক আপাত-মুক্ত বন্দি! এসব নিয়ন্ত্রণ করাটা কী করে সম্ভব? এক নিচু পদের রাজনীতিবিদেরও চার জনের দেহরক্ষী দল লাগে!

করিডর ধরে সেলের দিকে দৌড়ে গেল বাটলার। একটু আগে যেটা ক্যাপ্টেন শর্টের বন্দিখানা ছিল, সেখানে এখন জুলিয়েট বসে আছে। এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে দেয়ালের দিকে।

'কী করছ তুমি?' সিগ সয়্যারটা আলতো করে হাতে তুলে নিতে নিতে জানতে চাইল দেহরক্ষী।

ওর দিকে ফিরেও চাইল না মেয়েটি। 'চুপ করো তো। লুই দ্য লাভ মেশিন রিং-এ নেমেছে। দেখে দক্ষ মনে হলেও, আসলে খুব একটা কাজের না লোকটা। আমি এক হাতেই ওকে কুস্তিতে হারিয়ে দিতে পারি।'

চোখ পিটপিট করল বাটলার। জুলিয়েট এসব কী বকছে! নিশ্চয় ড্রাগস খাওয়ানো হয়েছে ওর আদরের বোনকে।

'চলো, উপরে যেতে হবে। আর্টেমিস যেতে বলেছে।'

দেয়ালের দিকে একটা আঙুল তাক করল মেয়েটি। 'আর্টেমিস অপেক্ষা করুক। চ্যাম্পিয়ানশিপের লড়াই হচ্ছে এখন। লুই আবার হগম্যানের পোষা শুয়োর খেয়ে ফেলেছে! তাই জম্পেশ লড়াই হবে।'

দেয়ালের দিকে অবাক চোখে তাকালো দেহরক্ষী। কিছু যে নেই সে ব্যাপারে নিশ্চিত। কিন্তু হাতে এখন সময়ও নেই, পরে দেখতে হবে।

'ঠিক আছে, চলো এখন।' বলতে বলতে হালকা-পাতলা বোনটাকে কাঁধের উপর ঝুলিয়ে নিল।

'ছাড়ো, ছাড়ো বলছি।' ছোট ছোট হাত দুটো দিয়ে ভাইয়ের পিঠে আঘাত করার প্রয়াস পেল জুলিয়েট। 'এখন যাব না। হগম্যান! হগম্যান!'

BanglaBook.org

পাত্তাই দিল না বাটলার, বোঝাটা কাঁধে নিয়েই দৌড়াতে শুরু করল। এই হগম্যানটা আবার কে! নিশ্চয় জুলিয়েটের বন্ধুদের একজন হবে। বোনের উপর আরও কড়া নজর রাখতে হবে, মনে মনে ঠিক করে নিল ও।

'বাটলার?'

হাতের ওয়াকিটকি থেকে আর্টেমিসের গলা ভেসে এলো। ফোনটা ধরার জন্য বোনকে একফুট উপরে ছুঁড়ে দিল বাটলার, ঠিক যেমন সার্কাসে করা হয়।

'ললিপপ!' গর্জে উঠল যেন আর্টেমিস।

'আরেকবার বলো, ঠিক মতো শুনতে পাইনি। ললিপপ-'

'ইয়ে...মানে বলছিলাম যে ওখান থেকে বেরিয়ে পড়। আড়াল নাও! আড়াল!'

আড়াল নাও! মাস্টার আর্টেমিসের মুখে আসলে সামরিক শব্দ ঠিক মানায় না।

'আড়াল নেব?'

'হ্যাঁ, বাটলার। আড়াল নেবে। আমি খুব সাধারণ শব্দ ব্যবহার করেছিলাম যেন বুঝতে তোমার মস্তিষ্কের খুব একটা কষ্ট না হয়। বোঝাই যাচ্ছে, ভুল করেছি।'

এই তো ওর চিরচেনা মাস্টার আর্টেমিস! আদেশ পাবার সাথে এদিক ওদিক তাকিয়ে আড়াল খুঁজল দেহরক্ষী। কিন্তু তেমন কিছুই দেখতে পেল না। দেয়ালে ঝোলানো একটা মধ্যযুগীয় বর্ম আছে কেবল। ওটার পেছনে খানিকটা ফাঁকা জায়গা দেখে সেখানেই ঢুকে পড়ল।

জুলিয়েট বর্মটাকে বুকের ওখানে টোকা দিয়ে বলল, 'নিজেকে খুব শক্ত ভাব না? চাইলে তোমার বারোটা বাজিয়ে দিতে পারি জানো?'

'চুপ।' হিসিয়ে উঠল বাটলার। দম বন্ধ করে শোনার প্রয়াস পেল। মনে হলো, সদর দরজার দিকে কিছু একটা এগিয়ে আসছে। বিশাল কিছু একটা। আড়াল থেকে মাথাটা এক ইঞ্চি পরিমাণ বের করে উঁকি দিল দেহরক্ষী...

ঠিক সেই মুহূর্তেই যেন বিস্ফোরিত হলো সদর দরজা। আসলে বিস্ফোরিত বলেও পুরো দৃশ্যটাকে ঠিকভাবে বোঝানো যাবে না। বরঞ্চ বলা চলে, টুকরা টুকরা হয়ে গেল দরজা।

সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে এই পদ্ধতি কাজে লাগানো হয়। শব্দ আর ধোঁয়া দিয়ে কিছুক্ষণের জন্য হলেও অপ্রস্তুত করে দেয়া হয় তাদের।

কী আসছে, তা জানে না বাটলার। কিন্তু সেটা যে সাধারণ কিছু হবে না, সে ব্যাপারে নিশ্চিত।

আস্তে আস্তে থিতিয়ে এলো ধুলো, তিউনিশিয়ান কার্পেটের ওপর নতুন এক আস্তরণ সৃষ্টি করল। ম্যাডাম ফাউলের নজরে পড়লে আর তিনি প্রকৃতস্থ হলে, চেঁচিয়ে বাড়ি মাথায় তুলতেন। এদিকে বাটলারের অন্তরাত্মা ওকে নড়তে বলছে। উপরে উঠে গেলে বাড়তি নিরাপত্তা পাওয়া যাবে। আর তাছাড়া যেকোনও মুহূর্তে দরজা দিয়ে শুরু হয়ে যাবে গোলা বর্ষণ। তাই যা করার, এখনই করতে হবে।

BanglaBook.org

অন্য কোনও দিন হলে করতও তাই বাটলার। আসলে কী করছে তা সচেতন মন বুঝে ওঠার আগে আর ওর মস্তিষ্কই পাগুলোকে সচল করে ফেলত। কিন্তু আজকের কথা আলাদা। আজ ওর কাঁধের উপর শুয়ে আছে ওর বোন, মুখ দিয়ে অর্থহীন কথার ফুলঝুরি বহাচ্ছে। তাই বাড়তি ঝুঁকি নিতে গেল না।

বোনকে কাঁধ থেকে নামিয়ে, বর্মটার পেছনে ঝুলতে থাকা একটা পর্দা দিয়ে ঢেকে দিল। এরপর সিগটা হাতে নিয়ে বন্ধ করে দিল সেফটি ক্যাচ। ফেয়ারিদের অভিনন্দন জানাবার জন্য একেবারে প্রস্তুত।

কিছু একটা নড়ে উঠল সামনে। বাটলার বুঝতে পারল, এই অবয়ব আর যার-ই হোক, মানুষের মতো দেখতে কারও হতে পারে না। হ্যাঁ, মানুষের সাথে উপরের অংশে কিছুটা মিল আছে বটে। কিন্তু এমন বিশাল কোনও বানর-প্রজাতির প্রাণিও কখনও দেখেনি দেহরক্ষী। ওর ধারণা ঠিক হলে হাতের অস্ত্রটা কোনও কাজেই আসবে না। কোনও বিশালদেহী বানরের দেহে পাঁচটা বুলেট ঢুকিয়ে দিলেও, সেটা ঠিক শিকারিকে মেরে ফেলতে পারবে!

কিন্তু না, বানর না ওটা! বানরের চোখ রাতের আধারে জ্বলজ্বল করে না। এটার করছে। এমনকি বড় বড় দাঁতও আছে, তবে তা হাতির মতো নয়। বাঁকানো, খাঁজ কাটা। শিকারের পেটে ঢুকিয়ে দেবার জন্য ব্যবহার করা হয় এ দাঁত জোড়াকে। বাটলারের মনে হলো, ওর পেটটা কেউ খামচে ধরেছে। এই অনুভূতিটাকে চেনে সে, যদিও খুব একটা বেশি পরিচয় নেই। ভয়...ভয় পাচ্ছে ও!

যখন প্রাণিটার পূর্ণ দেহ নজরে পড়ল, তখন আবারও আঁতকে উঠল বাটলার। এমন শত্রুর সাথে আগে কখনও দেখা হয়নি। ফেয়ারিরা কী করেছে, তা সাথে সাথে বুঝতে পারল বাটলার।

ওরা এক আদিম শিকারিকে পাঠিয়েছে। এমন এক প্রাণী, যার না সোনার প্রতি কোনও আগ্রহ আছে। আর না জাদু নিয়ে কোনও মাথাব্যথা।

সামনের দিকে এগিয়ে এলো ট্রলটা। ঝাড়বাতির আলোতে চোখ কুঁচকে আছে, মার্বেলের উপর দিয়ে ঘষা খাচ্ছে হলদে নখ। নাক কুঁচকে গন্ধ শোঁকার প্রায়স পাচ্ছে প্রাণিটা।

আচমকা থমকে গেল সে, নাক সরাসরি বাটলারের লুকিয়ে থাকা জায়গার দিকে তাক করা। গন্ধ পেয়ে গিয়েছে নিশ্চয়। এখন ধীর পায়ে ওর দিকে এগিয়ে আসবে ওটা। কাছাকাছি আসা মাত্র বিদ্যুতগতিতে আক্রমণ চালিয়ে বসবে।

ওকে ভুল প্রমাণিত করে, ধীরে ধীরে এগিয়ে আসার ধার ধারল না ট্রলটা। সরাসরি আক্রমণ করে বসল। প্রাণিটার চোখ ধাঁধানো গতি নিজের চোখে দেখলেও, বিশ্বাস করতে মন চাইল না বাটলারের।

BanglaBook.org

চোখের পলক ফেলল জুলিয়েট। 'ওহ,' আঁতকে উঠল মেয়েটি। 'বিগফুট বব নাকি? উনিশ শ আটানব্বই-এর ক্যানাডিয়ান চ্যাম্পিয়ান। আমি তো ভেবেছিলাম তুমি এখন আন্দেজে আছো!'

বাটলার শুধরে দেয়ার দরকার বোধ করল না। ওর বোনের মাথা ঠিক নেই। বিনা বাক্য ব্যয়ে হাতের সিগটা উঁচিয়ে ধরল সে।

যত দ্রুত সম্ভব, গুলি করে চলল ও। দুইটা বুক আর তিনটা দুই চোখের মাঝখান উদ্দেশ্য করে চালিয়ে দিবে বলে ভেবেছিল। কিন্তু বুকের গুলি দুটো বিঁধতেই, ট্রলটা সেই পরিকল্পনা ভণ্ডুল করে দিল। খাঁজ কাটা দাঁত দিয়ে আঘাত হানল বাটলারের বুকে। কেভলার পরিহিত বাটলার বুঝতে পারল, টিস্যু পেপারের মতো বিনা বাধায় ছিড়ে যাচ্ছে ওটা।

দেহরক্ষীর বুক থেকে ঠাণ্ডা একটা ব্যথা ছড়িয়ে পড়ছে। সাথে সাথে বুঝতে পারল বেচারা যে এই ক্ষতটা প্রাণঘাতি। শ্বাস নিতেও কষ্ট হচ্ছে, একটা ফুসফুসকেও বিদায় জানাতে হবে মনে হচ্ছে। দেখতে পেল, ট্রলটার পশম ভিজে যাচ্ছে রক্তে...ওর রক্তে। ওই পরিমাণ রক্ত হারিয়ে কেউ বেঁচে থাকতে পারে না।

তবে ব্যথা এক মুহূর্ত স্থায়ী হলো কেবল। তারপর বাটলারের মনে হলো যেন স্বর্গে ভাসছে। প্রাণিটার দাঁতে নিশ্চয় কোনও ধরনের ব্যথা নাশক আছে। কয়েক মিনিটের মাঝে নড়াচড়া বন্ধ করে দিবে বাটলার। হাসতে হাসতে কবরে যাবে।

নিজেকে ছাড়াবার প্রয়াস পেল দেহরক্ষী। কিন্তু লাভ হলো না। শুরু হবার আগেই সে এই যুদ্ধে হেরে বসে আছে।

ঘোঁত করে উঠল ট্রলটা। মাথার উপর দিয়ে ছুঁড়ে দিল অনড় দেহটাকে। এমন দ্রুত গতিতে সেটা দেয়ালের সাথে আঘাত খেল, যেটা কোনও মানবদেহ সহ্য করতে পারবে না। মেঝে থেকে নিয়ে সিলিং পর্যন্ত দেয়ালে চির ধরে গেল। চির ধরল বাটলারের শিরদাঁড়াতেও।

এদিকে জুলিয়েটের উপর মেসমারের প্রভাব এখনও কাটেনি। 'ওহে ভাই আমার, নাটক বন্ধ করো তো! কাকে বোকা বানাচ্ছ?'

একটু থমকে দাঁড়াল ট্রলটা। ভয় পাচ্ছে না বলে, মনের মাঝে কৌতুহল জেগে উঠছে। মাথায় বুদ্ধি ধরলে ফাঁদের আশংকা করত হয়ত। কিন্তু শেষ পর্যন্ত জয় হলো ক্ষুধার। মাংসের গন্ধ এসে নাকে আঘাত হানতে। নরম আর সুস্বাদু মাংস। মাটির উপরের মাংসের গন্ধ আর স্বাদ, দুটোই আলাদা হয়। একটা নাকে লেগে থাকে আর অন্যটা মুখে। একবার সেই স্বাদ পেলে আর অন্য কিছু মুখে রোচে না। জিহ্বা দিয়ে দাঁতগুলো কিছুক্ষণ চাটল প্রাণিটা, এরপর একটা লোমশ হাত বাড়িয়ে দিল...

BanglaBook.org

দেহের কাছে পাখাগুলোকে গুটিয়ে রেখেছে হলি। এই মুহূর্তে বলতে গেলে নাক বরাবর নামছে। পোর্টিকোর পাশে এসে থামল সে।

নীলচে আলোয় ছেয়ে আছে আকাশ, ঠিক প্রাকৃতিক বলে মনে হচ্ছে না। অবশ্য এমনটাই হবার কথা।

আলো, ভাবল হলি। আগেও হেলমেটের আলো ব্যবহার করে ট্রলটাকে শায়েস্তা করেছে, আরেকবার পারবে না কেন? অবশ্য পুরুষটার আর কোনও আশা নেই। কিন্তু চেষ্টা করলে হয়তো এখনও মেয়েটাকে বাঁচানো যাবে।

উচ্চ কম্পনের শব্দ সৃষ্টি করারও একটা বোতাম আছে হেলমেটে। সাধারণত সেটা কুকুর বা তার জ্ঞাতি ভাইদের উপর ফলানো হয়। কিন্তু এক্ষেত্রে ট্রলটার মনোযোগ আকর্ষণের কাজে ব্যবহার করা গেলেও যেতে পারে। নিচে নামতে নামতে সেকাজটা করার সিদ্ধান্ত নিল হলি।

জুলিয়েটের দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল ট্রলটা। এমনভাবে যেন লম্বা নখ গুলো পাঁজরের হাড়ের ঠিক নীচ দিয়ে ঢুকে শিকারের হৃদপিণ্ড বিদীর্ণ করে দেয়। মাংসের একটুও ক্ষতি হয় না এতে।

শব্দ তৈরি করার বোতামটা টিপে দিল হলি। কিন্তু হলো না কিছুই। খুব খারাপ। সাধারণত এই শব্দের ফলে ট্রলেরা বিরক্ত হয়, কিন্তু এক্ষেত্রে তা-ও হলো না।

এর কারণ হতে পারে দুইটা। হয়তো হেলমেটটা কাজ করছে না। আর নয়ত এই ট্রলটা কানেই শুনতে পায় না। কোনটা যে সত্য, তা বোঝার কোনও উপায় নেই। মানুষের মতো ফেয়ারিরাও এতো উচ্চ কম্পনের শব্দ শুনতে পায় না।

সমস্যা যা-ই হোক না কেন, সমাধানের আর মাত্র একটা উপায় রইল হলির হাতে। সরাসরি আক্রমণ! তাও আবার কিনা এক আদমজাতের জান বাঁচাতে!

সন্দেহ নেই, পাগল হয়ে গিয়েছে ও!

থ্রটলটা সর্বশক্তিতে নিজের দিকে নিয়ে এল হলি। এমন আচমকা গতিপথ পরিবর্তন করা যন্ত্রের জন্য ভালো না। মেকানিক নিশ্চয় রাগ ঝাড়বে। তবে দুঃস্বপ্নকে হার মানিয়ে দেয়া পরিস্থিতিটা থেকে যদি এই কারণে বেঁচে ফেরা যায়, তাহলে নাহয় শুনলই কিছু কথা! উদ্দেশ্য ছিল বাতাসেই পাক খাওয়া, যেন ওর বুটের গোড়ালীর দিকটা ট্রল বাবাজির মাথার সমানে নেমে আসে। একই ট্রলের সাথে দুই দুই বার মোলাকাত! অবিশ্বাস্য ব্যাপার-স্যাপার।

দেহ পাক খেতেই প্রাণিটার ঠিক মাথায় আঘাত হানল শক্ত গোড়ালী। ঘূর্ণন গতি আর অভিকর্ষ গতি মিলিয়ে প্রচণ্ড হয়ে লাগল আঘাতটা। স্যুটের সুতোগুলো

BanglaBook.org

বিশেষ প্রক্রিয়ায় বানানো না হলে, হলির পায়ের একটা হাড়ও অবশিষ্ট থাকত না। তবুও আর্তনাদ করে উঠল ফেয়ারির হাঁটু। ব্যথায় যেন বোধবুদ্ধি হারিয়ে ফেলল সে, তাই আঘাত হেনে নিরাপদ দূরত্বে চলে যাবার পরিবর্তে, ট্রলটার পিঠেই আছড়ে পড়ল বেচারি। হারিয়ে গেল পশমের আড়ালে।

ট্রলটাকেও বিরক্ত বলে মনে হলো। এক তো ডিনারে কেউ একজন বাগড়া বাঁধিয়েছে, তার উপর সেটা এখন ওর পিঠে আশ্রয় নিয়েছে! সোজা হয়ে দাঁড়াল প্রাণিটা, পিঠের দিকে হাত বাড়াল। লম্বা লম্বা নখগুলো গিয়ে স্পর্শ করল হলির হেলমেট, তাতেই আঁচড়ের দাগ পরে গেল! এই মুহূর্তের জন্য জুলিয়েট নিরাপদ, কিন্তু সেজন্য হলির নিজেকে খাবারের তালিকায় তুলতে হয়েছে।

হেলমেটটাকে আঁকড়ে ধরল ট্রল। ফোয়েলি দাবী করেছিল, হেলমেটে আলাদা স্তর লাগানো আছে। যার কারণে শত্রুপক্ষের কেউ এই হেলমেট আঁকড়ে ধরতে চাইলেই তা পিছলে যাবে। কিন্তু এই মুহূর্তে কথাটা সত্যি বলে মনে হচ্ছে না হলির। মেকানিক ওকে কথা শোনাবে, আর ও শোনাবে সেন্টরটাকে! তবে এই জীবনে কাজটা করা হবে বলে মনে হচ্ছে না, হয়তো পরের জীবনে।

ক্যাপ্টেন শর্টকে তার প্রাক্তন শত্রু এক হাতে আঁকড়ে ধরে পিঠ থেকে ছাড়িয়ে নিল ব্যথা আর বিভ্রান্তি কাটাবার প্রয়াস পেল হলি। পেন্ডুলামের মতো ঝুলছে ওর পা, এদিকে ট্রলটার মুখ থেকে বেরিয়ে আসা দূর্গন্ধ স্রোতের মতো আঘাত হানছে তার মুখে।

তাহলে কী এই নির্বোধ প্রাণিটার হাতে মরার জন্য এতো দূর ছুটে আসা ওর! নাহ, তা তো হতে পারে না। নিশ্চয় কোনও না কোনও পরিকল্পনা সাজিয়েই ও এসেছিল এখানে। সেই পরিকল্পনা অবশ্য এই মুহূর্তে মনে পড়ছে না, ব্যথা আর শকের আড়ালে হারিয়ে গিয়েছে।

'আলো, হলি...' কেউ একজন যেন ওর মাথার ভেতরে বলে উঠল।

ফোয়েলি! হঠাৎ কণ্ঠটা চিনতে পারল ও। ফোয়েলি কথা বলছে!

'লাইটগুলো জ্বালিয়ে দাও হলি। লম্বা দাঁতগুলো তোমার স্পর্শ পেলে আর দেখতে হবে না।'

'ফোয়েলি? তুমি নাকি?' হলির গলা দিয়ে অহেতুক প্রশ্নটা বেরিয়ে এলো। অবশ্য প্রশ্নটা ওর মাথার ভেতরেও হতে পারে, নিশ্চিত নয় সে।

'সুড়ঙ্গে ব্যবহারের লাইট, ক্যাপ্টেন!' আরেকটা কণ্ঠ বলে উঠল। 'এখুনি চালু করো! আমি আদেশ দিচ্ছি!'

উপস, রুটের গলা। আবার কাজে ব্যর্থ হচ্ছে ক্যাপ্টেন হলি শর্ট। প্রথমে হ্যামবার্গ, এরপর মার্টিনা ফ্রাংকা, এখন এই!

'ইয়েস স্যার,' বিড়বিড় করে বলল মেয়েটি, কণ্ঠে পেশাদারিত্ব আনার প্রয়াস।

'এখুনি, ক্যাপ্টেন শর্ট!'

BanglaBook.org

ট্রলটার নির্দয় চোখের দিকে তাকিয়ে, আদেশ পালন করল হলি। নাটুকে, বড় নাটুকে দৃশ্য হতো একটা। তবে হেলমেটটা কাজ করলে, তবে না! তাড়াতাড়ি করতে গিয়ে আর্টেমিস ফাউলের হাতে পড়া একটা হেলমেট তুলে এনেছে ও।

তাই এই বিশেষ যন্ত্রটায় নেই কোনও উচ্চ কম্পনের শব্দ সৃষ্টির পদ্ধতি, আর না আছে ফিল্টার অথবা তীব্র কোনও আলো তৈরির ব্যবস্থা। হ্যালোজেন টিউবগুলো জায়গামতোই আছে। কিন্তু তারগুলো নেই।

'হায় রে।' বলে উঠল হলি।

'মানে কী!' গর্জে উঠলেন রুট।

'মানে হলো, জিনিসটা কাজ করছে না।' ব্যাখ্যা করল হলি।

'ওহ...' মিইয়ে এলো রুটের কণ্ঠ। অবশ্য বলার মতো আর কি ই বা আছে।

পিট পিট করে ট্রলের দিকে তাকালো হলি। এদের নির্বুদ্ধিতার কথা জানা না থাকলে বাজি ধরে বলতে পারত যে প্রাণিটা হাসছে! উপহাস করছে যেন!

ক্যাপ্টেন শর্ট উপহাসের পাত্র হতে একদম পছন্দ করে না।

'হাসি থামাও!' হুংকার ছেড়ে অবশিষ্ট একমাত্র অস্ত্র দিকে ট্রলটার মাথায় আঘাত হানল সে। আর সেই অস্ত্রটা হলো নিজের হেলমেট পরা মাথা!

সাহসী কাজ, সন্দেহ নেই। কিন্তু পালক দিয়ে গাছ কাটার চেষ্টা করার মতোই অকার্যকর। তবে কপাল ভালো। নাড়া খেয়ে মাত্র এক সেকেন্ডের জন্য হলেও, তার জোড়া লেগে গেল। দুই হ্যালোজেন বাতির একটা জ্বলে উঠল পূর্ণ শক্তিতে।

ট্রলটার লালচে চোখে গিয়ে পড়ল চার হাজার ওয়াট শক্তির সাদা আলো।

'হেহ, হেহ।' ট্রলটা নিজের উপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে কাঁপতে শুরু করার ঠিক আগ মুহূর্তে বলল হলি। প্রাণিটার কেঁপে উঠে ওকে ছুঁড়ে দিল দেয়ালের দিকে।

বিপদজনক গতিতে ওর দিকে ছুটে আসছে দেয়াল। *হয়তো*, মনে মনে আশা করল হলি, *ব্যথাটা এখন টের না পেয়ে পরে টের পাওয়া যাবে।*

নাহ, ওর মনের নিরাশাবাদী অংশটা জবাব দিল।

প্রচণ্ড গতিতে দেয়ালের উপর আছড়ে পড়ল হলি। ব্যথায় সাথে সাথে কুঁকড়ে উঠল ওর দেহ।

'উফ,' ঘোঁত করে উঠল ফোয়েলি। 'আমি নিজেই যেন ব্যথা পেয়েছি বলে মনে হচ্ছে। ভিডিও হারিয়ে ফেলেছি। ব্যথার সেন্সরগুলো যেন পাগল হয়ে গিয়েছে। তোমার ফুসফুসও চোট পেয়েছে। কিছুক্ষণ অজ্ঞান হয়ে থাকবে বলে মনে হচ্ছে। তবে চিন্তা করো না হলি, জাদু তোমার ক্ষতগুলো সারিয়ে তুলবে।'

হলি টের পেল, নীলচে আলো ওর নানা ক্ষতের উপর যেন নেচে বেড়াচ্ছে। ঈশ্বরকে মনে মনে অ্যাকর্ণ আবিষ্কার করার জন্য ধন্যবাদ জানালো মেয়েটি। কিন্তু জাদুর কাজ শুরু করতে দেরি হয়ে গিয়েছে। ধীরে ধীরে অন্ধকার হয়ে আসতে শুরু করেছে ওর পৃথিবী। পর্দার পাশের মেঝেতে একটা হাত আছড়ে পড়ল ওর।

BanglaBook.org

পড়ল বাটলারের ঠিক হাতের উপরে। আশ্চর্যের কথা, বিশালদেহী দেহরক্ষী বেঁচে আছে এখনও।

সেরে ওঠো, ভাবল হলি। সাথে সাথে ওর হাত বেয়ে নামতে শুরু করল জাদু।

দ্বিধা-দ্বন্দ্বে পড়ে গিয়েছে ট্রলটা। দুই রমণীর কাকে খাবে, তা ঠিক করতে পারছে না। এমনিতেই মাথায় ঘিলু কম, তার উপর বুকে বিঁধে থাকা বুলেট দুটো খুব জ্বালাচ্ছে ওকে। বেশ কিছুক্ষণ চিন্তা করার পর, মানুষের মাংস-ই বেছে নিল। এদের মাংস নরম। ফেয়ারিদেরটা অনেকক্ষণ ধরে চাবাতে হয়।

নিচু হয়ে বসল প্রাণিটা, মেয়েটার চিবুকে নখ দিয়ে একটু কাত করল মাথাটা। গলার পাশ দিয়ে জুগুলার শিরার নেমে যাওয়াটা পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। প্রথমে হৃদপিণ্ড টার্গেট করবে, নাকি গলা? ভাবল কিছুক্ষণ। গলা করাই ভালো। নখের ধারাল অংশটা গলার পাশে নিয়ে এলো সে। হালকা একটা আঁচড় দিলেই চলবে, বাকি কাজ সারবে মেয়েটার হৃদপিণ্ডই।

আচমকা জেগে উঠল বাটলার। সাথে সাথেই বুঝতে পারল যে সে বেঁচে আছে, কেননা শরীরের প্রতিটা ইঞ্চি যেন ব্যথায় আর্তনাদ করে উঠছে।

বেঁচে হয়ত গিয়েছে, কিন্তু ঘাড়টা একশ আশি ডিগ্রী ঘুরে গিয়েছিল বলে বাকি জীবনটা পঙ্গু হয়েই কাটাতে হবে। বোনকে উদ্ধার করা তো দূরে থাক।

হাতের আঙুলগুলো নড়াবার প্রয়াস পেল দেহরক্ষী। তীব্র ব্যথা করলেও নড়ছে। আশ্চর্যের কথা। শিরদাঁড়া তো গুঁড়িয়ে গিয়েছিল, তাহলে নড়ছে কীভাবে! পায়ের আঙুলও ঠিক আছে বলে মনে হচ্ছে। তবে দেখতে পাচ্ছে না বলে তা ভ্রমও হতে পারে।

বুক থেকে রক্তক্ষরণ বন্ধ হয়ে গিয়েছে। ভাবতেও পারছে ঠিকমত। সব মিলিয়ে, অবস্থা যেমন খারাপ হবার কথা ছিল, তেমন খারাপ নেই। হচ্ছেটা কী আজরাতে!

এরপর ওর এই 'ভালো' অবস্থার কারণটা দেখতে পেল বাটলার। নীলচে কয়েকটা আলো ওর দেহ আর বুকের উপর খেলে বেড়াচ্ছে। অবশ্য প্রথমে ব্যাপারটাকে চোখের ভুল বলে মনে হলো ওর। কিন্তু যখন আলোগুলো চোট পাওয়া অঙ্গগুলোতে এসে থমকে দাঁড়াল, তখন বুঝতে পারল বাটলার।

নাহ, কোনও দৃষ্টিভ্রম হচ্ছে না ওর।

জাদু, জাদুর খেলা দেখতে পাচ্ছে সে।

BanglaBook.org

জাদু? সদ্য পূর্বের রূপ ফিরে পাওয়া মাথাটায় একটা ভাবনা খেলে গেল। ফেয়ারিদের ম্যাজিক।

অনেক কষ্টে ঘাড় ঘুরিয়ে তাকালো বাটলার। ওর হাতের ওপর অন্য একটা হাত দেখতে পেল। সেই হাতের লম্বাটে আঙুল থেকে নীলচে আলো ক্ষণে ক্ষণে বেরিয়ে আসছে! সারিয়ে তুলছে ওর ক্ষত!

বাটলার ওর হাড়ের জোড়া লাগাটা নিজেই উপলব্ধি করতে পারছে! ওর মাথা আপনা থেকেই ঘুরে গেল, মেরুদণ্ডের হাড়গুলো নিজ নিজ জায়গায় ফিরে যাচ্ছে! বুকের ক্ষত থেকে হারানো তিন লিটার রক্তও দেহের মাঝে ফিরিয়ে দিল জাদু।

সত্যিকার অর্থেই লাফিয়ে দাঁড়াল বাটলার, আবার নিজেকে ফিরে পেয়েছে। ফিরে পেয়েছে পূর্বশক্তি। আদরের ছোট বোনকে যে স্পর্শ করেছে, তার হাত এবার ছিঁড়ে ফেলবে দেহরক্ষী।

নতুন করে উদ্যম ফিরে পাওয়া ওর হৃদপিণ্ডটা যেন দৌড়ে কোনও শক্তিশালী ঘোড়াকেও হার মানাবে। *শান্ত হও*, নিজেকে বলল বাটলার। *অনভূতির হাতে পরাস্ত হওয়া কোনও প্রশিক্ষিত সৈন্যের সাজে না।*

সমস্যা হলো, শান্ত হোক আর অশান্ত, পরিস্থিতি যে বড় ভয়ানক আকার ধারণ করেছে! এই প্রাণিটা সত্যিকার অর্থেই ওকে একবার হত্যা করেছে। তখন হাতে সিগ সয়্যারটা ছিল। এখন তো তা-ও নেই। হাতে যেকোনও একটা অস্ত্র পেলে ভালো হয়, একটু ভারী বা ওজনদার জিনিস হলেই চলবে। ভাবতে ভাবতেই ওর বুট ধাতব কিছুটা স্পর্শ করল। তাকাল বাটলার, ট্রলটার ধ্বংসযজ্ঞের ফলাফল ওর পায়ের কাছে গড়াগড়ি খাচ্ছে...পারফেক্ট।

•

বরফ ছাড়া আর কিছুই দেখা যাচ্ছে না পর্দায়। 'তাড়াতাড়ি ঠিক করো!' আরও একবার বললেন রুট।

কনুই দিয়ে বসকে ঠেলা দিল ফোয়েলি। 'আপনি এভাবে বিরক্ত না করলে, আরেকটু তাড়াতাড়ি হতো।' অবশেষে বলেই ফেলল সে।

ঘোঁত করতে করতে রাস্তা থেকে সরে দাঁড়ালেন রুট। ফোয়েলি হারিয়ে গেল তারের রাজ্যে।

'কিছু হলো?'

'নাহ।'

BanglaBook.org

রেগে গিয়ে এবার পর্দার ওপর চাপড় বসালেন রুট। খারাপ কাজ। কেননা, এক-এই চাপড়ের কারণে কাজ হবার বিন্দুমাত্র সম্ভাবনাও নেই। আর দুই-অনেকক্ষণ ধরে একটানা চলছে বলে, পর্দাটা আগুন-গরম হয়ে আছে।

'ডি'আরভিট!'

'বলতে ভুলে গিয়েছি, পর্দাটা গরম হয়ে আছে।'

'ঠাট্টা না করে কাজ করো।'

'করছি। দেখুন তো, পর্দায় কিছু এসেছে কিনা।'

দেখে বোঝা যায়, ধীরে ধীরে এমন আকৃতি পেল পর্দার বরফ।

'এসেছে, এসেছে। ওভাবেই রাখো।'

'সেকেন্ডারি ক্যামেরা চালু করে দিয়েছি। যা দেখছেন, যেমন দেখছেন, তেমনই দেখতে হবে। বড় ছোট করা যাবে না।'

মন্তব্য করলেন না রুট, একদৃষ্টিতে পর্দার দিকে তাকিয়ে আছেন। নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে তার কষ্ট হচ্ছে।

'কী হচ্ছে? কী দেখছেন অমন করে?'

উত্তর দেবার প্রয়াস পেলেন রুট। কিন্তু দৃশ্যটা বর্ণনা করতে হলে যেসব শব্দ উচ্চারণ করতে হবে, সেগুলো মুখ দিয়ে বের হতে চাইছিল না।

'কী? কথা বলছেন না কেন?'

একবার তবুও চেষ্টা করলেন কমান্ডার। 'আদমজাত...মানুষটা...আমি জীবনে এমন কিছু দেখিনি...ফোয়েলি, এই জিনিস বর্ণনা করা অসম্ভব। তোমার নিজের চোখে দেখতে হবে।

•

পুরো দৃশ্যটাই শুয়ে শুয়ে দেখেছে হলি। নিজের চোখে না দেখলে বিশ্বাসই করত না। এমনকি ফোয়েলির রেকর্ড করা ভিডিওটা পরবর্তীতে না দেখলে, রিপোর্ট করার সময়ও নিশ্চিতভাবে বলতে পারত না যে ঘটনাটা আসলেই ঘটেছে নাকি তা ওর ভ্রম ছিল। আর ভিডিওটার কথা কী বলব, দেখা গেল ওটা কিংবদন্তীতে পরিণত হয়েছে! ফেয়ারিরা ঘরে বসে অর্ডার দিয়ে ওটা তো দেখেছেই, এমনকি লেপ-অ্যাকাডেমির খালি হাতে মারামারির মডেল হিসেবেও ব্যবহার করা হয়েছে তা।

বর্তমানে ফিরে আসি। আদমজাতটা, মানে বাটলার, মধ্যযুগীয় নাইটদের মতো একটা বর্ম পড়ে দৃঢ় পায়ে ট্রলটার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। হলির কাছে অবিশ্বাস্য মনে হলেও বুঝতে পারল, ট্রলের সাথে আরেক রাউন্ড লড়ার জন্য

BanglaBook.org

মনস্থির করেছে মানুষটা। দেহরক্ষীকে সাবধান করে দিতে চাইল হলি, কিন্তু জাদু তখনও ওর ফুসফুসকে সারিয়ে তোলেনি বলে পারল না।

শিরোস্ত্রানের মুখাবরণ বন্ধ করে দিল বাটলার, হাতে বিশাল একটা কাঁটা-ওয়ালা গদা ধরে আছে।

'ওই ব্যাটা,' মুখাবরণের ফাঁক দিয়ে গর্জে উঠল ও। 'আমার বোনকে স্পর্শ করার ফল এবার ভুগবি!'

এমনভাবে গদাটাকে ঘুরিয়ে আঘাত করল বাটলার যে মনে হলো, কোনও চিয়ারলিডার ব্যাটন হাতে নিয়ে আছে। গদাটা ট্রলের দুই কাঁধের ঠিক মাঝখানে গিয়ে পড়ল। আঘাতটা প্রাণঘাতী না হলেও, ঠিক প্রাণিটার মনোযোগ আকর্ষণ করল।

গদাটা ট্রলের দুই কাঁধের ঠিক মাঝখানে গিয়ে পড়ল

লোমশ কাঁধে আটকে গিয়েছিল গদাটা। অনেক কষ্টে সেটাকে আলাদা করে আনল বাটলার, রক্ষণাত্মক ভঙ্গিতে দাঁড়াল।

ঘুরে দাঁড়াল প্রাণিটা, আক্রমণের আশঙ্কায় দশটা নখের সবগুলো বেরিয়ে এসেছে। সেই সাথে বিশাল দাঁত জোড়ার গোড়ায় জমা হয়েছে বিন্দু বিন্দু বিষ। যথেষ্ট হয়েছে। আর না। এমনিতেই ক্লান্ত, আহত প্রাণিটা। নিজের এলাকায় অনাহূত প্রবেশ আর সহ্য করবে না সে।

'প্রথমেই সাবধান করে দিচ্ছি,' বলল বাটলার। চেহারায় ঠাট্টার বিন্দুমাত্র আভাস নেই, কণ্ঠে নেই ভয়। 'আমি অস্ত্রধারী, দরকার হলে খুন করতেও দ্বিধা করব না।'

পারলে গুঙিয়ে উঠত হলি। মানুষটা বিশালদেহী, সন্দেহ নেই। তাই বলে একটা ট্রলকে এমন কথা বলা! সব খানেই, পুরুষ জাত এক। গলাবাজি ছাড়া যেন কিছুই করতে পারে না!

কিন্তু সাথে সাথেই নিজের ভুল বুঝতে পারল ক্যাপ্টেন শর্ট। বাটলারের উচ্চারিত শব্দগুলো গুরুত্বপূর্ণ নয়, গুরুত্বপূর্ণ হলো তার কণ্ঠস্বর। প্রশিক্ষক যেমন করে বুনো প্রাণিদের সাথে কথা বলে, ঠিক সেই স্বরে কথা বলেছে দেহরক্ষী।

'মেয়েটার কাছ থেকে দূরে সরে এসো, ধীরে ধীরে।'

গাল ফুলিয়ে হুংকার ছাড়ল ট্রলটা, ভয় দেখাতে চাইছে। কিন্তু কীসের কী? চোখের পাতা পর্যন্ত নড়ল না বাটলারের।

'বুঝেছি তো, সবাই তোমাকে ভয় পায়! এবার দরজা দিয়ে বেরোও। নয়তো কেটে টুকরো টুকরো করতে বাধ্য হব।'

ঘোঁত করে উঠল ট্রলটা। সাধারণত ওর হুংকার শুনেই সবাই পালাবার পথ খোঁজে।

'আস্তে আস্তে। আস্তে...আস্তে...'

ট্রলটার চোখে অনিশ্চয়তা দেখা গেল। হয়তো এই মানুষটা...

ঠিক সেই মুহূর্তেই আঘাত হানল বাটলার। দাঁত দুটোর নীচ দিয়ে গিয়ে বসিয়ে দিল একটা আপারকাট। এমনিতেই ওর ঘুষির ওজন বিরাশি সিক্কা, সেই সাথে মধ্যযুগীয় অস্ত্র যোগ হওয়ায় ব্যথায় প্রায় পাগলপারা হয়ে গেল ট্রলটা। টলমল করতে করতে পিছিয়ে এলো কয়েক পা, কিন্তু আসার আগে আক্রমণকারীকে উদ্দেশ্য করে থাবা চালাতে ভোলেনি। কিন্তু বাটলার সেই আঘাতের অপেক্ষায় থাকলে তো, আঘাত হানার সাথে সাথেই সরে দাঁড়িয়েছে।

পিছু নিল ট্রল, মাড়ি থেকে আলগা হয়ে যাওয়া দাঁতগুলো নিজেই থুথু ছিটিয়ে ফেলে দিল। এদিকে হাঁটু গেঁড়ে বসেই নিজ দেহটাকে ঘুরিয়ে দিয়েছে বাটলার, পালিশ করা মেঝে বলে একেবারে মসৃণ হয়েছে ঘূর্ণন।

ট্রলটার দিকে তাকিয়ে হেসে বলল, 'বলো তো, আমি কী খুঁজে পেয়েছি?' উত্তরের অপেক্ষা না করেই অস্ত্রটা উঁচিয়ে ধরল ও।

BanglaBook.org

এবার আর বুকে গুলি করার ঝামেলায় গেল না। ট্রলের দুই চোখের মাঝখানে, ঠিক দশ সেন্টিমিটার ব্যাসের মাঝে বাকি গুলিগুলো ঢুকিয়ে দিল ও। কিন্তু কপাল মন্দ। যুগ যুগ ধরে একে অন্যকে মাথা দিয়ে ঢুঁস দেবার কারণে, ওখানকার হাড়গুলো অনেক পুরু হয়েই জন্মায় ওরা। তাই টেফলন দিয়ে আলাদা আস্তরণ দেয়া গুলিগুলোও তা ভেদ করতে পারল না।

তাই বলে দশ-দশটা গুলির আঘাত একেবারে হেসে উড়িয়ে দেয়া, মাটির উপরে বা নীচে, কোনওখানের কোনও প্রাণির পক্ষেই সম্ভব না। আবারও টলমল করে পিছিয়ে এলো প্রাণিটা, চাপড় বসাল নিজেরই কপালে। বাটলার কিন্তু সম্বিত হয়ে দাঁড়িয়ে নেই। এক মুহূর্তের মাঝে নড়ে উঠল সে। কাঁটা-ওয়ালা গদাটা নামিয়ে আনল ট্রলের পায়ের উপর।

মাথায় আঘাত পেয়েছে প্রাণিটা, রক্ত নেমে এসে ওকে কিছু দেখতে দিচ্ছে না। তার ওপর এখন বেচারা পঙ্গু। বাটলারের জায়গায় অন্য কেউ হলে হয়তো মায়া অনুভব করত। কিন্তু অভিজ্ঞ দেহরক্ষী এর আগেও অনেককে আহত প্রাণির আঘাতে মারা যেতে দেখেছে।

এক হিসেবে এই সময়টাই পুরো লড়াই-এ সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সময়। আহত প্রাণিরাই সব সময় ভয়ঙ্কর হয়। এখন দয়া দেখাবার সময় না।

সাবধানে তাক করে, মানুষটাকে একের পর এক আঘাত হেনে যেতে দেখল হলি। প্রথমে দেহরক্ষী বাধ্য করল ট্রলটাকে হাঁটু গেঁড়ে বসতে। এরপর গদা ফেলে দিয়ে ইস্পাতের দস্তানা পরা হাত দুটো কাজে লাগাতে শুরু করল। গদার চাইতেও ভয়ংকর অস্ত্র বলে মনে হলো হাত দুটোকে। লড়াই করার চেষ্টা চালালো বেচারা ট্রল। দুই একটা হালকা আঘাত করতেও সক্ষম হলো। কিন্তু বর্মভেদ করতে পারল না। এদিকে দক্ষ সার্জনের মতো নেচে বেড়াচ্ছে বাটলারের হাত। ট্রল আর মানুষের দেহ মোটামুটি একইভাবে গড়া, এটাকে সত্য বলে ধরে নিয়ে একের পর এক আঘাত করে চলল। কয়েক সেকেন্ডের মাঝে একটু আগের অতিকায় প্রাণিটা পরিণত হলো লোমশ এক মাংসপিণ্ডে। দেখতেই খারাপ লাগছিল হলির।

কিন্তু দেহরক্ষীর কাজ শেষ হয়নি। রক্তাক্ত দস্তানা খুলে ফেলে, সিগ সয়্যারে একটা নতুন ম্যাগাজিন ভরে নিল ও। 'দেখা যাক, তোমার চিবুকের নিচের হাড় কেমন পুরু।'

'না,' আঁতকে উঠল হলি। 'ওকাজ করো না।'

পাত্তা দিল না বাটলার, অস্ত্রের নলটা চেপে ধরল ট্রলের চিবুকে।

'করো না...তুমি আমার কাছে...কৃতজ্ঞ...' কোনক্রমে শব্দ ক'টা বলতে পারল হলি।

BanglaBook.org

থমকে দাঁড়াল বাটলার। জুলিয়েট বেঁচে আছে। আর আসলেই সে ফেয়ারি ক্যাপ্টেনের কাছে কৃতজ্ঞ। মস্তিষ্কের প্রতিটা কোষ চিৎকার করে ওকে ট্রিগার চাপতে বলছে। কিন্তু...কিন্তু...জুলিয়েট বেঁচে আছে। আর...

'আমার কথা শোন, মানুষ।'

দীর্ঘশ্বাস ফেলল বাটলার, পরে হয়তো এই সিদ্ধান্তের জন্য ওকে পস্তাতে হবে।

'ঠিক আছে, ক্যাপ্টেন। তোমার জন্য ছেড়ে দিলাম।'

হাসি আর গুঙিয়ে ওঠার মাঝামাঝি একটা শব্দ করল হলি।

'এবার তোমার বন্ধুকে বিদায় জানানো যাক।' বলে একটা ট্রলির উপর প্রাণিটাকে শোয়াল বাটলার। ধ্বংস হয়ে যাওয়া দরজা পর্যন্ত ঠেলে নিয়ে এল। প্রচণ্ড শক্তি খাটিয়ে, বাইরে আপেক্ষমাণ ফেয়ারিদের দিকে ছুঁড়ে দিল ট্রলিটা।

'আর যেন তোমার চেহারা না দেখি।' চিৎকার করে বলল বাটলার।

'অসাধারণ।' রুট না বলে পারলেন না।

'কোনও সন্দেহ নেই।' একমত ফোয়েলি।

BanglaBook.org

নয়ঃ তরুপের তাস

হাতল ধরে দরজা খুলবার চেষ্টা করতেই, প্রচণ্ড উত্তাপে যেন আর্টেমিসের হাত পুড়ে গেল। সীল করে রাখা হয়েছে। ফেয়ারি অফিসার নিশ্চয় তার অস্ত্র ব্যবহার করেছে এটার ওপরে। যুদ্ধক্ষেত্র থেকে একজন প্রতিপক্ষকে সরিয়ে নেয়া অবশ্যই বুদ্ধিমানের মতো কাজ। হলির জায়গায় হলে নিজেও তাই করত।

শক্ত দরজা খোলার চেষ্টা করল না ছেলেটা। জানে, পণ্ডশ্রম হবে। দরজাটা ইস্পাতের তৈরি, আর ও কেবল বারো বছর বয়সী এক বাচ্চা ছেলে। খুলতে যে পারবে না, তা বোঝার জন্য জিনিয়াস হবার দরকার পড়ে না। আর সেখানে তো সে জিনিয়াসের এক জলজ্যান্ত উদাহরণ! তাই বৃথা সময় নষ্ট না করে, মনিটরের দিকে এগিয়ে গেলো, কী হচ্ছে না হচ্ছে তা জানা থাকা ভালো।

লেপ কমান্ডারের উদ্দেশ্য পরিষ্কার ধরতে পেরেছে আর্টেমিস। ট্রলটাকে পাঠানো হয়েছিল যেন এই বাড়ির ভেতর থেকে কেউ সাহায্যের আবেদন জানায়। সেই আবেদনটাকেই নিমন্ত্রণ ধরে নিয়ে পুরো শক্তি নিয়ে ভেতরে চলে আসতেন তিনি। দারুণ বুদ্ধির পরিচয় দিয়েছেন কমান্ডার, এমনটা হতে পারে তা আর্টেমিস ভাবতেই পারেনি। এই দ্বিতীয়বারের মতো শত্রুপক্ষকে খাটো করে দেখার ভুল করেছে ও। ফলাফল যাই হোক না কেন, এই ভুল আর তৃতীয়বার হবে না।

মনিটরের পর্দায় নিচে যে হুলুস্থুল কাণ্ড চলছে তা দেখতে দেখতে কখন যে ওর ভয় গর্বে পরিণত হয়েছে তা টেরই পায়নি! বাটলার...দারুণ কাজ দেখিয়েছে বাটলার! একা হাতে পরাজিত করেছে ট্রলটাকে, ঠোঁট দিয়ে একবারও সাহায্যের আবেদনও বেরোয়নি! মনিটরে যুদ্ধটা দেখে সম্ভবত এই প্রথমবারের মতো আর্টেমিস টের পেল-বাটলার পরিবার, ফাউল পরিবারের জন্য কতটা গুরুত্বপূর্ণ।

ট্রাই-ব্যান্ড রেডিওটা চালু করল আর্টেমিস। 'কমান্ডার রুট, আশা করি আপনি সব গুলো চ্যানেলেই কান পেতে রেখেছেন।'

কয়েক সেকেন্ড স্পীকার থেকে ঝির ঝির আওয়াজ ছাড়া আর কিছুই শোনা গেল না। এরপর, 'আমি শুনছি, আদমজাত। বলো কী বলতে চাও?'

'কমান্ডার বলছেন?'

প্রশ্নটার উত্তরে প্রথমে একটা অদ্ভুত শব্দ ভেসে এল। অনেকটা হ্রেষা রবের মতো। এরপর এল কথা। 'না, কমান্ডার বলছেন না। আমি ফোয়েলি, সেন্টর। বলো কী বলবে মাড ব্লাড।'

BanglaBook.org

ওকে যে অপমান করা হচ্ছে, তা বুঝতে আর্টেমিসের এক মুহূর্ত সময় লেগে গেল। 'মিস্টার...আহ...ফোয়েলি। আপনি তো মনে হয় যথাযথ প্রশিক্ষণ নেননি! অপহরণকারীকে অপমান করা থেকে সর্বদা বিরত থাকা উচিত। কে জানে, আমি তো মানসিকভাবে অপ্রকৃতস্থও হতে পারি!'

'হতে পার! হাসিও না। তুমি যে অপ্রকৃতস্থ, তাতে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। তবে তাতে কিছু যায় আসে না। অতি সত্ত্বর তুমি ধুলোয় পরিণত হতে চলেছ।'

হেসে ফেলল আর্টেমিস। 'এখানেই তো আপনাদের ভুল হচ্ছে, হে আমার চারপেয়ে বন্ধু। আপনাদের নীল মৃত্যু যখন আঘাত হানবে, তখন আমি সময় ক্ষেত্রের মধ্যেই থাকব না।'

এবার ফোয়েলির হাসির পালা, 'ধোঁকা দিচ্ছ, আদমজাত। যদি সময় ক্ষেত্র থেকে পালাবার কোনও উপায় থাকত, তাহলে এতোদিনে তা আমি ধরে ফেলতাম। নেই, কোনও উপায় নেই। আমার তো মনে হয়, তোমার মুখ না পা-'

কপাল ভালো, ঠিক সেই সময়ে রুট এসে সেন্টরের হাত থেকে মাইক্রোফোন কেড়ে নিলেন।

'ফাউল? আমি কমান্ডার রুট। কী চাই?'

'আপনাকে একটা কথা জানাতে চাই, কমান্ডার। বলতে চাই, বিশ্বাসঘাতকতা করার যে চেষ্টাটা আপনি করেছেন, সেটা মাফ করে দিয়ে এখনও আমি দর কষাকষি করতে রাজি।'

'ট্রলের ব্যাপারটা আমার হাতে ছিল না,' প্রতিবাদ জানালেন রুট। 'আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে গিয়ে কাজটা করা হয়েছে।'

'হয়তো। কিন্তু কথা হচ্ছে, কাজটা করা হয়েছে। আর তাও, কোনও লেপ-অফিসারের আদেশেই। তাই আমাদের মাঝে যে বিশ্বাসের সেতু স্থাপন হয়েছিল, তা আর নেই। আমার চরম শর্তটা আপনাকে জানিয়ে দেই, আপনার হাতে সোনা পাঠাবার জন্য আর ত্রিশ মিনিট সময় আছে। যদি না পাঠান, তাহলে আমি ক্যাপ্টেন হলি শর্টকে মুক্ত করব না। তারচেয়ে বড় কথা, সময় ক্ষেত্র থেকে তাকে সাথে না নিয়েই চলে যাব। এরপর বোমার কবলে পড়লে তার যে অবস্থা হবে, সে জন্য আপনিই দায়ী থাকবেন।'

'বোকার মতো কথা বলো না, আদমজাত। নিজেকে নিজেই ভুলাচ্ছ। মনুষ্য প্রযুক্তি আমাদের থেকে এখনও শতবর্ষ পিছিয়ে আছে। ক্ষেত্র থেকে পালাবার কোনও উপায় নেই।'

মাইকের দিকে ঝুঁকে এল আর্টেমিস, মুখে সেই অদ্ভুত হাসি। 'আছে কী নেই, তা জানার মাত্র একটা উপায় আছে, কমান্ডার। কিন্তু আপনি কি তা জানার জন্য ক্যাপ্টেন শর্টের জীবন নিয়ে বাজী খেলতে প্রস্তুত?'

BanglaBook.org

রুটের ইতস্তুতভাবটা হঠাৎ করে ঝির ঝির শুরু করে দেয়া স্পীকার থেকে ভেসে এল যেন। কণ্ঠে পরাজয়ের সুর, 'নাহ, আমি বাজী খেলতে চাই না। তোমার সোনা তুমি পেয়ে যাবে, ফাউল। এক টন, চব্বিশ ক্যারেটের সোনা।'

মুচকি হাসল আর্টেমিস। ভাবল, আমাদের কমান্ডার রুট দেখি বেশ ভালোই অভিনয় জানেন!

'ত্রিশ মিনিট, কমান্ডার। ঘড়ি ধরে ত্রিশ মিনিট। আমি অপেক্ষা করছি, বেশিক্ষণ কিন্তু করব না!'

সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে দিল আর্টেমিস, হেলান দিল স্যুইভেল চেয়ারে। মনে হচ্ছে টোপ গিলেছেন রুট। সন্দেহ নেই, লেপ-বিশেষজ্ঞরা ওর 'দুর্ঘটনাবশত' দিয়ে ফেলা নিমন্ত্রণটা ধরতে পারবে। সোনা দিতে ফেয়ারিদের আর আপত্তি করার কথা না। কারণ নিমন্ত্রণ যখন পেয়েছে, তখন পুরো সোনাটাই আবার ফিরে পাবে বলে ভাবছে তারা। অপেক্ষা শুধু নীল মৃত্যুর হাতে ওর মৃত্যুর। তবে যেমনটা তারা ভাবছে, ঘটনা তেমনভাবে না-ও ঘটতে পারে।

দরজার ফ্রেমে তিনবার গুলি করল বাটলার। ইস্পাত নির্মিত বলে সরাসরি গুলি করলে সেগুলো ওর দিকেই ফিরে আসবে। তবে ফ্রেমটা ইস্পাতের নয়। ম্যানরটা বানাবার সময় যে ছিদ্রযুক্ত পাথর ব্যবহার করা হয়েছিল, সেই পাথরের। গুলি খেয়ে চকের মতে ভেঙ্গে গেল তা। এতো বড় নিরাপত্তাজনিত দূর্বলতা! এই ঘটনা শেষ হবার সাথে সাথে দূর করতে হবে-ভাবল বাটলার। যদি বেঁচে থাকি আরকি!

দরজা খুলে দেখতে পেল, মাস্টার আর্টেমিস শান্তভাবে চেয়ারে বসে মনিটরগুলোর দিকে তাকিয়ে আছে।

'ভাল কাজ দেখিয়েছ, বাটলার।'

'ধন্যবাদ, আর্টেমিস। আরেকটু হলেই বিপদে পড়ে যেতাম। যদি ক্যাপ্টেন সাহায্য না করত...'

মাথা ঝাঁকাল আর্টেমিস। 'হুম, আমি দেখেছি। ক্ষত মেরামত করা ফেয়ারিদের অনেক ক্ষমতার একটা। কিন্তু প্রশ্ন হলো, কাজটা সে করল কেন!'

'আমি ও তাই ভাবছি,' নম্র সুরে বলল বাটলার। 'এই মহানুভবতা আমাদের প্রাপ্য না।'

তীক্ষ্ণ চোখে দেহরক্ষীর দিকে চাইল আর্টেমিস। 'আরেকটু ধৈর্য ধর, বন্ধু। ভরসা রাখো, নাটকের শেষ অঙ্কে এসে পৌঁছেছি আমরা।'

নড করল বাটলার, এমনকি হাসলও। সেই হাসিতে দাঁত অনেকগুলো বের হলেও প্রাণ ছিল না।

BanglaBook.org

'এক ঘন্টারও কম সময়ের মাঝে, ক্যাপ্টেন হলি শর্ট তার নিজের লোকদের কাছে পৌঁছে যাবে। আর আমাদের হাতে এমন পয়সা আসবে যে অন্যান্য লাভজনক ব্যবসায় মন দিতে পারব।'

'আমি জানি। কিন্তু, তবুও...'

তবুও কী? এই প্রশ্নটা করতে হলো না আর্টেমিসের। উত্তরটা সে নিজেকে দিয়েই বুঝতে পারছে। এই ফেয়ারি ওদের দুজনের জীবনই বাঁচিয়েছে। অথচ তাকেই বন্দি করে মুক্তিপণ দাবী করছে আর্টেমিস! বাটলারের মতো একজন নীতি মেনে চলা মানুষের পক্ষে ব্যাপারটা মেনে নেয়া বড় কষ্টকর।

'দর কষাকষি শেষ। যেভাবেই হোক না কেন, ক্যাপ্টেন শর্ট তার লোকদের কাছে ফিরে যাবে। তার কেশাগ্রেরও ক্ষতি হবে না-এ কথা আমি তোমাকে নিশ্চয়তা দিয়ে বলতে পারি।'

'আর জুলিয়েট?'

'জুলিয়েটের কী?'

'আমার বোনের কি কোনও ধরনের বিপদ হবার সম্ভাবনা আছে?'

'নাহ, নেই।'

'ফেয়ারিরা আমাদের হাতে চুপচাপ সোনা তুলে দেবে!'

নাক দিয়ে আওয়াজ করল আর্টেমিস। 'ঠিক তা হবে না। ওরা ক্যাপ্টেন শর্টকে মুক্ত করার সাথে সাথে এক বিশেষ ধরনের বোমা আমাদের উপর ফেলবে।'

কিছু একটা বলতে গেয়েও থেমে গেল বাটলার। আর্টেমিসের পরিকল্পনা যে আরও বিস্তৃত, সে ব্যাপারে ওর কোনও সন্দেহ নেই। প্রশ্ন করারও দরকার নেই। সময় হলে মাস্টার ফাউল নিজেই ওকে বলবে। তাই প্রশ্নবাণে জর্জরিত না করে, শুধু একটা বাক্যই বলল সে। 'আমি তোমাকে বিশ্বাস করি, আর্টেমিস।'

'হুম,' উত্তর দিল ছেলেটা। বাটলার বিশ্বাসের ওজন ওর দুই ভ্রুর মাঝে প্রতিফলিত হচ্ছে। 'আমি জানি।'

•

গাজেন তাই করছিলেন, যা রাজনীতিবিদরা খুব দক্ষতার সাথে করে থাকেঃ দোষটা অন্য কারও ঘাড়ে চাপানো।

'তোমার অফিসারই তো ভজঘট পাকিয়েছে।' যতটা সম্ভব কর্তৃত্ব গলায় ঢেলে বললেন তিনি। 'পুরো অপারেশনটা একদম ঠিকঠাক মতোই চলছিল। কিন্তু তোমার মহিলা অফিসার আমার ডেপুটিকে আক্রমণ করে বসল!'

'ডেপুটি?' ফস করে বলে উঠল ফোয়েলি। 'ট্রল এখন ডেপুটি!'

BanglaBook.org

'হ্যাঁ, ডেপুটি। যাক সে কথা, তোমার ডিপার্টমেন্টের এই নাক গলাবার ঘটনা না ঘটলে, পরিস্থিতি আমাদের নিয়ন্ত্রণে চলে আসত!'

সাধারণত তর্ক বা ঝগড়া এতোদূর আসার আগেই রুট রাগে ফেটে পড়েন। কিন্তু তিনি জানেন, নিজের চাকরী বাঁচাবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করছে গাজেন। ডুবন্ত কেউ যেমন খড়কুটো আঁকড়ে ধরে, ঠিক তেমন। তাই হাসলেন কেবল।

'ফোয়েলি?'

'জি, কমান্ডার।'

'ট্রলটার আক্রমণের ভিডিওটা ডিস্কে রেখেছ তো?'

নাটকীয়তা বাড়িয়ে তোলার জন্য একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল সেন্টর। 'ন্যা, স্যার। আমাদের কপাল মন্দ। ট্রলটা ভেতরে প্রবেশ করার ঠিক আগে আগে আমাদের সব ডিস্ক শেষ হয়ে যায়!'

'কী দুঃখের কথা!'

'সেই সাথে লজ্জারও!'

'ডিস্কগুলো কিন্তু ভারপ্রাপ্ত কমান্ডার গাজেনের বিচারের সময় কাজে লাগত।'

এই কথাগুলো শোনা মাত্র নিজের উপর পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেললেন গাজেন। 'ওই ডিস্কগুলো আমাকে দাও, জুলিয়াস! আমি জানি ওগুলো আছে! তুমি আইনের চলার পথে বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারো না!'

'গাজেন, তুমিই এখনে আইনের পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়ে আছ। নিজের পেশার স্বার্থে এই ঘটনাটাকে ব্যবহার করার চেষ্টা করেছ।'

গাজেনের চেহারা লাল হয়ে গেল, এমন লাল যে তা রুটের চেহারাকেও হার মানাবে। পরিস্থিতি আস্তে আস্তে যে তার আয়ত্তের বাইরে চলে যাচ্ছে, তা তিনি পরিষ্কার বুঝতে পারছেন। এমনকি চিক্স ভারবিল এবং অন্যান্য স্প্রাইটরাও তাদের নেতার পেছনে থেকে সরে দাঁড়াচ্ছে।

'এখনও আমিই এখানকার নেতৃত্বে। ডিস্কগুলো দিয়ে দাও, নয়ত তোমাকে বন্দি করতে বাধ্য হবো।'

'তাই নাকি? তা কাজটা কি একাই করবে? পারবে তো?'

এক সেকেন্ডের জন্য অহংকার আর গর্ব খেলে গেল গাজেনের চেহারায়। অবশ্য সেটা উধাও হতে বেশি সময় লাগল না।

'একটু আগে খবর এসেছে।' বলল ফোয়েলি। 'আপনি আর ভারপ্রাপ্ত কমান্ডার নেই। কাউন্সিল আপনাকে ডেকে পাঠিয়েছে। কেন, তা নিশ্চয় বলে দেবার দরকার নেই?'

খবরটা শুনে নাকি ফোয়েলির বিদ্রুপাত্মক হাসি দেখে পাগল হলেন গাজেন, তা বলা মুশকিল। 'আমাকে ডিস্কগুলো দিয়ে যাও!' বেচারা সেন্টরকে শাটলের গায়ে চেপে ধরে বললেন তিনি।

BanglaBook.org

রুট একবার ভাবলেন, দুজনকে কিছুক্ষণ কুস্তাকুস্তি করতে দেয়া যাক। কিন্তু হাতে সময় নেই।

'এসব কী?' তর্জনী গাজেনের দিকে উঁচিয়ে গর্জে উঠলেন তিনি। 'ফোয়েলিকে মারার অধিকার একমাত্র আমার।'

সাদা হয়ে গেল ফোয়েলির চেহারা। 'সাবধান, এখনও আঙুলটা খুলে নেয়া...'

কিন্তু সেন্টর কথা শেষ করার আগেই, রুটের বৃদ্ধাঙুলি তার হাতের গিঁটটাকে স্পর্শ করে বসল। খুলে গেল একটা ছোট গ্যাসের ভালভ, যার প্রভাবে 'আঙুলে' রাখা ডার্টটা সরাসরি ছুটে গিয়ে আঘাত হানল গাজেনের ঘাড়ে। ভারপ্রাপ্ত কমান্ডার, যিনি অতিসত্ত্বর শিক্ষানবীস পদে ডিমোশন পেতে যাচ্ছেন, বিনা বাক্য ব্যয়ে লুটিয়ে পড়লেন।

ঘাড় ঘষল ফোয়েলি। 'তাক দেখি অসাধারণ আপনার, কমান্ডার।'

'তাক? তাক করার কথা তোমার মাথায় এল কীভাবে? পুরো ব্যাপারটা দুর্ঘটনাবশত ঘটেছে। আগেও তো এমন ঘটনা ঘটেছে, নাকি?'

'তা ঘটেছে। বেচারা গাজেন এখন কয়েক ঘন্টা অজ্ঞান হয়ে থাকবেন। তিনি জ্ঞান ফিরে পেতে পেতে এখানকার সব উত্তেজনা থিতিয়ে আসবে।'

'দুঃখের কথা,' মুচকি হেসে বললেন রুট। পর মুহূর্তেই আবার কাজের দিকে মনোযোগ দিলেন, 'সোনা চলে এসেছে?'

'হ্যাঁ, এই মাত্র এল।'

'খুব ভালো,' বলে গাজেনের অধিনস্তদের দিকে মুখ ফেরালেন রুট। 'সোনা একটা উড়ন্ত ট্রলিতে সাজিয়ে ভেতরে পাঠাও। কোনও ঝামেলা করলে, সকালের নাস্তায় নিজ নিজ পাখা তোমাদের চিবিয়ে খাওয়াব। বুঝতে পেরেছ?'

উত্তর দিল না কেউ, কিন্তু সবাই যে বুঝতে পেরেছে তা পরিষ্কার।

'এবার কাজে লেগে পড়ো।'

শাটলের ভেতর অদৃশ্য হয়ে গেলেন রুট, ফোয়েলি তার পিছু নিল। দরজা বন্ধ হবার পর, কমান্ডার জানতে চাইলেন। 'বোমা প্রস্তুত?'

সেন্টর প্রধান কনসোলের কয়েকটা গুরুত্বপূর্ণ দেখতে বোতাম টিপে দিয়ে বলল, 'এখন প্রস্তুত।'

'যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ওটাকে আকাশে দেখতে চাই আমি।' লেজার-প্রুফ কাঁচের এপাশ থেকে বাইরে তাকালেন তিনি। 'হাতে কেবল কয়েক মিনিট সময় আছে। আমি সূর্যের আলো দেখতে পাচ্ছি।'

ফোয়েলি কী-বোর্ডের উপর ঝুঁকে পড়ল। 'জাদু শেষ হয়ে আসছে। আর বড়জোর মিনিট পনেরো থাকবে সময় ক্ষেত্র। নিউট্রিনোগুলোর প্রচণ্ডতাও কমে আসছে।'

BanglaBook.org

‘বুঝতে পেরেছি।’ এমনিতে রুট মিথ্যা বলেন না, কিন্তু ফোয়েলির কথাবার্তা আসলে তার মাথার উপর দিয়ে যায়। ‘আসলে, পুরো বুঝতে পারিনি। কিন্তু পনেরো মিনিটের ব্যাপারটা পরিষ্কার। এর অর্থ, তোমার হাতে আর মাত্র দশ মিনিট আছে ক্যাপ্টেন শর্টকে বের করে আনার জন্য। এর বেশি দেরি হলে, অন্যান্য আদমজাতরাও আমাদেরকে দেখে ফেলবে!’

আরেকটা ক্যামেরা চালু করল ফোয়েলি, এটা উড়ন্ত ট্রলির সাথে লাগানো। কী-প্যাডের উপর পরীক্ষামূলকভাবে হাত চালালো সেন্টর। সাথে সাথে সামনে ছুট লাগাল ট্রলিটা, আরেকটু হলেই চিক্স ভারবিলের মাথা ছিঁড়ে নিত।

‘গাড়ি চালানো কোথায় শিখেছ? থাক থাক, বলতে হবে না।’ মন্তব্য করলেন রুট। ‘সিঁড়ি দিয়ে উপরে ওঠাতে পারবে তো?’

ফোয়েলি কী-প্যাডের উপর থেকে নজর পর্যন্ত সরালো না। ‘স্বয়ংক্রিয় ক্লিয়ারেন্স কমপেনসেটর আছে। সেই সাথে এক দশমিক পাঁচ মিটারের কলার। সিঁড়ি কোনও ব্যাপারই না।’

চোখে আগুন নিয়ে সেন্টরের দিকে তাকালেন রুট। ‘আমাকে বিরক্ত করার জন্যই এভাবে কথা বলো, তাই না?’

কাঁধ নাচাল ফোয়েলি। ‘বলতেও পারি।’

‘কপালকে ধন্যবার জানাও যে আমার কাছে কেবল একটাই আঙুলাস্ত্র ছিল। বুঝেছ?’

‘ইয়েস স্যার।’

‘ভালো। এখন ক্যাপ্টেন শর্টকে বাড়ি ফিরিয়ে আনার কাজে মন দাও।’

•

পোর্টিকোর[১৬] ঠিক নিচ দিয়ে উড়ছিল হলি। উপরের নীল রঙের চাদর ভেদ করে, কমলা রঙ জায়গা করে নিচ্ছে। সময় আর বেশিক্ষণ স্তব্ধ হয়ে থাকবে না। আর মাত্র কয়েক মিনিটের মাঝে নীল মৃত্যু বর্ষণ হবে এখানে। ইয়ারপিসে ফোয়েলির কণ্ঠ শুনতে পেল হলি।

‘ক্যাপ্টেন শর্ট, সোনা পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে। তৈরি থেকো।’

‘আমরা তো অপহরণকারীদের সামনে মাথা নত করি না।’ অবাক হয়ে গেল হলি। ‘ব্যাপারটা কী?’

‘কিছুই না।’ স্বাভাবিক কণ্ঠে জবাব দিল ফোয়েলি। ‘বিনিময় হচ্ছে। সোনা ভেতরে যাবে, তুমি বাইরে আসবে। আমরা মিসাইল উপহার দিব। কিছুক্ষণ নীল হয়ে থাকবে চারপাশ। এই তো!’

‘ফাউল আবার এই বোমার কথা জানে না তো?’

BanglaBook.org

'জানে, পরিষ্কার করেই জানে। তার দাবী, সময় ক্ষেত্র থেকে পালাবার উপায় তার জানা আছে।'

'অসম্ভব।'

'ঠিক বলেছ।'

'কিন্তু...কিন্তু তাহলে যে এরা সবাই মারা পড়বে!'

'তাতে কী?' ঘৃণা মিশ্রিত কণ্ঠে বলল ফোয়েলি। 'আমাদের সাথে লাগতে এলে, এ-ই হয়।'

দ্বিধার মাঝে পড়ে গিয়েছে হলি। এই আর্টেমিস ছেলেটা যে সভ্যতার প্রতি হুমকী, তাতে কোনও সন্দেহ নেই। এ মারা গেলে, খুব অল্প সংখ্যক মানুষ-ই কাঁদবে। কিন্তু জুলিয়েট? মেয়েটা তো নিষ্পাপ!

মাটির মাত্র দুই মিটার উপরে নেমে এল হলি। বাটলারের মাথাও মাটি থেকে দুই মিটার উপরে। ধ্বংসস্তুপে পরিণত হওয়া হলঘরে এসে উপস্থিত হয়েছে মানুষগুলো। ওদের মাঝে যে অনৈক্য দেখা দিয়েছে, তা পরিষ্কার বুঝতে পারছে লেপ-অফিসার।

চোখে অভিযোগ নিয়ে আর্টেমিসের দিকে তাকালো হলি। 'ওদেরকে বলেছ?'

আর্টেমিস কড়া চোখে ওর দিকে তাকিয়ে উত্তর দিল। 'কী বলব?'

'হ্যাঁ, ফেয়ারি। কী বলবে আমাদের?' রাগত কণ্ঠে প্রশ্ন করল জুলিয়েট। মেসমার ব্যবহার করায় এখনও হলিকে মাফ করতে পারেনি।

'বোকা সেজ না, ফাউল। তুমি জানো আমি কোন ব্যাপারে কথা বলছি।'

আর্টেমিস আর যাই হোক, বোকা নয়। তাই বেশিক্ষণ বোকা সেজেও থাকতে পারে না। 'তা জানি, ক্যাপ্টেন শর্ট। বোমাটার কথা বলছ তো? তোমার এই দুশ্চিন্তার মাঝে যদি আমিও থাকতাম, তাহলে খুব খুশি হতাম। যাই হোক, এতো ভাবনার কোনও কারণ নেই। সবকিছু পরিকল্পনা মোতাবেক চলছে।'

'পরিকল্পনা মোতাবেক!' আঁতকে উঠল হলি। হাত দিয়ে চারপাশ দেখালো। 'এসবও কি তোমার *পরিকল্পনার* মাঝে ছিল? আর বাটলারের আরেকটু হলেই মারা যাওয়া, সেটাও কি পরিকল্পনারই অংশ?'

'না,' মেনে নিল আর্টেমিস। 'ট্রলটা একটু সমস্যার সৃষ্টি করেছে বলে। কিন্তু সর্বশেষ ফলাফলের ওপর তা কোনও প্রভাব ফেলতে পারবে না।'

ফ্যাকাশে আদমজাতটার মুখে দশাসই একটা ঘুষি বসিয়ে দিতে পারলে খুশি হলো হলি। কিন্তু তা না করে বাটলার দিকে ফিরল। 'মাথাটা দয়া করে একটু খাটাও। তোমরা সময় ক্ষেত্র থেকে পালাতে পারবে না। কেউ কখনও পারেনি।'

পাথরের মতো মুখ করে জবাব দিল বাটলার। 'যদি আর্টেমিস বলে সম্ভব, তাহলে সম্ভব।'

BanglaBook.org

‘কিন্তু তোমার বোনের কী হবে? এক অপরাধীর প্রতি বিশ্বস্ততার খাতিরে কি তুমি নিজের বোনের জীবন নিয়ে ঝুঁকি নেবে?’

‘আর্টেমিস অপরাধী নয়, মিস। ও একজন জিনিয়াস। এবার দয়া করে চোখের সামনে থেকে সরুন। আমি সদর দরজার ওপর নজর রাখছি।’

ছয় মিটার উপরে উঠে এল হলি। ‘পাগল, তোমরা সবাই পাগল! আর মাত্র পাঁচ মিনিটের মাঝে তোমরা ধুলোয় পরিণত হতে চলেছ। ব্যাপারটা কি বুঝতে পারছ না?’

দীর্ঘশ্বাস ফেলল আর্টেমিস। ‘তোমার প্রশ্নের জবাব পেয়ে গিয়েছ, ক্যাপ্টেন। এবার দয়া করে দূরে সরো, গুরুত্বপূর্ণ আর স্পর্শকাতর কাজ এখন সামনে এসেছে।’

‘কাজ? অপহরণকে কাজ বলছ! অন্তত নিজের অপরাধটা স্বীকার করে নেবার মতো সৎ সাহস তো দেখাও।’

আর্টেমিসের ধৈর্য ফুরিয়ে আসতে শুরু করেছে।

‘বাটলার, আমাদের কাছে কি আর কোনও ট্রাংকুলাইজার ইঞ্জেকশন বাকি আছে?’

উপরে নিচে মাথা ঝাঁকাল দেহরক্ষী, কিন্তু মুখ খুলল না। আসলে ঠিক সেই মুহূর্তে যদি আর্টেমিস ফেয়ারি ক্যাপ্টেনকে অজ্ঞান করার আদেশ দিত, তাহলে সেই আদেশ পালন করতে পারত কিনা, সে ব্যাপারে নিশ্চিত নয় ও। কিন্তু কপাল ভালো, আদেশটা এল না। আর্টেমিসের মনোযোগ কেড়ে নিয়েছে সদর দরজা পর্যন্ত আসার রাস্তাটা।

‘দেখে তো মনে হচ্ছে লেপ হার মেনেছে। বাটলার দেখ তো গিয়ে, তবে সাবধানে থেকো। আমাদের ফেয়ারি বন্ধুরা ধোঁকা দিতে জানে।’

‘তোমার মুখে ও কথা মানায় না।’ বিড় বিড় করে বলল হলি।

ধ্বসে পড়া সদর দরজার দিকে এগোল বাটলার। এক হাতে সিগ সয়্যারটা আঁকড়ে ধরে আছে। করার মতো কাজ পেয়ে নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে করছে। মনের মাঝে ইতস্তত ভাবের উপস্থিতি পছন্দ করে না ও।

বাতাসে এখনও ধুলোর রাজত্ব। সেটা ভেদ করেই রাস্তায় এসে নামল বাটলার। চোখে পরা চশমা জানান দিচ্ছে, আশে পাশে কোনও ফেয়ারি নেই। তবে একটা বিশাল বড় ট্রলিকে আপনা থেকেই এগিয়ে আসতে দেখল সে, বাতাসে ভাসছে ট্রলিটা। মাস্টার আর্টেমিস হয়তো এই ভাসাভাসির কারণ এক দেখাতেই বুঝতে পারত। কিন্তু বাটলারের ওসব নিয়ে মাথা ব্যথা নেই।

সিঁড়ির সবচেয়ে নিচের ধাপেই ধাক্কা খেল ট্রলিটা।

‘স্বয়ংক্রিয় কম-পেন-সেটর না ছাই!’ ঘোঁত করে উঠলেন রুট।

‘এখনও পুরোপুরিভাবে কাজ করা শুরু করেনি।’ উত্তর দিল ফোয়েলি।

BanglaBook.org

'মুক্তিপণ পাঠিয়ে দিয়েছে।' আর্টেমিসকে চিৎকার করে জানালো বাটলার।

বুকের ভেতর ফুলে উঠতে চাওয়া উত্তেজনাকে ঠাণ্ডা করার প্রয়াস পেল আর্টেমিস। এখন আবেগী হয়ে পড়ার সময় না।

'কোনও ফাঁদ-টাদ আছে কিনা দেখে নেই আগে।'

সাবধানী পায়ে এগোলো বাটলার। 'কাউকে দেখতে পাচ্ছি না। স্বয়ংক্রিয় বলে মনে হচ্ছে।' ট্রলিটা সিঁড়ির উপর আরেকটু হলেই সব সোনা ফেলে দিচ্ছিল। 'এই জিনিস কে চালাচ্ছে জানি না, কিন্তু তার ড্রাইভিং শেখা দরকার।'

হাঁটু গেঁড়ে যন্ত্রটার নিচের দিকটায় নজর বুলালো বাটলার। 'কোনও বিস্ফোরক দেখতে পাচ্ছি না।'

এবার পকেট থেকে একটা অ্যান্টেনা সহ যন্ত্র বের করল ও। 'আড়িপাতা যন্ত্রও নেই। কিন্তু...এটা কী?'

'ও্...ও্,' বলে উঠল ফোয়েলি।

'ক্যামেরা দেখি।' হাত বাড়িয়ে ছোট লেন্সটাকে টেনে ছিঁড়ে আনল বাটলার। 'গুড বাই, জেন্টেলমেন।'

উড়ন্ত বলেই হয়তো, এক টন সোনাবাহী ট্রলিটাকে হাতের আলতো স্পর্শেই ভেতরে নিয়ে এল বাটলার। লবিতে প্রবেশের পর চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল যন্ত্রটা।

এতো দিনের স্বপ্নটাকে চোখের সামনে বাস্তব রূপ নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখছে আর্টেমিস, কিন্তু যন্ত্রটাকে স্পর্শ করার সাহসও পাচ্ছে না। আর মাত্র কয়েকটা মিনিট, তারপরেই এতোগুলো মাস পরিকল্পনা আর কষ্ট করার ফল পাবে সে। অবশ্য এই অবশিষ্ট মিনিট কটাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।

'বের করো,' অবশেষে বাটলারকে আদেশ দিল ছেলেটা। নিজের গলা কেঁপে উঠতে শুনে নিজেই অবাক হয়ে গিয়েছে।

মুহূর্তটা উপস্থিত সবাইকে নাড়া দিয়ে গেল। কেউ নিজেকে দূরে রাখতে পারল না। চোখ বড় বড় করে এগিয়ে এল জুলিয়েট, এমনকি হলিও ট্রলিটার কাছে চলে এল। এখন মার্বেলের মেঝে প্রায় স্পর্শ করে আছে ওর পা। ট্রলিতে রাখা কালো তারপুলিনটার জিপ খুলল বাটলার। এক টানে সরিয়ে ফেলল সাথে সাথেই। নীরবতা নেমে এল ঘরে, কেউ কিচ্ছু বলছে না। তাকিয়ে তাকিয়ে কেবল দেখছে একের পর এক সাজিয়ে রাখা সোনার বারগুলো। আশেপাশের পরিবেশের উপর যেন প্রত্যক্ষ প্রভাব ফেলছে মূল্যবান ধাতুটা।

হলি নিজেও পলক ফেলতে ভুলে গিয়েছে। অবশ্য কারণটা আলাদা। অনেক মানুষই এমন আছে যারা এতো পরিমাণ সোনার জন্য শয়ে শয়ে মানুষ খুন করতেও পেছ পা হবে না। কিন্তু ফেয়ারিদের কথা ভিন্ন, তারা পাতালের প্রাণী। খনিজ পদার্থের প্রতি তাদের আলাদা টান আছে। আর এসব পদার্থের মাঝে সবচেয়ে বেশি টান আছে সোনার প্রতি।

BanglaBook.org

'দিয়ে দিল!' দম নিয়ে বলল ফেয়ারি। 'আমি বিশ্বাসই করতে পারছি না!'

'আমিও না,' বিড়বিড় করে বলল আর্টেমিস। 'বাটলার, নকল না তো?'

একটা বার হাতে তুলে নিল বাটলার। অন্য হাতে একটা ছুরি নিয়ে বারটার গায় বসিয়ে দিল। ছোট্ট একটা টুকরা কেটে এনে আলোর দিকে ধরে বলল, 'আসল। অন্তত এটা আসল।'

'ভালো, খুব ভালো। নামিয়ে ফেল তাহলে, নাকি? ক্যাপ্টেন শর্টের সাথে আমরা ট্রলিটাকেও ফেরত পাঠিয়ে দিব নাহয়।'

নিজের নাম শুনে সম্বিত ফিরে পেল হলি। 'আর্টেমিস, হার মেনে নাও। এখন পর্যন্ত কোনও মানুষ ফেয়ারিদের সোনা ভোগ করতে পারেনি। অনেকেই চেষ্টা করেছে। লেপ তার সম্পত্তি পুনরুদ্ধারের জন্য যেকোনও কিছু করতে পারে।'

মাথা নাড়ল ছেলেটা, অবাক হয়েছে। 'আমি তোমাকে আগেই বলেছি...'

ওর ঘাড় আঁকড়ে ধরে প্রচণ্ড জোরে ঝাঁকি দিল হলি। 'তুমি পালাতে পারবে না! বুঝতে চাইছ না কেন?'

বরফ শীতল দৃষ্টিতে ক্যাপ্টেনের দিকে তাকাল ছেলেটা। 'আমি পারব, হলি। এক কাজ করো, আমার চোখে চোখ রেখে বলো-আমি পারব না।'

তাই করল হলি। অপহরণকারীর কালচে-নীল চোখে চোখ রাখল। এক মুহূর্তের জন্য ওর-ও মনে হলো যে ছেলেটা পারবে।

'এখনও সময় আছে,' নিজেকে সামলে নিয়ে মরিয়া হয়ে বলল সে। 'কিছু না কিছু একটা করা যাবে। আমার জাদু ভাণ্ডার পূর্ণ।'

আর্টেমিসের চোখজোড়া বিরক্তিতে কুঁচকে এল। 'তোমাকে হতাশ করার জন্য আমি দুঃখিত, ক্যাপ্টেন। কিন্তু কিছু করার দরকার নেই।'

এক মুহূর্তের জন্য থমকে গেল আর্টেমিস, উপরে অবস্থিত লাউঞ্জের দিকে চাইল। *আচ্ছা, আসলেই কি আমার এতো সোনার দরকার আছে?* ভাবল ও। বিবেক বারবার খোঁচা দিচ্ছে ওকে। বিজয়ের মিষ্টি স্বাদটাকে তেতো বানিয়ে দিতে চাইছে। কেঁপে উঠল আর্টেমিস। *নিজেকে সামলাও, নিজেকে সামলাও। পরিকল্পনা মাফিক কাজ করো। অনুভূতি চুলোয় যাক!*

পরিচিত একটা হাত এসে স্পর্শ করল ওর কাঁধ।

'সব ঠিক আছে তো?'

'হ্যাঁ, বাটলার। দেরি না করে সোনা নামাতে থাকো, জুলিয়েটকেও নিয়ে যাও। আমি ক্যাপ্টেন শর্টের সাথে একান্তে কথা কিছু বলতে চাই।'

'সত্যি সত্যি সব ঠিক আছে তো?'

দীর্ঘশ্বাস ফেলল আর্টেমিস। 'আমি আর এখন নিশ্চিত নই, বন্ধু। কিন্তু অনেক দেরি হয়ে গিয়েছে, ফেরার পথ নেই।'

BanglaBook.org

নড করে কাজে ফিরে গেল বাটলার, ওকে সাহায্য করার জন্য এগিয়ে গেল জুলিয়েট।

'ক্যাপ্টেন, তোমার জাদুর ব্যাপারে কিছু কথা ছিল।'

'কী কথা?' আর্টেমিসের মুখ থেকে সব গুলো শব্দ বের হবার আগেই, সন্দেহে ছোট ছোট হয়ে এসেছে হলির চোখ।

' ইচ্ছা পূরণের জন্য আমাকে কী বিনিময়ে দিতে হবে?'

ট্রলির দিকে চলে গেল হলির নজর। 'নির্ভর করে। তোমার **হাতে দর কষাকষির** জন্য এমন কী আছে শুনি?'

রুটকে ঠিক রিল্যাক্সড বলা যাবে না। প্রতি মুহূর্তে মাথার উপরে হলদে রঙের পরিমাণ বেড়েই চলছে। মিনিট, আর মাত্র কয়েকটা মিনিট বাকি আছে হাতে।

'অপ্রয়োজনীয় সবাইকে সরিয়ে নেয়া হয়েছে?'

'দুই মিনিট আগে যখন এই একই প্রশ্নটা জিজ্ঞাসা করলেন, তারপর কেউ চুরি করে ফিরে না এসে থাকলে-হ্যাঁ।'

'এখন হাসি ঠাট্টা করার সময় না, ফোয়েলি। বিশ্বাস করো, আসলেই না। ক্যাপ্টেন শর্টের কাছ থেকে কোনও খবর এসেছে?'

'নাহ। ট্রল ব্যাপারটার পর থেকে আর ভিডিও ছবি পাইনি। ব্যাটারির বারোটা বেজেছে মনে হয়।' কনসোলের উপর আবার মন দিল সেন্টর। একটা লাল বাতি বারবার জ্বলছে-নিভছে। 'দাঁড়ান, দাঁড়ান। মোশন সেন্সর। ম্যানরের দরজায় নড়াচড়ার আভাস পাওয়া যাচ্ছে।'

পর্দার দিকে এগিয়ে গেলেন রুট। 'বড় করতে পারো?'

'অবশ্যই,' বলে পর্দায় চারগুণ করে ছবি ফুটিয়ে তুলল ফোয়েলি।

একদম কাছের চেয়ারে বসে পড়লেন রুট। 'আসলেই কি সত্যি **দেখছি? নাকি** দৃষ্টিভ্রম?'

'আসলেই দেখছেন।' মুচকি হাসল ফোয়েলি।

হলি হেঁটে আসছে, ওর সাথে আসছে সোনা।

এক সেকেন্ডের মাঝে উদ্ধারদল ওকে ঘিরে ধরল।

'চলুন, আপনাকে জলদি জলদি বিপদজনক এলাকার **বাইরে নিয়ে যাই** ক্যাপ্টেন।' হলির কনুই আঁকড়ে ধরে এক স্প্রাইট বলে উঠল।

মানা করার জন্য মুখ খুলল হলি, কিন্তু বাধা দিতে পারল না।

'একটু পরে এসব করা যায় না?'

BanglaBook.org

'না, ক্যাপ্টেন। হাতে একদম সময় নেই। বোমা বিস্ফোরিত করার আগে কমান্ডার আপনাকে ডিব্রিফ করতে চান।'

বলতে গেল হলিকে প্রায় উড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হলো শাটলের দিকে। এদিকে অন্য সবাই যার যার কাজ নিয়ে ব্যস্ত। মুহূর্তের নোটিশে যেন নিজেদের উপস্থিতির সব প্রমাণ জড়ো করে ফিরে যেতে পারে, সেই প্রস্তুতি নিচ্ছে।

রুট ওর জন্য অপেক্ষা করছিলেন।

'হলি,' বলে উঠলেন তিনি। 'মানে, ক্যাপ্টেন। ফিরে এসেছ দেখে ভালো লাগছে।'

'ইয়েস স্যার। ধন্যবাদ স্যার।'

'সেই সাথে সব সোনাও ফিরিয়ে এনেছ! দারুণ।'

'আসলে স্যার, সবটা আনতে পারিনি। অর্ধেকটা এনেছি।'

নড করলেন রুট। 'ব্যাপার না। কিছুক্ষণের মাঝেই সব ফিরে পাব।'

হাত দিয়ে কপাল মুছল হলি। 'আসলে স্যার, ব্যাপারটা নিয়ে চিন্তা করছিলাম। ফাউল আরেকটা ভুল করেছে। আমাকে বাড়িতে পুনরায় প্রবেশ করতে মানা করেনি। তাই নিমন্ত্রণ এখনও বলবৎ আছে। আমি চাইলে এখনও ভেতরে গিয়ে সবার স্মৃতি মুছে আসতে পারি। সোনাগুলোকে কোনও দেয়ালের আড়ালে রেখে দিলাম নাহয়। আগামীকাল আরেকবার সময়কে স্তব্ধ করে...'

'না, ক্যাপ্টেন।'

'কিন্তু, স্যার...'

হলিকে দেখে কিছুটা স্বস্তি পেয়েছিলেন রুট, এখন আবার টেনশনে পড়ে গেলেন। 'নাহ, ক্যাপ্টেন। কাউন্সিল কোনও অপহরণকারী মাড ব্লাডের জন্য সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করবে না। আমাকে আদেশ দেয়া হয়েছে, সেই আদেশ অলঙ্ঘনীয়।'

হলি রুটের পিছু পিছু শাটলের ভেতর প্রবেশ করল।

'কিন্তু, স্যার। মেয়েটা তো নিরাপরাধ!'

'যুদ্ধে এমন কিছু কিছু ঘটনা হয়েই থাকে, নিরাপরাধীরাও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। জেনে বুঝেই ভুল দলে যোগ দিয়েছে সে। এখন আর তার জন্য আমাদের কিছু করার নেই।'

হতবাক হয়ে গেল হলি। 'যুদ্ধের এমন হয়েই থাকে? এ কথা আপনি বলতে পারলেন কীভাবে? জীবন, জীবন-ই।'

ঘুরে দাঁড়িয়ে, মেয়েটার কাঁধ আঁকড়ে ধরলেন কমান্ডার। 'তোমার পক্ষে যা যা করা সম্ভব ছিল, করেছ তুমি।' বললেন তিনি। 'এরচেয়ে বেশি না তোমার পক্ষে করা সম্ভব ছিল, আর না তোমার কাছ থেকে তা কেউ আশা করছিল। এমনকি অর্ধেক সোনাও ফিরিয়ে এনেছ তুমি। তোমার এখন যে অবস্থা, তাকে আদমজাত

BanglaBook.org

ডাকে স্টকহোম সিন্ড্রোম বলে। তুমি তোমার অপহরণকারীদের প্রতি সহানুভূতিশীল হয়ে পড়েছ। কিন্তু চিন্তা করো না, এই অবস্থা বেশীদিন থাকবে না। এই ম্যানরের অধিবাসীরা আমাদের কথা জেনে গিয়েছে। এখন আর কেউ ওদের রক্ষা করতে পারবে না।'

ফোয়েলি মাথা তুলে বলল, 'কথাটা কিন্তু পুরোপুরি সত্য না। ওহ ভালো কথা, অভিনন্দন ক্যাপ্টেন শর্ট।'

নষ্ট করার মতো বিন্দুমাত্র সময় হলির হাতে নেই। 'পুরোপুরি সত্য না মানে?'

'অভিনন্দন জানিয়েছিলাম।'

'ফোয়েলি!' রুট আর হলি একসাথে ধমকে উঠল।

'আসলে, পবিত্র বইতে লেখা আছে-*যদি আদমজাত ফেয়ারি স্বর্ণ দখল করতে পারে, জাদু আর ফেয়ারি ক্ষমতা ব্যতিরেকে, তাহলে সেই সোনা ভোগ করুক সে, যতদিন না চিরঘুমে ঘুমিয়ে পড়ে*। তারমানে যদি সে কোনওক্রমে বেঁচে যায়, তাহলে সেই সোনার পুরোটা তার। এমনকি কাউন্সিলও পবিত্র বইয়ের আদেশের বাইরে যেতে পারবে না।'

চিবুক ঘষল রুট। 'আমার কী দুশ্চিন্তা শুরু করা দরকার?'

ক্রূর হাসি হাসল ফোয়েলি। 'নাহ, এদের বেঁচে ফেরার কোনও উপায় নেই। মৃতই ধরে নিন।'

'ধরে নেয়া মানেই কিন্তু মরে যাওয়া না।'

'আদেশ দিচ্ছেন?'

'হ্যাঁ, সৈনিক।'

'আমি সৈনিক নই।' বলতে বলতে বোতামটা টিপে ধরল ফোয়েলি।

•

বাটলার অবাক হয়েছে বললে কমিয়ে বলা হবে। 'ফেরত দিয়েছ?'

নড করল আর্টেমিস। 'পুরোটা না, অর্ধেকটা। যা আছে তা বিক্রি করলেও বর্তমান বাজার দর অনুসারে পনের মিলিয়ন ডলার পাওয়া যাবে।'

সাধারণত আর্টেমিসের সিদ্ধান্ত নিয়ে প্রশ্ন তোলে না বাটলার। কিন্তু আজ না করে পারল না, 'কেন, আর্টেমিস? আমাকে বলা যাবে?'

'অসুবিধা কী!' হাসল ছেলেটা। 'আমার মনে হয়েছে, ক্যাপ্টেনকে তার উপকারের জন্য কিছু হলেও ফিরিয়ে দেয়া উচিত।'

'সেটাই কি একমাত্র কারণ?'

মাথা ঝাঁকাল আর্টেমিস, ওর ইচ্ছাপূরণের প্রস্তাবের কথা কাউকে জানাতে চাচ্ছে না। হয়তো সেটাকে দুর্বলতা বলে ধরে নেয়া হবে।

BanglaBook.org

'হুম,' বলল বাটলার। দেখে যতটা মনে হয়, আসলে তার চাইতেও বেশি চালাক সে।

'যাক, এসো উদযাপন করা যাক,' গলায় আগ্রহ ঢেলে বলল আর্টেমিস, প্রসঙ্গ পরিবর্তন করতে চাইছে। 'শ্যাম্পেন হলে কেমন হয়?'

বাটলারের তীক্ষ্ণ চোখের সামনে দিয়েই রান্নাঘরে প্রবেশ করল ছেলেটা।

অন্য দুজন রান্নাঘরে আসতে আসতে আর্টেমিস তিনটা গ্লাসে ওয়াইন ঢেলে ফেলেছে।

'আমার বয়স হয়নি জানি। কিন্তু আশা করি মা কিছু মনে করবেন না। এই একবারই তো।'

বাটলারের মনে হলো, কোথাও কোনও কিন্তু আছে। তবে কিছু না বলেই গ্লাসটাকে হাতে নিল সে।

জুলিয়েট বড় ভাইয়ের দিকে তাকালো, 'নেব?'

'নাও,' দীর্ঘশ্বাস ফেলে যোগ করল বাটলার। 'আমি তোমাকে ভালবাসি, জানো তো বোন?'

ভ্রূ কুঁচকে ফেলল জুলিয়েট। স্থানীয় বখাটেরা মেয়েটার এই মুখাবয়বের বড় ভক্ত। হাত বাড়িয়ে ভাইয়ের কাঁধে হালকা আঘাত হানল মেয়েটি। 'দেহরক্ষীদের এতো আবেগপ্রবণ হতে হয় না।'

মনিবের চোখে চোখ রাখল বাটলার, 'তুমি চাও, এই তরল আমরা পান করি। তাই না আর্টেমিস?'

উত্তরের অপেক্ষা না করেই, গলায় পুরো তরলটুকু ঢেলে দিল বাটলার, তাকে অনুসরণ করল জুলিয়েটও। গলা দিয়ে নামার আগেই ঘুমের ওষুধের স্বাদ অনুভব করতে পারল বাটলার।

আর্টেমিসের চোখের সামনেই ওর দুই বন্ধু মেঝেতে আছড়ে পড়ল। এদেরকে ধোঁকা দিতে চায়নি ও, কিন্তু পরিকল্পনার কথাটা বলে দিলে হয়তো ওষুধটা ঠিকমতো কাজ করত না। নিজের গ্লাসের দিকে তাকাল ছেলেটা। পুরো পরিকল্পনার সবচাইতে উচ্চাভিলাসী পদক্ষেপটা নেবার সময় এসেছে। *নাচতে নেমে ঘোমটা দিয়ে লাভ কী!* ভেবে গলায় ঢেলে দিল ওষুধ মিশ্রিত ওয়াইন।

ওষুধ কাজ করতে যে কিছুক্ষণ সময় লাগে, সেই কিছুক্ষণ শান্ত হয়ে বসে অপেক্ষা করল আর্টেমিস। প্রতিটা গ্লাসে ওজন হিসেব করে মিশিয়েছে বলে বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হলো না। জ্ঞান হারাবার পূর্ব মুহূর্তে মনে হলো-*আচ্ছা, আর তো না-ও জেগে উঠতে পারি!*

BanglaBoi.org

'আকাশে উড়িয়ে দিয়েছি,' কনসোল থেকে সরে গেল ফোয়েলি। 'ঘটনা প্রবাহ এখন আমার আয়ত্তের বাইরে।'

জানালা দিয়ে মিসাইলের গতিপথের দিকে চেয়ে রইল ওরা তিন জন। প্রযুক্তির অসাধারণ এক আবিষ্কার এই অস্ত্র। একদম হালকা, কতদূর ছড়াবে এর প্রভাব তা আগে থেকেই হিসাব করে বলা যায়। কোর হিসেবে যে পারমাণবিক পদার্থটা ব্যবহার করা হয়েছে, তা হচ্ছে সোলিনিয়াম ২, মাত্র চোদ্দ সেকেন্ডে যা অন্য পদার্থে পরিণত হয়ে বিষক্রিয়া হারিয়ে গেল। এর অর্থ, চাইলে এমন ব্যবস্থা করতে পারে ফোয়েলি যেন কেবল ফাউল ম্যানরেই প্রভাব ফেলে নীল মৃত্যু, এর বাইরের একটা ঘাসেরও ক্ষতি না হয়। আর সেই সাথে এক মিনিটের মাঝে উধাও হয়ে যায় বিকিরণের সব লক্ষণ।

খুন করার কী সহজ পন্থা!

'গতিপথ আগে থেকেই প্রোগ্রাম করা,' ব্যাখ্যা করল ফোয়েলি। তবে কেউ ওর কথায় কান দিচ্ছে বলে মনে হলো না। 'লবিতে প্রবেশ করে ফাটবে। কেসিং আর ফায়ারিং মেকানিজম, দুটোই প্লাস্টিকের সংকর দিয়ে বানানো। বিস্ফোরণের পর তাদের হদিসও পাওয়া যাবে না। পরিষ্কার কাজ।'

রুট আর হলি, দুজনেই একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন বোমার গতিপথের দিকে। ফোয়েলি যেমনটা বলেছিল, দুমড়ে কুঁকড়ে যাওয়া দরজা দিয়ে ঢুকে পড়ল ওটা। তবে মধ্যযুগীয় দেয়ালের একটা পাথর পর্যন্ত স্পর্শ করল না। এবার হলি নজর দিল মিসাইলের ক্যামেরার দিকে। এক মুহূর্তের জন্য দেখতে পেল একটু আগে যে বিশাল হলওয়েতে সে বন্দি হয়ে ছিল, সেটাকে। এখন সেটা খালি। কারও টিকিটাও দেখা যাচ্ছে না। হয়তো, ভাবল ও, হয়তো...

ঠিক পরমুহূর্তেই দেখতে পেল ফোয়েলি আর তার হাতের নাগালে থাকা প্রযুক্তির নিদর্শনগুলোকে। বুঝতে পারল, এই মানুষগুলোর বেঁচে থাকার বিন্দুমাত্র সম্ভাবনাও নেই।

বিস্ফোরিত হলো বোমাটা। ঘনীভূত নীল আলো আর শক্তির একটা গোলক দেখা গেল প্রথমে, এরপর ছড়িয়ে পড়ল সেটা। পুরো ম্যানরের প্রতিটা কোণ উদ্ভাসিত করে তুলল। শুকিয়ে গেল ফুল, কুঁকড়ে গেল পোকাগুলো আর ট্যাংকেই মারা গেল মাছ। এক ঘন মিলিমিটার পরিমাণ স্থানও বাকি রইল না। আর্টেমিস ফাউল আর তার সঙ্গীরা নিশ্চয় আর বেঁচে নেই!

BanglaBook.org

প্রযুক্তির অসাধারণ এক আবিষ্কার এই অস্ত্র

দীর্ঘশ্বাস ফেলল হলি, ইতোমধ্যে নীলচে আলো মরে আসতে শুরু করেছে। আর্টেমিস ফাউল যতই লাফালাফি করুক না কেন, দিন শেষে সে এক মরণশীল মানুষ বই কিছু নয়। কেন জানে না, ছেলেটার মৃত্যুতে কিছুটা হলেও খারাপ লাগছে হলির।

রুটের অবশ্য সেই বালাই নেই। 'ঠিক আছে, কাজে নামা যাক। স্যুট পড়ে নাও। বিকিরণ-রোধীগুলো পড়বে।'

'কী দরকার?' জানতে চাইল ফোয়েলি। 'এখন বেরোনো একেবারে নিরাপদ। স্কুলে পড়েননি?'

ঘোঁত করে উঠলেন কমান্ডার। 'বিজ্ঞানকে আমি দুই পয়সা দিয়েও বিশ্বাস করি না। বিকিরণ আসলে বিজ্ঞানীদের কথা মানতে চায় না। এর আগেও দেখেছি,

BanglaBook.org

বৈজ্ঞানিকরা নিশ্চিত করার পরেও বিকিরণের প্রভাবের শিকার হয়েছে ফেয়ারিরা। আমার কথাই শেষ, বিশেষ স্যুট ছাড়া কেউ বেরোবে না। তার মানে, তুমি যেতে পারছ না, ফোয়েলি। আমাদের কাছে কেবল দু'পেয়েদের উপযোগী পোশাক আছে। অবশ্য এমনিতেও যেতে পারতে না, তোমাকে এখানেই দরকার আমার। যদি...'

যদি কী? ভাবল ফোয়েলি। কিন্তু মুখে কিছু বলল না। পরবর্তীতে বিদ্রূপ করবে বলে চেপে গেল।

হলির দিকে ফিরল রুট। 'তুমি তৈরি, ক্যাপ্টেন?'

আবারও ভেতরে যাওয়া, পুড়ে কয়লা হয়ে যাওয়া তিনটা লাশ সনাক্ত করা- এসব খুব একটা টানছিল না হলিকে। কিন্তু জানে, কাজটা ওকে করতে হবে। ওর কর্তব্য এটা। ভেতরের সবকিছু একমাত্র ও-ই দেখেছে।

'ইয়েস স্যার। যাচ্ছি।'

র‍্যাক থেকে একটা স্যুট নামিয়ে নিল হলি, পরে নিল ওর জাম্পস্যুটের উপরে। ট্রেনিং-এ যেমন শিখিয়েছে, মুখোশ পরার আগে ভালো করে প্রেশার গজটা চেক করে নিল। যদি কোনও কারণে প্রেশার নেমে যেতে দেখে, তাহলে বুঝবে যে স্যুটের কোথাও ফুটো হয়ে গিয়েছে। পরবর্তীতে যা মারাত্মক বলে প্রমাণিত হতে পারে।

ম্যানরের সীমানায় সবাইকে খাড়া করালেন রুট। এক নং উদ্ধারদল ভেতরে ঢোকার জন্য উদগ্রীব হয়ে ছিল। অবশ্য যখন শুনতে পেয়েছিল যে বাটলার আর নেই তখনই। বার বার জানতে চাইছিল, 'আপনি তো নিশ্চিত যে বড় মানুষটা আর নেই?'

'হ্যাঁ, ক্যাপ্টেন কেল্প। ভেতরে যা-ই ঘটুক না কেন, সে আর নেই।'

ট্রাবল নিশ্চিত হয়েছে বলে মনে হয় না। 'ওই মানুষটা খুব খারাপ। আমার তো মনে হয়, তার নিজস্ব জাদু আছে!'

খিল খিল করে হাসল কর্পোরাল গ্রাব, ফল হিসেবে ভাইয়ের মার জুটল কপালে। আম্মুকে বলে দেব টাইপ কিছু একটা বলে, সাথে সাথে হেলমেট পরে ফেলল বেচারা।

রুট টের পেলেন, ওর চেহারা আবার লাল হয়ে যাচ্ছে। 'বেরোনো যাক। তোমাদের মিশন হচ্ছে অবশিষ্ট সোনা খুঁজে বের করা। ফাঁদ পাতা থাকতে পারে, সাবধানে থেকো। যখন বেঁচে ছিল, তখনই আর্টেমিস ফাউলকে বিশ্বাস করতাম না। এখন তো প্রশ্নই ওঠে না।'

'ফাঁদ' শব্দটা কানে যাওয়া মাত্রই সতর্ক হয়ে উঠল সবাই। পায়ের নিচে মাইন বিস্ফোরিত হলে অবস্থা কী হবে, তা কল্পনা করে পিছিয়ে গেল বেশ কজন। মাড ব্লাডদের মতো আর কেউ বীভৎস অস্ত্র তৈরি করে না।

BanglaBook.org

জুনিয়র রিকন অফিসার হিসেবে, সবার সামনেই ছিল হলি। যদিও ম্যানরে কোনও জীবিত প্রাণী থাকার কথা না, তবুও খেয়াল করল,অবচেতন মনে বারবার নিউট্রিনো ২০০০-এর উপর ঘোরাঘুরি করছে ওর হাত।

অদ্ভুত এক নীরবতা নেমে এসেছে বাড়িতে। অবশিষ্ট কয়েকটা সোলিনিয়াম অণুর ফস ফস করে ওঠার শব্দ ছাড়া আর কোনও শব্দ নেই, নীরব একেবারে। অবশ্য সেই নীরবতার মাঝে মৃত্যুও আছে। মৃত্যুর গন্ধও যেন টের পাচ্ছে হলি। লক্ষ লক্ষ পোকামাকড়ের মৃত্যুর গন্ধ, ঠাণ্ডা হয়ে আসা মাকড়শা আর ইঁদুরের মৃতদেহের গন্ধ।

সতর্কতার সাথে দরজার কাছে এসে পৌঁছাল ফেয়ারিদের দল। হলি এক্স-রে স্ক্যানার চালু করে এলাকাটা একবার দেখে নিল। জ্যান্ত কিছুই নেই।

'ক্লিয়ার,' মাইক্রোফোনে অবশেষে বলল সে। 'আমি ভেতরে যাচ্ছি। ফোয়েলি, তুমি শুনতে পাচ্ছ?'

'পরিষ্কার, তোমার সাথেই আছি।' উত্তর দিল সেন্টর।

'দেহ তাপ দেখতে পাচ্ছ?'

'ওই বোমা বিস্ফোরিত হবার পর? অসম্ভব। সোলিনিয়াম বিস্ফোরণের ফলে সৃষ্ট তাপ কয়েকদিন পর্যন্ত থাকে। তাই আপাতত কিচ্ছু বোঝা যাবে না।'

'কিন্তু বিকিরণ নেই তো কোনও?'

'তা নেই।'

নাক দিয়ে শব্দ করে, নিজের অবিশ্বাসটা বোঝালেন রুট। 'তাহলে তো পুরনো নিয়মেই পুরো বাড়িটা আমাদের ঘুরে দেখতে হবে।'

'যা করার তাড়াতাড়ি করুন,' পরামর্শ দিল ফোয়েলি। 'আর বড়জোর পাঁচ মিনিট, তারপরই সময় ক্ষেত্র পুরোপুরি অদৃশ্য হয়ে যাবে।'

সদর দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়ল হলি। মিসাইলের বিস্ফোরণে, ছাদে লাগানো ঝাড়বাতি এক দিকে হেলে পড়েছে। কিন্তু এছাড়া বাকি সব কিছু একদম আগের মতোই আছে।

'সোনা সব নিচে, আমার সেলে আছে।'

কেউ কিছু বলল না, অন্তত শব্দে না। তবে বমি করে বসল কেউ একজন, ঠিক মাইক্রোফোনের উপরেই! ঘুরে দাঁড়াল হলি। দেখতে পেল, ট্রাবল পেট চেপে ধরে উবু হয়ে আছে!

'ভালো লাগছে না,' গুঙিয়ে উঠল ক্যাপ্টেন। অবশ্য কথাটা বলার দরকার ছিল না। ছেলেটা যে অসুস্থ তা ওকে ঘিরে মেঝেতে জমা হওয়া বমি দেখেই বোঝা যাচ্ছিল।

BanglaBook.org

কর্পোরাল গ্রাব বুক ভরে শ্বাস নিল। সম্ভবত 'আম্মু'কে উল্লেখ করে কিছু একটা বলত। কিন্তু মুখ থেকে শব্দের জায়গায় বের হয়ে এল বমি! কপাল মন্দ, বমি করার আগে মুখোশের কাঁচ খুলতে পারেনি বেচারা।

'আঘহ,' বলল হলি। এগিয়ে এসে কাঁচটা খুলে দিল। সাথে সাথে গ্রাবের স্যুটের সামনের দিকটা ভরে উঠল বমিতে।

'হ্যাভেনের দোহাই, হচ্ছে কী এসব!' গর্জে উঠে এবার নিজেই এগিয়ে এলেন রুট। কিন্তু বেশিদূর যেতে পারলেন না। সদর দরজার এপাশে একটা পা রাখতেই, অন্যান্যদের মতো নিজেও বমি করে ফেললেন।

হেলমেট-ক্যামেরাটা অসুস্থ অফিসারদের দিকে তাক করল হলি। 'হচ্ছেটা কী এখানে, ফোয়েলি?'

'দাঁড়াও, দাঁড়াও। দেখছি।'

হলি শুনতে পেল, সেন্টর বেচারা তীব্র গতিতে একের পর এক কী-বোর্ডের চাবি চেপে চলছে।

'হুম। আচমকা বলি। মাথা ঘোরা...ইস্সিরে...'

'কী?' জানতে চাইল হলি। কিন্তু উত্তরটা কী হবে তা আগে থেকেই বুঝতে পারছে।

'জাদু,' হরবর করে বলল ফোয়েলি। উত্তেজনায় কথা জড়িয়ে আসছে। 'আর্টেমিস ফাউল মারা না যাওয়া পর্যন্ত, বিনা অনুমতিতে কেউ ওই বাড়িতে প্রবেশ করতে পারবে না। তার মানে...তার মানে...অসম্ভব...'

'ওরা বেঁচে আছে!' ফোয়েলির কথা শেষ করে দিল হলি। 'আর্টেমিস ফাউল বেঁচে আছে।'

'ডি'আরভিট।' গুঙিয়ে উঠলেন রুট। আরেকপ্রস্থ বমি করে ভাসিয়ে দিলেন মেঝে।

হলি একাই এগিয়ে গেল। নিজের চোখে দেখতে চায় আর্টেমিস বেঁচে আছে কিনা। জানে, যদি মারাও যায়, তাহলে ছেলেটা সোনা পাশে নিয়েই মরবে।

সেই একই ছবিগুলো তাকিয়ে আছে ওর দিকে। কিন্তু এবার কেন যেন হলির মনে হলো, ছবিগুলোর মাঝে কেমন একটা নাক উঁচু, নাক উঁচু ভাব আছে। মন চাইছিল, নিউট্রিনো ২০০০ এর স্বাদ বুঝিয়ে দেয় কয়েকটা ছবিকে। নিয়ম ভাঙা হবে বলে মনের ইচ্ছাটা মনেই রেখে দিল। আর্টেমিস যদি বেঁচে থাকে, তাহলে সে-ই বিজয়ী। কোনও ধরনের প্রতিশোধ নেয়া যাবে না।

সিঁড়ি বেয়ে নেমে এল মেয়েটি। সামনেই ওর প্রাক্তন সেল, এই মুহূর্তে যার দরজাটা খোলা। এখনও ভেতরে সোলিনিয়াম এর ছোটাছুটি থামেনি। ভয়ে ভয়ে ভেতরে প্রবেশ করল হলি, কী না কী দেখতে হয়!

Banglabook.org

কিছুই নেই ভেতরে, মানে কোনও মৃতদেহ নেই! শুধু সোনার কয়েকটা বার আছে। প্রায় দুইশ মতো হবে। ওর কটের মাদুরে সুন্দর করে সাজিয়ে রাখা আছে। বাটলারের কাজ নিশ্চয়। একমাত্র মানুষ, যে একা ট্রলের মুখোমুখি হয়ে এবং জিতেওছে!

'কমান্ডার? শুনতে পাচ্ছেন?'

'পাচ্ছি, ক্যাপ্টেন। মৃতদেহ কয়টা?'

'একটাও নেই স্যার। তবে আমি অবশিষ্ট সোনা খুঁজে পেয়েছি।'

দীর্ঘক্ষণ বিরতি নিলেন রুট। এরপর বললেন। 'রেখে এসো হলি, নিয়ম তো জানোই। আমরা ফিরছি।'

'কিন্তু, স্যার। কোনও না কোনও পথ নিশ্চয় আছে...'

ফোয়েলি নাক গলাল। 'কোনও কিন্তু নেই ক্যাপ্টেন। আর কয়েক সেকেন্ড পর, সূর্যের আলো ফুটবে। এখুনি ফিরে এসো। মাঝ দুপুর হলে কীভাবে যে সবার নজর এড়িয়ে পালাবো, তা জানি না।'

দীর্ঘশ্বাস ফেলল হলি, যুক্তি আছে কথায়। কিন্তু এক মানুষের কাছে...মাড ব্লাডের কাছে পরাজিত হওয়াটা ওকে কুড়ে কুড়ে খাচ্ছে। তাও কিনা এই বিশেষ মাড ব্লাডটা অপ্রাপ্তবয়স্ক!

শেষ বারের মতো সেলের ভেতরে নজর বুলালো। এইখানে অসম্ভব তীব্র এক ঘৃণার জন্ম নিয়েছে, আর আজ হোক বা কাল, সেই ঘৃণা প্রকাশ পাওয়ার পথ খুঁজবেই। হোলস্টারে অস্ত্রটা ভরে ফেলল ও। এবার নাহয় ফাউল জিতেছে। কিন্তু ওর মতো একজন বেশীদিন চুপচাপ বসে থাকতে পারবে না। খুব দ্রুত নতুন কোনও পয়সা বানাবার ফন্দি নিয়ে মেতে উঠবে। কিছু দিন অপেক্ষা করতে আপত্তি নেই হলির। অপেক্ষার ফল বড় সুমিষ্ট হয়!

•

সময় ক্ষেত্রের ঠিক বাইরের মাটি একদম নরম। এর কারণ হতে পারে, অর্ধ হাজার বছরের বাজে পয়ঃনিষ্কাশন। অথবা অন্য কিছু। যাই হোক, এই নরম মাটি ভেদ করেই যে মালচ মাথা তুলবে, তাতে আর আশ্চর্যের কী আছে!

অবশ্য ঠিক এই জায়গাটা বেছে নেবার একমাত্র কারণ নরম মাটি নয়। গন্ধও আরেক কারণ। খোঁড়াখুঁড়িতে দক্ষ কোনও বামন আধ কিলোমিটার দূর থেকেও সোনার গন্ধ পেয়ে যায়। আর মালচ ডিগামসের চেয়ে ভালো নাকের অধিকারী বামনের সংখ্যা প্রায় শূন্যের কোঠায়।

BanglaBook.org

বলতে গেলে একরকম বিনা নিরাপত্তায় বাতাসে ভাসছে ট্রলিটা। উদ্ধারদলের দুজনকে রাখা হলেও, বর্তমানে তারা কমান্ডারের অবস্থা নিয়ে হাসাহাসিতে ব্যস্ত। একজন আরেকজনকে অভিনয় করে রুটের বমি করার ভঙ্গি দেখাচ্ছে।

এদের একজন চিক্স ভারবিল। বেচারা জানেও না, সামনে কী দুঃখ অপেক্ষা করছে ওর জন্য। এই অভিনয় করাটাই মালচের সামনে সুবর্ণ, নাকি হলদে বর্ণ বলব, সুযোগ এনে দিয়েছে!

সুড়ঙ্গ থেকে বেরোবার আগে, পেটের ভেতরের সবকিছু ভালোমতো পরিষ্কার করে নিল বামন। আচমকা বায়ু বেরিয়ে এসে লেপ-এর অফিসারদের সতর্ক করে দিক, তা চায় না সে। তবে দুশ্চিন্তা না করলেও চলত। দুর্গন্ধযুক্ত কোনও পোকা যদি স্প্রাইটের মুখে ছুড়েও মারত, তাহলেও মনে হয় না চিক্স তা টের পেত।

কয়েক সেকেন্ডের মাঝে, দুই ডজন সোনার বার সুড়ঙ্গের ভেতর এনে ফেলল ও। একেবারে ছেলের হাতের মোয়া! শেষ দুইটা বার হাতে নিয়ে আরেকটু হলে হেসেই ফেলেছিল মালচ, অনেক কষ্টে নিজেকে থামিয়েছে। এই ঘটনার সাথে জড়িয়ে, জুলিয়াস ওর উপকার করেছে। পাখির মত মুক্ত তো বটেই, সেই সাথে ধনী এক বামনে পরিণত হয়েছে ও। লেপ-কমান্ডার যতক্ষণে বুঝতে পারবেন যে দুই ডজন বার নেই, যদি আদৌ বুঝতে পারেন আরকী, ততক্ষণে এখান থেকে অর্ধ-মহাদেশ দূরে থাকবে ও।

পাতালে চলে এল বামন। সবগুলো বার ওর গুপ্তধন রাখার জায়গায় নিতে হলে বেশ কয়েকবার আসা যাওয়া করতে হবে। কিন্তু তাতে কী? একবার নিরাপদ স্থানে সব নিয়ে পৌঁছাতে পারলে, সময়ের আগেই অবসর নিয়ে নিতে পারবে। তবে একেবারে উধাও হয়ে যেতে হবে ওকে।

কীভাবে কাজটা করবে, সেই পরিকল্পনাও করতে শুরু করে দিয়েছে মনে মনে। প্রথমে কিছুদিন মানুষের মধ্যে থাকবে। ওদের মাঝেও অনেক বাঁটুল আছে, তাই অসুবিধা হবে না। তবে পুরু পর্দাসহ কোনও পেন্টহাউস কিনতে হবে ওকে। ম্যানহাটনে কেনা যায়, অথবা মন্টি কার্লোতে। ব্যাপারটা অবশ্য আদমজাতের কাছে অদ্ভুত ঠেকতে পারে, কেননা ও এমন এক মানুষ হবার ভান ধরবে যে কিনা দিনের বেলায় ঘর থেকেই বেরোয় না। তবে মাড ব্লাডটা অদ্ভুত জাত। পয়সা পেলেই ওরা সব কিছু ভুলে যায়।

•

আর্টেমিস টের পেল, কেউ একজন ওর নাম ধরে ডাকছে। সেই সাথে একটা ঝাপসা একটা চেহারাও দেখতে পাচ্ছে। ঠিক বুঝে উঠছে পারছে না, চেহারাটার মালিক কে? হয়তো বাবা হতে পারেন।

BanglaBook.org

'বাবা?' শব্দগুলো কেমন যেন অপরিচিত ঠেকল। অনেকদিন ধরে ব্যবহার করে না বলেই হয়তো। চোখ খুলল ও।

বাটলার ওর উপর ঝুঁকে আছে। 'আর্টেমিস! জ্ঞান ফিরেছে তাহলে।'

'আহ, বাটলার।'

উঠে দাঁড়াল আর্টেমিস, এতোটুকু পরিশ্রমেই মাথা চক্কর দিচ্ছে। আশা করছিল, বাটলার ওর কনুই ধরে দাঁড়াতে সাহায্য করবে। কিন্তু সেই সাহায্য এল না। জুলিয়েট কুশনের উপর শুয়ে আছে। বোঝাই যাচ্ছে, ওষুধের প্রভাব এখনও কাটেনি। 'ঘুমের ওষুধ দিয়েছিলাম, বাটলার। একেবারে নিরাপদ।'

দেহরক্ষীর চোখে বিপদজনক একটা আভা খেলা করে গেল। 'ব্যাখ্যা করো।'

চোখ ঘষল আর্টেমিস। 'পরে বাটলার, এখন কেমন যেন-'

ওর ঠিক সামনে এসে দাঁড়াল বিশালদেহী লোকটা। 'আর্টেমিস, আমার বোন ওখানে শুয়ে আছে। অসুস্থ, আরেকটু হলে মারা পড়ত। তাই ব্যাখ্যাটা এখুনি চাই!'

আর্টেমিস বুঝতে পারল, ওকে আদেশ করা হয়েছে। একটু অপমানিত মনে হলো নিজেকে, তবে বাটলারের কথার অর্থও বুঝতে পারছে। ঠিক বলেছে ওর দেহরক্ষী, এবার একটু বেশি বেশিই করে ফেলেছে।

'আমি তোমাদেরকে ঘুমের ওষুধের কথা বলিনি, কেননা জানা থাকলে তোমাদের দেহ সেটাকে অকার্যকর করতে চাইত। অথচ পরিকল্পনা কাজে লাগতে হলে, তোমাদেরকে একদম সাথে সাথেই ঘুমিয়ে পড়তে হতো।'

'পরিকল্পনা?'

আরামদায়ক একটা চেয়ার বেছে নিয়ে বসে পড়ল আর্টেমিস। 'আমার পুরো পরিকল্পনায় এই সময় ক্ষেত্রের ভূমিকা ছিল অপরিসীম। লেপ-এর তুরুপের তাস এই প্রযুক্তি। এমন একটা ক্ষেত্র, যার ভেতর থেকে কখনও কেউ পালাতে পারেনি। বুঝতেই পারছ, এমন একটা ক্ষেত্রের এর সাথে যদি বোমাটার মতো অস্ত্র যোগ হয়, তাহলে কেমন দাঁড়ায় পরিস্থিতি!'

'এর সাথে আমাদেরকে ওষুধ খাওয়াবার কী সম্পর্ক?'

হাসল আর্টেমিস। 'বাইরে তাকাও। দেখতে পাচ্ছ না? ফেয়ারিরা বিদায় নিয়েছে। আমরা জিতে গিয়েছি।'

জানালা দিয়ে বাইরে তাকালো বাটলার। উজ্জ্বল আলো দেখা যাচ্ছে, নীলের কোনও চিহ্নও নেই। তবে এসব দেখেও দেহরক্ষী প্রভাবিত হয়েছে বলে মনে হলো না। 'আপাতত বিদায় নিয়েছে। কিন্তু রাতে অবশ্যই ফিরে আসবে।'

'নাহ, নিয়মের বাইরে যাবে না ওরা। আমরা জিতেছি, খেলা শেষ।'

এক ভ্রূ উঁচু করে চাইল বাটলার। 'ঘুমের ওষুধের ব্যাখ্যা এখনও পেলাম না আর্টেমিস।'

BanglaBook.org

‘ভোলানো যাবে না দেখছি।’

কোনও কথা না বলে নিষ্পলক চোখে শুধু চেয়ে রইল বাটলার।

‘ঠিক আছে, বলছি। সময় ক্ষেত্র থেকে পালাবার এক পথ আবিষ্কার করতেই হতো আমাকে। পবিত্র বই অনেক ঘেঁটেও তার মাঝে কোনও কিছু পাইনি, এমনকি কোনও সূত্র পর্যন্ত না। দ্য পিপল, মানে ফেয়ারিরাই এখনও তেমন কোনও পথ আবিষ্কার করতে পারেনি। তাই ওদের পুরনো দিনের গল্পগুলোয় চলে গেলাম। পুরনো বলতে যখন আমরা একসাথে বাস করতাম, তখনকার কথা বলছি। ওসব গল্প তো তুমিও জানো। ওই যে, রাতের আঁধারে মুচির জুতো বানিয়ে দেয়ার গল্প, বাড়ি পরিষ্কারের গল্প। তখন আমরা একসাথে বাস করলেও, তার একটা নির্দিষ্ট সীমা ছিল। ওদেরকে ওদের মতো থাকতে দেবার বিনিময়ে, আমাদের নানা উপকার করত তারা। এই যেমন সান্তা ক্লজের কথাই ধরো, ।’

আরেকটু হলেই কোটর থেকে বেরিয়ে আসত বাটলার চোখ। ‘সান্তা ক্লজ?’

হাত তুলে দেহরক্ষীকে নিবৃত্ত করল আর্টেমিস। ‘জানি, জানি। আমি নিজেও বিশ্বাস করতে পারিনি প্রথমে। কিন্তু যতদূর বুঝলাম, আমাদের সামনে যে সান্তা ক্লজের ছবি ভাসে, সেটার উৎপত্তি আসলে কোনও তুর্কি ছবি থেকে নয়। সেটা হচ্ছে স্যান ডি'ক্লাস, ফ্রন্ড-এলফিন রাজবংশের তৃতীয় রাজার ছবি! পাগলাটে স্যান নামেও সে পরিচিত ছিল।’

‘উপাধিটা ঠিক...রাজকীয় হলো না।’

‘তা আর বলতে! ডি'ক্লাস ভেবেছিল, মাড ব্লাডদের তৃপ্ত করতে হলে তাদেরকে দামী দামী উপহার দেয়া দরকার। তাই বছরের একটা বিশেষ দিনে নামকরা সব জাদুকরদের এক করে, বিশাল এলাকা জুড়ে সময়কে স্তব্ধ করে দিত সে। এরপর স্প্রাইটদের কাজে লাগিয়ে দামী দামী উপহার পৌঁছে দিত সবার ঘরে। মানুষ তখন ঘুমিয়ে থাকত। বুদ্ধিটা যে কাজ করেনি, তা তো বলাই বাহুল্য। মানুষের লোভ কোনও কিছু দিয়েই তৃপ্ত করা যায় না। বিশেষ করে উপহার দিয়ে তো নয়-ই।’

ভ্রূ কুঁচকে ফেলল বাটলার। ‘কিন্তু যদি মানুষ, মানে আমরা...আমরা ঘুম থেকে উঠে পড়তাম?’

‘ভালো প্রশ্ন করেছ। পুরো পরিকল্পনাটাই এই একটা ব্যাপারের ওপর নির্ভর করছিল। সময় স্তব্ধ করে দেবার একটা গুরুত্বপূর্ণ নীতি এই ব্যাপারটা। শুরু হবার সময় তোমার যে অবস্থা ছিল, ঘুমন্ত বা জাগ্রত, শেষ হওয়া পর্যন্ত সেভাবেই থাকবে। ঘুমিয়ে থাকলে জাগতে পারবে না। জেগে থাকলে ঘুমাতে পারবে না। গত কয়েক ঘন্টায় ক্লান্তবোধ করোনি? শরীর ঘুমাতে চাইছিল, কিন্তু মন ঘুমাতে দেয়নি।’

নড করল বাটলার। এখন ধীরে ধীরে পরিষ্কার হয়ে আসছে অনেক কিছু।

BanglaBook.org

'তাই একটা থিওরি দাঁড় করালাম আমি। থিওরিটা ছিল যে, সময় ক্ষেত্র থেকে পালাতে হলে, আমাদের ঘুমিয়ে পড়তে হবে।'

'এক থিওরির উপর ভরসা করে অনেক বড় ঝুঁকি নিয়েছ, আর্টেমিস।'

'শুধু থিওরির উপর ভরসা করে নেইনি। পরীক্ষা করে নিশ্চিত হয়ে নিয়েছি।'

'কার উপর? ওহ, অ্যাঞ্জেলিনের উপর!'

'হ্যাঁ, আমার মা'র উপর। তিনি ওষুধ খেয়ে ঘুমাচ্ছিলেন বলে, ফেয়ারি জাদু তার উপর কোনও প্রভাব ফেলেনি। যদি ফেলত, তাহলে লেপ-এর কাছে হার মেনে নিতাম।'

ঘোঁত করে উঠল বাটলার, ওর সন্দেহ আছে।

'যেহেতু স্বাভাবিকভাবে আমরা ঘুমিয়ে পড়তে পারতাম না, তাই মা'র ওষুধ ব্যবহার করেছি।'

'বুঝলাম। কিন্তু আর্টেমিস, আরেকটু হলেই...'

'তা ঠিক,' মাথা ঝাঁকাল ছেলেটা। 'শেষের দিকে সব একটু বেশিই তাড়াতাড়ি হয়ে গিয়েছে। অবশ্য লেপ-কে ধোঁকা দেবার জন্য তার দরকার ছিল।'

থেমে বাটলারের দিকে এক মিনিট তাকিয়ে রইল ও। এরপর বলল, 'আমি কি ক্ষমা পেয়েছি?'

দীর্ঘশ্বাস ফেলল বাটলার। কুশনে শুয়ে নাক ডাকাচ্ছে জুলিয়েট। হেসে ফেলল দেহরক্ষী। 'হ্যাঁ, আর্টেমিস। ক্ষমা পেয়েছ। তবে একটা কথা...'

'বলো?'

'এই শেষ। ফেয়ারিরা একটু বেশিই...মানুষের মতো।'

'ঠিক বলেছ।' মেনে নিল আর্টেমস। 'আর না। এরপর থেকে আরও রুচিশীল কর্মকান্ডের দিকে মন দিব। তবে আইনি হবে না বেআইনি, সে ব্যাপারে নিশ্চয়তা দিতে পারি না।'

নড করল বাটলার, এতোটুকুই বা কম কী?

'তোমার মা'র অবস্থাটা একটু দেখে আসা দরকার না?'

অসম্ভব মনে হলেও, আর্টেমিসের ফর্সা মুখটা আরও সাদা হয়ে গেল। ক্যাপ্টেন কি তার কথা রেখেছে, না রাখেনি? না রাখলেও অবশ্য ফেয়ারিকে দোষ দেয়া যায় না।

'হুম, দরকার তো বটেই। জুলিয়েটকে ঘুমাতে দাও। এটুকু ওর প্রাপ্য।' বলতে বলতে সিঁড়ির দিকে তাকালো ছেলেটা।

ফেয়ারির কথায় খুব বেশি ভরসা করে ফেলেছে, উচিত হয়নি কাজটা। হাজার হলেও, বেচারিকে অপহরণ করেছে ও। নিজেকে নিজেই বকাবকি করল কিছুক্ষণ। ইচ্ছাপূরণের বিনিময়ে এতোগুলো সোনা! যদি কথা না রাখে হলি? ইস্, কত বড় বোকামি হয়ে গিয়েছে।

BanglaBook.org

ঠিক সেই মুহূর্তে খুলে গেল সিঁড়ির উপরের দরজা।

সাথে সাথে অস্ত্র হাতে নিল বাটলার। 'আর্টেমিস, আমার পেছনে দাঁড়াও। অনুপ্রবেশকারী মনে হচ্ছে।'

হাত নেড়ে মানা করল ছেলেটা। 'নাহ, বাটলার। আমার তা মনে হয় না।'

হৃদপিণ্ড ঘোড়ার চলার গতিতে পাঁজরের হাড়ের সাথে ধাক্কা খাচ্ছে বার বার, আঙুলের মাথায় যেন হামলে পড়ছে রক্ত। সম্ভব কী? ওর ইচ্ছা...সম্ভব?

সিঁড়ির মাথায় একটা অবয়ব দেখা দিল। রোব পরিহিত অবস্থায় অপার্থিব বলে মনে হলো অবয়বটাকে, মাথার ভেজা চুল গুলো থেকে পানি ঝরছে।

'আর্টি?' জানতে চাইলেন মহিলা। 'তুমি নাকি ওখানে?'

খুব করে উত্তর দিতে চাইছিল আর্টেমিস, চাইছিল দুহাত ছড়িয়ে সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে যেতে। কিন্তু পারল না! এক পা-ও নড়তে পারল না! ঘটনার আকস্মিকতায় ওর মাথা কাজ করা বন্ধ করে দিয়েছে।

অ্যাঞ্জেলিন ফাউল নিজেই নিচে নেমে এলেন, এক হাতে সিঁড়ির রেলিং এর উপরে। মা'র আভিজাত্যের কথা ভুলেই গিয়েছিল আর্টেমিস। কিছুক্ষণের মাঝেই ওর পাশে এসে দাঁড়ালেন তিনি।

'শুভ সকাল, সোনামনি।' এমন উজ্জ্বল ভঙ্গিতে বললেন তিনি, যেন আর দশটা সকালের মতোই স্বাভাবিক এক সকাল আজ।

'ম...মা,' তোতলাতে তোতলাতে বলল আর্টেমিস।

'দাঁড়িয়ে আছ কেন? আমাকে জড়িয়ে ধরো।'

মা'র দুই হাতের ফাঁকে নিজেকে গুঁজে দিল আর্টেমিস। উষ্ণ আলিঙ্গনের সাথে সাথে মা'র দেহ থেকে ভেসে আশা সুগন্ধ বুক ভরে নিল সে। যত বড় জিনিয়াসই হোক না কেন, শেষ পর্যন্ত আর্টেমিস একটা বাচ্চা ছেলে। এই মুহূর্তে বাচ্চা ছেলে হয়ে মা'র আলিঙ্গনের মাঝেই থাকতে চায় সে।

'আমি দুঃখিত, আর্টি।' ফিসফিস করে বললেন তিনি।

'দুঃখিত কেন?'

'সবকিছু জন্য। বিগত কয়েক মাস আমি আসলে...আসলে আমার...আমার মাথা ঠিক ছিল না। কিন্তু এখন পরিবর্তন হবে সব কিছু। আমি উপলব্ধি করতে পেরেছি, অতীতকে আঁকড়ে ধরে রেখে লাভ নেই।'

আর্টেমিস টের পেল, ওর গালের উপর এক বিন্দু অশ্রুবিন্দু এসে পড়েছে। কিন্তু অশ্রুটা কার, তা বুঝতে পারল না। হয়তো বা ওর মা'র...হয়তো বা...

'তাছাড়া, তোমার জন্য কোনও উপহারও আনিনি। সেজন্যও।'

'উপহার?' অবাক কণ্ঠে জানতে চাইল আর্টেমিস।

'অবশ্যই,' গান গেয়ে উঠলেন মা। ওকে ঘুরিয়ে বললেন, 'আজ কোন দিন, মনে নেই?'

BanglaBook.org

'দিন? কোন দিন?'

'আজকে ক্রিসমাস, বোকা ছেলে। ক্রিসমাস! উপহার দেয়াই তো প্রথা, তাই না?'

ওহ, ভাবল আর্টেমিস। প্রথা। স্যান ডি'ক্লাস।

'ঘরের কী অবস্থা হয়েছে! মনে হচ্ছে গোরস্থানে এসে পড়েছিল। বাটলার?'

এতোক্ষণ হতবাক হয়ে সব দেখছিল দেহরক্ষী। নিজের নাম কানে যেতেই তাড়াহুড়ো করে অস্ত্রটা পকেটে পুরল।

'জি, ম্যাম?'

'ব্রাউন থমাসকে ফোন লাগাও। আমার অ্যাকাউন্ট আবার খুলে দিতে বলো। হেলেনকে জানাও যে আমি ওর সেরা সাজে সাজতে চাই।'

'জি, ম্যাম। সেরা সাজ, বুঝেছি।'

'ওহ, ভালো কথা। জুলিয়েটকে জাগাও। আমি আবার আমার শোবার ঘরে চলে যেতে চাই।'

'এখুনি জাগাচ্ছি, ম্যাম।'

ছেলের হাত আঁকড়ে ধরলেন অ্যাঞ্জেলিন ফাউল। 'আমি সব কথা শুনতে চাই, আর্টি। প্রথমে বলো, এখানে কী হয়েছে?'

'নতুন করে কয়েকটা জিনিস বানানো হচ্ছিল। সদর দরজা নিয়ে একটু ঝামেলা হয়েছে।'

ভ্রূ কুঁচকে ফেললেন অ্যাঞ্জেলিন, উত্তরটা পছন্দ হয়নি। 'তাই নাকি! আচ্ছা, স্কুলের কী খবর?'

মুখে দৈনন্দিন সব প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছিল আর্টেমিস, কিন্তু মাথার মধ্যে চিন্তার ঝড় বইছে। আবার একটা বাচ্চা ছেলেতে পরিণত হয়েছে সে। জীবন আগাগোড়া পরিবর্তিত হয়েছে! মা'র নজর এড়িয়ে কাজ করতে হলে, আরও সূক্ষ্ম সব ফন্দি আঁটতে হবে। তবে ওসব পরের কথা।

অ্যাঞ্জেলিন ভুল করেছেন। তিনি জীবনের সবচেয়ে দামি ক্রিসমাসের উপহারটা দিয়েছেন ওকে।

BanglaBook.org

শেষ কথা

কেস ফাইল পুরোটা পড়ার পর, আর্টেমিস ফাউল চরিত্রটা যে কতটা ভয়ংকর তা নিশ্চয় আর বলে দিতে হবে না।

অনেকেই চায়, আর্টেমিসকে রহস্যময় একটা চরিত্র হিসেবে দেখতে। চায় ওর মাঝে এমন সব গুণ খুঁজে বের করতে, যা আসলে নেই। ইচ্ছাপূরণ ব্যবহার করে মা'কে সুস্থ করেছে বটে, কিন্তু তার কারণটা কী? কারণ হলো, সরকার ইতোমধ্যে ওর কেসটা নিয়ে মাথা ঘামানো শুরু করেছিল। কাজটা না করলে, কিছুদিনের মাঝে ওকে অ্যাঞ্জেলিন ফাউলের কাছ থেকে সরিয়ে নিয়ে অন্য কারও তত্ত্বাবধায়নে দিয়ে দেয়া হতো।

আর দ্য পিপল-এর কথা গোপন রাখার পেছনেও একটা শয়তানী বুদ্ধি কাজ করেছে। চেয়েছিল, সারা জীবন ধরে সে আমাদেরকে নিজের কাজে ব্যবহার করবে। কয়েকবার করেছেও। বেচারার একমাত্র ভুল ছিল ক্যাপ্টেন শর্টকে বাঁচিয়ে রাখা। আর্টেমিস ফাউলের ব্যাপারে লেপ-এর সবচেয়ে অভিজ্ঞ অফিসারে পরিণত হয় এই ফেয়ারি। দ্য পিপলের সবচেয়ে ভীতিকর শত্রুর সাথে যুদ্ধে যা খুব গুরুত্বপূর্ন ভূমিকা রেখেছিল।

গবলিনদের বিদ্রোহ দমাতে অবশ্য ওরা একসাথে কাজ করতে বাধ্য হয়েছিল। কিন্তু সেটা আরেক গল্প।

রিপোর্টটা তৈরি করেছেনঃ ডক্টর জে. আর্গন, বি. সাইক, লেপ-অ্যাকাডেমির পক্ষে।

এই রিপোর্টে যা লেখা আছে, তার শতকরা ৯৪ শতাংশ সত্য, আর ছয় শতাংশ কল্পনা।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

নির্ঘণ্ট

১. লোফার - এক ধরনের জুতা
২. কোশ - এক ধরনের ভোঁতা অস্ত্র
৩. মাস্টার - অপ্রাপ্তবয়স্কদের সাধারণত মিস্টার না বলে মাস্টার বলা হয়
৪. অঘাম- প্রাচীন আইরিশ ভাষা
৫. ম্যাকবুক - অ্যাপল কোম্পানির ল্যাপটপ
৬. লেপ্রিকন - সংযুক্তি দ্রষ্টব্য
৭. এলফ - সংযুক্তি দ্রষ্টব্য
৮. কিউপিড - প্রেমের দেবতা
৯. নোম - সংযুক্তি দ্রষ্টব্য
১০. বিটরুট - শালগমের মতো দেখতে একধরণের লাল বর্ণের সব্জি
১১. সাইসমোলজি - ভূকম্পবিদ্যা
১২. অ্যাকর্ণ - ওক গাছের ফল
১৩. গ্রেমলিন - সংযুক্তি দ্রষ্টব্য
১৪. পাইল-ড্রাইভার - কুস্তির এক বিশেষ মার, যেখানে প্রতিপক্ষের মাথা দুই পায়ের ফাঁক নিয়ে সরাসরি উলম্বভাবে মাটিতে নামিয়ে দেয়া হয়
১৫. পামটপ - এক ধরনের মোবাইল
১৬. পোর্টিকো - অট্টালিকার পার্শ্ব দেশস্থ স্তম্ভশ্রেণী

*মাড ব্লাড - ফেয়ারিরা নিজেদের ডাকে *দ্য পিপল* আর মানুষকে ডাকে *মাড ব্লাড* বলে।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

সংযুক্তি

লেপ্রিকন

লেপ্রিকনরা আইরিশ রূপকথার একটি প্রাণী। ধরে নেয়া হয় যে এরা ছোট ছোট দাঁড়িওয়ালা, তবে মানুষের মতো দেখতে। দুষ্টামি করেই কাটে এদের দিন। আর যখন দুষ্টামি করে না, তখন জুতা বানানো আর মেরামতির কাজে ব্যস্ত থাকে। যদি কোনও মানুষের হাতে ধরা পরে, তাহলে সেই মানুষের তিনটা ইচ্ছা পূরণ করার বিনিময়ে নিজের স্বাধীনতা কিনে নেয়।

সাধারণত একা একা থাকতেই ভালবাসে এরা। আইরিশ রূপকথা অনুসারে, যখন কোনও রংধনু আকাশে দেখা যায়, তখন এরা সেই রংধনুর প্রান্তে চলে যায়। নিজের সোনা লুকিয়ে রাখে সেখানে। তাই আদিকালে আয়ারল্যান্ডের মানুষ রংধনু দেখতে পেলেই, তার শেষ প্রান্ত খোঁজার কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ত।

এলফ

এলফ-দেরকে আমরা পেয়েছি জার্মান রূপকথার মাধ্যমে। যাবতীয় পৌরাণিক বা কাল্পনিক প্রাণিদের মধ্যে সম্ভবত এলফরাই সবচেয়ে বেশি জনপ্রিয়। সেই শেকসপিয়ারের আমল থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত নানা সাহিত্যে এদের উপস্থিতি লক্ষ করা যায়।

সূচালো কান, সুন্দর চেহারা আর দীর্ঘজীবন অন্যান্য রূপকথার প্রানিদের থেকে এদেরকে আলাদা করেছে। নানা দেশের রূপকথা এদেরকে সাদরে আমন্ত্রণ জানানোয় এবং নিজেদের মাঝে ঢুকিয়ে নেয়ায়, এদের ক্ষমতা আর পছন্দ-অপছন্দের ব্যাপারে নানা মত রয়েছে।

নোম

নোম আরেক জনপ্রিয় রূপকথার প্রাণী। আকারে ছোট নোমরা সাধারণত কেবল ১৫ সেন্টিমিটার (আধ-ফুট) হয়ে থাকে। ধারনা করা হয়, এদের উৎপত্তি হয়েছিল স্ক্যান্ডিনেভিয়ায়। পরবর্তীতে বিশ্বজুড়ে ছড়িয়ে পড়ে। নানা ধরনের নোম-এর উদাহরণ পাওয়া যায়। যেমন ফরেস্ট নোম (এরা জঙ্গলে বাস করে), গার্ডেন নোম (বাগানে), হাউজ নোম (বাড়ির ভেতরে, মানুষের সাথে), ডুন নোম (বালিয়াড়ির ভেতরে।)

ক্ষমতা বলতে, মানুষের চাইতে তিন গুণ বেশি শক্তিশালী, ঈগলের চাইতে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি আর ঘন্টায় পঁয়ত্রিশ মাইল বেগে ছুটতে সক্ষম এরা। তবে সাধারণত দুষ্টামি করেই দিন কাটে এদের।

গবলিন

গবলিনরা সম্ভবত রূপকথার সব প্রাণির মাঝে সবচাইতে ভয়ানক। সাধারণত এদেরকে শয়তান প্রাণী হিসেবেই নানা গল্পে দেখা যায়, যারা মানুষের ক্ষতি করতেই বেশি আগ্রহি। সেই সাথে তারা লোভী আর কাপুরুষ হিসেবেও পরিচিত।

বনের প্রাণিদের সাথে, বিশেষ করে নেকড়ের সাথে গবলিনদের একটা আলাদা সম্পর্ক আছে বলে ধারণা করা হয়। নেকড়েরা যেমন গবলিনদের প্রতি বিশ্বস্ত, তেমনি গবলিনরাও নেকড়েদের প্রতি বিশ্বস্ত।

গবলিন ছাড়াও এদেরকে হবগবলিন, বোগার্ট, ওর্ক, বোগল, হোবার্ট ইত্যাদি নামে ডাকা হয়।

গ্রেমলিন

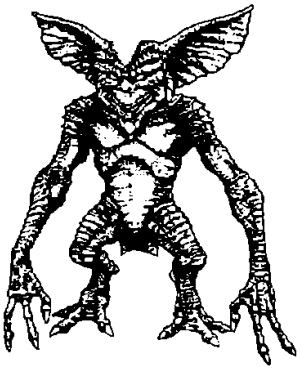

দানবীয় বা শয়তান প্রকৃতির প্রাণিদের মাঝে সবচেয়ে কম বয়সী হলো গ্রেমলিন। এদের উৎপত্তি আমেরিকায়। মেকানিক্যাল যন্ত্রপাতি ও ইঞ্জিনের আশেপাশে পাওয়া যায় এদেরকে।

সাধারণত, যন্ত্রপাতিতে গোলমাল করার মাধ্যমে মানুষকে বিরক্ত করে এরা। এই যেমন, ধারালো যন্ত্র ভোঁতা করে দেয়া, আঙুলে ভুল করে হাতুড়ির বাড়ি দেয়ানো, টায়ারের হাওয়া বের করে দেয়া ইত্যাদি।

সেন্টর

বুক, মাথা আর দেহ মানুষের, অথচ ঘোড়ার মতো চার পা আর এক দেহ-এই হলো সেন্টর। রূপকথা এই প্রাণিরা আকারে বিশাল। গ্রীক পুরাণ থেকে এদের উৎপত্তি।

তীরন্দাজ হিসেবে সেন্টরদের তুলনা নেই। আর সবচেয়ে নামকার সেন্টর, কিরণ বা কাইরন, একই সাথে তার সময়ের সবচেয়ে জ্ঞানী শিক্ষক ও দক্ষতম তীরন্দাজ।

ট্রল

স্ক্যান্ডেনেভিয়া, বিশেষত নরওয়ের গল্পগাথায় ট্রলদের সদর্প উপস্থিতি দেখতে পাওয়া যায়। ধরে নেয়া হয়, ট্রলরা কম বুদ্ধি সম্পন্ন একটা বিশেষ প্রজাতি। আকারে আট ফুট বা তারও বেশি এই প্রাণিরা অসম্ভব শক্তিশালী এবং সর্বভুক। এমনকি মানুষেও এর অরুচি নেই।

এরপর নানা দেশের রূপকথায় নানাভাবে ট্রলদেরকে তুলে ধরা হয়েছে। তবে কমবুদ্ধি সম্পন্ন হওয়া আর অস্বাভাবিক শক্তিধর হওয়াটা সব জায়গাতেই আছে। সেই সাথে আছে বড় বড় দাঁত এবং শব্দ ও আলোর প্রতি তীব্র স্পর্শকাতরতা।

সপ্রাইট

বিভিন্ন আকার আর বিভিন্ন রঙের স্প্রাইটদের মাঝে একটা মিল অবশ্যই থাকবে, আর তা হলো চকচকে পাখা। আকারে পোকামাকড়ের মতো ক্ষুদ্র হওয়াটাও অসম্ভব না, তেমন অসম্ভব না প্রায় একফুট লম্বা হওয়াটাও।

সাধারণত, ঘন বনের মাঝে বাস করে স্প্রাইটরা। কেউ কেউ গাছের উঁচু ডালে, আবার কেউ কেউ বাস করে নদী বা ঝর্ণার ঠিক পাশে।

দল বেঁধে চলাচল করে স্প্রাইটরা, আমুদে প্রকৃতির হলেও তাদেরকে খেপিয়ে তোলা খুব সহজ। আবার যত তাড়াতাড়ি খেপে যায় তারা, তত তাড়াতাড়িই ভুলে যায় সবকিছু। এদের মনোযোগ ধরে রাখতে হলে, মুহূর্মুহূ পরিবর্তন আর চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিতে হয়। আবার বেশি জটিল চ্যালেঞ্জ হলে আগ্রহও হারিয়ে বসতে পারে তারা।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG